তত্ত্বজ্ঞানামৃত।

চতুর্থ খণ্ড।

শ্রীকরালপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক,
অনূদিত, সঙ্কলিত ও বিরচিত।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈবণাপরঃ।
দৃগ্‌দৃশৌ দ্বৌ পদার্থৌ স্তঃ পরস্পর বিলক্ষণৌ
দৃগ্‌ ব্রহ্ম দৃশ্যং মায়েতি সর্ব্ববেদান্ত ডিণ্ডিমঃ।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
বাণী প্রেস,
১২ নং চোরবাগান লেন, হইতে
শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮৩৮, ইংরাজী ১৯১৬।

সূচীপত্র

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পাদ।

দ্বিতীয় পাদ।

তৃতীয় পাদ।

চতুর্থ পাদ।

তত্ত্বজ্ঞানামৃত।

হরি ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মণে নমঃ।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পাদ।

জীবের সংসারগতি বর্ণন।

জীবের উৎপত্তি বিষয়ে বাদিদিগের যে সকল বিপ্রতিপত্তি আছে সে সমস্ত পূর্ব্বে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বৈদক মতে জীব অনুৎপদ্যমান্ পদার্থ, কেন-না, তন্মতে অবিকারী পরব্রহ্মই শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জীবরূপে বিরাজমান আছেন অর্থাৎ অবিকৃত পরমাত্মাই জীবেশ্বর জগৎরূপে ভাসমান হওয়ায় তাঁহাতে জীবেশ্বর জগৎভাবের যে প্রতীতি তাহা অনাদি সিদ্ধ অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত। এইরূপ জীবেশ্বরের অল্পজ্ঞতা সর্ব্বজ্ঞতাদি ভাবের তথা জগতের নানাত্ব পরিচ্ছিন্নত্বাদি ধর্ম্মের প্রতীতিও আবিদ্যক অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত। কথিত কারণে এমতে ব্রহ্ম ভিন্ন তত্ত্বান্তর নাই এবং নাই বলিয়াই জীব ব্রহ্মের অভেদের স্বাভাবিকতা ও ভেদের আবিদ্যকতা নিবন্ধন ব্রহ্মবিদ্যা অবিদ্যা নিবৃত্ত করিয়া অপবিমিত ব্রহ্মাত্মভাব জন্মাইতে সমর্থ হয়। যে কাল পর্য্যন্ত জীব তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা আপনার ব্রহ্মাত্মভাব জানিতে শক্য না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত অনিত্য অবিদ্যাকৃত দৃষ্ট দেহাদি উপাধিতে আত্মভাবে ভাবিত হইয়া ও তদ্ধর্ম্ম সকল আপন ধর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত যোনিতে স্বীয় কর্ম্মানুসারে ভ্রমণ করতঃ নূতন নূতন

শরীর ধারণ করে, করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসার গতি প্রাপ্তি পূর্ব্বক বর্ত্তমান দেহসংঘাত ত্যাগ করে ও অন্য সংঘাত গ্রহণ করে। এবম্প্রকারে বারম্বার নদীর প্রবাহের ন্যায় জীব আবহমান কাল হইতে অবিদ্যা কাম ও কর্ম্মের বশে জন্ম মরণরূপ বন্ধে যুক্ত হইয়া আসিতেছে। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাত্মভাব নিশ্চিত হইলে, স্বাভাবিক একাত্ম বিজ্ঞানভাব প্রকটিত হইলে, উক্ত সকল ভেদ নিবারিত হইয়া জীব স্বপারমার্থিক স্বরূপে অবস্থান করে, ইহাই পরমগতি বলিয়া বেদান্ত শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কথিত প্রকারে আব্রহ্ম স্থাবর পর্য্যন্ত জীব মাত্রই পরমার্থতঃ ব্রহ্ম স্বরূপ অনাদি স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু, কিন্তু তাহাতে নানাত্ব পরিচ্ছিন্নত্ব অনিত্যত্বাদি ধর্ম্ম সকলের যে প্রতীতি হইয়া থাকে তাহা অবিদ্যা কল্পিত হওয়ায় মিথ্যা। এই মিথ্যা জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উপমর্দ্দিত না হওয়া পর্য্যন্ত জন্ম মরণাদি ধর্ম্মে সত্যত্ব বুদ্ধি হেতু "জীব কোথা হইতে আসিল, মরণের পর কোথায় গমন করে, কিরূপ গতি হয়, ভাবিদেহ কিরূপে গ্রহণ করে, ভোগান্তরে আবার কোথায় যায়," ইত্যাদি সকল আশঙ্কা লোকের চিত্তে সতত উদিত হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় এক্ষণে বেদোক্ত প্রণালী অনুসারে ব্যাখ্যাত হইবে। ছান্দোগ্যউপনিষদের পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রকরণে তথা বৃহদারণ্যক উপনিষদের জ্যোতিঃ ব্রাহ্মণে ও শারীরকব্রাহ্মণে ইহা সকলের বিস্তারিত বিবরণ আছে। এই সকল উপনিষদের যে সকল সন্দিগ্ধ অংশ আছে সে সমস্ত ব্যাসদেব দ্বারা শারীরক সূত্রে (বেদান্ত দর্শনে) বিশদরূপে মীমাংসিত হইয়াছে। পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ বিষয়ে বৈদিক প্রণালী সহিত অন্য সকল মতের ঐক্য নাই, অনেক ভেদ আছে। যথা—সাংখ্য মতে আত্মা ও ইন্দ্রিয়গণ ব্যাপক, কর্ম্ম প্রভাবে যে স্থানে দেহ উৎপন্ন হয় সেই স্থানেই বিষয়-গ্রহণোপযোগী ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল আবির্ভূত হয়। বুদ্ধ বলেন দেহান্তর প্রাপ্তে অসহায় আত্মা নূতন দেহে নূতন ইন্দ্রিয় লাভ করেন, এইরূপে সেই ভাবী দেহই বৃত্তিমান হয়। বৌদ্ধ মতে ধারাবাহিনির্ব্বিকল্পক (অহং অহং ইত্যাকার) জ্ঞানের নাম আত্মা, তাহাতে সবিকল্পক জ্ঞান হওয়া বৃত্তিলাভ। কণাদ বলেন মন সঙ্গে যায়, অন্যান্য ইন্দ্রিয় তদ্দেহে নূতন উৎপন্ন হয়। জৈনগণ বলেন পক্ষী যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তর গমন করে, জীবও তদ্রূপ এ দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তরে গমন করে। এইরূপ এইরূপ মতান্তরে পুন-

র্জন্ম বিষয়ক প্রণালীতে অনেক জল্পনা আছে। শ্রুত্যুক্ত প্রণালীর সার এই— জীব যখন পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে যায় তখন দেহবীজ সূক্ষ্মভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া সপ্রাণ সেন্দ্রিয় সমনস্ক ও অবিদ্যা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও জন্মান্তরীয় সংস্কার সহ অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করিয়াই যায়, কণাদ সাংখ্যের স্থায় ইন্দ্রিয় দেহবীজ প্রভৃতি রহিত হইয়া অথবা বৌদ্ধ জৈনের ন্যায় ইন্দ্রিয় মন দেহবীজ (সূক্ষ্ম ভূত) প্রভৃতি সমস্তই রহিত হইয়া ভাবী জন্ম গ্রহণ করিতে যায় না। আর বলা বাহুল্য এই বৈদিক প্রণালীই যুক্ত্যনুগৃহীত বলিয়া প্রমাণীকৃত হয়, কেন না, যে দেহেন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে অনন্ত সদসৎকর্ম্ম আচরিত হইয়াছে সেই ভূত সূক্ষ্ম দেহবীজে পরিবেষ্টিত হইয়া জীব ভাবিদেহ গ্রহণ না করিলে স্বকীয় কর্ম্ম জনিত উপযুক্ত কারণীভূত দেহবীজরূপ সূক্ষ্মভূতের উপাদানতার অভাবে ভাবিদেহে বিষয়গ্রহণোপযোগী পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মসংস্কারের অভিব্যঞ্জকতা অসম্ভব হইবে এবং তৎকারণে পূর্ব্বোত্তর দেহের আনন্তর্য্য বিনষ্ট হওয়ায় তথা নূতন ভূতাবয়বদ্বারা ভাবিশরীর আরম্ভ হওয়ায় নিমিত্ত-নৈমিত্তিক (কারণ-কার্য্য) ভাবেরও উচ্ছেদ হইবেক। অর্থাৎ বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা, এই তিন ভোগোপযোগী শরীরান্তরের প্রাপ্তি ও উপভোগের সাধন হওয়ায় উক্ত দেহান্তরের উৎপত্তিতে পূর্ব্বদেহের বীজাবয়ব না থাকিলে স্বকীয় কারণীভূত ভূতসূক্ষ্মের অভাবে যেরূপ সর্ব্বমৃদ্দেশ হইতে ঘট উৎপন্ন হয় না, অথবা যেরূপ তিলাবয়ব বিনা তিল তৈলের উৎপত্তি হয় না, অথবা যেরূপ মার্জ্জার ভোগোপযোগী মার্জ্জার শরীরে মনুষ্য ভোগোপযোগী ভোগ হইতে পারে না, তদ্রূপ নিত্য গৃহীত পূর্ব্বজন্মান্তরীয় আরম্ভক যোগ্য উপাদানের অসদ্ভাবে স্বকর্ম্মজনিত ভোগোপাযোগী শরীরান্তরের প্রাপ্তি ও পূর্ব্ব প্রজ্ঞাদি নামক বাসনার (সংস্কারের) অভিব্যক্তি অসম্ভব হইবেক এবং তৎকারণে দেহের পূর্ব্বাপরীভাব ও আনন্তর্য্য বিনষ্ট হওয়ায় কারণ-কার্য্যভাবেরও উচ্ছেদ হইবেক। কথিত কারণে মতান্তরীয় সমস্ত প্রক্রিয়া শ্রুতি বাধিত হওয়ায় অযুক্ত ও অপ্রমাণ। শ্রুত্যুক্ত রীত্যনুসারে জীব মরণকালে তেজ মাত্রা অর্থাৎ বাকাদি করণ সমূহ গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে (পুণ্ডরীকাকাশে) গমন করে, করিলে হৃদয়-ছিদ্রের অগ্র (নাড়ীমুখরূপ) নির্গমনদ্বারা প্রদ্যোতিত (প্রকাশিত) হয়, এবং ইহা হইলে জীব উপরোক্ত তেজ মাত্রাদি সহিত চক্ষু হইতে (যদি আদিত্য-লোকের প্রাপ্তি নিমিত্ত জ্ঞান বা কর্ম্ম হয়) বা মূর্দ্ধা

হইতে (যদি ব্রহ্মলোকের প্রাপ্তি নিমিত্ত জ্ঞান বা কর্ম্ম হয়) বা অন্য শরীর-দেশ হইতে (যাহার যেরূপ কর্ম্ম হয়) উৎক্রান্ত হইয়া প্রয়াণ করে। শরীর হইতে প্রয়াণ করিবার সময়ে কর্ম্মের বশে জীব বিশেষ বিজ্ঞানবান্ হয়, অর্থ এই যে, ইহলোকে কর্ম্মবশে তাহার যেরূপ ভাবনার প্রাবল্য ছিল সেই ভাবনায় দৃঢ় ভাবিত হইয়া অনুভাব্যমান অন্তঃকরণবৃত্তি বিশেষের আশ্রিত বাসনাত্মক বিশেষবিজ্ঞানদ্বারা তাহার সর্ব্বলোক এইকালে সবিজ্ঞান হয় ও সবিজ্ঞানপূর্ব্বকই গন্তব্যপথে অনুগমন করতঃ হৃদয় দেশেই বিশেষ বিজ্ঞানদ্বারা উদ্ভাসিত যে শরীর তাহাই প্রাপ্ত হয় এবং তদনন্তর পিণ্ডিতেন্দ্রিয় হয়। পরলোকগন্তা জীবের প্রয়াণকালে সাকটিক সন্তার স্থানীয় মার্গের সম্বল উপরোক্ত বিদ্যা কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা। বিদ্যা সর্ব্বপ্রকারের বিহিত, প্রতিষিদ্ধ, অবিহিত ও অপ্রতিষিদ্ধরূপ হয়; এইরূপ কর্ম্মও হয়। অর্থাৎ বিহিত বিদ্যা আধ্যাত্মিক, প্রতিসিদ্ধ নগ্নস্ত্রীর দর্শনরূপ, অবিহিত ঘটাদি বিষয়ক, ও অপ্রসিদ্ধ মার্গে পতিত তৃণাদি বিষয়ক হয়। এইরূপ বিহিত কর্ম্ম যাগাদি, প্রতিসিদ্ধ ব্রহ্ম হননাদি, অবিহিত গমনাদি, ও অপ্রসিদ্ধ চক্ষুপক্ষ্মের বিক্ষেপাদি রূপ হয়। পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের যে জ্ঞান তাহাকে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা বলে, অর্থাৎ অতীত কর্ম্ম-ফলের অনুভবের যে বাসনা তাহার নাম পূর্ব্বপ্রজ্ঞা। আর এই পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অপূর্ব্ব কর্ম্মারম্ভের তথা কর্ম্ম-বিপাকের অঙ্গ। কারণ, উক্ত বাসনা ব্যতীত কেহই কোন প্রকার কর্ম্ম করিতে ও ফল উপভোগ করিতে শক্য নহে। অনভ্যস্ত বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের কৌশল হয় না, পূর্ব্বানুভূতের বাসনা দ্বারা প্রবর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের ইহলোকে অভ্যাস বিনাই কৌশল সম্ভব হয়। অনেকের বিষয়ে কত বিচিত্র কর্ম্মাদিরূপ ক্রিয়াতে বিনা অভ্যাসে জন্ম হইতেই কৌশল দৃষ্ট হয়। আবার অনেকের বিষয়ে কতশত অত্যন্ত সামান্য ক্রিয়াতেও অপটুতা দেখা যায়। এইরূপ বিষয়ের উপভোগেও অনেকের স্বস্বভাবেই কৌশল্যাকৌশল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা সমস্তই পূর্ব্বপ্রজ্ঞার উদ্ভব ও অনুভবরূপ নিমিত্ত-বিশিষ্ট। সুতরাং বিদ্যা কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা এই ত্রিতয় সাকটিক সন্তার স্থানীয় পরলোক-মার্গের সম্বল হওয়ায় ইহা দ্বারা দেহান্তরের প্রাপ্তি ও উপভোগ হইয়া থাকে। উক্ত পূর্ব্ব প্রজ্ঞারূপ যে বাসনা তাহা বিদ্যা কর্ম্মের বশে পরলোকগামী জীবের হৃদয়ে স্থিতিকালেই উদিত হইয়া স্বপ্নের ন্যায় প্রকৃত দেহ হইতে দেহান্তর আরম্ভ করে। যেমন জলা-

যুকা তৃণান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহীত তৃণ ত্যাগ করে, তেমনি জীবও দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব দেহ ত্যাগ করে। অর্থাৎ জীবের হৃদয়ে স্থিত যে পূর্ব্ব বাসনা ও কর্ম্মাশয় তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া জীব প্রয়াণ কালে স্বপ্নের ন্যায় দেহান্তর গ্রহণ করে ও তাহাতে আত্মভাব করিয়া পূর্ব্বাশ্রয় ত্যাগ করে, করিয়া পিণ্ডিতেন্দ্রিয় হয়। যেমন সুবর্ণকার সুবর্ণের মাত্রা (অবয়ব) গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব রচনা বিশেষ হইতে অন্য নবতর কল্যানতর রূপ নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ এই সংসারী আত্মা নিত্য গৃহীত পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত নির্ম্মীত সুবর্ণ স্থানীয় এই শরীরকে উপমর্দ্দন করতঃ অন্য দেহান্তর নবতর কল্যাণতররূপ পিতৃলোকের উপভোগ যোগ্য বা গন্ধর্ব্বলোকের উপভোগ যোগ্য বা দৈব বা প্রাজাপত্য বা ব্রহ্ম-লোকের উপভোগ যোগ্য রচনা করে, অথবা যথা কর্ম্ম যথা শ্রুত অন্য ভূত সম্বন্ধী শরীরান্তর রচনা করে। প্রদর্শিত প্রকারে জীব পরলোকে কর্ম্ম-ফল ভোগ করিয়া অনারব্ধ বা অভুক্ত শেষ কর্ম্মের বশে পুনরায় কর্ম্ম করিবার জন্য মর্ত্তে আগমন করে। উক্ত সমস্ত কথার নিষ্কর্ষিত অর্থ এই—মরণকালে জীব এতদ্দেহের অভিমান ও কার্য্য কলাপ ভুলিয়া যায়, অনন্তর জীবের ফলাভি-মুখ উদ্বুদ্ধ কর্ম্মসংস্কারদ্বারা ভাবিদেহবিষয়ক জ্ঞানময় বা ভাবনাময় শরীর উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আমি দেব বা মনুষ্য ইত্যাকার স্বপ্নবৎ দর্শন হয় ও তাহাতে গাঢ় অভিমান জন্মে, পরে দেহ পরিত্যাগ হয়। এই সময়ে অর্থাৎ দেহের পরিত্যাগ সময়ে জীব পিণ্ডিতেন্দ্রিয় হয়, অর্থ এই যে, ইন্দ্রিয় নির্ব্যাপার ও মনে লয় প্রাপ্ত হইলে জীবের জড়বৎ ভাবে অবস্থিতি হয়। এইরূপে জীব মৃত্যুকালে ভাবিদেহের বীজস্বরূপ ভূতসূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়া ভাবনাময় দেহ বিশেষ দ্বারা সুপ্তবৎ এতল্লোক হইতে প্রয়ান করতঃ স্বকর্ম্মানুসারে হয় চন্দ্রলোকে (পিতৃযান=দক্ষিণায়ন মার্গে) না হয় ব্রহ্ম-লোকে (দেবযান=উত্তরায়নমার্গে) অথবা যমলোকে গমন পূর্ব্বক স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে, করিয়া ভোগের অবসানে অনারব্ধ অভুক্ত শেষ সঞ্চিত কর্ম্ম সহিত মনুষ্য যোনিতে অথবা শুকর বা কুক্কুর যোনিতে অথবা চাণ্ডাল যোনি প্রভৃতিতে পুনরাগত হয়। এই প্রকারেই শ্রুতি কর্ত্তৃক পুনঃজন্ম বিষয়ক ভাবিদেহ গ্রহণ ও পুনরবতরণ প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে মার্গের আরোহণ ক্রম বলা যাইতেছে।

দেবযান-মার্গ—অগ্নিলোক, দিবসলোক, শুক্লপক্ষলোক, ষণমাসাত্মকউত্তরায়ন-

লোক, সংবৎসরলোক, দেবলোক, বায়ুলোক, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, বিদ্যুৎলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক।

পিতৃযান-মার্গ—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নরূপষটমাষ, পিতৃলোক, আকাশ ও চন্দ্রলোক। (অবরোহণ যথাগত ক্রমে বা অনিয়মে উভয়ই রূপে হইয়া থাকে)।

যমলোক-মার্গ—যাম্যপুর, সৌরিপুর, সুরেন্দ্র বা নগেন্দ্র ভবন্, গন্ধর্ব্ব নগর, শৈলাগমপুর, ক্রুরপুর, ক্রৌঞ্চপুর, বিচিত্র নগর, বহ্বাপদপুর, দুঃখ-পুর, নানা ক্রন্দপুর, সুতপ্ত ভবন, রৌদ্রপুর, পয়োবর্ষণপুর, শীতাঢ্য নগর, বহুভীতিকরপুর, তৎপরে বৈবশ্বত গৃহ অর্থাৎ সংযমনীপুরী (যমলোক)। গরুড়পুরাণ ষষ্ঠ অধ্যায় দেখ।

উপাসনাদি প্রভব দেবযানগতি লাভ হইলে দেবযানমার্গ হইতে জীবের অবরোহণ নাই। ব্রহ্মলোকগত মুক্তপুরুষগণ মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলোকের অধিষ্ঠাতা হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) সহিত পরব্রহ্মে একীভূত হন, ইহাই ক্রমমুক্তি বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। শেষোক্ত দুই মার্গ হইতে জীবগণের মর্ত্তলোকে পুনরাগমন হইয়া থাকে। মার্গাভিমানী দেবগণ পরলোকগত জীবের বাহকতা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু তৃতীয় স্থানে অনিষ্ট-কর্ম্মা জীবেরা মৃত্যুর পরে যমদূত দ্বারা বাহিত হয়। ব্রহ্মলোক বিদ্যা সহিত ইষ্টকর্ম্মচারীর প্রাপ্য অর্থাৎ নির্গুণ বা সগুণ ব্রহ্মের অহংগ্রহ-উপাসনার প্রভাবেই দেবযানগতি লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং অহংগ্রহ-উপাসনা দেবযান-গতি লাভের ও অপুনরাবতরণের একমাত্র উপায়। চন্দ্রলোক প্রতীক-উপাসনা সহিত ইষ্টপূর্ত্তাদিকর্ম্মচারী জীবগণের প্রাপ্য ও যমলোক অনিষ্ট-কর্ম্মচারী জনগণের গমনীয়।

উল্লিখিত মার্গত্রয়ের অতিরিক্ত আর একটী স্থান আছে যাহাতে গমনা-গমন নাই। এই স্থানটী নিজ স্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষ, ইহা তত্ত্ববেত্তা বিদ্বানের প্রাপ্তিযোগ্য। যাঁহারা ইহলোকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে ব্রহ্মাত্মভাব অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন তাঁহারা বর্ত্তমান শরীর ত্যাগ কালে সেই প্রদেশেই নির্ব্বিকার ব্রহ্ম স্বরূপে স্থিত হইয়া কেবল হন, অর্থাৎ কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের কোন স্থানে যাতায়াত নাই, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে গমনা-গমন রহিত হইয়া স্বস্বরূপাবস্থানরূপ মোক্ষ লাভ করেন।

উপরে অতি সংক্ষেপে শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া মোক্ষ পর্য্যন্ত জীবের সংসার-গতি যাহা বর্ণিত হইল তাহা সমস্ত বিশদরূপে শারীরক সূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যে বেদের সন্দিগ্ধাংশ মীমাংসার অবসরে অনেকানেক যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বিচারিত হইয়াছে। জীবের সংসার যাত্রা, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, পুনর্জ্জন্ম, দেব-যান প্রভৃতি মার্গের ভেদ, মার্গের ক্রম, গতিবিষয়ক সাধন ঘটিত বিচার, উপাসনার ভেদাভেদ, মোক্ষ, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের বৈদিক প্রণালী অতি স্পষ্টরূপে শারীরকে ব্যক্ত আছে। প্রত্যেক বিষয়ের উপযোগী সূত্র, সূত্রার্থ ও সূত্র-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ উক্ত সকল বিষয়ের পোষক প্রমাণে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তথাহি,

উপরে বলা হইয়াছে যে, জীব যখন বর্ত্তমান শরীর ত্যাগ করিয়া স্বকর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত অন্য নুতন শরীর গ্রহণ করে, তখন সেন্দ্রিয় সমনস্ক সহ ভাবি-দেহের বীজস্বরূপ ভূত-সূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়াই উক্ত শরীর গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত নিম্নোক্ত সকল সূত্রে স্থাপিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে প্রসঙ্গাগত অন্যান্য বিষয়ও বিচারিত হইয়াছে। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রথম সূত্র এই—

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্॥ অ ৩, পা ১ সূ ১॥

সূত্রার্থ—জীবঃ তদন্তরপ্রতিপত্তৌ দেহান্তরগ্রহণার্থং দেহবীজৈর্ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষক্তঃ পরিবেষ্টিতো রংহতি গচ্ছতীতি প্রশ্ননিরূপণাভ্যামিতি সূত্র-যোজনা।—জীব যখন এতদ্দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর বা পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করিতে যায়, তখন সে দেহ-বীজ ভূতসূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়াই যায়। শ্রুতিতে এই বিষয়ের প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর আছে, সেই প্রশ্নোত্তরের দ্বারা ঐ সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে।

ভাষ্যার্থ—বেদান্ত-বিহিত ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত সাংখ্যের ও ন্যায়ের যে বিরোধ, তাহার পরিহার দ্বিতীয়াধ্যায়ে হইয়াছে এবং শ্রুতিসমূহের বিরোধ-ভঞ্জনও হইয়াছে। জীবাতিরিক্ত পদার্থ সকল জীবের উপকরণ (ভোগের জিনিশ) ও ব্রহ্ম-প্রভব, এ কথাও দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে। সম্প্রতি এই তৃতীয়াধ্যায়ে জীবের সংসারগতি, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, ব্রহ্মভাব,

উপাসনায় ভেদাভেদ, গুণের (উপাসনাঙ্গের) সংগ্রহ ও অসংগ্রহ, তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ, তত্ত্বজ্ঞানের উপায় অর্থাৎ সাধন ও তদ্বিধানের প্রভেদ, মুক্তিফলের ঐকরূপ্য,—এই সকল নিরূপিত হইবে এবং প্রসঙ্গাগত অন্যান্য কোন কোন বিষয়ও (দেহাত্মবাদ দূষণাদি) বিচারিত হইবে। তন্মধ্যে এই প্রথম পাদে জীবের বৈরাগ্য উৎপাদনার্থ পঞ্চাগ্নি বিদ্যা * অবলম্বন করিয়া সংসারগতির প্রভেদ বর্ণিত হইবে। পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার শেষে "জুগুপ্সা অর্থাৎ হেয় বোধ করিবেক" এইরূপ শুনা যায়, সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে জীবের বৈরাগ্য উৎপাদন করাই পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা উপদেশের অভিপ্রেত। সংসার প্রকরণস্থ শ্রুতির "অনন্তর অর্থাৎ মরণকালে এই-সকল প্রাণ (মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়) হৃদয়ে আগমন করে, অনন্তর জীবে একীভূত হয়।" এই স্থান থেকে "অভিনব ও কল্যাণকর শরীরান্তর ধারণ করে।" এই পর্য্যন্ত বাক্যসন্দর্ভের ও ধর্ম্মাধর্ম্মফলভোগসম্ভাবনাসংস্থাপক যুক্তির দ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রাণ-সহায় জীব পূর্ব্ব শরীর পরিত্যাগ করতঃ সেন্দ্রিয়, সমনস্ক ও অবিদ্যা, কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম) ও জন্মান্তরীয় সংস্কার সহ অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করে। এই স্থানে সন্দেহ ও বিচার এই যে, তিনি যখন এতদ্দেহ ত্যাগ করতঃ দেহান্তর প্রাপ্তির উদ্দেশে গমন করেন, নূতন জন্ম লইবার জন্য যান, তখন তিনি দেহবীজ ভূত-সূক্ষ্মে (ভূত-সূক্ষ্ম=পঞ্চীকৃত মহাভূতের সূক্ষ্ম অংশ—যাহা ভাবি-দেহের বীজস্বরূপ—ভবিষ্যতে যাহার পরিণামে অন্য শরীর হইবে) সমালিঙ্গিত অর্থাৎ পরিবেষ্টিত হইয়া যান কি-না। অর্থাৎ তৎসঙ্গে দেহবীজ ভূত-সূক্ষ্ম যায় কি-না। প্রথমতঃই পাওয়া যায়, জীব দেহবীজ সূক্ষ্ম-ভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া যায় না। অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভূতাংশ তৎ সঙ্গে যায় না। হেতু এই যে, শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গ্রহণের ন্যায় ভূত-সূক্ষ্ম গ্রহণের উল্লেখ নাই। শ্রুতি "সেই মুমূর্ষু জীব এই সকল তেজোমাত্রা অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতঃ—" এই সন্দর্ভে তেজোমাত্রা-শব্দিত ইন্দ্রিয়নিচয়ের কীর্ত্তন করিয়াছেন কিন্তু ভূত-সূক্ষ্ম গ্রহণের কীর্ত্তন করেন নাই। ঐ সন্দর্ভের শেষ ভাগেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কীর্ত্তন

* ইহা এক প্রকার উপাসনা। দিব্, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ, যোষিৎ, এই পাঁচ অগ্নি, ইহাতে শ্রদ্ধা সোম, বৃষ্টি, অন্ন, রেত, এই পাঁচ আহুতি। এই প্রকার জ্ঞান বা ভাবনা করিতে হয়। এই ভাবনাত্মক জ্ঞান পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা নামে খ্যাত।

আছে, কিন্তু ভূতমাত্রার (সূক্ষ্ম-ভূতের) কীর্ত্তন নাই। না থাকাই সঙ্গত। যেহেতু ভূতমাত্রা সুলভ—সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। যে স্থানে দেহ জন্মিবে সেই স্থানেই সূক্ষ্ম-ভূত পাওয়া যাইবে অথবা আছে সুতরাং সূক্ষ্ম-ভূত সঙ্গে লওয়া নিষ্প্রয়োজন। অতএব, জীব সূক্ষ্ম-ভূত সমালিঙ্গিত না হইয়াই যায়। এতৎ-প্রাপ্তে আচার্য্য ব্যাস বলিতেছেন,—জীব দেহান্তর পাইবার জন্য সূক্ষ্ম-ভূত-পরিষক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহবীজ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভূতভাগে বেষ্টিত হইয়া গমন করে, ইহা শ্রুত্যুক্ত প্রশ্ন ও নিরূপণ দ্বারা জানা যায়। প্রশ্ন যথা—"আপ্ পাঁচ প্রকার অগ্নিতে আহূত (প্রক্ষিপ্ত) হইয়া যে-প্রকারে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয় অর্থাৎ মনুষ্যাকারে পরিণত হয়—সেই প্রকারটী কি জান ?" (রাজা প্রবাহন শ্বেতকেতুকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন)। ইহার নিরূপণ অর্থাৎ প্রত্যুত্তর—দিব্, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচ অগ্নির শ্রদ্ধা, সোম বৃষ্টি, অন্ন ও রেত, এই পাঁচ আহুতি, ইহা বলিয়া "এই প্রকারে আপ্ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয়" এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারা বুঝা যায় যে, জীব অপ্-পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হয়। যদি বল, অন্য এক শ্রুতি বলিয়াছেন, জীব জলৌকার ন্যায় যে-পর্য্যন্ত দেহান্তর না পায় সে-পর্য্যন্ত পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করে না, যথা—"যেমন জলায়ুকা তৃণান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বগৃহীত তৃণ ত্যাগ করে, তেমনি, জীবও দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করে।" ইহা উল্লিখিত পক্ষের বিরোধী, এ বিষয়ে আমরা বলি, বিরোধী নহে। কারণ, মরণকালে অপ্-পরিবেষ্টিত জীবের যে-পূর্ব্বকর্ম্ম ভবিষ্যদ্দেহবিষয়ক ভাবনা জন্মায়—ভাবনাময় দেহবিশেষ জন্মায়, তাহাই উক্ত শ্রুতিতে জলৌকার সহিত তুলিত হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, আগে ভাবিদেহবিষয়ক-জ্ঞান বা ভাবনাময় দেহ হয়। অর্থাৎ আমি দেব বা মনুষ্য, ইত্যাকার স্বপ্নবৎ দর্শন ও তাহাতে গাঢ় অভিমান জন্মে। তৎপরে দেহ পরিত্যাগ হয়। মরণ-যন্ত্রণা এতদ্দেহের অভিমান ও কার্য্যকলাপ ভুলাইয়া দেয়, অনন্তর কর্ম্ম-সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া ভাবিদেহবিষয়ক ভাবনা উৎপাদন করে) সুতরাং অবিরোধ—অল্পমাত্রও বিরোধ নাই। শ্রুত্যুক্ত পুনর্জ্জন্মগ্রহণ প্রণালী বিদ্যমানে বুদ্ধি মাত্র কল্পিত জন্মান্তর গ্রহণের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী শ্রুতিবাধিত বিধায় আদরের অযোগ্য অর্থাৎ হেয়। পুরুষবুদ্ধির উৎপ্রেক্ষিত জন্মান্তরগ্রহণবিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন মত যথা।—সাঙ্খ্য

বলেন, ইন্দ্রিয়গণ ব্যাপক, আত্মাও ব্যাপক, কর্ম্মপ্রভাবে যেস্থানে দেহ জন্মিবে সেই স্থানেই সে সকল বৃত্তিমান্ (বৃত্তি=বিষয়গ্রহণ সামর্থ্যের আবির্ভাব) হইবেক। বুদ্ধ বলেন, অসহায় আত্মা দেহান্তর প্রাপ্তে তদ্দেহেই বৃত্তিলাভ করেন। যেমন দেহ নূতন হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়ও সেই সেই দেহে নূতন উৎপন্ন হয়। এই মতে ধারাবাহি-নির্ব্বিকল্পক (অহং অহং ইত্যাকার) জ্ঞানের নাম আত্মা, তাহাতে শব্দাদি সবিকল্পক জ্ঞান হওয়া বৃত্তিলাভ। কণাদ বলেন, মন সঙ্গে যায়, অন্যান্য ইন্দ্রিয় তদ্দেহে নূতন হয়। জৈনগণ বলেন, পক্ষী যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যায় সেইরূপ জীবও এ দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তরে গমন করে। এ সমস্তই শ্রুতিবাধিত, সুতরাং অগ্রাহ্য। এক্ষণে বলিতে পার যে, যেরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন—তাহাতে কেবল জল-সূক্ষ্মাংশসমেত জীবের গমন প্রতীত হয়। প্রশ্ন-প্রতিবচন শ্রুতিতে জলবাচী অপ্ শব্দেরই শ্রবণ আছে, অন্য ভূতের শ্রবণ নাই। তবে কিপ্রকারে বলিলে, প্রতিজ্ঞা করিলে, জীব সমুদায় ভূতের সূক্ষ্মাংশ সহ গমন করে? সূত্রকার ইহার প্রত্যুত্তর বলিতেছেন—

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ॥ অ ৩, পা ১, সূ ২॥

সূত্রার্থ—তু-শব্দঃ শঙ্কোচ্ছেদার্থঃ। কেবলাভিরদ্ভিঃ সম্পরিষ্বক্তোরংহতীতি নাশঙ্কিতব্যম্। যতস্তাস্ত্র্যাত্মিকা। ত্র্যাত্মকত্বেঽপি ভূয়স্ত্বাৎ অব্বাহুল্যাদাপ ইত্যুক্তিঃ।—এমন মনে করিও না যে, কেবল জলসূক্ষ্মাংশই সঙ্গে যায়। কেননা, জলভূতও ত্রিবৃৎকৃত অর্থাৎ ত্র্যাত্মক—জল, পৃথিবী, তেজ, এই তিন মিশ্রিত। সুতরাং জলের গমনে অন্য দুএর গমন (সঙ্গে যাওয়া) সিদ্ধ হয়। আধিক্য অনুসারে নামোল্লেখ হইয়া থাকে; সুতরাং জলের আধিক্য থাকায় জলবাচী আপ্-শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। ঐ স্থলে ফলিতার্থ—এমন বুঝিতে হইবে না যে, আপ সূক্ষ্মাংশই সঙ্গে যায়, ভূতান্তরের সূক্ষ্মাংশ যায় না। সমুদায় ভূতেরই সূক্ষ্মাংশ সঙ্গে যায়।

ভাষ্যার্থ—তু-শব্দের দ্বারা উক্ত আশঙ্কার উচ্ছেদ করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রোক্ত আশঙ্কা অবকাশ পায় না, ইহাই তু-শব্দে বলা হইয়াছে। কারণ এই যে, সেই অনুগম্যমান জল ত্র্যাত্মক, কেবল জল নহে। ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতি তাহার প্রমাণ। (ত্রিবৃৎকৃত পঞ্চীকৃত) ভূতই দেহাদির উৎপাদক, ইহা স্থির

ও স্বীকৃত আছে। সুতরাং জল ভূতের আরম্ভকত্ব স্বীকারে অন্য ভূতদ্বয়ের স্বীকার সুতরাং হইয়া থাকে। দেহ ত্র্যাত্মক—ভূতত্রয়ের পরিণাম। কারণ এই যে, দেহে তেজ, জল ও পৃথিবী, এই তিনেরই কার্য্য দেখা যায়। ত্র্যাত্মকতার অন্য নিদর্শন ত্রিধাতু অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। এই তিনের দ্বারা দেহ বিধৃত আছে। অতএব, বিনা ভূতান্তরের যোগে কেবল জলে দেহ জন্মিতে পারে না। দেহ যদি কেবল জলজ হইত, তাহা হইলে ইহাতে বায়ব্য ও তৈজস কার্য্য থাকিত না। ইত্যাদিবিধ কারণে বুঝিতে হইবে, আপের পুরুষ-শব্দবাচ্যতা অর্থাৎ শরীরাকারে পরিণামপ্রাপ্ত হওয়ার কথা আধিক্যের অনুসারী অর্থাৎ জলের ভাগ অধিক বলিয়াই ঐ উক্তি অসঙ্গত নহে। অতএব, প্রশ্নে ও প্রতিবচনে যে অপ্ শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা কেবল জল বুঝাইবার জন্য নহে, কিন্তু জলের আধিক্য বুঝাইবার জন্য। দেখাও যায়, সমুদায় দেহে রসরক্তাদি দ্রবপদার্থই অধিক। শরীরে পৃথিবী-ধাতুর আধিক্য দেখা যায় সত্য; পরন্তু তাহা অন্যাপেক্ষা অধিক, জলধাতু অপেক্ষা অধিক নহে। দেহের বীজ শুক্রশোণিত, তাহাতেও দ্রব-বাহুল্য দেখা যায়। (ফলিতার্থ, দেহে জলধাতুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক)। সেই সকল ভূতসূক্ষ্ম দেহের উপাদান-কারণ এবং কর্ম্ম তাহার নিমিত্ত-কারণ। অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম (তজ্জনিত অপূর্ব্ব বা শক্তিবিশেষ) তৎকালে সোম, আজ্য (ঘৃত) দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি দ্রবদ্রব্য আশ্রয় করে। সেই কর্ম্মসমবায়ী দ্রবদ্রব্য বা আপ্ এতৎ শাস্ত্রে শ্রদ্ধা শব্দে কথিত হয় এবং তাহাই কর্ম্মকারী পুরুষকে দ্যুলোকাখ্য অগ্নিতে প্রক্ষেপ করে (লইয়া যায়)। এ সকল কথা পরে বলা হইবে। এতদনুসারে আপেরই আধিক্য প্রথিত হয়, সেই আধিক্য অনুসারেই অপ্-শব্দের কথন। সুতরাং অপ্-শব্দের কথনে সমুদায় দেহবীজ ভূত সূক্ষ্মের কথন সিদ্ধ হইয়াছে।

প্রাণগতেশ্চ ॥ অ ৩, পা ১, সূ ৩ ॥

সূত্রার্থ—দেহান্তরপ্রতিপত্ত্যর্থং প্রাণানাং গতিঃ শ্রূয়তে তস্মাদপি ন কেবলাভিরদ্ভিঃ পরিবেষ্টিতো গচ্ছত্যপিতু ভূতান্তরৈঃ।—ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে প্রাণেরও গমন শুনা যায়। প্রাণের নিরাশ্রয়া গতি সম্ভবে না। সুতরাং তদাশ্রয়ীভূত ভূতপঞ্চকের গমন স্বীকার্য্য। (প্রাণ শব্দে ইন্দ্রিয়)।

ভাষ্যার্থ—দেহান্তর প্রাপ্তির জন্য প্রাণেরাও জীবাত্মার সঙ্গে যায়, ইহা শ্রুতিও শুনাইয়াছেন। যথা—"জীব উৎক্রমোন্মুখে অন্যান্য প্রাণও উৎক্রোমোন্মত হয়।" আশ্রয় ব্যতীত নিরাশ্রয়ে প্রাণগণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের গতি সম্ভব হয় না; সুতরাং বুঝা যায় ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় স্বরূপ ভূতান্তর পরিমিশ্রিত জলভূত (সূক্ষ্ম) তৎসঙ্গে গমন করে। যখন জীবদ্দশায় প্রাণগণকে নিরাশ্রয়ে অবস্থান ও গমন করিতে দেখা যায় না, তখন অন্য অবস্থাতেও তাহা নহে, ইহা বুঝিতে হইবে।

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ॥ অ ৩, পা ১, সূ ৪॥

সূত্রার্থ—অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতের্ম্মরণকালে বাগাদয়ঃ প্রাণা অগ্ন্যাদীন্ গচ্ছতীতি শ্রবণাৎ প্রাণা ন জীবেন সহ গচ্ছতীতি ন কিন্তু গচ্ছত্যেব। কুতঃ? ভাক্তত্বাৎ। ভাক্তং হি প্রাণাদীনামগ্ন্যাদিগমনং ন তু তন্মুখ্যম্।—মরণ কালে বাগাদি অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে, এই শ্রুতি দেখিয়া সে সকল পুনর্জ্জন্ম গ্রহণার্থী জীবের সহিত গমন করে না, এরূপ বলিতে পার না। কারণ, ঐ উক্তি (প্রাণাদির অগ্ন্যাদি দেবতায় যাওয়া) গৌণ, মুখ্য নহে। অর্থাৎ ঐ উক্তির অভিপ্রায় অন্যরূপ। (ভাষ্যানুবাদে ব্যক্ত আছে)।

ভাষ্যার্থ—যদি বল, প্রাণাদি অগ্নি প্রভৃতিতে গমন করে, এইরূপ শ্রুতি থাকায় প্রাণেরা দেহান্তর প্রাপ্ত্যর্থ জীব সহ গগন করে না, মরণ কালে বাক্ প্রভৃতি প্রাণ (ইন্দ্রিয়) অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে, তাহা শ্রুতি কর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে, যথা—"তখন এই মৃত পুরুষের বাক্যেন্দ্রিয় অগ্নিদেবতায় ও প্রাণ বায়ুদেবতায় অপ্যয় (লয়প্রাপ্ত) হয়।" ইহার প্রতিবাদ এই যে, ঐ উক্তি (বাক্যাদি অগ্ন্যাদিদেবতায় লীন হয়, এই কথন) ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ (আরোপিত)। যখন ওষধিতে ও বনস্পতিতে লোমের ও কেশের গমন দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ লোমের ওষধিগমন ও কেশের বনস্পতিগমন যখন গৌণ, উপচার মাত্র, তখন অবশ্যই তৎসহপঠিত বাক্যাদির অগ্ন্যাদিগমনও গৌণ (ভাক্ত বা ঔপচারিক)। "অগ্নিং বাগপ্যেতি" ইত্যাদি বাক্য যে স্থানে পঠিত হইয়াছে সেই স্থানেই "লোম সকল ওষধিতে ও কেশ বনস্পতিতে গমন করে।" এ বাক্যও উচ্চারিত হইয়াছে। লোম ও কেশ কি চলিয়া

গিয়া ওষধি ও বনস্পতি প্রাপ্ত হয়? তাহা হয় না। তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপিচ, প্রাণ জীবের উপাধি, তাহার গমন না মানিয়া কিরূপে জীবের গমন মান্য করিবে? কল্পনা করিবে? প্রাণের গমন স্বীকার না করিলে কোনও ক্রমে জীবের দেহান্তর-ভোগ উপপন্ন হইবেক না। প্রাণেরা যে জীবের সহিত যায়, অন্য শ্রুতি তাহা স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন। তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, জীবদ্দশায় অগ্ন্যাদি দেবতা যে বাক্যাদি-ইন্দ্রিয়ের উপকার করে, তাহাদের স্বকার্য্যশক্তির সহায়তা করে, মরণকালে সে সহায়তা বা সে উপকার থাকে না অর্থাৎ নিবৃত্ত হয়। শ্রুতি সেই নিবৃত্তিভাব "অগ্নিং বাগপ্যেতি" ইত্যাদি ঔপচারিক প্রয়োগে ব্যক্ত করিয়াছেন।

অশ্রুতত্বাদিতিচেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ॥ অ ৩, পা ১, সূ ৬॥

সূত্রার্থ—অস্তু নামাহপাং গতির্ভূতৈঃ সহ জীবোহংহত্যশ্রুতত্বাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধত্তে। অশ্রুতত্বাৎ শব্দৈরবোধিতত্বাৎ জীবো নাদ্ভিঃ সহ দেহান্তরপ্রতি-পত্তয়ে রংহতীতি চেদুচ্যতে তন্নোচ্যতাম্। কুতঃ? ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ। প্রতীয়তে হীষ্টাদিকারিণাং জীবানামদ্ভিঃ সহ গতিঃ শ্রদ্ধাহুতিবাক্যাৎ। বিবরণন্তু ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্।—শ্রদ্ধাশব্দে আপ্ ও আপের পরিণাম পুরুষ, এতদুভয় স্বীকার করিলেও আপের সহিত জীবের গমন হয়, এ কথা অস্বীকার্য্য। কারণ, ঐ তত্ত্ব অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতিতে তদ্বোধক শব্দ নাই। যদি কেহ এরূপ বলেন, তবে তদুত্তরে বলা যায়, তাহা নহে। অর্থাৎ সে কথা বলিবার উপায় নাই। কারণ, ইষ্টাপূর্ত্তাদিপুণ্যকর্ম্মকারী জীব ধূমাদি অবলম্বনে পিতৃযান পথে চন্দ্র-লোকে যায়, গমন করে, এই বাক্যে আপের সহিত জীবের গমন প্রতীত হয়। ভাষ্য দেখ, বিশেষ বিবরণ পাইবে।

ভাষ্যার্থ—আপ্ শ্রদ্ধাদিক্রমে পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রশ্ন প্রতিবচন-শ্রুতির দ্বারা নির্ণীত হইলেও জীব যে আপ্‌বেষ্টিত হইয়া দেহান্তর পাইবার জন্য গমন করে, তাহা নির্ণীত হয় না। কেন-না, তাহা অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতিতে তাদৃশ অর্থের বোধক শব্দ নাই। যেমন আপ্‌বোধক শব্দ আছে, তেমনি যদি জীববোধক শব্দ থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তদ্দ্বারা জীবের আপের সহিত গতি বুঝা যাইত। কিন্তু তাহা নাই। যেহেতু নাই,

সেই হেতু "জীব আপ্পরিষক্ত হইয়া গমন করে" এ কথা অযুক্ত। এই আপত্তির প্রত্যুত্তর বা খণ্ডন এই যে, সেরূপ শব্দ না থাকা দোষ নহে। অর্থাৎ নিদর্শিত-স্থলে সাক্ষাৎ তদর্থের বোধক শব্দ না থাকিলেও "ইষ্টাপূর্ত্তাদি-কর্ম্মকারী জীব চন্দ্রলোকে গমন করে" এই ব্যাক্যের দ্বারা তদর্থের প্রতীতি হয়। "যাহারা ইষ্টাপূর্ত্ত দান করে এবং তদর্থ উপাসনা (ধ্যান) করে, তাহারা প্রথমে ধূমে অভিসম্ভূত অর্থাৎ ধূম প্রাপ্ত হয়।" এই শ্রুতি বলিতেছেন, ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মকারী জীব (যজ্ঞাদি উপলক্ষ্যে দান ইষ্ট। তদ্ভিন্ন দান—বাপী কূপ তড়াগ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি—পূর্ত্ত) ধূমাদিক্রমে পিতৃযান পথে চন্দ্র প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চন্দ্রলোকে গমন করে। এ অর্থ "আকাশ হইতে চন্দ্রমা প্রাপ্ত হয়, ইনি সোমরাজ" এতৎশ্রুতিতেও প্রতীত হইতেছে। "দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি দান করেন, সেই আহুতি হইতে রাজা সোম উৎপন্ন (পরিপুষ্ট) হন" এ শ্রুতিতেও সোমরাজ-শব্দ থাকায় শ্রদ্ধা-শব্দ কথিত আপের সহিত জীবের চন্দ্রলোকগতি প্রতীত হয়। অগ্নি-হোত্র, দর্শ ও পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞকর্ম্মের সাধন (উপকরণ) দধি, দুগ্ধ ও সোমরস প্রভৃতি—সমস্তই দ্রববহুল। সুতরাং সে সকল আপ্ বলিয়া গণ্য। হোম-কর্ম্মের দ্বারা সে সকল সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত অর্থাৎ পরমাণুভাবপ্রাপ্ত হয়, হইয়া অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টরূপে পরিণত হয়। অবশেষে তাহা যজ্ঞাদিকারীকে আশ্রয় করে। পুরোহিতগণ তাহাদের সেই শরীর মরণনিমিত্তক অন্ত্যেষ্টি-বিধানে অন্ত্য অগ্নিতে (শ্মশানাগ্নিতে) হোম করে—মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নিক্ষেপ করে। মন্ত্রের অর্থ এই—"এই যজমান স্বর্গ উদ্দেশে গমন করিয়াছেন"। অনন্তর সেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক-পূর্ব্বদেহানুষ্ঠিত-কর্ম্ম-সম্পর্কযুক্তা আহুতিময়ী সূক্ষ্ম আপ্ অপূর্ব্ব, অদৃষ্ট বা পুণ্যরূপে (ভবিষ্যদ্দেহের বীজ বা ভবিষ্যৎ পরিণামের শক্তিবিশেষরূপে) পরিণত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করতঃ অনুরূপ ফলদানার্থ (পুনর্ভোগ প্রদানার্থ) সেই সেই লোকে লইয়া যায়। অর্থাৎ তাহারই শক্তিতে জীব পুনর্ভোগায়তন (দেহ) লাভ করে। এই তত্ত্বটী "শ্রদ্ধাং জুহোতি" এতদ্বাক্যে জুহোতি-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। অগ্নিহোত্র প্রকরণের শেষে ছয়টী প্রশ্ন ও তাহার প্রত্যুত্তর বাক্য আছে, * সে

* জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে অগ্নিহোত্রাহুতি সম্বন্ধে ছয়টী প্রশ্ন করেন। তদযথা—তুমি কি সায়ংকালের ও প্রাতঃকালের আহুতির উৎক্রান্তি, গতি,

বাক্যেও প্রদর্শিত হইয়াছে, যজমানের ফলোৎপাদনার্থ অর্থাৎ ভবিষ্যদ্ভোগার্থ তৎসঙ্গে সেই সেই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত অগ্নিহোত্রাহুতিনিচয় লোকান্তর পর্য্যন্ত গমন করে। এ সকল দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, জীব আহুতিময়ী আপ্ পরিবেষ্টিত হইয়া স্বকর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত গমন করে। প্রশ্ন—ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারী অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মকারী জীব স্বকৃতকর্ম্মের ফল ভোগার্থ আপ্-পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, এ প্রতিজ্ঞা কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে? অন্য এক শ্রুতি বলিয়াছেন, যাহারা ধূমাবলম্বনপূর্ব্বক পিতৃযান পথে গমন করতঃ চন্দ্রপ্রাপ্ত হয়—তাহারা দেবগণের অন্ন (ভক্ষ্য) হয়। যথা—"এই চন্দ্র রাজা, ইনি দেবতাদের অন্ন, দেবতারা ইহাঁকে ভক্ষণ করেন।" "যাহারা চন্দ্রপ্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়, দেবতারা তাহাদিগকে চন্দ্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করতঃ ভক্ষণ করেন।" এ শ্রুতিও পূর্ব্বশ্রুতির সহিত সমানার্থ। অতএব, দেবতারা যাহাদিগকে ভক্ষণ করে—ব্যাঘ্রাদির ন্যায় উদরস্থ করে, কিপ্রকারে তাহাদের স্বকর্ম্মফলভোগ হইবে? ইহার প্রত্যুত্তর—

ভাক্তং বাঽনাত্মবিত্ত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি॥
অ ৩, পা ১, সূ ৭॥

সূত্রার্থ -তেষামন্নত্বকথনং ভাক্তং ন তু চর্ব্বণনিগরণাভ্যাং মুখ্যম্। হি যতঃ শ্রুতিরপ্যনাত্মবিদাস্তেষামনাত্মবিত্ত্বাদেব তথা দর্শয়তি পশুবদ্দেবভোগ্যতাং খ্যাপয়তি ন তু চর্ব্বণীয়ভাবমিতি সূত্রার্থঃ।—চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত পুণ্যকর্ম্মকারী জীব দেবতার অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্য, এ কথা মুখ্য নহে, কিন্তু ভাক্ত অর্থাৎ ঔপচারিক। কেননা, তাহারা অনাত্মবিৎ—পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বিদিত নহে। যেহেতু তাহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বিদিত নহে, সেই হেতু শ্রুতি তাহাদিগকে

প্রতিষ্ঠা, তৃপ্তি, পুনরাগমন ও লোকের অর্থাৎ ভোগায়তনের উত্থান (উৎপত্তি) জান? যাজ্ঞবল্ক্য ইহার নিরূপণ অর্থাৎ প্রত্যুত্তর দেন। তদ্‌যথা—সেই এই আহুতিদ্বয় হবনের-পর উৎক্রান্ত হয়, পরে তাহা অন্তরিক্ষ পথে দ্যুলোকে যায় দ্যুলোকরূপ আহবনীয়কে প্রতিষ্ঠা করে,—দ্যুলোককে পরিতৃপ্ত করে, পরে তাহা পুনরাগত হয়, অনন্তর পৃথিবীতে পুরুষে ও স্ত্রীদেহে হুত হয়, তৎপরে তাহা পুরুষাকারে উত্থিত অর্থাৎ উৎপন্ন বা পরিণত হয়।

পশুর ন্যায় দেবভোগ্য বলিয়াছেন। দেবতারা পশু চর্ব্বণ করেন না, তাহাদের দ্বারা তৃপ্তিমাত্র আহরণ করেন।

ভাষ্যার্থ—বা-শব্দের প্রয়োগে প্রদত্ত দোষের নিষেধ দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ দোষ বা ঐ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, ঐ অন্নত্ব-কথন মুখ্য নহে; কিন্তু ভাক্ত অর্থাৎ ঔপচারিক। ঐ অন্নত্ব মুখ্য হইলে অর্থাৎ চর্ব্বণপূর্ব্বক নিগরণীয় রূপ হইলে (গেলা বা গলাধঃকরণ করা হইলে), "অধিকারী স্বর্গ কামনায় যাগ করিবেক" ইত্যাদি শ্রুতি নিরুদ্ধা হয়। লোকসকল সুখভোগের লোভেই যাগপ্রবৃত্ত হয়, কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলে বা স্বর্গে গিয়া যদি সুখের পরিবর্ত্তে দেবতার ভক্ষ্য হইতে হয়, তাহা হইলে লোকে কিজন্য ক্লেশকর যজ্ঞাদি করিবে? করিবেক না। না করিলেই ঐ ঐ শাস্ত্রের নিরোধ বা আনর্থক্য হইল। অতএব, শাস্ত্র-সার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত বলিতে হইবেক, মানিতে হইবেক, ঐ অন্ন-শব্দ গৌণ, মুখ্য নহে। যেমন ভক্ষ্য-দ্রব্য সকল ভোগের সাধন (উপকরণ), তেমনি, চন্দ্রলোকগত জীবেরা দেবগণের ভোগের সাধন (উপকরণ)। শ্রুতি এই অভিপ্রায়েই চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত জীবদিগকে দেবগণের অন্ন বলিয়াছেন। শত শত স্থানে ভোগোপকরণত্ব বিধায় অনন্ন পদার্থে অন্নশব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন রাজগণের অন্ন বৈশ্য এবং বৈশ্যের অন্ন পশু, ইত্যাদি। (বৈশ্যেরা রাজাদিগের ভোগের উপায়, সে বিধায় তাহারা রাজাদিগের অন্ন অর্থাৎ ভোগের জিনিষ।) অতএব, ইহ-লোকে মনুষ্যেরা যেমন বাঞ্ছিত স্ত্রী, পুত্র ও মিত্রাদি লইয়া সুখে বিহার করে, সেই সেই স্ত্রীপুত্রাদি যেমন সেই বিহর্ত্তা পুরুষের ভোগের উপকরণ, তেমনি, দেবতারাও ইষ্টাপূর্ত্তাদি পুণ্য-কর্ম্মকারী সেই সেই জীবদিগকে লইয়া সুখে বিহার করেন, তদনুসারে তাঁহারা দেবগণের ভোগের সাধন,—অন্নের ন্যায় উপকরণ,—সুতরাং অন্ন। প্রোক্তস্থলে ঐরূপ অন্নই অভিপ্রেত, এবং ঐরূপ ভক্ষণই অন্ন-শ্রুতির তাৎপর্য্য। যে ভক্ষণ চর্ব্বণ ও নিগরণ (গিলিয়া ফেলা) দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, নিদর্শিতস্থলে সে ভক্ষণ নহে। মনুষ্য মোদক চর্ব্বণ করে, চর্ব্বণ করিয়া নিগরণ (গলাধঃ-করণ) করে, তাহাকেই লোকে মুখ্য ভক্ষণ বলে। কিন্তু দেবতারা চন্দ্র-লোকগত জীবকে সেরূপে ভক্ষণ করেন না। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের মোদকাদির ন্যায় অন্ন নহেন। "দেবতারা গলাধঃকরণরূপ ভক্ষণ ও পান করেন না, তাঁহারা সেই সেই অমৃত (সুখসাধন) দেখিয়াই তৃপ্ত হন।" এ

শ্রুতিও দেবগণের চর্ব্বণাদি ব্যাপার নাই বলিয়াছেন। যেমন রাজোপজীবী পরিজনগণের সুখভোগ সম্ভবে ও উপপন্ন হয়, তেমনি, দেবানুগামী ইষ্টাদি-কারী জীবেরও স্বকর্ম্মফলভোগ সম্ভব ও উপপন্ন হয়। ইষ্টাদিকারীরা কর্ম্মী, তাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহে, সেই জন্য তাহারা দেবগণের উপভোগ্য বা ভোগো-পকরণ। শ্রুতিও অনাত্মজ্ঞ জীবের দেবভোগ্যতা দেখাইয়াছেন। যথা—"যে উপাসক আত্মভিন্ন দেবতার উপাসনা করে, আমি এই ও ইনি আমার উপাস্য, এইরূপ ভেদ-বুদ্ধি অবলম্বন করে, সে আপনাকে জানেনা অর্থাৎ সে অনাত্মজ্ঞ। যদ্রূপ পশু; সেও দেবগণের নিকট তদ্রূপ।" সে এ লোকে যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা দেবগণের সন্তোষ উৎপাদন করতঃ পশুর ন্যায় উপকার করে, এবং পরলোকেও দেবোপজীবী হইয়া দেবতাদের আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ ও পশুর ন্যায় দেবোপকার করিতে থাকে। অন্য প্রকার ব্যাখ্যা এই যে, ইষ্টাদিকর্ম্মকারীরা কেবল কর্ম্মী আত্মবিৎ নহে। অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম, উভয়ানুষ্ঠায়ী নহে। অনাত্মজ্ঞ জীব দেবভোগ্য হয়, এই বাক্যে যে আত্মজ্ঞ বা আত্মবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে, প্রকরণ অনুসারে তাহা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে পর্য্যবসিত। অর্থাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাই উপচার ক্রমে আত্মবিদ্যা-শব্দে কথিত হইয়াছে। ইষ্টাদিকারীরা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-বিহীন, অর্থাৎ তাহারা পঞ্চাগ্নি উপাসনায় অনভিজ্ঞ বলিয়া পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রশংসার্থ ও তদনভিজ্ঞদিগের নিন্দার্থ ইষ্টাদিকর্ম্মকারীদিগকে দেবগণের অন্ন বলা হইয়াছে। প্রোক্ত বাক্যের যেরূপ তাৎপর্য্য, তাহাতে স্থির হয়, পঞ্চাগ্নিবিদ্যাই ঐ প্রকরণের বিধিৎসিত। চন্দ্রমণ্ডলে যে ভোগ আছে তাহা শ্রুত্যন্তরেও প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—"সেই উপাসক জীব চন্দ্রলোক ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া পুনরাবর্ত্তিত হয়।" এ কথা অন্য শ্রুতিতেও আছে। যথা—"পিতৃলোকজয়ীর যে আনন্দ, কর্ম্মদেবদিগের সেই আনন্দ। যাহারা কর্ম্মের দ্বারা দেবত্ব লাভ করে, তাহারা কর্ম্মদেব।" এ শ্রুতিতেও ইষ্টাদিকর্ম্মকারীর দেবগণের সহিত বসতি ও সুখভোগ শ্রুত হইতেছে। অতএব, শ্রুতি যে বলিয়াছেন, ইষ্টাদিকারীরা চন্দ্রমণ্ডলে গিয়া দেবগণের অন্ন হয়, প্রদর্শিত কারণে তাহা মুখ্য নহে; কিন্তু ভাক্ত অর্থাৎ-গৌণ। যেহেতু গৌণ, সেইহেতু সূত্রকারের "রংহাত সম্পরিষক্তঃ" এ কথা যুক্তিযুক্ত।

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ ॥ অ ৩, পা ১, সূ ৮ ॥

সূত্রার্থ—ইদানীমাগতিং নিরূপয়তি। কৃতস্য অনুষ্ঠিতস্য ইষ্টাদেঃ কর্ম্মণঃ অত্যয়ে ভোগেনোপক্ষয়ে সতি, অনুশয়বান্ ভুক্তাবশিষ্টকর্ম্মণা সহিতশ্চন্দ্রলোকাদিমং লোকমবরোহত্যাগচ্ছতি পুনর্জ্জন্ম-প্রতিপদ্যত ইত্যর্থঃ। কুত এতজ্জ্ঞায়তে? তত্রাহ দৃষ্টেতি। শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। কেন পথাঽবরোহতীত্যপেক্ষায়ামাহ যথেত। যথেতং যথাগতং যেন মার্গেণ গতবান্ তেনৈব মার্গেণ অনেবঞ্চ তদ্বিপর্য্যয়েণ চ। বিপর্য্যয়োঽধিকোঽভ্রাদিঃ।—যাহারা এই লোকে ইষ্টাদিকর্ম্মের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া দেহান্তে চন্দ্রলোকে গিয়াছে তাহারা সে স্থানে নিরন্তর কর্ম্মানুরূপ সুখসম্ভোগ করিতে থাকে। ভোগ করিতে করিতে ক্রমে পুণ্যক্ষয় হইলে সে আর সে স্থানে থাকিতে পারে না। কিছু শেষ থাকিতে থাকিতেই তাহারা পুনর্ব্বার এতল্লোকে আগমন করে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে। এ তথ্য শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় প্রমাণে প্রমিত। তাহারা যে পথে ও যে ক্রমে চন্দ্রারোহণ করিয়াছিল অবতরণকালে সেই ক্রমে পৃথিবীতে আগমন করে। শ্রুতিতে আরোহণ পথের যেরূপ ক্রম বর্ণিত আছে, অবরোহণ পথের ক্রমে তদপেক্ষা কিছু অধিক পদার্থ কথিত হইয়াছে। সে অধিক অভ্র অর্থাৎ আকাশ প্রভৃতি কএকটী।

ভাষ্যার্থ—ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারী ধূমাদি পথে চন্দ্রলোকে আরোহণ করে—আবার ভোগান্তে পুনরবতরণ করে, ইহা শ্রুতিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। যথা—"যাবৎ কর্ম্ম তাবৎ সেই চন্দ্রলোকে বাস করে; পরে, যথাগত পথে এতল্লোকে পুনরাগত হয়। রমণীয়াচারীরা ব্রাহ্মণাদি যোনিতে ও পাপাচারীরা কুকুরাদি যোনিতে—।" ইত্যাদি। এ বিষয়ে এই বিচার উপস্থিত হইতেছে যে, তাহারা নিঃশেষিতরূপে কর্ম্মফলভোগ করিয়া অবতরণ করে? কি কিছু শেষ থাকিতে অবতরণ করে? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, নিরনুশয় হইলে অর্থাৎ সঞ্চিতাদৃষ্ট নিঃশেষিত হইলে অবতরণ করে। কেন-না, ঐ স্থানে যাবৎ সম্পাতং—সম্পতন পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করে, এইরূপ উক্তি আছে। যাহার দ্বারা ফলভোগার্থ পরলোকে সম্যক্ পরিপতিত হয়, গমন করে, এই ব্যুৎপত্তিতে সম্পাতশব্দে কর্ম্মাশয়, সুতরাং যাবৎসম্পাতং—শ্রুতি

"সেখানে সমুদায় কর্ম্মের ফলভোগ বলিয়াছেন। "যখন সেই ইষ্টাদিপুণ্যকর্ম্ম-কারীদিগের কর্ম্ম (পুণ্য) পরিক্ষীণ হয়—তখন তাহারা পুনর্ব্বার এই লোকে আইসে।" এ শ্রুতিও ঐ অর্থ দেখাইয়াছেন—বলিয়াছেন। যে পরিমাণ কর্ম্ম সেই লোকের উপভোগপ্রদানে শক্ত—সেখানে সেই পরিমাণ কর্ম্মের ফলভোগ হয়, এরূপ কল্পনা করিতে পার না। কারণ যে, অন্য শ্রুতিতে যৎকিঞ্চিৎ—যে কিছু—এইরূপ বিশেষণ আছে। যথা—"জীব ইহলোকে যে-কিছু কর্ম্ম করে, ভোগের দ্বারা সে সমস্তের অন্ত অর্থাৎ নাশ হইলে পুনঃ কর্ম্ম করিবার জন্য ইহলোকে আগমন করে।" এই শ্রুতি নির্ব্বিশেষরূপে যৎকিঞ্চ—যে-কিছু—এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে দেখাইয়াছেন, জানাইয়াছেন, এতল্লোককৃত সমস্ত কর্ম্মই চন্দ্রলোকে ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অন্য হেতু এই যে, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে যুক্ত্যন্তর এই যে, মরণ যাবস্ত অনারব্ধফল কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক। যে সকল কর্ম্ম ফলদানে উন্মুখ হয় নাই, সঞ্চিত বা স্তিমিত থাকে, মরণ উপলক্ষ্যে সে সকল ফলদানে উন্মুখ বা উদ্যত হয়। অতএব, মরণের পূর্ব্বে অনারব্ধফল কর্ম্ম সকল আরব্ধফলকর্ম্মে প্রতিবদ্ধ থাকায় তৎকালে (মরণের পূর্ব্বে) সে সকলের অভিব্যক্তি হওয়া অযুক্ত—যুক্তিবহির্ভূত। যখন কোন বিশেষাভিধান নাই, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যে-কিছু সঞ্চিত বা স্তিমিত (অনারব্ধফল) কর্ম্ম থাকে—মরণ সে সমুদায়কে অভিব্যক্ত অর্থাৎ ফলদানে উন্মুখ করায়। নিমিত্ত বা কারণ সাধারণ; নৈমিত্তিক বা কার্য্য অসাধারণ, ইহা কোনও ক্রমে সঙ্গত হয় না। দীপের নৈকট্যাদি সম্বন্ধের কোনরূপ ইতর বিশেষ নাই, অথচ ঘট অভিব্যক্ত হয় ও পট অভিব্যক্ত হয় না, এ বিষয় বা এ কথা সর্ব্বথা অনুপপন্ন। এই সকল যুক্তিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রলোকস্থ জীব অনুশয়শূন্য হইয়া (নিরবশেষ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া) এতল্লোকে আগমন করে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা যাইতেছে, জীব কৃতকর্ম্মের বিনাশ হইলে সানুশয় হইয়া অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্মশেষ সহ এতল্লোকে অবতরণ করে, নিরনুশয় হইয়া নহে। পুণ্যকর্ম্মা জীব যে পুণ্যকর্ম্মে চন্দ্রলোকগামী হইয়াছিল, সে কর্ম্ম সেখানে ভোগদ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, ভোগের নিমিত্ত সে স্থানে তাহাদের যে জলময় শরীর হইয়াছিল সে শরীর তখন ভোগক্ষয় দর্শনোৎপন্ন শোকাগ্নির দ্বারা বিগলিত হইতে থাকে—ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। যেমন সূর্য্যকিরণ-

স্পর্শে হিমসঙ্ঘাত ও করকা দ্রবীভূত হয়, অগ্নিশিখাসম্পর্কে ঘৃতকাঠিন্য বিগলিত হয়, তেমনি, ভোগনাশ দর্শনজ শোকাগ্নির দ্বারা চন্দ্রলোকবাসী ক্ষীণকর্ম্মা জীবের জলময় শরীর দ্রবীভূত হয়। অনন্তর ইষ্টাদিকর্ম্মকারীর কর্ম্মবল (পুণ্য) ভোগ দ্বারা ক্ষয় হওয়ায় সানুশয় অর্থাৎ অভুক্ত কর্ম্মশেষ থাকা অবস্থায় তাহারা এতল্লোকে পুনরাগত হয়। এ সিদ্ধান্তের হেতু প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতিই সাক্ষাৎ প্রমাণ, তাহা সানুশয় (কর্ম্মশেষযুক্ত) জীবের অবরোহণ বলিতেছে। যথা—"অবতরণ-কারী জীবের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বে এই কর্ম্মভূমিতে রমণীয়চারী অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মা ছিল, তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ-যোনিতে, ক্ষত্র-যোনিতে অথবা বৈশ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা পাপাচারী ছিল তাহারা পাপ-যোনি প্রাপ্ত হয়। হয় কুক্কুর-যোনিত না হয় শূকর-যোনিতে অথবা চণ্ডাল-যোনিতে উদ্ভূত হয়।" শ্রুতিতে যে চরণ-শব্দ আছে, তাহার দ্বারা অনুশয়ের সূচনা অর্থাৎ অনুমান করিতে হইবে, সূত্রকার ইহা বলিবেন। জন্মের দ্বারাই প্রাণিগণের উচ্চাবচ ভোগ হইতে দেখা যায়, তাহা আকস্মিক অর্থাৎ নিষ্কারণক নহে। আকস্মিক কোন কিছু হওয়া অসম্ভব। সেই জন্যই উচ্চাবচ বা বিচিত্র ভোগের কারণস্বরূপ অনুশয়ের অস্তিত্ব সূচিত (অনুমিত) হয়। (মনুষ্য জন্মে একরূপ ভোগ, পশু জন্মে অন্যরূপ ভোগ, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ জন্মে একপ্রকার ভোগ, ক্ষত্রিয় জন্মে অন্যপ্রকার ভোগ,—এ সকল বিভাগের বা তারতম্যের মূলে যে কারণ আছে, সে কারণ অন্য-কিছু নহে, কর্ম্মাশয়ই তাহার কারণ, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে)। অভ্যুদয়ের ও প্রত্যবায়ের অর্থাৎ মঙ্গলের ও অমঙ্গলের (অথবা সুখের ও দুঃখের) জনক হেতু সুকৃত ও দুষ্কৃত, শাস্ত্র তাহা সামান্যকারে বলিয়াছেন, বিশেষ করিয়া বলেন নাই। অর্থাৎ অমুক সুকৃতে অমুক সুখ—অমুকপ্রকার অভ্যুদয়, এরূপ অঙ্গুলিনির্দ্দেশন্যায় অবলম্বন করিয়া বলেন নাই। স্মৃতিও বলিয়াছেন, স্বকর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচার্য্যাদি আশ্রমী, সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মের ফল অনুভব করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মলেশের সামর্থ্যে বিশিষ্ট দেশে, জাতিতে ও কুলে, জন্মগ্রহণ করতঃ রূপবান্, দীর্ঘায়ু, অপাপ-জীবন, পণ্ডিত বা মেধাবী, সদাচারী, ধনী ও বুদ্ধিমান্ হয়। স্মৃতি এইরূপ বলিয়া হইাই দেখাইয়াছেন যে, অনুশয়ী জীবেরই অবতরণ হয়, নিরনুশয় অর্থাৎ নিরবশেষকর্ম্মীর নহে।

নিঃশেষিত কর্ম্মক্ষয়ে মোক্ষ, তখন জন্মাভাব। অনুশয় কি? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কেহ বলেন, অনুশয় ভুক্তফল কর্ম্মের কোনও এক অবশেষ, তাহা ভাণ্ডানুগত স্নেহের (ঘৃত তৈলাদির) অনুরূপ। যেমন স্নেহভাণ্ড রিক্ত হইলেও (তন্মধ্যস্থ ঘৃতাদি নিষ্কাশিত হইলেও) তাহা নিঃশেষিত রূপে হয় না, কোন কিছু শেষ ভাণ্ডাশ্রিত হইয়া থাকে, তেমনি, কর্ম্মবৃন্দ ভোগদ্বারা ক্ষয়িত হইলেও নিঃশেষিতরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, কিছু না কিছু অবশেষ থাকে। যদি বল, সে অদৃষ্ট স্বর্গভোগেরই জনক সুতরাং তাহার অনুবৃত্তি বা অবশেষ মর্ত্ত্যভোগ জন্মাইবে কেন? এতদুত্তরে বলা যায়, তাহা অযুক্ত নহে। কেন-না, সেই কর্ম্মের সার্ব্বাত্মিক বা নিরবশেষ ফলভোগ হয়, ইহা আমাদের প্রতিজ্ঞাত নহে। জীব নিরবশেষ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্যই চন্দ্রলোকে যায়, ভোগশেষ না হইলে আসিবে কেন? ইহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু কথা এই যে, জীব স্বল্পাবশেষ কর্ম্ম লইয়া সেখানে থাকিতে পারে না। কোন সেবক সেবার উপকরণ সমূহ লইয়া রাজকুলে সুখে বাস করে, কিন্তু যখন সে-সকলের অধিকাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ছত্র পাদুকাদিমাত্র অবশেষ থাকে, তখন যেমন সে রাজকুলে অবস্থান করিতে শক্ত হয় না, তেমনি, চন্দ্রমণ্ডলেও কর্ম্মী জীব কর্ম্মলেশ লইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। সম্প্রদায় বিশেষের এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, যে কর্ম্মের ফল স্বর্গ, সে কর্ম্ম স্বর্গভোগই প্রদান করিবে ইহাই সঙ্গত কথা। কিন্তু তাহার অবশেষ মর্ত্ত্যজন্মে অনুবৃত্ত হইবে, অর্থাৎ মর্ত্ত্যফল প্রদান করিবে, এ কথা সঙ্গত নহে এবং বিধিবিরোধ হেতু উপপন্নও হয় না। এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। (স্বর্গফলের উদ্দেশে যাহার বিধান তাহার শেষ যদি মর্ত্ত্যফল জন্মায়, তাহা হইলে 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি বিধির সার্থক্য ও প্রামাণ্য থাকে না)। বলিয়াছিলে যে, স্বর্গফলক কর্ম্মের নিঃশেষ ভোগ হয় না, সে কথা সন্তোষজনক নহে। স্বর্গজনক কর্ম্ম স্বর্গস্থ জীবের সমগ্র স্বর্গফল জন্মায় এবং স্বর্গচ্যুত হইলে তাহার শেষ মর্ত্ত্যভোগ জন্মায় এ কথা শব্দপ্রমাণবাদী মীমাংসক বলিতে পারেন না। তৈল-ভাণ্ডে তৈলের অনুবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, সুতরাং সে স্থলে তাহা অনুপপন্ন নহে। সেবকগণেরও উপকরণ শেষের অনুবর্ত্তন থাকে, তাহা দেখাও যায়, কিন্তু স্বর্গজনক কর্ম্মের শেষ অর্থাৎ স্বল্পশেষাংশ যে অনুবৃত্ত হয়, মর্ত্ত্যজন্মীয় ভোগ প্রদান করে, তাহা কেহ কখন দেখে নাই

এবং তাহা কল্পনীয় (অনুমানের) ও অগোচর। তৎপ্রতি কারণ এই যে, তাহা স্বর্গফলবোধক শাস্ত্রের বিরোধী। ইহা নিশ্চিত জানিও যে, অনুশয় স্বর্গফলক ইষ্টাদিকর্ম্মের ভাণ্ডানুগত তৈলাদিব ন্যায় শেষানুবর্ত্তন নহে। জীব যে-সুকৃতে-যে ইষ্টাদিকর্ম্মে—স্বর্গ অনুভব করিয়াছে, সেই সুকৃতের—সেই কর্ম্মের—শেষ ভাগকে অনুশয় বলিতে গেলে রমণীয় ভাগকেই অনুশয় বলিতে হয়, তদ্বিপরীত অর্থাৎ অরমণীয় বা পাপ-ভাগকে অনুশয় বলা যায় না। পাপভাগ অনুশয় মধ্যে নিবিষ্ট না হইলে "যাহারা ইহ-লোকে রমণীয়চারী—আর যাহারা এতল্লোকে কপূয়কারী অর্থাৎ অশোভনকর্ম্মকারী" এই অনুশয়-বিভাগশ্রুতির উপরোধ (পীড়া বা ব্যর্থতা) হয়। অন্ততঃ সেই জন্য বলা উচিত, স্বীকার করা উচিত, তল্লোকীয়ফলপ্রদ কর্ম্মসমূহের ফলভোগ শেষ হইলে এতল্লোকীয়ফলপ্রদ অবশিষ্ট কর্ম্মনিচয়ে—যাহা—তৎকালে কর্ম্মান্তরানুষ্ঠানে সঞ্চিত হইয়াছিল—তাহাই অনুশয় এবং জীব তৎসহ অবরোহণ করে অর্থাৎ সে লোক হইতে এ লোকে জন্মগ্রহণ করে। বলিয়াছিলে যে, শ্রুতিতে "যৎকিঞ্চ—যে কিছু" এই সাধারণ কথা থাকায় ইহাই প্রতীত হয় যে, যখন সমুদায় কৃতকর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিছুমাত্র অবশেষ থাকে না, তখন জীব অবরোহণ করে, পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে। সে কথা নিতান্ত অন্যায্য অর্থাৎ তাহা হইতেই পারে না। অবরোহণকালে যে অনুশয় (সঞ্চিত কর্ম্মশেষ) থাকে—তাহা শ্রুতিকর্ত্তৃক বোধিত হইয়াছে। শ্রুতির তাৎপর্য্যে জানা যায়, পারত্রিক ফলপ্রদ ও আরব্ধভোগ (যাহা সে লোকে ভোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে) এমন যে-কিছু কর্ম্ম—সে সমস্তই ফলভোগে ক্ষীণ হইলে জীবের ইহ-লোকে অবরোহণ হয়। আর এক কথা বলিয়াছিলে যে, মরণ নির্ব্বিশেষভাবে সমুদায় অনারব্ধ (সঞ্চিত) কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক—মরণকালে সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্ম ফলদানে উন্মুখ হয়—সে কথায় এই দোষ হয় যে, কোন কর্ম্ম পারত্রিক ফল জন্মায় এবং কোন কর্ম্ম এতল্লোকীয় ফল জন্মায়, এ বিভাগ অসম্ভব। মরণই সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক, ইহা সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ এবং তাহা অনুশয় (অনারব্ধফল কর্ম্ম) সদ্ভাব প্রতিপাদনে প্রত্যুক্ত হইয়াছে। অন্য কথা এই যে, মরণ সমুদায় অনারব্ধফল কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক (ফলোন্মুখ-কারী), এ প্রতিজ্ঞা তুমি কোন্ হেতু অবলম্বনে (কোন্ যুক্তিতে) করিতে পার, তাহা বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিতে পারিবে না। অর্থাৎ তাহার

(মরণের) নিখিল কর্ম্মাভিব্যঞ্জকত্ব পক্ষে কোনও পরিষ্কার হেতু দেখাইতে পারিবে না। যে কর্ম্মের ফল আরব্ধ হইয়াছে সে কর্ম্ম অনারব্ধফল কর্ম্মকে রুদ্ধ রাখে। রুদ্ধ রাখায় তাহার বৃত্তি (ফলাবস্থাপ্রাপ্তি) হয় না। তাহা উপশান্তই থাকে। মরণকালে বৃত্ত্যুদ্ভব (অভিব্যক্তি) হয় বলিলে আমরা বলিব, যেমন মরণের পূর্ব্বে আরব্ধফলকর্ম্মে অনারব্ধফল (সঞ্চিত—যাহা পশ্চাৎ ফলপ্রদ হইবে) কর্ম্ম প্রতিরুদ্ধ থাকায় বৃত্তিমান্ হয় না, ফলপ্রসব করে না, তেমনি, মরণ সময়েও বিরুদ্ধফল বহু কর্ম্ম যুগপৎ (এক কালে বা এক সময়ে) ফলপ্রসব করিতে বা ফলদানে উন্মুখ হইতে পারে না। বলবান্ দুর্ব্বলের অবরোধক সুতরাং প্রবল কর্ম্মের দ্বারা দুর্ব্বল কর্ম্মের অবরোধ ঘটনা হওয়ায় দুর্ব্বল তৎকালে বৃত্তিমান্ হইতে পারে না অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ হইতে পারে না। এ বিচারের সার কথা এই যে, বিরুদ্ধ স্বর্গ নারক-দেহোৎপাদক বহু কর্ম্মে এক দেহের উৎপত্তি অসম্ভব। স্বর্গফল আরব্ধ হয় নাই, নরকফলও আরব্ধ হয় নাই, অর্থাৎ সেই সেই দেহ উৎপাদন করে নাই, এরূপ কর্ম্মনিবহের ইতর বিশেষ তৎকালে বোধগম্য না হইলেও যে সকলের ফল দেহান্তরোপ-ভোগ্য—সে সকল কর্ম্মও মরণে অভিব্যক্ত হয়, হইয়া তদ্দেহ উৎপাদন করে, এরূপ বলিতে পারক নহ। হেতু এই যে, তাহাতে অনুগতফলত্বের বিরোধ আছে। (যে কর্ম্মে স্বর্গ হয় সে কর্ম্মে নরক হয় না, এবং যে কর্ম্মে নরক হয়, সে কর্ম্মে স্বর্গ হয় না। স্বর্গজনক কর্ম্মে স্বর্গই হয়, নরকজনক কর্ম্মে নরকই হয়। ইহাই নিয়ত অর্থাৎ নিয়মিত। সুতরাং মরণে সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্মের অভিব্যক্তি নিয়মবিরুদ্ধ অর্থাৎ হইতেই পারে না)। এমন কথা বলিতে পারিবে না যে, মরণে কতকগুলি কর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়, ফলদানোন্মুখ হয়, কতকগুলি বা লোপ হয়। বলিলে কর্ম্মের ঐকান্তিকফলত্ব-নিয়ম (ফলের অবশ্যম্ভাব) থাকে না। প্রায়শ্চিত্তাদি নাশক হেতু (প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মধ্যান ও ভোগ) ব্যতীত অন্য কিছুতে কর্ম্মের উচ্ছেদ (বিনাশ বা ক্ষয় হওয়ায় সম্ভাবনা নাই। ফলিতার্থ—কোনও কালে মরণ কর্ম্মের নাশক হয় না। কর্ম্ম বিরুদ্ধফল কর্ম্মের দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে—এক কর্ম্ম অন্য কর্ম্মে প্রতিবদ্ধ হইলে—তাহা দীর্ঘকাল তদবস্থ থাকে, ফলোন্মুখ হয় না, এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"কখন কখন এমনও হয় যে, সংসার-ভোগকারী জীবের যত কাল না সেই সেই দুঃখের অবসান হয়, পাপকর্ম্মের

ফলভোগ সমাপ্ত হয়, তত কাল তাহার পূর্ব্বোপার্জ্জিত সুকৃত কর্ম্ম কূটস্থ (নির্ব্ব্যাপার বা স্তিমিত) থাকে।" মরণ যদি সমুদায় অনারব্ধফল কর্ম্ম অভিব্যক্ত করিয়া একমাত্র জন্ম আরম্ভ (এক দেহ উৎপাদন) করায়, তাহা হইলে স্বর্গীয়, নারক অথবা তির্য্যক, এতন্মধ্যে যে-কোন জন্ম হউক, সেই সেই জন্মে কর্ম্মে অনধিকার থাকায় সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম উপার্জ্জিত না হওয়ায় কারণের অভাবে তৎপরে অন্য জন্ম হওয়া অবরুদ্ধ হয়। তাহা হইলে সংসারোচ্ছেদ হইবে। (মরণকালে সঞ্চিত সমুদায় কর্ম্ম এক কালে ফলদানোন্মুখ হইয়া তির্য্যক্ নারক অথবা স্বর্গীয় জন্ম উপস্থিত করিল, অনধিকার প্রযুক্ত সে জন্মে ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চিত হইল না, অথবা পূর্ব্বকর্ম্মাশয় সমস্তই সেই জন্মের ভোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, সুতরাং তাহার আর পরজন্ম হওয়ার কারণ থাকিল না, কারণ না থাকায় জন্মও হইল না, এবং জ্ঞান না থাকায় মোক্ষও হইল না। প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক জন্ম ঐরূপ হইলে সংসার থাকে না। তাহা কি হয়? না সম্ভব?)। আপচ, ঐ অর্থ স্মৃতিবিরুদ্ধ। স্মৃতিতে আছে, ব্রহ্মহত্যাদি কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ।—"ব্রহ্মঘ্ন নরকভোগান্তে কুক্কুর, শূকর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গো, ছাগ, মেষ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, পুক্কশ (নীচ জাতিবিশেষ), এই সকল যোনিতে উৎপন্ন হয়।" শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণে কি ধর্ম্মের স্বরূপ, ফল ও সাধন জানা যায়? তাহা যায় না এবং জানিবার সম্ভাবনাও নাই। যে সকল কর্ম্মের ফল দৃষ্ট—দেখা যায়—অর্থাৎ ঐহিক, মরণ সে সকল কর্ম্মেরও অভিব্যঞ্জক, ইহা সম্ভাবিত নহে। (বৃষ্টিকামনায় কারীরী যাগ করে, তদ্দিনেই তাহার ফল হয়, সুতরাং তাহা মরণ প্রতীক্ষা করে না।) অতএব, মরণ সর্ব্বকর্ম্মের অভিব্যঞ্জক, এ কল্পনা সঙ্গত নহে। প্রদীপ দৃষ্টান্তটী কেবল কর্ম্মের প্রবল দুর্ব্বল বুঝিবার জন্য অন্য কিছুর জন্য নহে। প্রদীপ যেমন স্থূলসূক্ষ্ম রূপের অভিব্যঞ্জক ও অনভিব্যঞ্জক হয় সেইরূপ। নৈকট্য সমান, অথচ প্রদীপ স্থূলরূপ ব্যক্ত করে, সূক্ষ্মরূপ ব্যক্ত করে না। সেইরূপ মরণও অনারব্ধফল কর্ম্মের মধ্যে যাহা প্রবল হইয়াছে, ফল দিবার অবসর পাইয়াছে, তাহাকেই বৃত্তিমান করে—ফলদানার্থ উন্মুখ করে। কিন্তু যাহা দুর্ব্বল থাকে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে; প্রত্যুত তাহাকে রুদ্ধ রাখে। এই সকল কারণে, শ্রুতি স্মৃতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া, মরণকালে সমুদায় কর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়, হইয়া জন্মারম্ভ করে, এই মত অগ্রাহ্য। কর্ম্মশেষ

থাকিলে মোক্ষ অসম্ভব হয় অর্থাৎ মোক্ষ উৎপাদনার্থ কর্ম্মের একভবিকত্ব নিয়ম স্বীকার করা কর্ত্তব্য, এ আপত্তি বা এ সকল কথা এতৎস্থানের যোগ্য নহে। কেন-না, শ্রুতি বলিয়াছেন, সম্যক্‌জ্ঞানেই নিঃশেষিতরূপে কর্ম্মনিবৃত্তি হয়, অন্য কিছুতে নহে। এত দূর বিচারের পর স্থির হইল যে, অনুশয়বিশিষ্ট জীবেরই অবরোহণ এবং অভুক্ত বা সঞ্চিত কর্ম্মের নাম অনুশয়। তাহাদের অবরোহণ আরোহণক্রমে ও তদতিরিক্ত ক্রমেও হয়। 'যথেতং' শব্দের অর্থ যথাগত। অভিপ্রায় এই যে, যে প্রকারে বা যে ক্রমে আরোহণ করিয়াছিল সেই প্রকারে বা সেই ক্রমে। 'অনেবং' শব্দে—তদ্বিপরীত বা তদতিরিক্ত ক্রম। অবরোহণকালে পিতৃযান পথে ধূমের ও আকাশের কথন আছে, সে জন্য, যথেত শব্দে 'যথাগত' এই অর্থ প্রতীত হয় এবং তাহাতে রাত্রির উল্লেখ না থাকায় ও মেঘের গ্রহণ থাকায় বিপরীত ক্রমও প্রতীত হয়।

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥

অ ৩, পা ১, সূ ১২ ॥

সূত্রার্থ—পূর্ব্বপক্ষসূত্রমেতৎ; অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রমণ্ডলং গন্তব্যত্বেন শ্রুতমিতি সূত্রার্থঃ।—"যে-কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে," এই শ্রুতিতে "যে-কেহ" এইরূপ সাধারণ উল্লেখ থাকায় বলিতে পারি, যাহারা শাস্ত্র-নিন্দিত কর্ম্ম করে—তাহারাও চন্দ্রলোকে যায়।

ভাষ্যার্থ—বলা হইয়াছে যে, ইষ্টাপূর্ত্তাদিপুণ্যকর্ম্মকারীরা চন্দ্রলোকে গমন করে। কিন্তু যাহারা তদ্বিপরীতকারী (নিন্দিতকর্ম্মকারী) তাহারা কোথায় যায়? তাহারাও কি চন্দ্রলোকে যায়? অথবা যায় না? এই প্রশ্নের প্রথম পক্ষে বলা যায়, কেবল ইষ্টকারীরাই যে চন্দ্রলোকে যায় এমন নহে, অনিষ্ট-কারীরাও যায়। কেন-না, চন্দ্রমণ্ডল অনিষ্টকারীদিগেরও গন্তব্য, ইহা শ্রুত আছে (শ্রুতিতে উক্ত আছে)। যথা—"যে কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে—তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায়।" কৌষিতকি-ব্রাহ্মণের এই শ্রুতি ইষ্টকারী যায় আর অনিষ্টকারী যায় না, এমন কোন অবধারণ বাক্য বলেন নাই, সামা-ন্যতঃই বলিয়াছেন। আরও দেখ, যাহারা পুনর্ব্বার জন্মিবে তাহাদের দেহোৎ-পত্তি চন্দ্রগমন ব্যতীত হয় বলিতে পার না। কারণ, "পঞ্চমী আহুতিতে—" এই শ্রুতিতে আহুতি সংখ্যার নিয়ম আছে। অতএব, সাধারণতঃ সকলেই

চন্দ্রলোকে যায়, ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য। যদি বল, ইষ্টকারী ও অনিষ্টকারী উভয়ের সমান গতি হওয়া উচিত নহে, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, অনিষ্টকারীরা চন্দ্রমণ্ডলে যায় মাত্র, কিন্তু সেখানে তাহাদের সুখভোগ হয় না (পূর্ব্বপক্ষ)।

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ ॥ অ ৩, পা ১, সূ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তকঃ। সর্ব্বে ন চন্দ্রমণ্ডলং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। সংযমনে যমপুরে যামীঃ যাতনা অনুভূয় ইতরেষাং অনিষ্টকারিণাং অবরোহন্তী-ত্যেবমারোহাবরোহৌ শ্রূয়েতে ইতি সূত্রার্থঃ।—সকলেই চন্দ্রলোকে যায়, ইষ্টানিষ্টকারীর বিশেষ নাই, এ পক্ষ অগ্রাহ্য। কারণ, শ্রুতিতে অনিষ্টকারীর আরোহাবরোহ নিম্নলিখিত প্রকারে অভিহিত হইয়াছে। যথা—অনিষ্ট-কারীরা যমপুরে আরোহণ করে, সেখানে যমকৃত-যাতনা ভোগ করিয়া ভোগান্তে পুনরবরোহণ-অর্থাৎ পুনর্দ্দেহ গ্রহণ করে।

ভাষ্যার্থ—তু-শব্দ পূর্ব্বপক্ষের নিষেধক। অর্থাৎ সকলেই যে চন্দ্রলোকে যায়, তাহা যায় না। কেন? তাহা বিবেচনা কর। চন্দ্রে আরোহণ অর্থাৎ চন্দ্রলোকে যাওয়া ভোগের নিমিত্ত, সুতরাং তাহা নিষ্প্রয়োজন নহে। লোকে যেমন ফল-পুষ্পাদি গ্রহণের নিমিত্তই বৃক্ষারোহণ করে, অথবা নিষ্প্রয়োজনে কিংবা পড়িবার জন্য বৃক্ষারোহণ করে না; তেমনি, জীবও ভোগের উদ্দেশে চন্দ্রা-রোহণ করে, নিষ্প্রয়োজনে অথবা পতনের জন্য চন্দ্রারোহণ করে না। সেখানে তাহাদের চন্দ্রলোকযোগ্য ভোগ হয় না এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছ, স্বীকার করিয়াছ, সে কারণ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, ইষ্টাদিকারীরাই চন্দ্র-লোক যায়, বিপরীতকারীরা যায় না। যাহারা নিন্দিতকর্ম্মকারী তাহারা যমালয় গমন পূর্ব্বক সেখানে সেই সেই দুষ্কৃত কর্ম্মের অনুরূপ যমপ্রদত্ত যাতনা অনুভব করিয়া তৎপরে ইহ লোকে আগমন করে। তাহাদের যে কথিত প্রকার আরোহণাবরোহণ হয় তাহা যমবচনরূপা শ্রুতিতে আছে। তাহাদের তদ্রূপ গতি অর্থাৎ যমবশ্যতা শ্রুতিকর্ত্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে। যমের উক্তি যথা—"সাম্পরায়ের অর্থাৎ পরলোকের শুভ উপায় অজ্ঞের বিশেষতঃ ধনমুগ্ধের নিকট প্রতিভাত (প্রকাশিত) হয় না। তাহারা মনে করে, এই লোকই আছে, এ লোক অর্থাৎ পরলোক নাই। সেই জন্যই তাহারা পুনঃপুনঃ আমার বশতাপন্ন হয়।" "যমলোক পাপিজনের গমনীয়" এইরূপ ও অন্যরূপ

অনেক বাক্য আছে—যাহাতে পাপীর যমবশ্যতা প্রাপ্তির বোধক কথা আছে।

স্মরন্তি চ॥ অ ৩, পা ১, সূ ১৪॥

• সূত্রার্থ—সংযমনাখ্যে যমপুরে যমায়ত্তং পাপিনাং পাপকর্ম্মবিপাকমিতি পুরণীয়ম্।—মনু ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরাও যমপুরে পাপীর পাপকর্ম্মের ফলভোগ হওয়া বর্ণন করিয়াছেন।

ভাষ্যার্থ—মনু ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরাও নাচিকেত উপাখ্যানাদিতে যমের সংযমনামক পুরে যমপ্রদত্ত পাপ কর্ম্মের ফলভোগ বর্ণন করিয়াছেন।

অপি চ সপ্ত॥ অ ৩, পা ১, সূ ১৫॥

সূত্রার্থ—নরকাঃ সন্তীতি শেষঃ। তে চ দুষ্কৃতকর্ম্মফলভোগভূময় ইত্যভি-প্রায়ঃ।—রৌরব মহারৌরব প্রভৃতি সাত প্রকার নরক স্থান আছে। সেই সকল স্থানে পাপীর গমন ও দুষ্কৃতফলভোগ হয়, ইহা পুরাণাদিতেও বর্ণিত আছে।

ভাষ্যার্থ—পৌরাণিকেরাও দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলভোগস্থান রৌরব প্রভৃতি সপ্তসংখ্যক নরকের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, অনিষ্টকারীরা সেই সকল স্থানেই যায়, চন্দ্র তাহাদের দুর্লভ। চন্দ্রলোকে গমন করা দূরে থাকুক, তাহাদের চন্দ্র দর্শনও হয় না। বলিতে পার যে, পাপীরা যমপ্রদত্ত যাতনা ভোগ করে, এ কথা বিরুদ্ধ। কেন-না, স্মৃতিতে আছে, চিত্রগুপ্তাদি রৌরবাদি নরকের অধীশ্বর, সুতরাং তাঁহারই সেই সেই নরকে নারকী জীবকে যাতনা প্রদান করেন, সেখানে যমের কর্ত্তৃত্ব নাই। যদি কেহ এরূপ বলেন, তাহা হইলে তদুত্তরার্থ সূত্র এই—

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ॥ অ ৩, পা ১, সূ ১৬॥

সূত্রার্থ—তেষ্বপি নরকেষু তদ্ব্যাপারাৎ তস্য যমস্য কর্ত্তৃত্বাভ্যুপগমাৎ অবিরোধঃ বিরোধোনাস্তীতি যোজনা।—সে সকল স্থানেও যমের কর্ত্তৃত্ব থাকায় কথিত সিদ্ধান্ত স্মৃতিবিরুদ্ধ নহে। (ভাষ্য দেখ)

ভাষ্যার্থ—সে সকল স্থান অর্থাৎ রৌরবাদি সপ্ত নরক যমের কর্ত্তৃত্বাধীন, ইহা স্বীকৃত থাকায় ঐ সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ। চিত্রগুপ্তাদিও যমনিযুক্ত, তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াই তাঁহারা পাপিজনপূর্ণ নরকের উপর আধিপত্য করেন।

বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ॥
অ ৩, পা ১, সূ ১৭॥

সূত্রার্থ—তুঃ পূর্ব্বোক্তিনিরাসায়। যদুক্তং মার্গান্তরাভাবাৎ পাপিনামপি চন্দ্রগতিরিতি তন্ন। তৃতীয়মার্গশ্রুতেরিতি গর্ব্বিতার্থঃ। তত্র "এতয়োঃ পথোঃ" ইতি শ্রুতিভাগস্য "এতয়োর্ব্বিদ্যাকর্ম্মণোঃ পথদ্বয়সাধনয়োঃ" ইত্থমর্থঃ কার্য্যঃ। কুতঃ? প্রকৃতত্বাৎ তৎপ্রক্রিয়ামুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। অন্যৎ ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্।—শ্রুতি দেবযান ও পিতৃযান এই দ্বিবিধা গতি বলিয়া তৃতীয় গতি বলিবার জন্য অথ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তৎপ্রস্তাব অনুসারে "এতয়োঃ পথোঃ" এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ "সেই দুই পথের প্রাপক বিদ্যা ও কর্ম্ম।"

ভাষ্যার্থ—পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রস্তাবে একটী প্রশ্ন আছে। যথা—"তুমি কি তাহা জান?" এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শুনা যায়—"যে সকল জীব দেবযান ও পিতৃযান এই দুই পথের অন্যতর পথের অনুপযুক্ত—তাহারা পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণ-যুক্ত তৃতীয় স্থানস্থ এই সকল ক্ষুদ্র জীব (দংশ মশকাদি) হয়। ইহারা জন্মে, আবারও শীঘ্রই মরে। ইহারা তৃতীয়-স্থান অর্থাৎ প্রোক্ত পথদ্বয়াতিরিক্ত তৃতীয়স্থানেই থাকে, চন্দ্রে গমন করে না। সেই জন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না।" (ফলিতার্থ—পাপীর চন্দ্রলোক গতি হয় না, সেই কারণে সে লোক পূর্ণ হয় না)।" এই শ্রুতিতে যে "এই দুই পথের—" কথা আছে, তাহার অর্থ তদুভয় পথের সাধন বিদ্যা ও কর্ম্ম। উহা প্রকৃত অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্ম প্রকরণে কথিত। সেখানে বিদ্যা (জ্ঞান বা উপাসনা) ও কর্ম্ম এই দুইটী যথাক্রমে দেবযান ও পিতৃযান পথের প্রাপক বা প্রাপ্তিসাধন, এই প্রস্তাব কৃত হইয়াছে। "যাহারা এই প্রকারে জানে" এই বাক্যে বিদ্যার কথন, তদ্দ্বারা দেবযানপথ প্রাপ্তব্য। (ফলিতার্থ—জ্ঞানই দেবযান পথে লইয়া যায়)। "ইষ্ট, আপূর্ত্ত ও দত্ত, এ সকল কর্ম্ম।" এ সকলের দ্বারা পিতৃযান পথ প্রাপ্তব্য। (কর্ম্মই পিতৃযান পথে লইয়া যায়)। ইহারই পরে শ্রুতি "অথ" বলিয়া বলিয়াছেন "এই দুই পথের" ইত্যাদি। ঐ অথ-শব্দের দ্বারা তৃতীয় পথ বা তৃতীয়স্থান সূচিত হয়, তাহা প্রদর্শিত পথের অতিরিক্ত। ঐ শ্রুতিতে ইহাই কথিত হইয়াছে যে, যাহারা বিদ্যাসাধন দেবযান পথের অনধিকারী, অথবা যাহারা কর্ম্ম-

সাধন পিতৃযান পথের অধিকারী নহে, তাহারা এই সকল শীঘ্র জন্ম-মরণ-শীল ক্ষুদ্র জন্তুরূপ তৃতীয় স্থান বা তৃতীয়া গতি প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল কারণে সিদ্ধান্ত হয় যে, অনিষ্টাদিকারীরা চন্দ্রলোকে যায় না। যদি বল, এরূপ হইলেও ত হইতে পারে যে, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণপূর্ব্বক পরে তথা হইতে আগমন করতঃ ক্ষুদ্রজন্তুত্ব প্রাপ্ত হয়? ইহার প্রত্যুত্তর—তাহা নহে। অর্থাৎ তাহা হয় না। কেন-না, ভোগ না থাকায় আরোহণ নিষ্প্রয়োজন। আরও দেখ, সকলেই যদি মরিয়া চন্দ্রলোকে যায়, তাহা হইলে চন্দ্রলোকের পূর্ণতাই স্থির থাকে সুতরাং "পূরণ হয় না কেন?" এ প্রশ্ন হইতে পারে না। অতএব, ঐ অর্থ প্রশ্নবিরুদ্ধ। (প্রশ্ন—সম্পূরণ হয় না কেন? "সম্পূরণ হয় না, ইহাই স্থির,' কিন্তু "কেন?" ইহা অস্থির বা সংশয়িত। সেই জন্যই তদ্বিষয়ক প্রশ্ন অসম্ভব)। সম্পূরণ হয় না কেন? তাহাই বলিতে হইবে, সম্পূরণের প্রকার বলিতে হইবে না। যদি বল, অবরোহণ স্বীকার করায় অসম্পূরণ বলা হয়, বস্তুতঃ তাহা হয় না। কারণ, তাহা অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতি তাহা বলেন নাই, এবং সেরূপ প্রশ্নও করেন নাই। অবরোহণ (তথা হইতে নামিয়া আসা) স্বীকারে অসম্পূরণ দেখান্ নাই। শ্রুতি তৃতীয়স্থান কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন, পাপীরা চন্দ্রলোকে যায় না, তাই চন্দ্রলোকের পূরণ হয় না। যথা—"ইহা তৃতীয় স্থান অর্থাৎ কথিত দেবযান গতির ও পিতৃযান গতির অতিরিক্তা তৃতীয়া গতি। সেই কারণে এই চন্দ্রলোক সম্পূরিত হয় না। (খালি থাকে)।" অতএব, আরোহণাবরোহণ ব্যতীত প্রকারান্তরে অসম্পূরণ হওয়াই শ্রুতির ও যুক্তির অনুমত। অবরোহণপ্রযুক্ত অসম্পূরণ, ইহা স্বীকার করিতে গেলে ইষ্টাদিকারীর সহিত অবিশেষ ঘটনা হয় এবং তৃতীয় স্থান কথনের প্রয়োজন থাকে না। অন্য শাখাস্থিত শ্রুতিতে যে সমুদায় জীবের চন্দ্রগতি শুনা যায়—তৎ শ্রবণে যে সমুদায় চন্দ্রগতি হওয়ার আশঙ্কা জন্মে—সূত্রকার সে আশঙ্কা তু-শব্দের প্রয়োগে বিদূরিত করিয়াছেন। তাহাতে বুঝিতে হইবে, শাখান্তরীয় বাক্যে যে সর্ব্বশব্দ আছে, তাহা অধিকৃতাপেক্ষ অর্থাৎ তাহার অর্থ অধিকারী সকল। ফলিতার্থ এই যে, যে সকল অধিকারী (চন্দ্রলোকে যাইবার যোগ্য) এতল্লোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রপ্রাপ্ত হয়।" বলিয়াছিলে যে, আহুতিসংখ্যার নিয়ম থাকায় (চতুর্থী আহুতির পর পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষশব্দবাচ্য অর্থাৎ দেহোৎপত্তি হওয়ার নিয়ম থাকায়) সকলকেই চন্দ্র-

লোক যাইতে হয়, সূত্রকার এক্ষণে তাহার প্রতিবন্ধ বলিতেছেন। (পঞ্চমী আহুতি = স্ত্রীযোনিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া। চন্দ্রলোকে না গেলে বর্ষণাদির দ্বারা পৃথিবীতে আসা ঘটে না এবং রেতে বা রক্তে বাস করাও ঘটে না)। এক্ষণে সূত্রের দ্বারা ঐ আপত্তির প্রত্যাপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ॥ অ ৩, পা ১, সূ ১৮॥

সূত্রার্থ—তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায়াহুতিসংখ্যানিয়মো নাপেক্ষিতঃ। কুতঃ? তথোপলব্ধেঃ। বিনাপি হি পঞ্চমীমাহুতিং জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎ প্রকারেণৈব তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিরুপলভ্যত ইতি সূত্রাক্ষরাণামর্থঃ।—তৃতীয় স্থান প্রাপ্তিতে অর্থাৎ কীটপতঙ্গাদি শরীর লাভের নিমিত্ত আহুতি নিয়ম নাই। কেন-না, বিনা আহুতিতে ঐ সকল জীবের দেহ হইতে দেখা যায়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ভাষ্যার্থ—তৃতীয় স্থানে শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত আহুতির ও আহুতি-সংখ্যার নিয়ম নাই। শ্রুত্যুক্ত ঐ আহুতিসংখ্যা তৃতীয়স্থানে আদর্ত্তব্য নহে। কেন-না তাহাই উপলব্ধ (প্রতীত) হয়। নিয়মিত আহুতি সংখ্যা ব্যতীত কথিত প্রকারে অর্থাৎ "জন্মে আর মরে।" এইরূপে তৃতীয়স্থান লাভ হওয়া প্রতীত হয়। "আপ্ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয়" এই যে শ্রুত্যুক্ত আহুতি সংখ্যার নিয়ম, এ নিয়ম মানব-শরীরবিষয়ে, কীট-পতঙ্গাদি শরীরবিষয়ে নহে। কারণ, ঐ পুরুষ-শব্দ—মনুষ্যজাতিরই বোধক, কীট পতঙ্গাদির বোধক নহে। আরও দেখ, শ্রুতি পঞ্চমী আহুতিতে আপের পুরুষপাদবাচ্য হওয়ার উপদেশ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু অপপঞ্চমী আহুতিতে তাহার নিষেধ করেন নাই। (পঞ্চম আহুতিস্থান ব্যতীত পুরুষদেহ হইবে না, এমন কথা বলেন নাই)। ঐ এক বাক্যের বিধি নিষেধ উভয়ার্থ স্বীকার করিতে গেলে তাহার ব্যর্থতা দোষ স্বীকার করিতে হইবে। (এক বাক্যে দুই অর্থ প্রতীত হয় না। তাহা বলাও অন্যায্য)। অতএব, বুঝিতে হইবে, যাহাদের অরোহাবরোহ সম্ভব, আপ্ পঞ্চমী আহুতিতে তাহাদেরই দেহ জন্মায়, তদ্ভিন্ন জীবের দেহ বিনা আহুতিতে ভূতান্তর সংসৃষ্ট আপের দ্বারা উৎপন্ন হয়। সে সকল শরীর আহুতিসংখ্যার নিয়ম বহির্ভূত।

স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥ অ ৩, পা ১, সূ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—লোক্যতেঽনেনেতি লোকো ভারতাদিঃ।—ঋষিরা ভারতাদি গ্রন্থে আহুতিসংখ্যার আদরাভাব স্মরণ করিয়াছেন, এবং জীবলোকেও তাহা দেখা যায়।

ভাষ্যার্থ—অন্য শরীরের কথা দূরে থাকুক, মনুষ্যশরীরোৎপত্তিতেও যে আহুতিসংখ্যার নিয়ম নাই, তাহা ভারতাদিগ্রন্থে দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সীতা ও দ্রৌপদী প্রভৃতির অযোনিজত্ব কথন দ্বারা দর্শিত হইয়াছে। দ্রোণাদির জন্মে যোষিদ্বিষয়ক এক আহুতির অভাব এবং ধৃষ্টদ্যুম্নাদির স্ত্রীপুংসংসর্গরূপ আহুতিদ্বয়ের অভাব আছে। যেমন সে সকল দেহে আহুতিসংখ্যানিয়মের অভাব আছে, তেমনি, দেহান্তরেও তাহার অভাব দেখা যায়। বকী বিনা রেতঃসেকে গর্ব্ভিণী হয়, এ সংবাদ লোক-সমাজে প্রসিদ্ধ। (ঋতুমতী বকী মৈথুন্য ধর্ম্মে গর্ব্ভিণী হয় না, মেঘগর্জ্জন শ্রবণে গর্ব্ভিণী হয়)।

দর্শনাচ্চ ॥ অ ৩, পা ১, সূ ২০ ॥

সূত্রার্থ—বিনাপি গ্রাম্যধর্ম্মমুৎপাত্তদর্শনাদিত্যর্থঃ।—চতুর্ব্বিধ ভূত গ্রামের মধ্যে দ্বিবিধ ভূতের বিনা মৈথুনধর্ম্মে দেহোৎপত্তি হইতে দেখা যায়।

ভষ্যার্থ—অপিচ, জরায়ুজ (১) অণ্ডজ (২) স্বেদজ (৩) ও উদ্ভিজ্জ (৪) এই চতুর্ব্বিধ জীবজাতির বা ভূত গ্রামের মধ্যে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভূতের বিনা গ্রাম্যধর্ম্মে উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। তাহাতে বুঝিতে হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে আহুতিসংখ্যা অনিয়মিত। যখন স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ জন্মে আহুতি-সংখ্যার অনাদর দেখা যায় তখন যে অন্য জন্মেও আহুতিসংখ্যার অনাদর থাকিবেক তদ্বিষয়ে আর কথা কি। যদি বল, শ্রুতি ত্রিবিধ ভূতগ্রাম বা জীবজাতি বলিয়াছেন, যথা—"অণ্ডজ (১)। জীবজ বা জরায়ুজ (২)। ও উদ্ভিজ্জ (৩)।" কিন্তু তুমি বলিতেছ, ভূতজাতি চতুর্ব্বিধ। ইহার কারণ কি? সূত্রকার এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতেছেন—

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥
অ ৩, পা ১, সূ ২১ ॥

সূত্রার্থ—তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জশব্দেন সংশোকজস্য স্বেদজস্য অবরোধঃ সংগ্রহঃ

কৃতঃ শ্রুত্যেতি শেষঃ। —শ্রুতি উদ্ভিজ্জ শব্দে স্বেদজ জাতির সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবেক।

ভাষ্যার্থ—"অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ।" এই শ্রুতিতে যে তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দ আছে, ঐ উদ্ভিজ্জ শব্দে স্বেদজের সংগ্রহ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক। কেন না, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই দুএর মধ্যে ভূমি-জল-উদ্ভেদ-পূর্ব্বক উৎপন্ন হওয়ার প্রণালী তুল্য। স্থাবরোদ্ভেদের লক্ষণ জঙ্গমোদ্ভেদে নাই। সে কারণেও তদ্দ্বয়ের ভেদবাদ অবিরুদ্ধ।

সাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ অ ৩ পা ১, সূ ২২॥

সূত্রার্থ—সমানোভাবো ধর্ম্মো যস্য স সভাবস্তস্য ভাবঃ সাভাব্যং সাম্যমিত্যর্থঃ। সাম্যাপত্তির্ভবতি ন তু তত্তদ্ভাবাপত্তিরিত্যভিপ্রায়ঃ। তদেব হ্যুপপদ্যতে ন ত্বন্যৎ।—অবরোহণকারীরা অবরোহণ কালে আকাশাদির সমান হয়, আকাশাদি হয় না। কেন-না, আকাশাদির সমান হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।

ভাষ্যার্থ—ইষ্টাদিপুণ্যকর্ম্মকারীরা চন্দ্রমা প্রাপ্ত হইয়া সে স্থানে পতনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাস করিয়া অবশেষে অভুক্ত কর্ম্মসংস্কারের সহিত অবরোহণ করে অর্থাৎ পুনর্ব্বার এতল্লোকে জন্মগ্রহণ করে, ইহা বলা হইল। এক্ষণে কিরূপে অবরোহণ করে? তাহা বিচারিত হইবে। অবরোহণ-বিষয়িণী শ্রুতি এইরূপ—"অনন্তর তাহারা যথাগত পথে পুনরাগমন করে। ভোগান্তে শরীর দ্রবভূত হইলে তাহারা প্রথমে আকাশ প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুপ্রাপ্ত, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূমের পর অব্‌ভ্র হয়, অব্‌ভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষণ করে।" ইত্যাদি। এখানে সংশয় এই যে, অবরোহণকারীরা কি আকাশাদি স্বরূপ প্রাপ্ত হয়? অথবা আকাশাদির তুল্যতা প্রাপ্ত হয়? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, আকাশাদি স্বরূপপ্রাপ্ত হয়। তাহাই শ্রুতির অর্থ, অন্যথা শ্রুত্যর্থে লক্ষণা করিতে হয়। (মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিলে লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করা অন্যায্য)। যে স্থানে শ্রৌত অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থ ও লক্ষণা-জনিত অর্থ উপস্থিত থাকে, সে স্থানে আক্ষরিক অর্থেরই গ্রহণ হয়, অন্যায্য বলিয়া লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ হয় না। লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ না হইলেই "বায়ু হইয়া ধূম হয়" এইরূপ এইরূপ পাঠ সেই

সেই পদার্থের স্বরূপ প্রাপ্তির বোধক হইয়া থাকে। সুতরাং পাওয়া গেল, অবরোহণকারীরা অবরোহণকালে আকাশাদির স্বরূপ হয়, আকাশাদির তুল্য হয় না। সূত্রকার এইরূপ পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন, তাহারা আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু আকাশাদির সহিত তুল্যতা প্রাপ্ত হয়। ভোগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে যে জলময় ভোগদেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, ভোগ সমাপ্তিতে তাহা বিলীন হইয়া যায়। বিলীন বা বিদ্রুত হইয়া (গলিয়া গিয়া) সূক্ষ্ম আকাশের সমান হয়। আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও লঘু হয় বলিয়া ধূমাদির সহিত সংসৃষ্ট (মিশ্রিত) হয়। এতদ্রূপ ক্রমে অব্ভ্রপ্রবিষ্ট (জলগর্ভ মেঘ অব্ভ্র এবং বর্ষণকারী মেঘ মেঘ। মেঘের সঞ্চারাবস্থা অব্ভ্র, বর্ষণাবস্থা মেঘ।), তৎপরে বৃষ্টিজল প্রবিষ্ট, তৎপরে পৃথিবীতে আসিয়া ধান্যাদি প্রবিষ্ট হয়। শ্রুতি এই তথ্যটী "যথাগত আকাশকে প্রাপ্ত হয় এবং আকাশ হইতে বায়ুত্ব প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শব্দে বলিয়াছেন। ইহাই উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গতার্থ। ঐরূপ হইলেই শ্রুত্যর্থ ঠিক্ থাকে, অন্যথা মুখ্যার্থের অবরোধ হয়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে মুখ্যার্থ অসম্ভব বা অনুপপন্ন। জীব আকাশত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার বায়ু-আদি-ক্রমে অবরোহণ উপপন্ন হয় না। আকাশ বিভু, তাহার সহিত জীবের নিত্য-সম্বন্ধ। সে কারণ, আকাশ-সদৃশ হওয়া ব্যতীত অন্য সম্বন্ধ ঘটনা হয় না। যেখানে শ্রুত্যর্থের অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থের অসম্ভাবনা, সেখানে লক্ষণার আশ্রয় ন্যায্য। সেই জন্যই বলি, শ্রুতি আকাশসাম্য হওয়াকেই উপচার ক্রমে আকাশভাব প্রাপ্তি বলিয়াছেন।

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ অ ৩, পা ১, সূ ২৩॥

সূত্রার্থ—নাতিচিরেণ অনতিবিলম্বেনাকাশাদিসাম্যেনাববস্থায় ভুবমাপতন্তীতি শেষঃ। তত্র বিশেষাদিতি হেতুঃ। বিশিনষ্টি হি শ্রুতির্ব্রীহ্যাদিভাবাপত্তিং "অতোবৈদুর্নিষ্প্রপতরং" ইত্যাদিনা সন্দর্ভেণ। অত্র দুঃখেন ব্রীহ্যাদিভাবান্নিঃসরণমুক্তম্। তেনায়াতং সুখেনাকাশাদিভাবান্নিঃসরণম্ভবতীতি তদেব চ বিশেষদর্শনমিতি।—অনুশয়ী জীব অল্পে অল্পে বা শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদি ভাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পৃথিবীতে আইসে। পৃথিবীতে আসিলে যে শস্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়, সে অবস্থা শীঘ্র যায় না, এ কথা শ্রুতি বলিয়াছেন।

শ্রুতির সে কথায় বুঝা যায়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা শীঘ্র শীঘ্র অতিক্রান্ত হয়, কেবল ধান্যাদির অবস্থা বিলম্বে অতিক্রান্ত হয়।

ভাষ্যার্থ—বলা হইল, অনুশয়ী জীব আকাশাদিপ্রাপ্তিক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে সংশয়, ধান্যাদিভাব প্রাপ্তির পূর্ব্বে যে আকাশাদিভাব প্রাপ্তির ক্রম আছে, সে ক্রম কি শীঘ্র সমাপ্ত হয়? কি বিলম্বে সমাপ্ত হয়? অর্থাৎ জীব কি দীর্ঘকাল পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের সাদৃশ্য-বিশিষ্ট থাকিয়া পর পর পদার্থের সদৃশ হয়? কি অল্পে অল্পে অর্থাৎ শীঘ্র পূর্ব্বপূর্ব্ব সাদৃশ্য অতিক্রম করিয়া পর পর সদৃশ হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করে? সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষ। তাহাতে পাওয়া যায়, সে বিষয়ের নিয়ম নাই। কেন-না নিয়মকারী শাস্ত্র নাই। (বিলম্বও হইতে পারে, শীঘ্রও হইতে পারে)। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ "নাতিচিরেণ" সূত্র বলা হইল। অর্থ এই যে, অল্পকাল আকাশাদিভাবে অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারাদির সহিত এই পৃথিবীতে অবতরণ করে। বিশেষ দর্শন থাকাতেই উক্ত সিদ্ধান্ত অবিচাল্য। কি বিশেষ? তাহা বলিতেছি। ধান্যাদিশস্যভাব প্রাপ্ত হইলে সে অবস্থা যে পূর্ব্বাবস্থাপেক্ষা বিশিষ্ট, শ্রুতি তাহা দেখাইয়াছেন। যথা— "ইহা হইতে দুর্নিষ্প্রপতর হয়।" বৈদিকপ্রক্রিয়া অনুসারে একটী ত লুপ্ত আছে। উহার অর্থ দুর্নিষ্ক্রমতর অর্থাৎ জীব অতি দুঃখে ব্রীহ্যাদি হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। এই দুঃখনিষ্ক্রমই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার সুখনিষ্ক্রম বলিতেছে। নিষ্ক্রমের সুখদুঃখ=কালের অল্পত্ব দীর্ঘত্ব ঘটিত। অর্থাৎ অল্পকালে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই সুখ, আর দীর্ঘকাল ব্রীহ্যাদিভাবে থাকাই দুঃখ। সে সময়ে শরীর নিষ্পত্তি হয় না, সুতরাং তদবস্থায় উপভোগ অসম্ভব। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা স্থির হয় যে, অনুশয়ী জীব যত দিন না ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয় তত দিন শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদিভাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীতে আইসে।

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ॥

অ ৩, পা ১, সূ ২৪॥

সূত্রার্থ—অন্যেন জীবান্তরেণাধিষ্ঠিতে জাতিস্থাবরে ব্রীহ্যাদৌ সংসর্গমাত্র-মনুশয়িনঃ প্রতিপদ্যন্ত ইতি পূরণীয়ম্। কুত এতৎ? তত্রাহ পূর্ব্ববদিতি।

অত্রাপি পূর্ব্ববৎ বায়্বাদিবৎ অভিলাপঃ শ্রৌতং সঙ্কীর্ত্তনমস্তীতি।—স্বর্গচ্যুত কর্ম্মশেষী জীবেরা জাতিস্থাবর হয় না। জীবান্তরাধিষ্ঠিত জাতিস্থাবরে সংশ্লেশমাত্র লাভ করে। কারণ এই যে, শ্রুতি ব্রীহ্যাদি জন্মেও পূর্ব্বের ন্যায় বায়ু ধূমাদিভাব প্রাপ্তির তুল্যতা বলিয়াছেন।

ভাষ্যার্থ—শ্রুতি স্বর্গচ্যুত জীবের অবতরণ প্রণালী বলিতে বৃষ্টিধারা বর্ষণ পর্য্যন্ত বলিয়া বলিয়াছেন "তাহারা ধান্য, যব, ওষধি, তিল, মাষ,—ইত্যাদি ইত্যাদি হয়।" এখানে সংশয় এই যে, স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্থাবর-জাতি প্রাপ্ত হইয়া স্থাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়? অথবা জীবান্তরাধিষ্ঠিত সেই সেই স্থাবরশরীরে প্রবেশমাত্র লাভ করে? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, স্থাবরজাত্যাপন্ন কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্থাবরোচিত সুখদুঃখভাগী . হয়। ইহা কেন বলি?—না ঐরূপ হইলেই জন-ধাতুর অর্থের মুখ্যতা থাকে। স্থাবর ভাব যে সুখদুঃখভোগের স্থান, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ। অপিচ, ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মে পশুহিংসাদির সংযোগ থাকায় সে সকলের তাদৃশ অনিষ্ট ফল হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব, কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের যে ধান্যাদি জন্ম হয়, অবশ্যই তাহা কুকুরাদি জন্মের ন্যায় মুখ্য জন্ম। "কুকুর-যোনি, চণ্ডাল-যোনি" ইত্যাদিস্থলে যেমন তত্তৎ সুখদুঃখান্বিত কুকুরাদি যোনি প্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, ধান্যাদি জন্মও সেইরূপ জানিবে। এইরূপ প্রথম পক্ষ প্রাপ্তিতে বলা হইল, স্বর্গচ্যুত কর্ম্মশেষী জীব জীবান্তরাধিষ্ঠিত ধান্যাদিতে অর্থাৎ বায়ু ধূমাদির ন্যায় স্থাবর ভূতে সংশ্লেষমাত্র প্রাপ্ত হয়; সুতরাং স্থাবর-সুখদুঃখভাগী হয় না! অনুশয়ী অর্থাৎ কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের বায়ু ধূমাদিভাব যেমন প্রকৃত বায়ু-ধূমাদিভাব নহে, সংশ্লেষমাত্র, সেইরূপ, ধান্যাদিভাবও জাতিস্থাবরের সহিত সংশ্লেষমাত্র। ইহা অভিলাপের অর্থাৎ শ্রৌত কথনের তত্তাবের দ্বারা জানা যায়। অভিলাপের তত্তাব=কর্ম্ম-ব্যাপারের অকীর্ত্তন। শ্রুতি যেমন আকাশাদি প্রবর্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থার কোনরূপ কর্ম্মব্যাপার বলেন নাই, তেমনি, ব্রীহ্যাদি জন্মেও কর্ম্মব্যাপার বলেন নাই। (কর্ম্মব্যাপার=পুণ্যপাপের অনুযায়ী জন্মপ্রণালী)। অতএব, স্বর্গচ্যুত অনুশয়ী জীব ধান্যাদিভাব প্রাপ্তিতে তজ্জাতীয় সুখদুঃখ ভাগী হয় না। যেস্থলে সুখদুঃখভাগিতা ও জন্মবিশেষ কর্ম্ম-বিশেষ উল্লেখে কথিত হয়, সেই স্থানেই মুখ্য জন্ম জানিবে। যেমন, বলা হইয়াছে—রমণীয়াচারি রমণীয় যোনি

শ্রুতির সে কথায় বুঝা যায়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা শীঘ্র শীঘ্র অতিক্রান্ত হয়, কেবল ধান্যাদি অবস্থা বিলম্বে অতিক্রান্ত হয়।

ভাষ্যার্থ—বলা হইল, অনুশয়ী জীব আকাশাদিপ্রাপ্তিক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে সংশয়, ধান্যাদিভাব প্রাপ্তির পূর্ব্বে যে আকাশাদিভাব প্রাপ্তির ক্রম আছে, সে ক্রম কি শীঘ্র সমাপ্ত হয়? কি বিলম্বে সমাপ্ত হয়? অর্থাৎ জীব কি দীর্ঘকাল পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের সাদৃশ্য-বিশিষ্ট থাকিয়া পর পর পদার্থের সদৃশ হয়? কি অল্পে অল্পে অর্থাৎ শীঘ্র পূর্ব্বপূর্ব্ব সাদৃশ্য অতিক্রম করিয়া পর পর সদৃশ হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করে? সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষ। তাহাতে পাওয়া যায়, সে বিষয়ের নিয়ম নাই। কেন-না নিয়মকারী শাস্ত্র নাই। (বিলম্বও হইতে পারে, শীঘ্রও হইতে পারে)। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ "নাতিচিরেণ" সূত্র বলা হইল। অর্থ এই যে, অল্পকাল আকাশাদিভাবে অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারাদির সহিত এই পৃথিবীতে অবতরণ করে। বিশেষ দর্শন থাকাতেই উক্ত সিদ্ধান্ত অবিচাল্য। কি বিশেষ? তাহা বলিতেছি। ধান্যাদিশস্যভাব প্রাপ্ত হইলে সে অবস্থা যে পূর্ব্বাবস্থাপেক্ষা বিশিষ্ট, শ্রুতি তাহা দেখাইয়াছেন। যথা— "ইহা হইতে দুর্নিষ্প্রপতর হয়।" বৈদিকপ্রক্রিয়া অনুসারে একটী ত লুপ্ত আছে। উহার অর্থ দুর্নিষ্ক্রমতর অর্থাৎ জীব অতি দুঃখে ব্রীহ্যাদি হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। এই দুঃখনিষ্ক্রমই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার সুখনিষ্ক্রম বলিতেছে। নিষ্ক্রমের সুখদুঃখ=কালের অল্পত্ব দীর্ঘত্ব ঘটিত। অর্থাৎ অল্পকালে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই সুখ, আর দীর্ঘকাল ব্রীহ্যাদিভাবে থাকাই দুঃখ। সে সময়ে শরীর নিষ্পত্তি হয় না, সুতরাং তদবস্থায় উপভোগ অসম্ভব। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা স্থির হয় যে, অনুশয়ী জীব যত দিন না ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয় তত দিন শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদিভাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীতে আইসে।

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ॥
অ ৩, পা ১, সূ ২৪॥

সূত্রার্থ—অন্যেন জীবান্তরেণাধিষ্ঠিতে জাতিস্থাবরে ব্রীহ্যাদৌ সংসর্গমাত্রমনুশয়িনঃ প্রতিপদ্যন্ত ইতি পূরণীয়ম্। কুত এতৎ? তত্রাহ পূর্ব্ববদিতি।

অত্রাপি পূর্ব্ববৎ বায়্বাদিবৎ অভিলাপঃ শ্রৌতং সঙ্কীর্ত্তনমস্তীতি।—স্বর্গচ্যুত কর্ম্মশেষী জীবেরা জাতিস্থাবর হয় না। জীবান্তরাধিষ্ঠিত জাতিস্থাবরে সংশ্লেশমাত্র লাভ করে। কারণ এই যে, শ্রুতি ব্রীহ্যাদি জন্মেও পূর্ব্বের ন্যায় বায়ু ধূমাদিভাব প্রাপ্তির তুল্যতা বলিয়াছেন।

ভাষ্যার্থ—শ্রুতি স্বর্গচ্যুত জীবের অবতরণ প্রণালী বলিতে বৃষ্টিধারা বর্ষণ পর্য্যন্ত বলিয়া বলিয়াছেন "তাহারা ধান্য, যব, ওষধি, তিল, মাষ,—ইত্যাদি ইত্যাদি হয়।" এখানে সংশয় এই যে, স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্থাবর-জাতি প্রাপ্ত হইয়া স্থাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়? অথবা জীবান্তরাধিষ্ঠিত সেই সেই স্থাবরশরীরে প্রবেশমাত্র লাভ করে? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, স্থাবরজাত্যাপন্ন কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্থাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়। ইহা কেন বলি?—না ঐরূপ হইলেই জন-ধাতুর অর্থের মুখ্যতা থাকে। স্থাবর ভাব যে সুখদুঃখভোগের স্থান, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ। অপিচ, ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মে পশুহিংসাদির সংযোগ থাকায় সে সকলের তাদৃশ অনিষ্ট ফল হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব, কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের যে ধান্যাদি জন্ম হয়, অবশ্যই তাহা কুক্কুরাদি জন্মের ন্যায় মুখ্য জন্ম। "কুক্কুর-যোনি, চণ্ডাল-যোনি" ইত্যাদিস্থলে যেমন তত্তৎ সুখদুঃখান্বিত কক্কুরাদি যোনি প্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, ধান্যাদি জন্মও সেইরূপ জানিবে। এইরূপ প্রথম পক্ষ প্রাপ্তিতে বলা হইল, স্বর্গচ্যুত কর্ম্মশেষী জীব জীবান্তরাধিষ্ঠিত ধান্যাদিতে অর্থাৎ বায়ু ধূমাদির ন্যায় স্থাবর ভূতে সংশ্লেষমাত্র প্রাপ্ত হয়; সুতরাং স্থাবর-সুখদুঃখভাগী হয় না! অনুশয়ী অর্থাৎ কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের বায়ু ধূমাদিভাব যেমন প্রকৃত বায়ু-ধূমাদিভাব নহে, সংশ্লেষমাত্র, সেইরূপ, ধান্যাদিভাবও জাতিস্থাবরের সহিত সংশ্লেষমাত্র। ইহা অভিলাপের অর্থাৎ শ্রৌত কথনের তদ্ভাবের দ্বারা জানা যায়। অভিলাপের তদ্ভাব=কর্ম্ম-ব্যাপারের অকীর্ত্তন। শ্রুতি যেমন আকাশাদি প্রবর্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থায় কোনরূপ কর্ম্মব্যাপার বলেন নাই, তেমনি, ব্রীহ্যাদি জন্মেও কর্ম্মব্যাপার বলেন নাই। (কর্ম্মব্যাপার=পুণ্যপাপের অনুযায়ী জন্মপ্রণালী)। অতএব, স্বর্গচ্যুত অনুশয়ী জীব ধান্যাদিভাব প্রাপ্তিতে তজ্জাতীয় সুখদুঃখ ভাগী হয় না। যেস্থলে সুখদুঃখভাগিতা ও জন্মবিশেষ কর্ম্ম-বিশেষ উল্লেখে কথিত হয়, সেই স্থানেই মুখ্য জন্ম জানিবে। যেমন, বলা হইয়াছে—রমণীয়াচারি রমণীয় যোনি

প্রাপ্ত হয় এবং নিন্দিতাচারী নিন্দিত যোনি লাভ করে। আরও দেখ, যদি অনুশয়ীদিগের ধান্যাদি জন্ম মুখ্যই হয়, তাহা হইলে তদভিমানী অনুশয়ীরা অবশ্যই ধান্যাদির ছেদনে, কুট্টনে, ভর্জ্জনে, পচনে ও ভক্ষণে অর্থাৎ ধান্যাদি দেহের নাশে তদ্দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, ইহা মানিতে হইবেক। (মানিলে রেতঃসেক-যোগে মনুষ্যাদিদেহোৎপত্তি, এ সিদ্ধান্ত বিঘটিত হইবেক)। প্রসিদ্ধই আছে যে, যে জীব যে দেহের অভিমানী সে সে দেহের পীড়নে প্রয়াণ করে অর্থাৎ সে দেহ ত্যাগ করিয়া যায়। ধান্যাদি জন্ম মুখ্য জন্ম হইলে শ্রুতি ধান্যাদিভাবপ্রাপ্তিপূর্ব্বক রেতঃসেকযোগে দেহোৎপত্তি হয়, এরূপ বলিবেন কেন? এই সকল কারণে স্থির হয়, জীবান্তরাধিষ্ঠিত স্থাবর-দেহে চন্দ্রমণ্ডলচ্যুত অনুশয়ীদিগের কেবলমাত্র সংশ্লেষ হয়, মুখ্য ধান্যাদি জন্ম হয় না। এই বিচারের ফলিতার্থে বলিতে হইবেক, প্রতিবাদ করিতে হইবেক যে, ঐ জন্মশ্রুতি-মুখ্যা নহে এবং সেই স্থাবরভাব তাহাদের মুখ্য ভোগায়তনও নহে। আমরা সামান্যতঃ স্থাবরভাবের ভোগস্থানতার প্রতিবাদ করি না। পাপপ্রভাবে অন্যান্য জীব স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাদের দেহ সেই সেই পাপভোগের আয়তন হয় হউক, কিন্তু, যাহারা চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ করে, করিয়া স্থাবরভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারা স্থাবরে সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র! সুতরাং সেই সেই স্থাবর দেহ তাহাদের ভোগায়তন নহে, ইহাই আমাদের ঐ কথা বলিবার উদ্দেশ্য।

অশুদ্ধমিতি চেন্নশব্দাৎ॥ অ ৩, পা ১, সূ ২৫॥

সূত্রার্থ—অশুদ্ধং অনর্থহেতুনা দুরিতাপূর্ব্বেণ মিলিতমাধ্বরিকং কর্ম্ম হিংসাদিযোগাদিতি ন। হেতু মাহ শব্দাদিতি। শব্দাৎ শাস্ত্রাদেব হি তস্য শুদ্ধত্বমবধার্য্যতে।—জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ পশুহিংসা সাধ্য, সেকারণ তৎপ্রভব অপূর্ব্ব (ধর্ম্ম) অশুদ্ধ (অশুদ্ধমিশ্রিত), সেই কারণে চন্দ্রমণ্ডলচ্যুত জীব ধর্ম্মফল-ভোগান্তে অধর্ম্মফল ভোগার্থ স্থাবর জন্ম পায়, এরূপ বলিতে পার না। কারণ, শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে, যজ্ঞীয় হিংসায় দুরিতাপূর্ব্ব জন্মে না অর্থাৎ অধর্ম্ম হয় না। যদি তাহা না হয়, তবে তৎফলভোগার্থ স্থাবর হইবে কেন?

ভাষ্যার্থ—বলা হইয়াছে যে, পশুহিংসাদি সম্পর্ক থাকায় যজ্ঞকার্য্য অশুদ্ধ; সেই কারণে তাহা অনিষ্ট ফল প্রসব করিতে সমর্থ এবং সেই হেতু

চন্দ্রলোকচ্যুত অনুশয়ীদিগের ধান্যাদি জন্ম মুখ্য, গৌণ নহে। ধান্যাদি-জন্মের গৌণত্ব কল্পনা নিরর্থক। এই সূত্রে সেই পূর্ব্বোক্ত দোষবাদের পরিহার হইবে। যজ্ঞাদি-জনিত অপূর্ব্ব (ধর্ম্ম) অশুদ্ধ অর্থাৎ দুরিতা-পূর্ব্বমিশ্রিত নহে। কারণ এই যে, তদ্বিজ্ঞানের প্রতি অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানের প্রতি একমাত্র শাস্ত্রই হেতু (গমক বা বোধক)। ধর্ম্মাধর্ম্ম অতীন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, সুতরাং তাহা জানিবার শাস্ত্র ব্যতীত অন্য উপায় নাই। বিশেষতঃ তদ্দ্বয়ের দেশকালাদির নিয়ম নাই। যে দেশে যে কালে ও যে উপলক্ষে বা যে নিমিত্তের বশে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই আবার দেশান্তরে কালান্তরে ও নিমিত্তান্তরের বশে অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত কোনও ব্যক্তির ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিষয়ক বিজ্ঞান জন্মিতে পারে না। তাদৃশ শাস্ত্রে ইহাই অবধারিত হইয়াছে যে, হিংসাদি অনুগৃহীত অথবা হিংসা ও অনুগ্রহাদিযুক্ত (যজ্ঞে হিংসাও আছে, অনুগ্রহও আছে) জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ধর্ম্ম (ধর্ম্ম জনক)। অতএব, শাস্ত্রাব-ধৃত যজ্ঞকর্ম্মকে কিরূপে অশুদ্ধ বলিতে পার? বলিতে পার যে, "সর্ব্বভূতে অহিংসা করিবেক" এই নিষেধ শাস্ত্র ভূত-(ভূত=প্রাণ)-বিষয়ক হিংসার অধর্ম্মজনকতা জানাইতেছে। স্বীকার করি, ঐটী শাস্ত্র, কিন্তু উহা উৎসর্গ অর্থাৎ সামান্য শাস্ত্র। ঐ সামান্য শাস্ত্রের অপবাদক অর্থাৎ বিশেষ শাস্ত্র এই—"অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পশুঘাত করিবেক।" সামান্য ও বিশেষ দ্বিবিধ দর্শন হইলে বিষয়ভেদে ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিশেষ ভিন্ন স্থলগুলিতেই সামান্য শাস্ত্রের অধিকার নির্ণীত হয়। (তাৎপর্য্য এই যে, অবৈধ হিংসায় অধর্ম্ম, আর বৈধ হিংসায় ধর্ম্ম)। অতএব, বৈদিক কর্ম্মকলাপ অশুদ্ধ নহে, কিন্তু শুদ্ধ। শুদ্ধ বলিয়াই শিষ্টগণ তাহার অনুষ্ঠান করেন এবং কোনও শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মের নিন্দা অভিহিত হয় নাই। যদি তাহা অশুদ্ধ না হয়, তবে, কি-জন্য তাহার জাতিস্থাবরত্ব ফল হইবে? ধান্যাদিজন্ম কুক্কুরাদিজন্মের সমান হইতেই পারে না। কেন-না, সে সকল পাপকর্ম্মাচরণ উপলক্ষ্যে কথিত হইয়াছে। সেস্থলে কোন বিশেষ অধিকার বা উপলক্ষ্যও নাই। উল্লিখিত হেতুসমূহের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, চন্দ্রলোকচ্যুত অনুশয়বান্ জীব ব্রীহি প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, ব্রীহিযবাদি হয় না। শ্রুতি সেই সংশ্লেষভাবকেই উপচার বাক্যে ব্রীহ্যাদিভাব শব্দে বলিয়াছেন।

রেতঃসিগ্‌যোগোহথ ॥ অ ৩, পা ১, সূ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—অথ ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্ত্যনন্তরং রেতঃসিগ্‌যোগঃ স্যাদনুশয়িনামিতি যোজনা।—অনুশয়ী ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্তির পর রেতঃসিক্‌সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়। (ফলিতার্থ ভাষ্যে ব্যক্ত হইয়াছে)।

ভাষ্যার্থ—ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষই ব্রীহ্যাদিভাব, এতৎপ্রতি অন্য কারণ এই যে, ব্রীহ্যাদিভাবের পর অনুশয়ী রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্ত (রেতঃসেক্তা) হয়। এতদর্থে শ্রুতি এই যে "যেহেতু অন্ন ভক্ষণ করে, রেতঃসেক করে, সেই হেতু সে পুনর্ব্বার হয়।" বিবেচনা কর, এখানে মুখ্য রেতঃসিগ্‌ভাব সম্ভব হয় না। যে জন্মিয়া অনেক কাল অতিবাহন করিয়াছে, প্রাপ্ত-যৌবন হইয়াছে, সে-ই রেতঃসেক্তা হয়। অতএব, উপচার বা রূপক কল্পনা ব্যতীত অন্নানুগত অনুশয়ী জীব কিরূপে মুখ্য রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে? এ স্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, রেতঃসিক্‌সম্বন্ধ হওয়াই রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তি (অভিপ্রায় এই যে, দেহ বিচূর্ণিত হইলে সে দেহে জীব থাকে না, বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং দেহমাত্র ভক্ষণে ভক্ষক জীবের সহিত সম্বন্ধ ঘটে না। সংশ্লেষ স্বীকার করিলে তৎসংশ্লিষ্ট ব্রীহ্যাদিদেহ ভক্ষণেও সম্বন্ধ হয়।) এবং দৃষ্টান্তে ব্রীহ্যাদি সংশ্লিষ্ট হওয়াই ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্তি; এইরূপেই বিরোধ ভঞ্জন হইতে পারে।

যোনেঃ শরীরম ॥ অ ৩, পা ১, সূ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—যোনেঃ শরীরমিতি শ্রুতের্ন ব্রীহ্যাদিশরীরত্বমনুশয়িনামিতি সূত্রার্থঃ।—রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তির পর যোনিদেশে ও রেত-উপাদানে অনুশয়ীদিগের অভুক্ত শেষ কর্ম্মের ফলভোগ যোগ্য শরীর জন্মে। (কথাগুলির ফল ভাষ্য ব্যাখ্যায় ব্যক্ত আছে)

ভাষ্যার্থ—রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তির পর যোনিনিষিক্ত রেতে যোনির অভ্যন্তরোর্দ্ধে অনুশয়ীদিগের ভোগায়তন অর্থাৎ দেহ জন্মে। এ কথাও "যাহারা ইহলোকে রমণীয়াচরণ করে" ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ইহারও দ্বারা জানা যায়, অবরোহকালে যে ব্রীহ্যাদি প্রাপ্তি হয়, তাহা বা সেই ব্রীহ্যাদি শরীর তৎসম্বন্ধীয় সুখদুঃখান্বিত নহে। প্রদর্শিত হেতুবাদের

দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, অনুশয়ীদিগের ব্রীহ্যাদি জন্ম প্রকৃত জন্ম নহে, তৎসংশ্লিষ্ট হওয়াই উপচারক্রমে তজ্জন্ম নামে কথিত হইয়াছে।

উপরে অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্ব্ব শাস্ত্রে পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উদাহরণে জীবের নানা প্রকার সংসার-গতি সবিস্তরে বলা হইল। এইক্ষণে নিম্নোক্তসকল সূত্রে জীবের অবস্থা ভেদ বর্ণিত হইতেছে। তথাহি,

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥ অ ৩, পা ২, সূ ১ ॥

সূত্রার্থ—দ্বয়োর্লোকস্থানয়োর্জ্জাগ্রৎসুষুপ্তিস্থানয়োর্ব্বা সন্ধৌ অন্তরালে ভবং সন্ধ্যং স্বপ্নঃ। তস্মিন্ যা সৃষ্টিঃ সা তথ্যরূপা ভবিতুমর্হতি। হি যতঃ আহ শ্রুতিরিত শেষঃ। পূর্ব্বপক্ষসূত্রমেতৎ।—ইহ-পর-লোকের সন্ধিতে (মরণ হইয়াছে, জন্ম হয় নাই, এই অন্তরালীবস্থায়) অথবা জাগ্রৎ সুষুপ্তির মধ্যে স্বপ্নস্থান, তত্রত্যা সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় সত্য। এ কথা বলিবার কারণ এই যে, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। (এটী পূর্ব্বপক্ষ সূত্র)।

ভাষ্যার্থ—শ্রুতি "সেই জীব যাহাতে সুপ্ত হয়" এই উপক্রমে বলিয়াছেন—"সেখানে রথ নাই, অশ্বাদি নাই এবং পথ নাই। জীব রথ, রথযোগ (অশ্ব) ও পথ সৃজন করেন।" এখানে সংশয় এই যে, স্বাপ্নিক সৃষ্টি কি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক? সত্য? অথবা তাহা মায়াময়ী? রজ্জু সর্পাদির ন্যায় মিথ্যা? এই সংশয়ের পূর্ব্বপক্ষ কোটীতে পাওয়া যায়, সন্ধ্য অর্থাৎ স্বপ্নস্থানীয় সৃষ্টি সত্য। সন্ধ্য-শব্দে স্বপ্নস্থান। বেদেও স্বপ্নস্থান-অর্থে সন্ধ্য-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"তৃতীয় স্বপ্নস্থান তাহা সন্ধ্য আখ্যায় অভিহিত।" যাহা দুই লোকের † (ইহপরলোকের)

† ইহ-পর-লোকের অন্তরালে বা সন্ধিতে জীবের এক প্রকার দর্শন অথবা স্বপ্ন-সদৃশ প্রতীতি উপস্থিত হয়। তাহা কাদাচিৎক ও নিত্যস্বপ্নের ন্যায় সন্ধ্য। মৃত্যুকালে যখন সমুদায় ইন্দ্রিয় নির্ব্ব্যাপার হয় তখন আর সে এ লোক অনুভব করে না। তখন সে বাসনা বা সংস্কারমাত্র অবলম্বনে এতল্লোক অতি অস্পষ্টরূপে স্মরণ করিতে থাকে। ঐ সময়ে তাহার পূর্ব্বকর্ম্ম-বলে মানস পরলোক স্ফূর্ত্তিরূপ জ্ঞান উদিত হইতে থাকে। অর্থাৎ সে পরলোকে যেরূপ হইবেক সেইরূপটী তাহার ভাবনা পথে আইসে। এই ভাবনাময় জ্ঞান স্বপ্নসদৃশ বলিয়া স্বপ্ন। এই স্বপ্ন উক্ত প্রকারে লোকদ্বয়ের সন্ধিতে হয় বলিয়া সন্ধ্য।

অথবা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি, এই দুই অবস্থার সন্ধিতে বা অন্তরালে হয় তাহা সন্ধ্য। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও সন্ধ্য-শব্দে স্বপ্ন। এই স্বপ্নস্থানের সৃষ্টি (স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহা) বস্তুভূত অর্থাৎ জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় সত্য। সত্য বলিবার কারণ এই যে, প্রমাণরূপা শ্রুতি তাহাকে সত্য বলিয়াছেন। যথা—"অনন্তর রথ, রথ-যোগ ও পথ সৃজন করেন।" "তিনই কর্ত্তা অর্থাৎ সৃষ্টি করেন।" এই শেষ বাক্যেও উহার সত্যতা প্রতীত হয়।

নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ অ ৩, পা।২ সূ২ ॥

সূত্রার্থ—একে শাখিনঃ কামানাং নির্ম্মাতারমাত্মানমামনন্তি কামাশ্চ পুত্রাদয়ঃ। কাম্যা ইত্যস্মিন্নর্থে কামা ইতি।—কোন শাখা (বেদভাগ) বলিয়াছেন, সন্ধ্যস্থানে যে কাম্য নির্ম্মাণ হয় তাহার কর্ত্তা আত্মা। আত্মাই সেই সেই পদার্থ সৃষ্টি করেন অর্থাৎ দেখেন।

ভাষ্যার্থ—আরও দেখ, কোন কোন শাখায় কথিত আছে, সন্ধ্য অর্থাৎ স্বপ্নস্থানে কাম্যনিবহের অর্থাৎ অভীপ্সিত পুত্রাদি পদার্থের সৃজনকর্ত্তা আত্মা। যথা—"ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে যে পুরুষ কাম অর্থাৎ বাঞ্ছিত পদার্থ সৃষ্টি করতঃ জাগ্রৎ থাকেন—" ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে যে কামশব্দ আছে, তাহার অর্থ পুত্রাদি কাম্য পদার্থ। যাহা কামের অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয় তাহাও কাম। কাম-শব্দের দ্বারা ইচ্ছা-বিশেষই কথিত হয়, অন্য কিছু কথিত হয় না, তাহা নহে। কেন-না, "তুমি শতবর্ষজীবী পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কর" এই প্রক্রমের পর "শেষে তোমাকে কামভাগী অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদি-বিশিষ্ট করিব" এই বাক্যে প্রস্তাবিত পুত্রপৌত্রাদি পদার্থে কাম-শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। অপিচ, প্রকরণ ও প্রস্তাবের শেষ বাক্য, এই দুএর দ্বারা জানা যাইতেছে, প্রাজ্ঞ আত্মাই ঐ সন্ধ্যস্থানীয় পদার্থের নির্ম্মাতা অর্থাৎ সৃষ্টি-কর্ত্তা। প্রকরণটী প্রাজ্ঞবিষয়ক। কেন-না উহা "যাহা ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত, কার্য্যকারণের অতীত, তাহা বল—" ইত্যাদিবাক্যের পর উক্ত হইয়াছে। প্রকরণের শেষেও ধর্ম্মাদ্যতীত প্রাজ্ঞ আত্মার কথন আছে। যথা—"সেই বস্তুই শুক্র অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম অর্থাৎ নিরতিশয় বৃহৎ অমৃত অর্থাৎ মুক্ত। এই সমুদায় লোক তাহাতেই আশ্রিত (স্থিত) এবং কেহই তদ্বস্তু অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে।" যেহেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞের

প্রস্তাবে কথিত, সেই হেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞ। প্রাজ্ঞের জাগ্রৎ সৃষ্টি যখন সত্য ; তখন তাঁহার স্বাপ্নিক সৃষ্টিও সত্য। এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্যও আছে। যথা—"পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই জাগ্রৎ স্থানও ইহাঁর। ইনি জাগ্রৎস্থানে যাহা দেখেন, তাহাই সুপ্ত অর্থাৎ স্বপ্ন স্থান স্থিত হইয়া দেখেন।" এই শ্রুতি স্বপ্নের ও জাগ্রতের সাম্য দেখাইয়াছেন। অতএব, সন্ধ্য-সৃষ্টিও জাগ্রৎসৃষ্টির ন্যায় তথ্যরূপা। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে সূত্রকার প্রত্যুত্তর বলিতেছেন—

মায়ামাত্রন্তু কাৎস্নের্ন্যানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ॥ অ ৩, পা ২, সূ ৩॥

সূত্রার্থ—তু-শব্দেন পূর্ব্বপক্ষং নিষেধতি। সন্ধ্যে সৃষ্টির্ন পারমার্থিকীতি যাবৎ। সা মায়ামাত্রং মায়াময়ৈব। যতঃ সা কাৎস্নের্ন্যন দেশকালনিমিত্তা-দিরূপেণ পরমার্থবস্তুধর্ম্মেণ অভিব্যক্তস্বরূপা ন ভবতি ততঃ সা সৃষ্টির্ন পরমার্থরূপা কিন্তু মায়াময়ী। জাগ্রদর্থস্য সত্যত্বব্যাপকো যো যো ধর্ম্মঃ স্বপ্নে তদভাবোদৃশ্যত ইতি নিষ্কর্ষঃ।—স্বাপ্নিক সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় তথ্যরূপা নহে। তৎপ্রতি কারণ এই যে, তাহা জাগ্রৎপদার্থীয় ধর্ম্ম সমূহের দ্বারা অভিব্যক্ত নহে অর্থাৎ প্রকাশিত নহে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ভাষ্যার্থ—তু-শব্দ উদ্‌ঘাটিত পূর্ব্বপক্ষের নিরাসক। বলিয়াছিলে যে, স্বাপ্নিক সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় সত্য ; তাহা নহে। স্বাপ্নিক মায়াময়ী। তাহাতে সত্যের নাম গন্ধও নাই। কারণ এই যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত নহে। সত্য বস্তুর যে যে ধর্ম্ম, সে সকল ধর্ম্ম স্বপ্নের স্বরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না। দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধরাহিত্য, এই গুলি সূত্রস্থ কাৎস্ন্য-শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিবে। সত্যবস্তু দর্শনবিষয়ক দেশ কাল নিমিত্ত ও বাধ-রাহিত্য, এ সকল স্বাপ্ন পদার্থে সম্ভাবিত নহে। স্বপ্নস্থানে কি রথাদি থাকিবার যোগ্য দেশ আছে ? না এই সঙ্কুচিত দেহস্থানে রথাদি পর্য্যাপ্ত হয় ? আচ্ছা, এমন হইতেও ত পারে যে, জীব দেহের বাহিরে গিয়া স্বপ্ন দেখে ? জীব যখন দেশান্তরীয় দ্রব্য দর্শন করে, তখন কেন-না মনে করিব যে, জীব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বপ্ন সন্দর্শন করে ? শ্রুতিও দেহের বাহিরে যাওয়ার কথা বলিয়াছেন। যথা—"সেই অমৃত পুরুষ (আত্মা)

কুলায়ের অর্থাৎ দেহ-গৃহের বাহিরে যথা ইচ্ছা তথায় ইচ্ছানুরূপ বিহার করেন। আরও দেখ, জীব যদি দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত না হয় তাহা হইলে স্থিতি, গতি ও ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের কারণ (অমুক স্থানে অবস্থান করিতেছি, যাইতেছি ও অমুক দেশের অমুক পদার্থ দেখা হইল, এ সকল বা ইত্যাদি প্রকার স্বপ্ন) সঙ্গত হয় না। প্রশ্নকারীর এই প্রশ্ন সাধু বা সঙ্গত নহে। কেন? তাহা বিবেচনা কর। সুপ্ত জীব কি ক্ষণকালমধ্যে যোজন দূরে গিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতে পারে? না তাহার তাদৃশ সামর্থ্য সম্ভাবিত। (তাহা কি যুক্তির দ্বারা বুদ্ধিস্থ করা যায়?) আবার এমন স্বপ্নও আছে, যাহা প্রত্যাগমনবর্জ্জিত। শ্রুতিও ঐরূপ একটী স্বপ্ন শুনাইয়াছেন। যথা—"আমি কুরুদেশে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নযোগে পাঞ্চালদেশে গেলাম এবং তন্মুহূর্ত্তে প্রতিবুদ্ধ হইলাম। (সে দেশ হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করা ঘটিল না)" জীব যদি সত্য সত্যই পঞ্চালদেশে যাইত তাহা হইলে পঞ্চালদেশেই থাকিত, পঞ্চালদেশেই জাগ্রৎ হইত, কিন্তু সে পঞ্চালদেশে থাকে নাই, জাগ্রৎও হয় নাই, সেই কুরুদেশেই আছে ও জাগ্রৎ হইয়াছে। সে স্বপ্নকালে যে-দেহে দেশান্তরে গিয়াছিল, পার্শ্বস্থ লোক তাহার সে দেহ শয্যাতেই অবস্থিত দেখিয়াছিল। অপিচ, স্বপ্নে যে-প্রকার দেশান্তর দেখে, সে দেশান্তর ঠিক সে প্রকার নহে। বাহিরে গিয়া দেখিলে স্বপ্নে অবশ্যই জাগ্রদ্দর্শনের সমান দর্শন হইত; কিন্তু তাহা হয় না। স্বপ্নে অনেক বিপর্য্যয় ও অস্পষ্ট দর্শনও হয়। দেহের মধ্যেই স্বপ্ন দর্শন হয়. ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"যাঁহাতে দর্শন হয়" এই উপক্রমে বলা হইয়াছে "তিনি স্বীয় শরীরেই কামানুরূপ পরিবর্ত্তিত হন।" অতএব, জীব দেহের বাহিরে স্বপ্ন দর্শন করে, এই শ্রুতির গৌণ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে আর শ্রুতি-যুক্তি-বিরোধ হইবে না। সে গৌণ ব্যাখ্যা এই—"অমৃত (আত্মা) যেন শরীরের বাহিরে গিয়া—" ইত্যাদি। যে শরীরে থাকিয়াও শরীর দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে না, সে অবশ্যই শরীরবহির্বর্ত্তীর ন্যায়। স্বপ্নে অবস্থান ও যাওয়া প্রভৃতিও ঐরূপ অর্থাৎ গৌণ (যেন যাইতেছে, ইত্যাদিবিধ) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্বপ্নে কালের বিরোধিতাও দেখা যায়। রজনী সময়ে স্বপ্নগত হইবামাত্র স্বপ্নদ্রষ্টার এই ভারতবর্ষেই দিবস দর্শন হয়। আরও দেখ, স্বপ্ন মুহূর্ত্তমাত্র প্রবর্ত্তিত

কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা কখন কখন দেখে, শত শত বর্ষ অতিবাহিত [illegible]াছে। স্বপ্নবিষয়িণী বুদ্ধির অথবা ক্রিয়ার উপযুক্ত নিমিত্তও নাই। (নিমিত্ত= কারণ)। তৎকালে ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত, সুতরাং তখন রথাদি দর্শনের উপযুক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই। জীবের কি নিমেষকালমধ্যে রথাদি প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য আছে? না তথায় কাষ্ঠাদি উপকরণ দ্রব্য আছে? তাহা নাই। আরও দেখ, স্বপ্নদৃষ্ট রথাদি জাগ্রদ্দশায় রজ্জুসর্পের ন্যায় বাধিত হয় অর্থাৎ থাকে না। অদর্শনপ্রাপ্ত হয়। অধিক কি, স্বপ্নকালেও তাহা বাধিত (লুপ্ত) হয়। স্বপ্নে নিশ্চয় হইল, এটী রথ, কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাহা আর রথ রহিল না। রথের পরিবর্ত্তে তাহা মনুষ্য হইলে, দেখিতে দেখিতে তাহা আবার বৃক্ষ হইল। শ্রুতি স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির অভাব স্পষ্টরূপে শুনাইয়াছেন। যথা—"সে রথ নাই, অশ্বাদি নাই, পথও নাই।" ইত্যাদি। এই সকল কারণে স্থির হয়, স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়িক অর্থাৎ মায়াময়।

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ॥

অ ৩, পা ২, সূ ৪॥

সূত্রার্থ—মায়িকোঽপি স্বপ্নঃ সাধ্বসাধুনোর্ভবিষ্যতোঃ সূচকোঽনুমাপকোঽতস্তত্র পরমার্থগন্ধো নাস্তীতি ন বক্তব্যম্। শ্রূয়তে হি স্বপ্নস্য ভবিষ্যৎসাধ্বসাধুসূচকত্বম্। তদ্বিদঃ স্বপ্নবিদ আচক্ষতে চ।—স্বপ্ন মায়ামাত্র সত্য; কিন্তু তাহা ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক—অনুমাপক। কেন-না, শ্রুতি ও স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্বপ্নের তদ্রূপ রূপতা বলিয়াছেন।

ভাষ্যার্থ—স্বপ্ন মায়িক (সংস্কার-সহায় অজ্ঞানের পরিণাম বিশেষ), তাই বলিয়া তাহাতে সত্যের লেশ নাই, সত্যের সহিত তাহার আদৌ সম্পর্ক নাই, এমত নহে। স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক। এ কথা শ্রুতিতেও শুনা যায় এবং স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও সে কথা বলেন। শ্রুতি যথা—"যদি স্বপ্নে কাম্যকর্ম্মবিষয়ে স্ত্রী সন্দর্শন করে, তাহা হইলে জানিবে, সেই স্বপ্ন দর্শনের দ্বারা সে কার্য্যের সমৃদ্ধি বা সুসিদ্ধি হইবে।" "স্বপ্নে যদি কৃষ্ণদন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দৃষ্ট হয়, তবে, সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ তাহাকে বিনষ্ট করে।" ইত্যাদিবিধ স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার মরণের নৈকট্য জানায়। স্বপ্নাধ্যায় (শাস্ত্রবিশেষ) বেত্তৃগণও বলিয়াছেন, স্বপ্নে কুঞ্জরারোহণাদি শুভ এবং গর্দ্দভারোহণাদি অশুভ। মন্ত্রের

দ্বারা, দেবতানুগ্রহের দ্বারা ও ওষধিবিশেষ সেবনের দ্বারা যে সকল স্বপ্নবিশেষ দৃষ্ট হয়, সে সকলের অনেকগুলি সত্য। (এতাবতা এই বলা হইল যে, স্বপ্ন নিজে মিথ্যা হইলেও তাহা ভবিষ্যৎ সত্য ঘটনার বোধক) ফলিতার্থ বা অভিপ্রায় এই যে, সূচ্যমান বস্তু সত্য হয় হউক, সূচক স্ত্রীসন্দর্শনাদি মিথ্যা। প্রদর্শিত হেতু সমূহের দ্বারা স্বপ্নের মায়িকত্ব উপপন্ন হয়। স্বপ্নের উৎপত্তিরূপতা পক্ষে যে শ্রুতিপ্রমাণ আছে, তাহা গৌণ অর্থে যোজনা কর। যেমন নিমিত্ত-মাত্র লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে লাঙ্গল গো প্রভৃতিকে চালাইতেছে, বস্তুতঃ লাঙ্গল গবাদির চালক নহে; তেমনি, নিমিত্ত সামান্য লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, সুপ্ত রথাদি সৃষ্টি করে এবং সুপ্ত রথাদির সৃজন-কর্ত্তা। কিন্তু তিনি বাস্তব পক্ষে রথাদি সৃজন করেন না। স্বপ্নেও রথাদি দর্শনের পর হর্ষবিষাদাদি হয়। তাহাতে বিবেচনা করিতে হইবে, মানিতে হইবে যে, সেই সেই স্বপ্নসন্দর্শনের কারণীভূত সুকৃত দুষ্কৃত (পুণ্য-পাপ) সেই সেই স্বপ্ন-সন্দর্শনের কর্ত্তৃরূপ নিমিত্ত কারণ। অন্য কথা এই যে, জাগ্রৎকালে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ থাকে এবং আদিত্যাদি প্রকাশক পদার্থের ব্যতিকর (মিশ্রণ, স্পৃষ্ট সম্পর্ক বা প্রকাশ) থাকে, সেই কারণে আত্মার স্বয়ম্প্রকাশতা তৎকালে দুর্ব্বিবেচনীয় হয়। আত্মার সেই দুর্ব্বিবেচ্য স্বয়ম্প্রকাশতাকে সুবিবেচ্য বা সুখবোধ্য করিবার জন্য শ্রুতি কথিত প্রকার স্বপ্ন বর্ণন করিয়া-ছেন। শ্রুতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ তদ্বোধক শব্দ আছে বলিয়া যদি রথাদিসৃষ্টি-বাক্যের মুখ্যার্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আত্মার স্বয়ম্প্রকাশতা সুখনির্ণীত হইবে না। অতএব, রথাদির অভাববাদিনী শ্রুতির সাহায্যে রথাদিসৃষ্টি-বাক্যের গৌণার্থ গ্রহণ করা উচিত। এতদ্দ্বারা রথাদিসৃষ্টিশ্রুতির ন্যায় নির্ম্মাণ শ্রুতিরও গৌণার্থ ব্যাখ্যাত হইল। বলিয়াছিলে যে, স্বাপ্ন পদার্থের নির্ম্মাণ-কর্ত্তা প্রাজ্ঞ আত্মা, তাহা সাধু নহে। কেন-না, অন্য শ্রুতিতে শুনা যায়, তাহা জীবেরই ব্যাপারবিশেষ। যথা—"জীব বিহত করিয়া অর্থাৎ জাগ্রদ্দেহ নিশ্চেষ্ট করিয়া নিজ বাসনার দ্বারা বাসনাময় দেহ নির্ম্মাণ করতঃ স্বীয় বা স্বাশ্রিত বুদ্ধি-বৃত্তির (বুদ্ধিবৃত্তি=বুদ্ধির এক প্রকার অবস্থা) ও স্বরূপ চৈতন্যের দ্বারা স্বপ্নানুভব করেন।" কঠ শ্রুতিতেও "ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে এই যে ইনি জাগ্রৎ থাকেন" এতদভিধেয় প্রসিদ্ধ জীবাত্মার অনুবাদে জীবেরই কাম্য স্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ স্বাপ্ন-পদার্থের নির্ম্মাতৃত্ব কথিত হইয়াছে। পরে "তিনিই শুদ্ধ ও ব্রহ্ম" এই শেষ-

বাক্যে জীবের জীবত্ব নিষেধ পূর্ব্বক ব্রহ্মত্বের উপদেশ হইয়াছে। "[illegible]ত্বমসি" ইত্যাদি স্থলে যেমন প্রসিদ্ধ জীবানুবাদের পর জীবভাব নিষেধ ও তাহার ব্রহ্মভাবের উপদেশ হইয়াছে, প্রদর্শিত স্থলেও সেইরূপ জানিবে এবং তাহা-তেই ব্রহ্মপ্রকরণের বিরোধ বা বাধ হয় না। স্বপ্নে প্রাজ্ঞ আত্মার কোনও ব্যাপার নাই, এমন কথা আমরাও বলি না। তিনি সর্ব্বেশ্বর। সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। স্বপ্নাশ্রিত সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক অর্থাৎ সত্য নহে; এইমাত্র অভিপ্রেত বা প্রতিপাদ্য। আকাশাদি সৃষ্টিরও আত্যন্তিক সত্যতা নাই। সমুদায় প্রপঞ্চ মায়িক, মিথ্যা, এ সকল "তদনন্যত্বং" সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, দেখান হইয়াছে। যাবৎ না ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার হয় তাবৎ আকাশাদি প্রপঞ্চ যথাবস্থিতরূপে থাকে; কিন্তু স্বপ্নাশ্রিত প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত (অন্যথা); এইমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ।

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥ অ ৩, পা ২, সূ ৫ ॥

সূত্রার্থ—ঈশ্বরাংশো জীবস্ততশ্চ তয়োর্জ্ঞানৈশ্বর্য্যে সমানে ইতি মত্বাহ পূর্ব্বপক্ষী পরেতি। তৎসমাধানমাহ-তিরোহিতমিতি। তুঃ পরাভিমতপক্ষ-ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। পরাভিধ্যানাৎ পরমেশ্বরসঙ্কল্পাৎ সা সত্যেতিপক্ষো ন সাধীয়ানি-ত্যর্থঃ। যদ্যপি জীবস্যেশ্বরসমানধর্ম্মত্বমস্তি তথাপি তৎ তিরোহিতমাবৃতমে-বাস্ত্যবিদ্যয়া। ততস্তস্মাদেব নিমিত্যাদীশ্বররূপাদস্য জীবস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ।—জীবই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, তাঁহার সঙ্কল্পে সত্য সৃষ্টি না হইবে কেন? এ আশঙ্কা করিতে পার না। কেন-না, জীব ঈশ্বর হইলেও জীবের ঐশ্বর্য্য-শক্তি অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত আছে এবং বন্ধন ও মোক্ষ উভয়ই ঈশ্বরনিমিত্তক। ভাষ্য ব্যাখ্যায় বিশদার্থ বলা হইয়াছে।

ভাষ্যার্থ—বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীব তেমনি পরমেশ্বরের অংশ। যেমন দাহ-প্রকাশ-শক্তি উভয়েরই সমান, তেমনি জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিও জীবে-শ্বরের সমান। জীব যখন ঈশ্বরাংশ ও ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট, তখন এরূপ হইতেও পারে যে, ঐশ্বর্য্যবলে জীবের সৃষ্টি-সঙ্কল্প হয়, সেই সঙ্কল্পে সত্য স্বপ্ন রথাদির সৃষ্টি হয়। (ফলিতার্থ—সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বরের সঙ্কল্পে সত্য সৃষ্টির সম্ভব

আছে ; এই আপত্তির প্রত্যাপত্তিতে বলা যায়, অংশাংশিভাব থাকিলেও জীবেশ্বরের বিরুদ্ধধর্ম্মবত্তা প্রত্যক্ষ। জীব অসত্যসঙ্কল্প, কিন্তু ঈশ্বর সত্যসঙ্কল্প, ইত্যাদি। তবে কি জীবের ঈশ্বরত্ব নাই? নাই বলা যায় না। আছে, কিন্তু তাহা অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত (প্রতিবদ্ধ বা অনভিব্যক্ত) আছে। আবরণ-বিধ্বস্ত হইলেই তাহা অভিব্যক্ত বা প্রকাশ প্রাপ্ত (কার্য্যক্ষম) হয়। যে জীব পরমেশ্বরের অহংগ্রহ উপাসনায় রত থাকে, নিষ্পাপ, যতমান অর্থাৎ বৈরাগ্যবিশিষ্ট, ঈশ্বর প্রসাদে সেই জীবেরই অবিদ্যাবরণ তিরোহিত হয়, তখন তাহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তি যথাবৎ আবির্ভূত হয়। যেমন তিমিরযোগে দৃক্‌শক্তি তিরোহিত থাকে, পরে ঔষধ সেবায় তিমির বিনষ্ট হয়, তখন পূর্ব্ববৎ দৃক্‌শক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ। অতএব, থাকিলেও স্বভাবতঃই যে সর্ব্ব জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রকট প্রাপ্ত থাকে, তাহা থাকে না। সেই কারণেই ঈশ্বর নিমিত্তক বদ্ধভাব ও মুক্তভাব। ঈশ্বর স্বরূপতঃ অজ্ঞাত থাকায় বদ্ধ, পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষ। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"সেই দেবকে অহংজ্ঞানে জানিলে সমুদায় পাশের অর্থাৎ বন্ধন রজ্জুর (অবিদ্যাদি ক্লেশ-পঞ্চকের) বিনাশ হয়, ক্লেশ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তজ্জনিত জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনও প্রকৃষ্টরূপে বিনষ্ট হয়।" তাঁহার অভিধ্যানে মর্ত্ত্যদেহ পাত ও সিদ্ধদেহ লাভ হইলে (অহংগ্রহ উপাসনায়) বন্ধ-মোক্ষ অপেক্ষা তৃতীয় অণিমাদিরূপ অষ্টৈশ্বর্য্য (অণিমা ও লঘিমা প্রভৃতি ৮ প্রকার শক্তি) লাভ হয়, তৎপরে (ভোগান্তে) সে কেবল অর্থাৎ দ্বৈতরহিত ও আপ্তকাম (প্রাপ্ত স্বাত্মানন্দ) হয়। (এই শেষার্দ্ধে সগুণ-জ্ঞানের ক্রমমুক্তিফল বলা হইল এবং পূর্ব্বার্দ্ধে নির্গুণজ্ঞানের মোক্ষফল বলা হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিতে হইবেক)।

দেহযোগাদ্বা সোঽপি॥ অ ৩, পা ২, সূ ৬॥

সূত্রার্থ—কিঞ্চ সঃ জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবঃ দেহ যোগাৎ দেহাদিসম্পর্কাৎ ভবতীতি শেষঃ।—জীব ঈশ্বর সত্য; কিন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ ঘটনা হওয়ায় তাঁহার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য অভিভূত হইয়া আছে।

ভাষ্যার্থ—জীব পরমাত্মাংশ, অথচ তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য লুপ্ত, ইহার কারণ কি? যেমন বিস্ফুলিঙ্গের দাহ-প্রকাশ-শক্তি অতিরস্কৃত থাকে, তেমনি,

জীবেরও জ্ঞানৈশ্বর্য্য অতিস্কৃত থাকা উচিত। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু দেহসম্বন্ধ থাকায়—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন. বুদ্ধি, বি[illegible]ভব—এই সকল থাকায়—তাঁহার (জীবের) জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত আছে। ইহার দৃষ্টান্তও আছে। যদ্রূপ দাহ-শক্তি ও প্রকাশশক্তি থাকিলেও কাষ্ঠান্তর্গত বহ্নির ও ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির তাহা তিরোভূত থাকে, তদ্রূপ, জীবেরও অবিদ্যাজনিতনামরূপকৃতদেহাদি-সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত (বিলুপ্ত) হয়। জীব ও ঈশ্বর অত্যন্ত ভিন্ন, এ আশঙ্কা নিবারণার্থ সূত্রে বা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি বল, জীব ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, তাহাতেই জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য অল্প, দেহ-সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বর্য্যের তিরোভাব, এ কল্পনার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। জীবকে ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিবার বাধা আছে। জীবের আত্যন্তিক ঈশ্বরভিন্নতা উপপন্ন হয় না। কেন? তাহা বলিতেছি। "সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন।" এই উপক্রমের পর বলা হইয়াছে. "জীবরূপী আত্মা হইয়া অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক—"। এই শ্রুতি আত্মশব্দের দ্বারা জীবের অনুসন্ধান (উল্লেখ) করিয়াছেন। (ইহাতেও স্থির হইতেছে যে, পরমাত্মাই জীবরূপে দেহাদিতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন)। এতদ্ভিন্ন অন্য শ্রুতিও আছে। যথা—"হে শ্বেতকেতো! সে-ই সত্য, তিনিই আত্মা, তিনিই তুমি।" এ শ্রুতিও জীবের উদ্দেশ করিয়া তাহারই ঈশ্বরাত্মতা উপদেশ করিয়াছেন অর্থাৎ জীবেশ্বরের অভেদ বর্ণন করিয়াছেন। এই জন্যই বলিতে হয়, মানিতে হয়, জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও, ভিন্ন না হইলেও, দেহযোগ হওয়ায় বিলুপ্তজ্ঞানৈশ্বর্য্য হইয়াছেন। যেহেতু জীব তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্য—সেই হেতু তিনি স্বপ্নে সংকল্পের দ্বারা সত্য রথাদি সৃজন করিতে পারেন না। স্বাপ্নিক সৃষ্টি সঙ্কল্পপূর্ব্বিকা হইলে কোনও ব্যক্তি অনিষ্ট স্বপ্ন সন্দর্শন করিত না। কে আপনার অনিষ্ট সঙ্কল্প করে? বলিয়াছিলে যে, জাগরিত-দেশ-শ্রুতি অর্থাৎ জাগ্রতের সমান স্বপ্ন, এই উক্তি স্বপ্নের সত্যতা স্থাপন করিবে, বস্তুতঃ তাহা করিবে না। সত্যতা অভিপ্রায়ে ঐ সাম্য অভিহিত হয় নাই। স্বপ্ন জাগ্রৎবাসনা (সংস্কার) প্রভব। সেই কারণে স্বপ্নকে জাগ্রত্তুল্য বলা হইয়াছে। অন্যথা আত্মার স্বয়ম্প্রকাশতার ব্যাঘাত ও শ্রুতিকর্ত্তৃক স্বাপ্নরথাদির মিথ্যাত্ব কথন বাধিত হইবেক। উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে স্বপ্ন মায়াময়, সত্য নহে।

তদভাবোনাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ॥

অ ৩, পা ২, সূ ৭ ॥

সূত্রার্থ—তদভাবঃ স্বপ্নদর্শনাভাবঃ সুষুপ্তমিতি যাবৎ। স চ নাড়ীম্বাত্মনি চেতি ভবতীতি শেষঃ। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ। শ্রুতৌ সুষুপ্তস্য তথাবিধত্বমুচ্যত ইত্যর্থঃ। অনেন নাড্যাদীনাং সমুচ্চয় উক্তঃ।—জীব নাড়ী সম্বন্ধ দ্বারা আত্মাতে (আপন স্বরূপে) সুপ্ত হয়, ইহা শ্রুতির দ্বারা জানা যাইতেছে।

ভাষ্যার্থ—স্বপ্নাবস্থা বিচারিত হইল, এক্ষণে সুষুপ্ত্যবস্থা বিচারিত হইবে। সুষুপ্তি-বিষয়ে এই সকল শ্রুতি আছে। এক স্থানে শুনা যায়, "যে প্রকারে সুপ্ত হয় সে প্রকার এই—জীব যখন সুপ্ত হয়, সমস্ত অর্থাৎ বাহ্য করণ নির্ব্ব্যাপার হয়, সম্প্রসন্ন অর্থাৎ মনোলয় হেতু প্রসন্ন (শান্ত শিব ও অদ্বৈতপ্রায়) হয়, জীব তখন, নাড়ীস্থানগত থাকেন।" অন্য স্থানেও নাড়ী অনুক্রমের পর অভিহিত হইয়াছে, "সেই সকল নাড়ীর দ্বারা প্রত্যবসর্পণ পূর্ব্বক পুরীতৎ নাম্নী নাড়ীতে শয়ন করেন।" অন্য শ্রুতিতেও নাড়ী উল্লেখের পর কথিত হইয়াছে—'যখন সুপ্ত হন, কোন প্রকার স্বপ্নসন্দর্শন করেন না, তখন, অভিহিত নাড়ীস্থানে থাকেন। অনন্তর প্রাণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন।" আবার শ্রুত্যন্তরে এইরূপ শুনা যায়—"এই যে হৃদয়ান্তরস্থ আকাশ (ব্রহ্ম), এই আকাশে শয়ন করেন।" আবার অন্য শ্রুতিতে অন্য প্রকার শুনাও যায়। যথা—"হে সৌম্য শ্বেতকেতো! সেই সময়ে সৎসম্পন্ন (ব্রহ্মসম্পন্ন) হয়।" "সেই সময়ে প্রাজ্ঞ আত্মায় সম্যক্ পরিষক্ত (একত্ব-প্রাপ্ত) হওয়ায় বাহ্য ও আন্তর জানিতে পারে না—বিভেদজ্ঞান থাকে না।" এই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থে সংশয় এই যে, শ্রুত্যুক্ত নাড়ী, পুরীতৎ, ও ব্রহ্ম—এগুলি কি পরস্পর নিরপেক্ষরূপে বা পৃথক্ পৃথক্ সুপ্তিস্থান? অর্থাৎ কখন নাড়ীতে, কখন পুরীততে ও কখন ব্রহ্মে শয়ন করেন? অথবা পরস্পরাপেক্ষরূপে একই সুপ্তিস্থান? (ভাবার্থ এই যে, জীব কি ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বিকল্পে সুপ্ত হন? অথবা নাড়ীপথে পুরীতৎ গমন করতঃ ব্রহ্মে শয়ান হন?) পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, ঐ সকল সুপ্তিস্থান পরস্পর নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বাধীন বা ভিন্ন। অর্থাৎ বৈকল্পিক। ভিন্ন বা বৈকল্পিক হইলে ঐ সকলের একার্থতা স্থির থাকিতে পারে।

যে সকল পদার্থ একার্থ—এক প্রয়োজনের নিমিত্ত কথিত—সে সকল পদার্থের পরস্পর নিরপেক্ষতা অর্থাৎ বিকল্প দৃষ্ট হয়। যেমন ব্রীহি ও যব প্রভৃতি। (পুরোডাশ প্রস্তুত করণার্থ ব্রীহিযবের উপদেশ, সে নিমিত্ত তাহাদের পরস্পরাপেক্ষতা নাই। উহারা কেহ কাহার অপেক্ষা করে না। তাহাতেই তাহাদের বিকল্প হয়। বিকল্প হয় কি না, ব্রীহির দ্বারাও হয়, যবের দ্বারাও হয়, ইহা মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত।) সেইরূপ, শ্রুতিতেও নাড়ী প্রভৃতির একার্থতা দেখা যায়। নাড়ীতে গমন করেন, পুরীততে শয়ন করেন, এ সকল স্থলে তুল্যরূপে সপ্তমী বিভক্তির বিন্যাস আছে। (তাহাতে স্থির হয়, বুঝা যায়, সুপ্তিরূপ প্রয়োজনের নিমিত্ত ঐ সকল স্থান তুল্যরূপে অবস্থিত। অর্থাৎ নাড়ী গত হইলেও সুপ্ত হয়, পুরীততে শয়ন করিলেও সুপ্তি হয় এবং ব্রহ্মে একত্ব প্রাপ্ত হইলেও সুপ্তি হয়।) যদি বল "সতা সোম্য তদা—" এ শ্রুতিতে সপ্তমী বিভক্তি নাই, কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তি আছে, তাহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, সপ্তমী বিভক্তি না থাকিলেও দোষ হইতেছে না। কেননা, ঐ তৃতীয়া সপ্তমী অর্থে ব্যবস্থাপিত। ঐ বাক্যের শেষে আছে, "জীব আয়তনান্বেষী অর্থাৎ আশ্রয়ান্বেষী হইয়া সতে (ব্রহ্মে) উপগত হয়।" "অন্য কোথাও আশ্রয় লাভ না করিয়া প্রাণে উপগত হয়।" (প্রাণ=সৎ বা ব্রহ্ম)। আয়তন বা আশ্রয় সপ্তমী বিভক্তিরই অর্থ। বাক্যশেষে স্পষ্ট সপ্তমী বিভক্তিও আছে। যথা—"সতে সম্পন্ন (একীভূত) হইয়াও তাহারা জানে না যে, আমরা সতে অর্থাৎ ব্রহ্মে সম্পন্ন (একত্ব প্রাপ্ত) হইয়াছি।" বিশেষ বিজ্ঞানের অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হওয়ার নাম সুপ্তি, তাহা সর্ব্বত্রই সমান। (নাড়ীস্থানে, পুরীততে ও ব্রহ্মে, সর্ব্বস্থানেই সমান, ইতর-বিশেষ নাই)। ঐ সকল দেখিয়া বলা যায়, জীব সুষুপ্তির উদ্দেশে নাড়ী, পুরীতৎ ও পরমাত্মা এই তিনের বিকল্পিত বা অন্যতম স্থানে উপসর্পিত হন। এই পূর্ব্বপক্ষের উপর বলা হইয়াছে, তদভাব নাড়ীতে ও আত্মায় ঘটনা হয়। তদভাব শব্দের অর্থ স্বপ্নদর্শনের অভাব অর্থাৎ সুষুপ্তি। তাহা নাড়ী ও আত্মা উভয়সমুচ্চিত স্থানে হয়। অর্থাৎ জীব সুষুপ্তির জন্য একযোগে নাড়ী প্রভৃতিতে উপগত হন। বিকল্পে অর্থাৎ কখন নাড়ীতে ও কখন পুরীতৎ প্রভৃতিতে, এরূপে উপগত হন না। কেন-না শ্রুতি ঐরূপ হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। নাড়ী, পুরীতৎ ও সৎ (ব্রহ্ম) এই তিনই সুপ্তিস্থান বলিয়া

শ্রুতিতে অভিহিত আছে। সে অভিধান বা সে সকল সমুচ্চয় পক্ষেই সঙ্গত, বিকল্প পক্ষে বাধিত। এক প্রয়োজনে কথিত ব্রীহিযবাদির ন্যায় সুপ্তিরূপ এক প্রয়োজনে কথিত নাড়্যাদির বিকল্প গ্রহণ যুক্তযুক্ত নহে। এক বিভক্তির নির্দ্দেশ থাকিলেই যে একার্থ (এক প্রয়োজন) ও বিকল্প হয়, তাহা হয় না। নানার্থতা (অনেক প্রয়োজন বা অনেক উদ্দেশ্য) ও সমুচ্চয় (যদ্দ্বারা একই কার্য্যে দুএর বা ততোধিক পদার্থের যোগ) এই উভয় স্থলে এক বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাসাদে শয়ন করে ও পর্য্যঙ্কে শয়ন করে, ইত্যাদির ন্যায় (কখন প্রাসাদে, কখন পর্য্যঙ্কে, এরূপ বিকল্প নহে) নাড়ীতে পুরীততে ও ব্রহ্মে সুপ্ত হয়, এইরূপ সমুচ্চয় হওয়াই যুক্তিযুক্ত বা সঙ্গত। শ্রুতিও সুষুপ্তিতে নাড়ীর ও প্রাণের (ব্রহ্মের) সমুচ্চয় শুনাইয়াছেন। যথা—"যখন সেই নাড়ীসমূহে থাকেন, তখন সুপ্ত হন, কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখেন না। অনন্তর এই প্রাণে (পরমাত্মায়) একীভূত হন।" এ স্থলে একবাক্যে উভয়ের গ্রহণ হওয়ায় সমুচ্চয় অর্থই প্রতীত হইতেছে। শ্রুতিস্থ প্রাণ-শব্দ যে ব্রহ্মের বোধক, তাহা "প্রাণস্তথানুগমাৎ" সূত্রে পাওয়া গিয়াছে। যে শ্রুতিতে নাড়ী নিরপেক্ষ (ভিন্ন বা স্বতন্ত্র) সুপ্তিস্থান বলিয়া প্রতীত হয় যথা—"সেই সময়ে তিনি এই সকল নাড়ীতে সুপ্ত হন অর্থাৎ সঞ্চরণ করেন" ইত্যাদি, সে সকল শ্রুতির অর্থগ্রহণকালে বুঝিতে হইবে, শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মের নিষেধ না থাকায় জীব নাড়ী সঞ্চরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মে গিয়া সুপ্ত হন। এরূপ অর্থ সপ্তমী বিভক্তি বিরুদ্ধ নহে। ফলিতার্থ—নাড়ীপথে ব্রহ্মে উপসর্পিত (অবস্থিত) হইয়া যেন নাড়ীতেই আছেন। যে গঙ্গা দিয়া সাগরে যায়, অবশ্যই তাহাকে গঙ্গাগত বলা যায়। ঐ সকল শ্রুতির এ তাৎপর্য্যও হইতে পারে যে, ব্রহ্মলোকের পথ নাড়্যাকার রশ্মি অথবা রশ্মিসম্বদ্ধ নাড়ীরূপ পথ। * সেই কারণে নাড়ীর প্রশংসার্থ ঐরূপ নাড়ী সুপ্তির কথন হইয়াছে। শ্রুতি "নাড়ীতে সুপ্ত হন" এই কথার পর "সেই কারণে কোনও পাপ তাঁহাকে

* মনুষ্যের শিরঃকপালে একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্মরন্ধ্র। ঐ ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া সর্ব্বদাই সূক্ষ্মনাড়ীসদৃশ জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে। সেই জ্যোতির্ময় নাড়ী সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে (সূর্য্যকিরণস্পর্শ দ্বারা)। যোগীরা প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক এই ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া নাড়ী পথে পরলোকগামী হন হইয়া সূর্য্যাদি ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন করেন।

স্পর্শ করে না” এইরূপ বলিয়া নাড়ীরই প্রশংসা করিয়াছেন। যে কারণে পাপস্পর্শ হয় না তাহাও বলিয়াছেন। যথা—“সেই কালে তিনি তেজঃ-সম্পন্ন হন।” অভিপ্রায় এই যে, নাড়ীগত পিত্তনামক তেজোদ্বারা তাহার ইন্দ্রিয় সমুদায় অভিভূত হয়, সেই কারণে সে আর বাহ্যিক বিষয় ঈক্ষণে সমর্থ থাকে না। অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান-রহিত হয়। অথবা এরূপ বলিতেও পার যে, তেজঃ শব্দে ব্রহ্ম, নাড়ী সঞ্চয়ণ করিতে করিতে তাঁহাতে সম্পন্ন অর্থাৎ একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। (দ্বৈত বিজ্ঞানও রহিত হয়)। তেজঃ শব্দের ব্রহ্মার্থতা শ্রুত্যন্তর প্রসিদ্ধ। দেখ, “ব্রহ্মই তেজ।” এই শ্রুতিতে ব্রহ্মে তেজঃ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। পাপ স্পর্শ না হওয়ার কারণ ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া। ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলে পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না, এ তথ্য “যেহেতু এই ব্রহ্মলোক নিষ্পাপ—সেই হেতু সমুদায় পাপ তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়।” এই শ্রুতির দ্বারা জানা গিয়াছে। তাহাতে সিদ্ধান্তলাভ হয় যে, প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মই সুপ্তিস্থান, নাড়ীসমূহ তাহার অনুবল (দ্বারস্বরূপ) মাত্র। অপিচ, ব্রহ্মের প্রস্তাবে পুরীততের কথন থাকায় জানা যায়, পুরীতৎ সুপ্তিস্থানটী ব্রহ্মেরই অনুগুণ (ব্রহ্ম গমনের উপায়)। “এই যে, হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী আকাশ, জীব এই আকাশে সুপ্ত হয়।” শ্রুতি এইরূপে হৃদয়াকাশকে সুপ্তিস্থান বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, পরে ঐ প্রস্তাবেই বলিয়াছেন “পুরীততে শয়ন করে ও সুপ্ত হয়।” পুরীতৎ শব্দে হৃদয়বেষ্টন। যে তন্মধ্যগত আকাশে শয়ন করে, অবশ্যই বলা যায় সে পুরীততে শয়ন করে। যে প্রাচীরপরিবেষ্টিত পুরে বিরাজ করে, অবশ্যই বলা যায় সে প্রাকারে বিরাজ করে। হৃদয়াকাশ-শব্দে ব্রহ্ম, ইহা “দহর উত্তরেভ্যঃ” সূত্রে পাওয়া গিয়াছে। “নাড়ীর দ্বারা প্রতিগমন করে, করিয়া পুরীততে সুপ্ত হয়।” এই শ্রুতিতে একত্র কথন হেতু নাড়ীপুরীততের সমুচ্চয়ই প্রতীত হয়, বিকল্প প্রতীত হয় না। সতের ও প্রাজ্ঞের ব্রহ্মতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সমুদায় স্থলেই সৎ শব্দে ও প্রাজ্ঞ শব্দে ব্রহ্ম বুঝায়। ঐ সকল শ্রুতিতে নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, এই তিনই সুপ্তিস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তন্মধ্যে নাড়ী ও পুরীতৎ এই দুইটী সুপ্তিস্থান ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ। বস্তুতঃ ব্রহ্মই সুপ্তির অনপায়ী (অনশ্বর) মুখ্য বা অদ্বিতীয় স্থান। আরও দেখ, নাড়ীই হউক, আর পুরীতৎ-ই হউক, যাহা জীবোপাধির আধার

বলিয়া জীবাধার্য্য হইবে অবশ্যই তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ বিদ্যমান থাকিবেক। কিন্তু উপাধিসম্বন্ধ ব্যতীত জীবের স্বতঃ আধারতা অসম্ভব। কারণ, জীব উপাধিশূন্য হইলেই ব্রহ্মাভিন্ন হয় এবং ব্রহ্মও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত (বিরাজিত)। (অভিপ্রায় এই যে, সুষুপ্তিতে উপাধির লয় হয়, সুতরাং ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু—পুরীতৎ অথবা নাড়ী মুখ্য সুপ্তিস্থান হইতে পারে না)। জীবের ব্রহ্মাধারত্বও সম্ভবে না। কেন-না, যে জীব, সে-ই ব্রহ্ম। সুষুপ্তিতে আধারাধেয়ভাব ভেদকথন অভিপ্রায় উক্ত হয় নাই। সে ভেদ প্রকৃত হইলে তাদাত্ম্য-শ্রুতির গতি কি হইবে? তাদাত্ম্য বা অভেদ-শ্রুতি যথা—"হে সৌম্য! জীব সেই সময়ে সতের (ব্রহ্মের) সহিত সম্পন্ন বা অভিন্ন হয়। -স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় সুপ্ত হয়।" অন্য কথা এই যে, যাহা যাহার স্বরূপ তাহা তাহা হইতে চ্যুত হয় না বলিয়া যে কোনও কালে জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হওয়া নাই, এমত নহে। স্বপ্নে ও জাগ্রতে উপাধিসম্পর্ক থাকায় পররূপাপত্তির ন্যায় থাকেন, কিন্তু সুষুপ্তিতে তাহার উপশম (অভাব) হয়। তাহাই তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্তি ও সৎসম্পন্ন হওয়া এবং তাহাই শ্রুতির বিবক্ষিত। অতএব, সুষুপ্তাবস্থায় কখন সৎসম্পন্ন ও কখন সৎসম্পন্ন নহে, এ কথা অযুক্ত অর্থাৎ অসঙ্গত। (যখন নাড়ীতে ও পুরীততে সুপ্তি, তখন সৎ সম্পন্ন নহেন) ইচ্ছা হয় স্থানবিকল্প (হয় নাড়ী স্থানে না হয় পুরীততে সুপ্তি হয় ইহা) স্বীকার কর, কিন্তু তাহাতে বিশেষবিজ্ঞান-নিবৃত্তিরূপ সুষুপ্তির বিশেষ (ভেদ) হইবে না। সর্ব্বত্রই একত্ব ও সৎসম্পন্নতা হেতু বিশেষবিজ্ঞান রহিত হয়, ইহাই যুক্তি ও শ্রুতি উভয়সিদ্ধ। শ্রুতি যথা—"সে সময়ে কে কি দিয়া কি দেখিবে? ইত্যাদি। নাড়ীতে ও পুরীততে (হৃদয়বেষ্টনান্তরে) শয়ন করিলে যে বিশেষবিজ্ঞান থাকিবে না, তৎপ্রতি কোন কারণ নাই। আত্মৈকত্ব ব্যতীত অন্য সমস্তই ভেদের বিষয়—ভেদ-জ্ঞানের স্থান। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "আত্মা যে-সময়ে অন্যের ন্যায় থাকেন বা হন সেই সময়ে অন্য হইয়া অন্য দর্শন করেন।" যদি বল, দ্বৈতজ্ঞানের প্রতি দূরত্বাদি কারণ থাকিতে পারে, দূরত্বাদি দোষেই দ্বৈত অজ্ঞাত থাকিতে পারে, তাহাতে আমরা বলিব, তাহা সত্য বটে; পরন্তু জীবের সম্বন্ধে তাহা স্বাভাবিক নহে। বিষ্ণুমিত্র দূরদেশে, সে জন্য সে আপন গৃহ দেখে না। কিন্তু জীব সেরূপ দূরবর্ত্তী নহে। জীবের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, দৃষ্ট হইতে

যে দ্রষ্টার দূরবর্ত্তিত্ব তাহা ঔপাধিক। কেন না, জীব স্বতঃ পরিচ্ছিন্ন নহে; উপাধির দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন। যদি উপাধি-নিষ্ঠ দূরতা তাদৃশ অবিজ্ঞানের কারণ, ইহা স্বীকার কর তাহা হইলে মানিতে হইবেক, প্রদর্শিতস্থলে উপাধি নাই। উপাধি উপশান্ত হইয়াছে, সুতরাং সৎসম্পন্ন (ব্রহ্মসম্পন্ন) হওয়ায় দ্বৈতাভাবশতঃই তৎকালে দ্বৈতজ্ঞান অর্থাৎ ভেদজ্ঞান থাকে না। শেষ কথা এই যে, আমরা নাড়ী প্রভৃতির সমুচ্চয়তা মুখ্যরূপে প্রতিপাদন করি না। কেন-না, নাড়ী সুপ্তিস্থান? কি পুরীতৎ সুপ্তিস্থান? ইহা জানিবার অল্পমাত্রও প্রয়োজন নাই। তদ্বিজ্ঞানের কোনরূপ ফলও নাই এবং তাহা কোন ফলপ্রদ পদার্থের অঙ্গও নহে। একমাত্র ব্রহ্মই অনপায়িসুপ্তিস্থান, এতাবৎ মাত্র তত্ত্ব আমাদের প্রতিপাদ্য এবং তাহাই জানিবার প্রয়োজন। উহাতে জীবের ব্রহ্মাত্মতা নিশ্চয় ও স্বপ্ন-জাগ্রৎ-ব্যবহার হইতে তিনি মুক্ত হন, এ নিশ্চয়, এই দুই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এই সকল কারণে স্বীকার্য্য হয়, আত্মাই সুপ্তিস্থান।

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥ অ ৩, পা ২, সূ ৮ ॥

সূত্রার্থ—অতঃ অস্মাৎ কারণাৎ আত্মনঃ সুপ্তিস্থানত্বাদিত্যর্থঃ। অস্মাৎ আত্মন এব প্রবোধঃ স্যাদিতি যোজনা।—যেহেতু আত্মাই সুপ্তিস্থান—আত্মাতে (আপনার স্বরূপে) সুপ্ত হয়, সেই হেতু আত্মা হইতেই প্রবুদ্ধ বা উত্থিত হয়।

ভাষ্যার্থ—যেহেতু আত্মাই সুপ্তিস্থান, সেই হেতু বা সেই কারণে শ্রুতি সুষুপ্ত্যধিকারে নিত্য নিয়মিতরূপে আত্মা হইতে প্রবুদ্ধ (জাগ্রৎ অবস্থা) হওয়া উপদেশ করিয়াছেন। "এ সকল আবার কোথা হইতে আসিল?" এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন "যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, সেইরূপ, আত্মা হইতে এই সমুদায় প্রাণ (ইন্দ্রিয়) বহিরাগত হয়।" ইত্যাদি। "সৎ (ব্রহ্ম) হইতে আসিয়াও জানিতে পারে না যে আমরা সৎ হইতে আসিয়াছি।" ইত্যাদি। সুপ্তিস্থান যদি বিকল্পিত হইত, পৃথক্ পৃথক্ হইত (কখন হয় নাড়ী, কখন পুরীতৎ হইত) তাহা হইলে শাস্ত্রও বলিতেন যে, কখন নাড়ীস্থান হইতে প্রবুদ্ধ হয়, উত্থিত হয়, কখন বা পুরীতৎ হইতে প্রবুদ্ধ হয়, উত্থিত হয়। কিন্তু শাস্ত্র তাহা বলেন নাই। অতএব, আত্মাই সুপ্তিস্থান, ইহা অপ্রসংশয়িত সিদ্ধান্ত।

পক্ষে অকৃতাভ্যাগম ও কৃতপ্রণাশ এই দুই দোষ দুর্নিবার্য্য। (সুপ্ত আত্মা কৃতকর্ম্মের ভোগ করিল না; আর প্রবুদ্ধ বা উত্থিত আত্মা কিছু না করিয়াও ভোগ করিল, এ নিশ্চয় বা এ সিদ্ধান্ত যুক্তি বহির্ভূত)। এই সকল কারণে, যে আত্মা সুপ্ত হয় সেই আত্মাই উঠে—প্রবুদ্ধ হয়। বলিয়াছিলে যে, যেমন জলরাশিতে জলবিন্দু প্রক্ষিপ্ত হইলে সে জলবিন্দুর উদ্ধার (উঠান) অশক্য, তেমনি, জীব সতে (ব্রহ্মে) একীভূত হইয়া যাওয়ায় সে জীবের উত্থান অসম্ভব। এই আপত্তির নিরাস এইরূপে হইতে পারে। জলরাশিমধ্যগত জলবিন্দুর উদ্ধার অশক্য সত্য; কেন না, সে স্থলে বিবেক-কারণের অভাব আছে (পৃথক্ করিবার বা জানিবার উপায় নাই)। কিন্তু প্রকৃত স্থলে (দার্ষ্টান্তিকে অর্থাৎ সুপ্ত জীবের উত্থান পক্ষে) তাহার অভাব নাই। প্রকৃতস্থলে বিবেক-কারণ বিশেষরূপে বিদ্যমান আছে। জীবের কর্ম্ম ও বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, এই দুএর দ্বারা সেই কি না তাহা বিবেচিত হইতে পারে। অতএব, জলরাশিতে জলবিন্দুর প্রবেশ, আর পরমাত্মায় জীবের প্রবেশ সমান নহে। তাহা পরিমিশ্রিতরূপ নহে। ক্ষীর-নীর হইতে ক্ষীর উদ্ধৃত করিবার ক্ষমতা অস্মদাদির না থাকিলেও তাহা হংসজাতীয় জীবের আছে। অন্য কথা এই যে, পরমাত্মা হইতে পৃথক্, এমন কোন জীব নামক পদার্থ নাই যে তাহাকে জলরাশি হইতে জলবিন্দুর ন্যায় পৃথক্ করিবার চেষ্টা করিবে। পরমাত্মাই উপাধিসম্পর্কে কল্পনায় জীব নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা বার বার বলা হইয়াছে দেখান হইয়াছে। অতএব, যাবৎ এক উপাধিতে বন্ধের অনুবর্ত্তন—তাবৎ এক জীব বলিয়া ব্যবহার এবং উপাধ্যন্তরে অর্থাৎ অন্য উপাধিতে বন্ধানুবর্ত্তন হইলে তাহা অন্য জীব বলিয়া ব্যবহৃত হয়। বীজাঙ্কুরসমান সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ এই দুএর মধ্যে একই উপাধি বিদ্যমান, সুতরাং সেই একই জীব উভয়াবস্থায় স্থিত। অর্থাৎ যে সুপ্ত হয় সেই জীবই প্রবুদ্ধ হয়, এ নির্ণয়ই যুক্তিযুক্ত।

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ অ ৩, পা ২, সূ ১০ ॥

সূত্রার্থ—পরিশেষাৎ জাগ্রদাদিবৈলক্ষণ্যাৎ মুগ্ধে মূর্চ্ছিতেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ সর্ব্ব-সুষুপ্ত্যাদিধর্ম্মৈরসম্পন্নতা জ্ঞাতব্যা। সর্ব্বৈঃ সুষুপ্তিধর্ম্মৈরসম্পন্নো মুগ্ধঃ সুষুপ্তো ন ভবতি সর্ব্বৈর্ম্মরণাবস্থাধর্ম্মৈরসম্পত্তের্মৃতোঽপি ন কিন্ত্ববস্থান্তরং গত ইতি

ভাবঃ।—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মরণ, এই চার অবস্থার মুগ্ধ অ [illegible] মূর্চ্ছিত অবস্থাটী অতিরিক্ত। কেন-না ইহাতে অর্দ্ধসম্পন্নতা দৃষ্ট হয়। (কোন কোন জাগ্রৎধর্ম্ম দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন সুষুপ্ত্যাদিধর্ম্মও দৃষ্ট হয়। সুতরাং মূর্চ্ছা অর্দ্ধসম্পত্তি বলিয়া গণ্য)।

ভাষ্যার্থ—মুগ্ধ-নামক একটী অবস্থা আছে, লোকে যাহাকে মূর্চ্ছা বলে, সম্প্রতি সেই অবস্থার পরীক্ষা হইবেক। শরীরস্থ জীবের প্রধানতঃ তিনটী অবস্থা প্রসিদ্ধ। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এতদ্ভিন্ন আর একটী অবস্থা আছে তাহা শরীর হইতে অপসর্পণ (মরণ)। এ অবস্থাটী চতুর্থী বলিয়া গণ্য। জীবের এই চার অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে প্রখ্যাত নহে। সেই কারণে পাওয়া যায়, বলা যায়, মুগ্ধ বা মূর্চ্ছিতাবস্থাটী ঐ চারের মধ্যে একটী। এতৎ প্রাপ্তে বলা হইল, মুগ্ধে-ঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ। মুগ্ধাবস্থাটী জাগ্রদবস্থামধ্যে নিবিষ্ট নহে। কেন-না, মূর্চ্ছিত পুরুষ তৎকালে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ানুভব করেন না। (যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তু জানা যায় সেই অবস্থার নাম জাগ্রৎ। এ লক্ষণ মুগ্ধ অবস্থায় নাই)। আচ্ছা, এমন হইতেও ত পারে যে, মুগ্ধ ইষুকারের ন্যায়? (ইষুকার= শরনির্ম্মাতা শিল্পী) ইষুকার যেমন জাগ্রৎ থাকিয়াও শরাসক্ত চিত্ত হওয়ায় বিষয়ান্তর দর্শন করে না, তেমনি, মূর্চ্ছিত ব্যক্তিও প্রহারজনিত দুঃখানুভব-নিমগ্ন থাকায় বিষয়ান্তর দর্শন করিতে পারে না। এই বিষয়ের প্রত্যুত্তর— তাহা নহে। কেন-না মুগ্ধের চৈতন্য থাকে না—চৈতন্য লুপ্ত থাকে। ইষুকার ইষুনির্ম্মাণ ব্যাপারে নিমগ্ন থাকে বটে; কিন্তু সে বিরতব্যাপার হইলে বলে, এতক্ষণ আমি ইষুমাত্র দেখিতেছিলাম, অন্য কিছু দেখি নাই। কিন্তু মূর্চ্ছিত পুরুষ সংজ্ঞালাভের পর বলে, এ পর্য্যন্ত আমি ঘোর অজ্ঞানান্ধ-কারে নিপতিত ছিলাম. অচেতন ছিলাম। (আমার কিছু মাত্র চৈতন্য ছিল না)। আরও দেখ, জাগ্রৎকালে চিত্ত একবিষয়াসক্ত থাকিলেও তাহার দেহ বিধৃত থাকে কিন্তু মূর্চ্ছিতের দেহ ধরণীতে নিপতিত হয়। প্রদর্শিত কারণে মুগ্ধ পুরুষ জাগ্রৎ নহে। মুগ্ধাবস্থা স্বপ্নাবস্থাও নহে। তৎপ্রতি হেতু সংজ্ঞাভাব। স্বপ্নাবস্থায় সংজ্ঞা থাকে, জ্ঞান থাকে, মূর্চ্ছিতের তাহা থাকে না। মূর্চ্ছিত মৃতও নহে। তৎপ্রতি কারণ, মূর্চ্ছিতের দেহে প্রাণ ও উষ্মা থাকে। জন্তু মূর্চ্ছিত হইলে লোকে জীবিত আছে কি মৃত

হইয়াছে .....লয়া সংশয় করে, অনন্তর উষ্মা (তাপ) আছে কি-না জানিবার জন্য তাহার হৃদয়দেশে হস্তার্পণ করে। পরে প্রাণ আছে কি-না জানিবার জন্য নাসিকাদেশে হস্তার্পণ করে। যদি প্রাণের ও উষ্মার অস্তিত্ব অনুভূত না হয় তবে তখন তাহারা নিশ্চয় করে, এ ব্যক্তি মৃত হইয়াছে। তখন তাহার দেহ দাহার্থ শ্মশানভূমে লইয়া যায়। যদি তাহার প্রাণের ও উষ্মার অস্তিত্ব জানিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয় করে, এ মরে নাই, জীবিত আছে। তখন তাহার সংজ্ঞালাভার্থ যত্নবান্ হয়। অপিচ, মুগ্ধের পুনরুত্থান হয়, মরণ হইলে তাহা হয় না। যে যমলোকে গিয়াছে, সে কি আর তদ্দেহে যমলোক হইতে প্রত্যাগত হয়? মূর্চ্ছাকালে সংজ্ঞা থাকে না, সুখদুঃখমুক্তিও হয়, সুতরাং মূর্চ্ছা সুষুপ্তি মধ্যে নিবিষ্ট। ইহার প্রত্যুত্তর তাহা নহে। কেননা, তদুভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য আছে। মূর্চ্ছিত জন্তু যখন দীর্ঘকাল রুদ্ধশ্বাস থাকে, তাহার দেহ অনেক সময়ে সকম্প থাকে, তাহার মুখ ভীষণদৃশ্য হয়, নেত্রও বিস্ফারিত হয়; কিন্তু সুষুপ্তের বদন সুপ্রসন্ন, নেত্র নিমীলিত এবং দেহ নিষ্কম্প এবং তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস সমান নিয়মে নির্ব্বাহিত হয়। অপিচ হস্তাবমর্ষণ দ্বারা সুষুপ্তকে উত্থাপিত করা যায়, কিন্তু মুদ্গার প্রহারেও মূর্চ্ছিতের উত্থান হয় না। মূর্চ্ছার ও সুষুপ্তির কারণ এক নহে কিন্তু ভিন্ন। প্রহারাদিকারণে মূর্চ্ছা হয়, ঐন্দ্রিয়ক শ্রম কারণে সুষুপ্তি হয়। অপিচ, কোনও লোকে মূর্চ্ছিতকে সুপ্ত বলে না। এই সকল কারণে, পরিশেষ প্রযুক্ত, মুগ্ধতা অর্দ্ধসম্পত্তি বলিয়া গণ্য। (সম্পন্নও বটে, অসম্পন্নও বটে। এক অংশে সম্পন্ন, অন্য অংশে অসম্পন্ন, সুতরাং অর্দ্ধসম্পন্ন) সংজ্ঞা-শূন্যতা বিধায় সম্পন্ন এবং সুষুপ্তি ও মরণ হইতে বৈলক্ষণ্য থাকায় অসম্পন্ন। যদি বল, মূর্চ্ছা অর্দ্ধসম্পত্তিরূপা এ কথা বলিতে পার কৈ? শ্রুতি সুষুপ্তি বর্ণনায় বলিয়াছেন—"তখন সৎসম্পন্ন হয়" ঐ সময়ে চোরও সাধু হয়।" "দিন ও রাত্রি ঐ মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করে না" "জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃত, দুষ্কৃত, এ সকল, কিছুই থাকে না।" ইত্যাদি। জীব যে সুকৃত দুষ্কৃত অর্থাৎ পুণ্যপাপ প্রাপ্ত হয় তাহা সুখিত্ব দুঃখিত্ব জ্ঞান পূর্ব্বক। কিন্তু সুষুপ্তিতে সুখিত্ব জ্ঞান থাকে না, দুঃখিত্ব জ্ঞানও থাকে না। অতএব, উপাধি উপশান্ত (নিবৃত্ত) হওয়ায় মূর্চ্ছাও সুষুপ্তির ন্যায় পূর্ণসম্পত্তি, অর্দ্ধসম্পত্তি নহে। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা এমন কথা বলি না যে, মূর্চ্ছাকালে জীবের ব্রহ্মে

অর্দ্ধসম্পত্তি হয়। আমরা বলি, মূচ্ছায় সুষুপ্তি পক্ষের অর্দ্ধলক্ষণ, অবস্থান্তরের অর্দ্ধ লক্ষণ আছে। মূচ্ছার ও সুষুপ্তির বৈষম্য দেখান হইয়াছে। এই মুগ্ধত্ব মরণের দ্বার স্বরূপ। যদি তাহার (মূর্চ্ছিতের) কর্ম্মশেষ থাকে, তবে তাহার বাক্য ও মন প্রত্যাগমন করে, নচেৎ উহাতে প্রাণ ও উষ্মা পর্যান্ত অপগত হয়। সেই কারণে ব্রহ্মজ্ঞগণ অর্দ্ধসম্পত্তি বলিতে ইচ্ছা করেন। বলিয়াছিলে যে, পঞ্চমী অবস্থার প্রসিদ্ধি নাই, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, প্রসিদ্ধি না থাকায় কি দোষ হইতেছে? মূচ্ছিতাবস্থা নিত্যবৎ নহে, কদাচিৎ হয়। তাহাতেই উহার তত প্রসিদ্ধি নাই। অপিচ, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে উহার প্রসিদ্ধি না থাকিলেও লোকে ও আয়ুর্ব্বেদে উহার প্রসিদ্ধি আছে। অপিচ, অর্দ্ধসম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়ায় উহা পঞ্চমস্থানে গণ্য হইতে পারে না।

উপরে জীবের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বর্ণিত হইল। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, শাস্ত্রে আছে, নির্গুণ সগুণ ব্রহ্মোপাসকের দেহ পাতকালে পাপ পুণ্যের বিনাশ হয়। এস্থলে জিজ্ঞাস্য—তাদৃশ উপাসক সকলই কি অবিশেষে দেবযান পথে গমন করে, বা বিভাগ ক্রমে? এ বিষয়ে যে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত আছে তাহা নিম্নোক্ত কতিপয় সূত্রে মীমাংসিত হইয়াছে। তথাহি,

সম্পারায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে॥
অ ৩, পা ৩, সূ ২৭॥

সূত্রার্থ—সাম্পরায়ে দেহত্যাগকালে অথবা মরণাৎ প্রাক্ সুকৃতদুষ্কৃত-য়োহানস্তবতীতি শেষঃ। অত্র হেতুঃ—তর্ত্তব্যাভাবাদিতি। সম্পরেতস্য কিঞ্চিৎ কালং কর্ম্মনন্ত্বে ফলাভাবাৎ দেবযান-প্রবেশাযোগাচ্চাদাবেব ক্ষয় ইতি হেতুপদানামর্থঃ। অন্যে শাখিনঃ শাট্যায়নিনঃ তথা আহুরিতি যোজনীয়ম্।—অশ্ব যেমন মলিন পুরাতন রোম ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হয়, তেমনি, দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে জ্ঞানীর পুণ্যপাপ ক্ষয় হয়। ইহা শাট্যায়ন শাখার কথা। আবার কৌষীতকি শাখাস্থ শ্রুতি বলিয়াছেন, অর্দ্ধ পথে সুকৃত দুষ্কৃত বিধুনিত হয়। এই দ্বিবিধ বাক্য দৃষ্টে সংশয় হয়, কোন্ শ্রুতি বলবতী। তাহার সিদ্ধান্ত—মধ্যে তর্ত্তব্য অর্থাৎ মধ্যে পাপপুণ্যের প্রাপ্তব্য ফল না থাকায় দেহ পাত সময়েই জ্ঞানীর পুণ্যপাপ বিধূনিত হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এ কথা শাখান্তরেও স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে।

ভাষ্যার্থ—কৌষীতকি-শাখাধ্যায়ীরা পর্য্যঙ্কবিদ্যা পাঠ করেন। তত্র যথা—

জ্ঞানী [illegible] পথে পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মের অভিমুখে প্রস্থিত হইলে অর্দ্ধপথে তাঁর সুকৃত দুষ্কৃত (পুণ্য-পাপ) বিরাম প্রাপ্ত হয়। কৌষীতকিশ্রুতি—"সেই জ্ঞানী অর্থাৎ নির্গুণোপাসক দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করে।" এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া বলিয়াছেন "অনন্তর সে বিরজা নদীতে আইসে—তাহা সে মনের দ্বারাই অতিক্রম করে এবং তৎপরে সে পুণ্যপাপ বিধুত (ত্যাগ) করে।" এই স্থানে বিচার্য্য --জ্ঞানী কি এতৎশ্রুতি অনুসারে সেই অর্দ্ধপথে পাপপুণ্যশূন্য হয়? কি দেহত্যাগকালে সুকৃত দুষ্কৃতপরিহীন হয়। শ্রুতিপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে গেলে উক্ত শ্রুত্যনুসারে ইহাই পাওয়া যায় যে, অর্দ্ধপথে পুন্যপাপ পরিত্যক্ত বা পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আচার্য্য ব্যাস এই সংশয়ের সিদ্ধান্তার্থ ২৭ সূত্র বলিয়াছেন। জ্ঞানী যখন দেহ হইতে অবসৃপ্ত হয়, দেহ পরিত্যাগ করে, তখনই জ্ঞানের শক্তিতে তাহার সুকৃত দুষ্কৃত প্রক্ষয় হইয়া থাকে। এই প্রতিজ্ঞার সাধক হেতু তর্ত্তব্যাভাব অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তির অভাব। বিদ্বান্ যখন বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়, যাট্‌কৌশিক দেহ পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ বিদেহ হয়, তখন হইতে--ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া পর্য্যন্ত—মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষণ অবস্থিত, সে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষণে সুকৃত-দুষ্কৃত থাকার কোনও রূপ কার্য্য বা ফল থাকা শ্রুত ও অনুমিত হয় না। সুকৃত-দুষ্কৃতের দ্বারা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ পুণ্যাপুণ্যের ফলভোগ যদি তৎকালে না-ই থাকিল, তবে আর কিসের জন্য তৎকালে সুকৃত দুষ্কৃতের অস্তিত্ব স্বীকার বা কল্পনা করিবে? বিশেষতঃ সুকৃত-দুষ্কৃত উভয়ই বিদ্যাবিরোধী, সুতরাং বিদ্যার সামর্থ্যে উভয়েরই ক্ষয় হওয়া স্বীকার্য্য। বিদ্যা ফলোন্মুখী হইবামাত্রই তদুভয়ের ক্ষয় হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। শ্রুতিতে যে অর্দ্ধপথে তদুভয়ের ক্ষয় হওয়া পঠিত হইয়াছে, প্রদর্শিত যুক্তি অবলম্বনে বুঝিতে হইবে যে, তাহা ঔপচারিক। পূর্ব্বেই সুকৃত-দুষ্কৃত ক্ষয় হইয়াছিল, শ্রুতি তাহা নদী উত্তরণানন্তর বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন মাত্র। তাণ্ডী ও শাট্যায়নী এই দুই শাখা নদী সন্তরণের পূর্ব্বে সুকৃত-দুষ্কৃত ক্ষয় হওয়ার কথা বলিয়াছেন। যথা—"অশ্ব যেমন রোম বিধূত করিয়া নির্ম্মল হয়, সেইরূপ, এই জ্ঞানীও পাপ বিধূন করিয়া—" "তাহার পুত্রেরা তাহার দায় (ধনাদি), সুহৃদেরা তাহার সৎকার্য্য (পুণ্য) এবং শত্রুগণ তাহার পাপ উপলাভ অর্থাৎ গ্রহণ করে।" (এই দুই শ্রুতিতে দেহ-ত্যাগের সঙ্গে পুণ্যপাপের ত্যাগ স্পষ্টতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে।)

ছন্দতঃ উভয়াবিরোধাৎ ॥ অ ৩, পা ৩, সূ ২৮ ॥

সূত্রার্থ—মৃতস্য যথাকামং বিদ্যানুষ্ঠানানুপপত্তেরুভয়োর্বিদ্যা-কর্মক্ষয়য়ো-র্হেতুফলভাবো বিরুধ্যতে। অপিচ, তব মতে সতি হেতৌ ন কার্য্যবিলম্ব ইতি ন্যায়বৃংহিততাণ্ড্যাদিশ্রুতিবিরোধ এব স্যাৎ। অস্মৎপক্ষে ত্ববিরোধ এব স্যাদিতি সূত্রতাৎপর্য্যম্। ছন্দতঃ ইচ্ছাতঃ।—বাদীর পক্ষ উভয়বিরুদ্ধ। পরন্তু অস্মৎপক্ষ উভয় প্রকারেই অবিরুদ্ধ। অভিপ্রায় এই যে, দেহ পাতের পর অভিলাষানুরূপ বিদ্যার্জ্জন করার অধিকার থাকে না। তাহা না থাকায় পুণ্যাপাপক্ষয়রূপ কার্য্যের সহিত বিদ্যারূপ কারণের সম্বন্ধাভাব ঘটনা হয়। যাহা কারণ—তাহাকে কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে থাকিতে হইবেই হইবে। সুতরাং বিলম্ববাদীর মতে কারণত্বের ব্যাঘাত। অথবা উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান থাকিলে কার্য্যোৎপত্তির অবিলম্বই ন্যায়োপেত, বিলম্ব হওয়া ন্যায়বাহ্য।

ভাষ্যার্থ—ত্যক্তদেহ ও দেবযান পথে প্রস্থিত জ্ঞানীর যদি অর্দ্ধপথে পুণ্যপাপ ক্ষয় হওয়া স্বীকার কর তাহা হইলে দেহপাতের পর সে ইচ্ছাপূর্ব্বক যমনিয়মাদিবিদ্যাভ্যাসাত্মক পুণ্যপাপ ক্ষয়ের কারণ উপার্জ্জন করিতে না পারায় বিদ্যার ও বিদ্যাফল পুণ্যপাপক্ষয়ের কার্য্য-কারণ ভাব সংরক্ষিত হইবে না। কিন্তু দেহপাতের পূর্ব্বে সাধকাবস্থায় যেমন ইচ্ছা তেমনি বিদ্যানুষ্ঠান করে ও করিতে সমর্থ; তৎপূর্ব্বক (বিদ্যাকারণক) পুণ্যপাপের হানি অর্থাৎ প্রক্ষয়, ইহাই দ্রষ্টব্য অর্থাৎ স্বীকার্য্য হয়। ঐরূপ হইলেই তাণ্ডিশাখাস্থ শ্রুতির ও শাট্যায়ন-শাখাস্থ শ্রুতির সঙ্গতি হয় এবং বিদ্যার ও বিদ্যাফল পুণ্যপাপ ক্ষয়ের নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবও সংরক্ষিত হয়।

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথা হি বিরোধঃ ॥ অ ৩, পা ৩, সূ ২৯ ॥

সূত্রার্থ—উভয়থা অবিভাগেন গতের্দ্দেবযানস্য পথোঽর্থবত্ত্বং সাফল্যং ভবিতুমর্হতি। হি যতঃ। অন্যথা বিভাগেন বিরোধ এব স্যাৎ।—পাপপুণ্য প্রক্ষয়ের নিকটে কোন কোন শ্রুতিতে দেবযান পথের শ্রবণ আছে, কোন কোন শ্রুতিতে তাহার শ্রবণ নাই। তাহাতে সংশয় হয়, অবিশেষে কি দেবযান পথ লাভ হইবে? কি বিভাগক্রমে (কোন উপাসনার ফলে দেবযান

পথ এবং কোন্ কোন বিদ্যার ফলে অন্য পথ) লব্ধ হইবে? সংশয়ের সিদ্ধান্ত পক্ষ এই যে বিভাগ ক্রমেই দেবযান শ্রুতির সার্থক্য লাভ হইবে। ইহার বিরুদ্ধপক্ষে বিরোধ আছে।

ভাষ্যার্থ—কোন কোন শ্রুতিতে পাপপুণ্য বিনাশের সন্নিধানে দেবযান পথের শ্রবণ আছে এবং কোন কোন শ্রুতিতে তাহা নাই। (মরণের পর জ্ঞানীর পুণ্যপাপের বিনাশ ও দেবযান পথে গমন হয় কিন্তু কোন কোন শ্রুতিতে কেবল পাপপুণ্য বিনাশের উল্লেখ আছে, দেবযানপথের উল্লেখ নাই)। তাহাতে সংশয় হয়, সর্ব্বত্রই কি পুণ্যপাপ বিনাশের সঙ্গে অবিশেষে দেবযান গতি অন্বিত হইবে? কি ঐ দেবযানগতি বিভাগক্রমে উপস্থিত (লাভ) হইবে? অর্থাৎ কোন কোন জ্ঞানীর দেবযানে গতি ও কোন কোন জ্ঞানীর অন্য পথে গতি, এইরূপ ব্যবস্থা হইবে? পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্ব্বত্র সমানরূপে দেবযান গতি লব্ধ হইতে পারে। (পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত এই যে, পুণ্যপাপ হানির সঙ্গে অবিশেষে অর্থাৎ সর্ব্বত্র উপায়নের অনুবর্ত্তন স্বীকৃত হয়। তদ্দৃষ্টান্তে অবিশেষে অর্থাৎ সর্ব্বত্র বা সমুদায় উপাসকের দেবযান পথ লব্ধ হইতে পারে)। এইরূপ পূর্ব্ব পক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে—বিভাগ ক্রমেই দেবযান পথ প্রাপ্তব্য, অবিভাগে নহে! অবিশেষে গতি অঙ্গীকার করিতে গেলে বিরোধ উপস্থিত হইবে। দেবযান গতি "জ্ঞানী পুণ্যপাপ বিধূত করিয়া নিরঞ্জন ও পরমসাম্য (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন" এতৎ শ্রুতির বিরুদ্ধ। যে নিরঞ্জন অগন্তা—সে কি প্রকারে কোন্ দেশান্তরে গমন করিবে? তাহার গন্তব্য পরমসাম্য (ব্রহ্ম), তাহা দেশান্তর প্রাপ্তির অধীন নহে। অতএব, পরমসাম্যপ্রাপ্তিস্থলে গতিশ্রুতির আনর্থক্যই বিবেচিত হয়।

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥

অ ৩, পা ৩, সূ ৩০ ॥

সূত্রার্থ—সাগতিল্লক্ষণং কারণং যস্যাঽর্থস্য স তল্লক্ষণার্থস্তস্যোপলব্ধিস্তস্মাৎ গতিশ্রুতেরুভয়থাভাব উপপন্নো যুক্তঃ। লোকবৎ লোক ইব। যত্র দেশান্তর-প্রাপ্তিরূপা গতিরপেক্ষতে তত্র তস্যাঃ সার্থক্যং যত্র তদ্বিপর্য্যয়স্তত্র গতিকারণা-ভাবাৎ নৈরর্থক্যমিত্যদোষঃ। সগুণোপাসনায়াং গতেঃ কারণভূতোঽর্থ উপলভ্যতে ন নির্গুণবিদ্যায়াং সুতরাং গতিশ্রুতেরুভয়থাভাব এবমন্তরমিতি

সূত্রতাৎপর্য্যম্।—উপাসকের দেবযান পথে গতি হয়, এই শ্রুতি আছে, এ শ্রুতির অর্থ সগুণ উপাসনাকেই স্পর্শ করিতেছে, নির্গুণ উপাসনা স্পর্শ করিতেছে না। একই শ্রুতির ঐরূপ দ্বৈবিধ্য লোক দৃষ্টান্তে সঙ্গত হইতে পারে। গতির কারণীভূত বস্তু সগুণ বিদ্যাতেই দেখা যায়, নির্গুণ বিদ্যায় নহে। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

ভাষ্যার্থ ঐ উভয়থাভাব অর্থাৎ স্থলবিশেষে গতিশ্রুতির সার্থক্য ও স্থলবিশেষ নৈরর্থক্য, ইহা অযুক্ত নহে; প্রত্যুত যুক্তিসিদ্ধ। কেন-না, পর্য্যঙ্কবিদ্যা প্রভৃতি সগুণবিদ্যা স্থলে গতির কারণীভূত অর্থ উপলব্ধ হয়। পর্য্যঙ্কবিদ্যায় গতির (প্রাপ্তির) কারণীভূত বহু অর্থ আছে। পর্য্যঙ্কারোহণ, পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মের সহিত কথোপকথন, বিশিষ্ট গন্ধাদি প্রাপ্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি দেশান্তর প্রাপ্তির অধীন বহু প্রকার ফল শ্রুত আছে সুতরাং সগুণোপসকের সম্বন্ধেই গতি-শ্রুতির সার্থক্য, কিন্তু জ্ঞানীর সম্বন্ধে তাহার নৈরর্থক্য। যাহার জ্ঞানে আত্মাতিরিক্ত বস্তু নাই, যে আপ্তকাম, এতৎশরীরে যাহার সমুদায় ক্লেশবীজ দগ্ধ হইয়াছে, সে কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের (যে কর্ম্ম ভোগদিতে আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ শরীর জন্মাইয়াছে সেই কর্ম্মের) ক্ষয় প্রতীক্ষা করিতে থাকে। ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই তাহারা কৃতার্থ হয়। তাহাদের সম্বন্ধে গতিশ্রুতির সার্থক্য কি? (তাহাদের ত স্থানান্তর গমন নাই।) এ বিভাগে লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় এবং লৌকিক্ দৃষ্টান্ত অনুসারে ঐরূপ বিভাগ স্বীকার্য্য। যেমন লোক মধ্যে দেখা যায়, গ্রাম পাইতে হইলে দেশান্তর প্রাপক পথের প্রয়োজন, কিন্তু আরোগ্য পাইতে হইলে দেশান্তর প্রাপক কোন কিছুর প্রয়োজন নাই; সেইরূপ, জ্ঞানীর পক্ষেও ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে লোকান্তর প্রাপক পথের প্রয়োজন নাই। চতুর্থাধ্যায়ে এ বিভাগ বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইবে।

অনিয়মঃ সর্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম ॥
অ ৩, পা ৩, সূ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—সর্ব্বাসাং সগুণানাং বিদ্যানাং অনিয়মঃ অবিশেষ এব অবিরোধোঽবিরুদ্ধ ইতি শব্দানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং বিজ্ঞায়তে। শব্দ শ্রুতি এবং অনুমান স্মৃতি। এতদুভয়ের দ্বারা সগুণ উপাসনা সাধারণ্যে দেবযান গতি লাভ হয় বলিলে বিরোধ থাকে না। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ভাষ্যার্থ—বুঝা হইল যে, সগুণ বিদ্যাতেই (উপাসনাতেই) গতি-শ্রুতির সার্থক্য, ... গ পরমাত্মবিদ্যায় নহে। কিন্তু কোন কোন সগুণবিদ্যাতে গতির শ্রবণ আছে, সকল সগুণবিদ্যায়—গতিশ্রবণ নাই। পর্য্যঙ্কবিদ্যায়, পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায়, উপকোশলবিদ্যায় ও দহরবিদ্যায় দেবযান গতি শুনা যায়, অন্যত্র নহে। অর্থাৎ মধুবিদ্যায়, ষোড়শকলবিদ্যায় ও বৈশ্বানরবিদ্যায় তদ্গতির শ্রবণ নাই। সেই জন্য সংশয় হয়, যে, যে বিদ্যায় (উপাসনায়) তদ্গতির শ্রবণ আছে, সেই সেই বিদ্যাতেই কি দেবযান-গতি লব্ধ হইবে? অথবা তজ্জাতীয় সমুদায় (সগুণ উপাসনা মাত্রে) প্রোক্তগতি অনুগমন করিবে? পূর্ব্ব-পক্ষে নিয়মের প্রাপ্তি। অর্থাৎ তাহা সার্ব্বত্রিক নহে; কিন্তু যে যে বিদ্যায় গতিশ্রবণ আছে সেই সেই বিদ্যাতেই ঐ গতির প্রাপ্তি, এইরূপ অর্থই লব্ধ হয়। প্রকরণ মাত্রেই নিয়ামক, সুতরাং উহা যে যে প্রকরণে শ্রুত সেই সেই প্রকরণেই উহার প্রাপ্তি, ইহা নিয়মিত। এক উপাসনার শ্রুতপদার্থ যদি অন্য উপাসনায় অন্বিত বা সম্বন্ধ হইত তাহা হইলে শ্রুত্যাদির প্রামাণ্য থাকিত না। (কিন্তু শ্রুতি, প্রকরণ, স্থান, সমাখ্যা অর্থাৎ নাম, সমস্তই বিনিয়োজক বিষয়ে প্রমাণ। এ কথা পূর্ব্বমীমাংসায় ব্যক্ত আছে। শ্রুত অর্থাৎ সাক্ষাৎ অর্থ বোধক শব্দ) এবং সমস্তই সমস্তের অঙ্গ হইতে পারিত। আরও দেখ, এক অর্চ্চিরাদি গতি অর্থাৎ দেবযান পথ উপকোশলবিদ্যায় ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় তুল্যরূপে পঠিত হইয়াছে। উহা যদি সমুদায় বিদ্যারই প্রাপ্য হয় তাহা হইলে ঐ পুনর্ব্বচন অবশ্যই নিরর্থক। এই সকল কারণে বলিতে হয় যে, উহা (দেবযানাদি পথে গতি) নিয়মিত বা ব্যবস্থিত অর্থাৎ যথাশ্রুত বিদ্যাতেই প্রাপ্য। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে সূত্র বলা হইল—অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্। যে সকল উপাসনার ফল অভ্যুদয় প্রাপ্তি, সে সকল বা তাদৃশ সগুণ উপাসনা মাত্রেই অনিয়মে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষে (তুল্যরূপে) ঐ দেবযান গতি লব্ধ বা অন্বিত হইতে পারে। এবম্বিধ অনিয়মের স্বীকার প্রকরণ বিরুদ্ধও নহে। কারণ এই যে, উহা শব্দ ও অনুমান অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েরই দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। (প্রবল শ্রুতি স্মৃতির নিকট প্রকরণ দুর্ব্বল; সুতারাং ঐ সিদ্ধান্ত প্রকরণাদিবিরুদ্ধ নহে। প্রকরণ প্রবল শ্রুতি স্মৃতির বাধা জন্মাইতে পারে না। শ্রুতি "যে এবম্প্রকারে জানে, উপাসনা করে" ইত্যাদিক্রমে পঞ্চাগ্নিবিদ্যানুশীলীকে দেবযান পথে আরোহণ করাইয়া পরে

"যাহারা অরণ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা ও তপঃ সহকারে উপাসনা" ইত্যাদি বাক্য সন্দর্ভে—অন্য বিদ্যানুশীলীদিগেরও ঐ পঞ্চাগ্নিবিদ্যানুশীলীদিগের সমান গতি বর্ণন করিয়াছেন। যদি বল, অন্য বিদ্যানুশীলীদিগের গতিও পঞ্চাগ্নি-বিদ্যানুশীলীদিগের গতির সহিত সমান, ইহা তোমরা কিসে জানিলে? যে শ্রুতির উল্লেখ করিলে সে শ্রুতিতে শ্রদ্ধা ও তপঃপরায়ণদিগেরই ঐ গতি বর্ণিত হইয়াছে—তাহাতে বিদ্যার বা জ্ঞানের প্রসঙ্গও নাই? এতৎ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, বিদ্যার অনুল্লেখ থাকিলেও দোষ হইতেছে না। কারণ, জ্ঞানবল ব্যতীত কেবল শ্রদ্ধা ও তপস্যার দ্বারা ঐ গতি লাভ করা যায় না। এ কথা শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। যথা "যে লোকে কামদোষ পরাস্ত, জ্ঞানী সেই ব্রহ্মলোকে আরোহণ করে। কেবল কর্ম্মী ও তপস্বী সে লোকে আরোহণ করিতে পারে না।" এই বিস্পষ্ট শ্রুতির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ঐ শ্রদ্ধা-তপঃ-শব্দ বিদ্যান্তরের উপলক্ষক। অর্থাৎ শ্রদ্ধাতপঃসহকৃত উপাসনার প্রভাবেই দেবযান গতি লাভ করা যায়। বাজসনেয়ী-শাখাধ্যায়ীরা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাধিকারে বলিয়াছেন "যাহারা ইহাঁকে এবংরূপে জানে, যাহারা শ্রদ্ধালু হইয়া অরণ্যে অবস্থান করতঃ সত্যের (ব্রহ্মের) উপাসনা করে, তাহারা দেবযানপথে আরোহণ করে।" শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এবং সত্যশব্দের অর্থ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অর্থে পুনঃপুনঃ সত্যশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রদর্শিত শ্রুতিতে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিৎ "যে এবংরূপে জানে" এইরূপে গৃহীত বা উল্লিখিত হওয়ায় উহাতে বিদ্যান্তরপরায়ণ ব্যক্তির গ্রহণও ন্যায্য হইবেক। "যাহারা এই দুই পথ (দেবযান ও পিতৃযান) না জানে তাহারা কীট পতঙ্গ ও দন্দশূক হয়।" এই শ্রুতি পথদ্বয়ভ্রষ্টদিগের কষ্টদায়িনী অধো-গতি বুঝাইয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত গতির দেবযান পিতৃযানের অন্তর্ভাবতা দেখাইয়া-ছেন। তন্মধ্যে বিদ্যাবিশেষ দ্বারা তাহাদের দেবযান পথ প্রাপ্তিও বলিয়া-ছেন। স্মৃতিও বলিয়াছেন যথা—"শ্রুতিতে জগতের দ্বিবিধ-গতি কথিত হইয়াছে। শুক্লা গতি ও কৃষ্ণা গতি। তন্মধ্যে জীব একের দ্বারা (শুক্লা গতির দ্বারা) অনাবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষ ও অপরের (কৃষ্ণাগতির) দ্বারা পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়।" উপকোশল-বিদ্যায়-অর্চিরাদি দেবযান পথ উক্ত হইয়াছে, পুনরপি তাহা পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায় কথিত হইয়াছে। উক্ত উভয় উপাসকের ও অন্যান্য সগুণ উপাসকের তুল্যরূপে ঐ গতি লাভ হইয়া থাকে,

ইহা বলাই ঐ দ্বিরুচ্চারণের উদ্দেশ্য। ফলিতার্থ বা সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রুত্যুক্ত দেবযানি...ত অনিয়মিত অর্থাৎ সগুণব্রহ্মোপাসক সাধারণ্যে ঐ গতি লব্ধ বা অনুক্রান্ত হইয়া থাকে।

এক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞগণের পুনর্জ্জন্ম হয় কি, না? এ বিচার আবশ্যক, কারণ, ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্রহ্মজ্ঞানীরও পুনর্জ্জন্ম হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। এ বিষয়ের মীমাংসা বেদান্ত দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৩২ সূত্রে আছে। উক্ত সূত্র এস্থলে পাঠ-সৌকর্য্যার্থ উদ্ধৃত হইল। তথাহি,

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্॥
অ ৩, পা ৩, সূ ৩২॥

সূত্রার্থ—আধিকারিকাণাং অধিকারনিযুক্তানাং যাবদধিকারং অধিকার-পর্য্যন্তং অবস্থিতিরিতি যোজনা। লোকব্যবহারস্থ স্বামিত্বমধিকারস্তৎপ্রাপকং প্রারব্ধং যাবদস্তি তাবৎকালং জীবন্মুক্তত্বেনাধিকারিকাণামবস্থিতিস্ততশ্চ তেষাং কৈবল্যমিতি নিষ্কর্ষঃ।—তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরা—যাঁহারা লোকস্থিতিকারণ বেদ-প্রবর্ত্তনাদি কার্য্যে নিযুক্ত (অদৃষ্টসহায় ঈশ্বরের আজ্ঞায়) তাঁহারা—যাবৎ তাঁহাদের সেই সেই অধিকার সমাপ্ত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তভাবে সেই সেই অধিকার সম্পাদনে অবস্থান করেন। অধিকার সমাপ্ত হইলেই তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান ফল কৈবল্য প্রাপ্ত হন।

ভাষ্যার্থ—তত্ত্বজ্ঞানীর দেহ পাত হইলে তাহাদের পুনর্দ্দেহ (পুনর্জ্জন্ম) হয় কি-না তাহা বিচারিত হইতেছে। যদি বল, মোক্ষসাধন জ্ঞান সুসম্পন্ন হইলে 'মোক্ষ হয় কি-না' এ বিচারের অবতারণা অযোগ্য; পাকসাধন বহ্ন্যাদি প্রযুক্ত হইলেও ওদনোৎপত্তি হইবে কি-না এ বিচার যদ্রূপ অসম্ভব—উক্ত বিচারও তদ্রূপ অসম্ভব। ভোজনকারী ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে কি না এ চিন্তা কেহই করে না। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ বিচার অযোগ্য নহে; প্রত্যুত যোগ্য। বিচার উত্থানের কারণ এই যে, শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্রহ্মজ্ঞেরও পুনর্জ্জন্ম হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। অপান্তরতম-নামা জনৈক পুরাতন ঋষি ও বেদাচার্য্য ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশে কলিদ্বাপরের সন্ধি সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (ব্যাস) হইয়া জন্মিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ এক জন ঋষি, বিশেষতঃ তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র, তিনিও নিমি রাজার

শাপে গতদেহ ও ব্রহ্মার আদেশে পুনর্ব্বার মিত্রাবরুণের দ্বারা জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগু প্রভৃতি কতিপয় ঋষিও বরুণের যজ্ঞে পুনরুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার অপর মানস-পুত্র সনৎকুমার, তিনিও রুদ্রের বর উপলক্ষ্যে কার্ত্তিকেয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ, স্মৃতিতে দক্ষ নারদ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানীর সেই সেই কারণে দেহান্তরোৎপত্তি হইতে শুনা যায়। এই সংবাদের অধিকাংশই শ্রুতিস্থ মন্ত্রে ও অর্থবাদে উপলক্ষিতরূপে কথিত হইয়াছে। সেই সকল জ্ঞানীর কেহ পূর্ব্বদেহ পরিপতনের পর দেহান্তর গ্রহণ, কেহ বা তদ্দেহেই যোগৈশ্বর্য্যবলে যুগপৎ বহু দেহ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ এবং সকলেই মোক্ষসাধন জ্ঞানে অন্বিত। অতএব, শ্রুত্যাদি-শাস্ত্রে জ্ঞানীর দেহোৎপত্তি হইতে শুনা যায়। যেহেতু শুনা যায় সেই হেতু ব্রহ্মবিদ্যার পাক্ষিকত্ব অর্থাৎ পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যার মোক্ষ কারণত্ব এবং পক্ষে মোক্ষাকারণত্ব উভয়থাভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই জন্য তাহার উত্তারার্থ—তৎসংশয়চ্ছেদনার্থ সূত্র বলা হইল। সূত্রের অর্থ এই যে, অপান্তরতম প্রভৃতি আধিকারিকেরা অধিকার সমাপ্তি পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তভাবে অবস্থান করেন, অধিকার (লোকস্থিতিকারক বেদ-প্রবর্ত্তনাদিকার্য্য) সমাপ্ত হইলেই তাঁহারা কেবল হন। যদ্রূপ ঐ ভগবান্ সবিতৃদেব যুগসহস্র পর্য্যন্ত জগতের অধিকার (তাপপ্রদানাদি কার্য্য) নির্ব্বাহ করিয়া অধিকারোৎপাদক প্রারব্ধকর্ম্মের অবসানে উদয়াস্ত বর্জ্জিত কৈবল্য (অদ্বয় ব্রহ্মভাব) অনুভব করেন, তদ্রূপ। সূর্য্যের তাদৃশ ব্রহ্মভাব বোধিনী শ্রুতি এই—"অধিকার সমাপ্তির পরে সৌরদেহ ত্যাগ করিলে ইনি আর উদিত ও অস্তমিত হন না। তখন ইনি অদ্বয় হইয়া মধ্যে অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন।" যদ্রূপ ইদানীন্তনীন ব্রহ্মবিৎ ঋষিরা প্রারব্ধ-ভোগের ক্ষয় হইলে কেবলা হন, তদ্রূপ সেই সেই পুরাতন ঋষিরাও প্রারব্ধ-ভোগের অনন্তর কৈবল্য প্রাপ্ত হন। ইদানীন্তনীন ঋষিরা যে প্রারব্ধ-ভোগের পর (দেহপাতের পর) মুক্ত হন, সে সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ আছে। যথা—"তাঁহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব—যাবৎ তিনি দেহবিযুক্ত না হন। তিনি দেহপাতের পরেই ব্রহ্মসম্পন্ন হন।" অপান্তরতম প্রভৃতি ঋষিরা সকলেই ঈশ্বর অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী বা অধিকার প্রাপ্ত (কর্ম্মবলে)। তাঁহারা পরমেশ্বর-কর্ত্তৃক সেই সেই অধিকারে নিযুক্ত। কৈবল্যোৎপাদক তত্ত্বজ্ঞান থাকিলেও

তাঁহা[illegible] হওয়ায় কর্ম্মানীত অধিকারে অবস্থান করেন—কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্তই অবস্থান করেন। কিন্তু কর্ম্মক্ষয় হইলে আর তাঁহারা তদধিকারে থাকেন না, অধিকারবিমুক্ত ও কেবল হন অর্থাৎ মুক্ত হন। এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা অবিরুদ্ধ। তাঁহারা অধিকারফলপ্রদাতা সকৃৎ প্রবৃত্ত কর্ম্মাশয় অতিবাহন করতঃ স্বাধীনভাবে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমনের ন্যায় এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে সঞ্চরণ করেন (আপন আপন অধিকার নির্ব্বাহার্থ) সুতরাং তাঁহাদের স্মৃতি অলুপ্ত থাকে। যেহেতু স্মৃতি বিলোপ হয় না এবং তাঁহারা যোগবলে দেহেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশী, সেই হেতু তাঁহারা এক সময়ে অথবা ক্রমান্বয়ে বহু দেহ নির্ম্মাণ করিয়া সেই সেই অধিকারে অধিষ্ঠান করেন। "তাহারাই ইহাঁরা" এইরূপ স্মৃতি প্রসিদ্ধ থাকায় তাঁহাদিগকে জাতিস্মর বলিয়া গণ্য করা হয় না। সুলভা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী নারী রাজর্ষি জনকের সহিত যোগবিবাদ করিবার ইচ্ছায় নিজদেহ পরিত্যাগানন্তর জনকের দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পুনরপি নিজ দেহে আসিয়াছিলেন। এ সংবাদ স্মৃতিপ্রসিদ্ধ। যদি সকৃৎপ্রবৃত্ত উপযুক্ত (উপভুক্ত) কর্ম্মকালে জ্ঞানীর দেহান্তরোৎপাদক কর্ম্মান্তর আবির্ভূত হইত তাহা হইলে অবশ্যই অন্য (প্রারব্ধাতিরিক্ত) অদগ্ধ কর্ম্ম থাকা প্রসক্ত হইত এবং সেই প্রসক্তিতে ব্রহ্মবিদ্যার পাক্ষিক মোক্ষ-কারণত্ব অথবা মোক্ষাহেতুত্ব আশঙ্কিত হইতে পারিত। পরন্তু সে আশঙ্কা নাই। জ্ঞান যে প্রারব্ধাতিরিক্ত সমুদায় কর্ম্ম ভস্মীভূত করে তাহা শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রমাণে প্রসিদ্ধ। শ্রুতি প্রমাণ যথা "সেই পরাবর পুরুষ (পরমাত্মা) সাক্ষাৎকৃত হইলে সাক্ষাৎকর্ত্তার হৃদয়গ্রন্থি ভেদপ্রাপ্ত হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয়, এবং প্রারব্ধাতিরিক্ত সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" "স্মৃতিলাভ হইলে সমুদায় গ্রন্থি খুলিয়া যায়।" ইত্যাদি। (গ্রন্থি=বুদ্ধির সহিত আত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাস) স্মৃতিও এই শ্রৌত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। যথা—"হে অর্জ্জুন! যেমন প্রদীপ্ত হুতাশন কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, সেইরূপ, জ্ঞানাগ্নিও সমুদায় কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে।" "যদ্রূপ অগ্নিদগ্ধ বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ, জ্ঞানদগ্ধ ক্লেশ (অবিদ্যাদি-পঞ্চক) আত্মাকে ক্লিষ্ট করে না।" ইত্যাদি। যাহার ক্লেশপঞ্চক অবিদ্যাদি দগ্ধ হইয়াছে তাহার ক্লেশবীজ কর্ম্মাশয়ের একাংশ অদগ্ধ থাকে ও সেই অদগ্ধাংশ তাহার ভোগাঙ্কুর জন্মায়, এ কথা উপপন্ন নহে। অগ্নিদগ্ধ শালি-

বীজের কি একাংশ দগ্ধ হইলে তাহার অন্যাংশে অঙ্কুর হয় ? তাহা হয় না। যে কর্ম্মাশয় ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ দেহাদি জন্মাইয়াছে, সে কর্ম্মাশয় ভোগাদির দ্বারা নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত অবশ্য ফল প্রসব করিবে। যদ্রূপ ধনুর্নির্ম্মুক্ত বাণ বেগ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত গতিমান্ থাকে, তদ্রূপ প্রারব্ধফল কর্ম্মও তত্ত্বজ্ঞানীকে শরীর পাত না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগাধিকারে অবস্থিত রাখে। শরীর পাত হইলে তখন সে সর্ব্বাধিকার বর্জ্জিত অদ্বয় মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত "তাহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব" ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রদর্শিত আছে। অতএব, আধিকারিক অর্থাৎ গৃহীতাধিকার জ্ঞানীদিগের অধিকার সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তভাবে অবস্থান, এ কথা শাস্ত্র যুক্তি উভয়প্রসিদ্ধ। জ্ঞানের ফল অনৈকান্তিক নহে অর্থাৎ কোন পুরুষের বা কখন হয়, আবার কোন পুরুষের বা কখন হয় না, এরূপ নহে। তাহা ঐকান্তিক বলিয়াই শ্রুতি অবিশেষে সর্ব্ব-পুরুষেরই জ্ঞানে মোক্ষ হওয়ার কথা বলিয়াছেন। যথা—"দেবতাদের মধ্যে, ঋষিদিগের মধ্যে ও মনুষ্যদিগের মধ্যে, যে যে তাঁহাতে প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ যে যে তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) সাক্ষাৎকার করে (আত্ম-অভেদ জানে), সে সে পরিমোক্ষলাভ করে।" মহর্ষিরা প্রথমতঃ ঐশ্বর্য্যফলপ্রদ বিভিন্ন জ্ঞানে আসক্ত হন সত্য; পরন্তু তাঁহারা অবশেষে ঐশ্বর্য্যের ক্ষয়িষ্ণুতা দর্শনে নির্ব্বিণ্ণ হন, তৎপরে পরমাত্মজ্ঞানে অবস্থান করতঃ কৈবল্যপথে গমন করেন। এ কথা স্মৃতিতেও আছে।—যথা—"সেই সকল জ্ঞানীরা মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত পরমপদে প্রবেশ করেন।" জ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ, সে জন্য ফলাভাব আশঙ্কা হইতেই পারে না। কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি, তাহা অপ্রত্যক্ষ, সে জন্য বরং কর্ম্মফলে কখন কখন আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে (অমুক কর্ম্মে ফল হয় কি না।) কিন্তু জ্ঞানফল সেরূপ নহে। জ্ঞানের ফল অনুভবগম্য, তাহা সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ। শ্রুতি বলিয়াছেন "ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অপরোক্ষ।" সেই জন্য "তিনিই তুমি" এই শ্রুতি আত্মার ব্রহ্মত্ব সিদ্ধপ্রায়রূপে উপদেশ করিয়াছেন। "তিনিই তুমি" এ বাক্যের এমন অর্থ করিতে পার না যে, তুমি মরিয়া ব্রহ্ম হইবে, তুমি ব্রহ্ম আছ, পরন্তু তোমার ব্রহ্মত্ব তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, এই তাৎপর্য্যে ঐ শ্রুতির ব্যাখ্যা করা উচিত। "ঋষি বামদেব জানিলেন, আমিই মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্যও হইয়াছিলাম।" এই শ্রুতি উক্ত ঋষির তত্ত্বজ্ঞান-সমকালেই সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্তি বুঝাইয়া

দিয়াছেন। অতএব, বিদ্বানের অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর কৈবল্য আত্যন্তিক, ইহা নিশ্চিত আছে।

উপরে বলা হইল ব্রহ্মজ্ঞগণের কৈবল্য আত্যন্তিক, কিন্তু এস্থলে সংশয় এই যে তাহাদের স্বকর্ম্মকৃত পাপপুণ্যের বিদ্যমানে তাহা কিরূপে সম্ভব। এবিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানোদয়ের সমকালেই জ্ঞানীর পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের নাশ ও ভবিষ্যৎ পাপের অশ্লেষ হয়, তথা বর্ত্তমান আরব্ধ পুণ্য পাপ-ফল ভোগ দ্বারা নিঃশেষিত হইলে জ্ঞানীর কৈবল্য জন্মে। এই সিদ্ধান্ত নিম্নোক্ত কতিপয় সূত্রে বিচারিত হইয়াছে। তথাহি,

তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌতদ্ব্যপদেশাৎ॥ অ ৪, পা ১, সূ ১৩॥

সূত্রার্থ—তস্য ব্রহ্মণোঽধিগমঃ সাক্ষাৎকারস্তস্মিন্ সতি উত্তরাঘস্যাশ্লেষঃ পূর্ব্বাঘস্য চ বিনাশঃ স্যাৎ। হেতুমাহ তাদিতি। উত্তর পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ-বিনাশয়োর্ব্ব্যপদেশস্তাৎপর্য্যেণ কথনং তস্মাৎ। অঘং পাপম। উত্তরাঘস্য ভাবি পাপস্য। পূর্ব্বাঘস্য সঞ্চিত পাপরাশেঃ।—ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই পূর্ব্ব পাপ নষ্ট হয় এবং পরে যে সকল পাপ ঘটনা হইবে সে সকল তাঁহাতে অশ্লিষ্ট অর্থাৎ লিপ্ত হইবে না। শ্রুতি সেইরূপ কথাও বলিয়াছেন।

ভাষ্যার্থ—জ্ঞান সাধন উপাসনা প্রভৃতিতে অত্যধিক আদর দেখাইবার জন্যই ফলাধ্যায়ে কতিপয় সাধন-বিচার কৃত হইল। এখন এই ফলাধ্যায়ে বিদ্যাফল বিচারিত হইবে। প্রথমতঃ এই চিন্তা (বিচার) উপস্থিত যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত দুরিত (জ্ঞান প্রতিদ্বন্দী পাপ) ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কি না? চিন্তার অর্থাৎ বিচারের প্রথম পক্ষ এই যে, যখন ফল দেওয়াই কর্ম্মের পরম প্রয়োজন তাহা ফল না দিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে না। শ্রুতির দ্বারাও জানা গিয়াছে যে, কর্ম্মের ফলদায়িনী শক্তি আছে। যদি তাহা ভোগ উৎপাদন না করিয়াও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বল, তাহা হইলে শ্রুতিকে তিরস্কার করা অর্থাৎ অপ্রমাণ বলা হইবে। স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন, "কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত কোটীকল্পেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।" বলিতে পার যে, তবে প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রের উপদেশ ব্যর্থ। কিন্তু আমরা দেখাইব, ব্যর্থ নহে। প্রায়শ্চিত্ত সকল

গৃহদাহেষ্টির ন্যায় নৈমিত্তিক। * পাপ দোষ বিনাশার্থ প্রায়শ্চিত্ত বিধান দৃষ্ট হয় কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে সেরূপ বিধান দৃষ্ট হয় না। পাপ [illegible] বিহিত বলিয়া প্রায়শ্চিত্তের পাপনাশক ক্ষমতা থাকিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সেরূপে বিহিত না হওয়ায় তাহার পাপনাশক ক্ষমতা থাকা মানিতে পার না। কর্ম্ম যদি ব্রহ্মজ্ঞানে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় আর যদি তাহা অবশ্য ভোক্তব্যই হয়, তাহা হইলে কাহারও কস্মিন্ কালে মোক্ষ হইবেক না, এমন আপত্তি করিতে পার না। কর্ম্ম যেমন দেশ কাল ও নিমিত্ত অনুসারে ফলপ্রসব করিয়া থাকে তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানও দেশকালাদি নিমিত্ত অনুসারে মোক্ষফল প্রসব করিতে পারে। (অভিপ্রায় এই যে, সঞ্চিত কর্ম্ম সকল ভোগ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তখন মোক্ষলাভ হইবেক)। প্রদর্শিত প্রকারে পক্ষলাভ হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই যে দুরিত নিবৃত্তি হয় তাহা হয় না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল— ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই ভবিষ্যৎ পাপের অশ্লেষ ও পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের বিনাশ হইয়া থাকে। কারণ, শ্রুতিতে ঐরূপ ব্যপদেশ (সঞ্চিত পাপের নাশ ও ভবিষ্যৎ পাপের অস্পর্শ বর্ণিত) আছে। শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞান প্রকরণে বলিয়াছেন যে, জ্ঞান হওয়ার পর যে সকল পাপকার্য্য ঘটনা হইবেক সে সকলের সহিত জ্ঞানীর সম্বন্ধ অর্থাৎ সংস্পর্শ সম্ভব হয় না। যথা—"জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না তেমনি পাপকর্ম্ম সকল জ্ঞানীতে লিপ্ত হয় না।" আবার অন্য শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যথা—"যেমন তুলা সকল অগ্নিতে দগ্ধ হয় তেমনি জ্ঞান হইলে সঞ্চিত পাপরাশিও দগ্ধ হইয়া যায়।" এইরূপ আর একটী কর্ম্মক্ষয়ের উল্লেখ আছে। যথা "সেই পরাবর পুরুষ (ব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে দ্রষ্টার হৃদয়গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া যায়, সংশয় সকল ছিন্ন হয় এবং সমুদায় পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" বলিয়াছিলে যে, ভোগব্যতিরেকেও কর্ম্মের ক্ষয় হয়, এরূপ বলিলে বা স্বীকার করিলে শাস্ত্রার্থ ভঙ্গ করা হয়, তদুত্তরে বলিতেছি, তাহা হয় না। আমরা কর্ম্মের ফলদায়িনী শক্তি নাই অথবা তাহা অকিঞ্চিৎকর, এমন কথা বলি না। আমরা বলি তাহা

* অগ্নিহোত্রীদিগের অগ্নিগৃহ দগ্ধ হইলে যে দোষ হয় সে দোষ বিনাশার্থ একটি যাগের বিধান আছে। যাগটীর নাম ক্ষামবতী। ক্ষামবতী যাগ করিলে গৃহদাহজন্য দোষ নষ্ট হয়, ইহা শাস্ত্রের সেই সেই স্থানে লিখিত আছে।

আছে পরন্তু তাহা বিঘ্নাদি কারণে প্রতিবদ্ধ হয় (নিরুদ্ধ হয়, ফল দিতে [illegible] না।) মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম ইত্যাদি শাস্ত্র কর্ম্মের ফলদায়িনী শক্তি আছে এইটুকু মাত্র বলিয়াছেন, দেখাইয়াছেন, তাহা অবরুদ্ধ হয় কি-না তাহা বলেন নাই। অপিচ, ঐ স্মৃতি ঔৎসর্গিক অর্থাৎ সাধারণভাবে অভিহিত। ভোগই কর্ম্মের ফল, সুতরাং বিনা ভোগে কর্ম্মের বিনাশ নাই, এই ব্যাপক বা সামান্য শাস্ত্র প্রায়শ্চিত বিধায়ক বিশেষ শাস্ত্রের দ্বারা সঙ্কুচিত সুতরাং প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারাও পাপ বিনাশ স্বীকৃত হয়। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপ নিবৃত্তি হওয়ার প্রমাণ এই—"যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে এবং যে জ্ঞানী সে সর্ব্বপাপ উত্তীর্ণ ও ব্রহ্মহত্যা পাপ উত্তীর্ণ হয়।" প্রায়শ্চিত্ত সকল নৈমিত্তিক অর্থাৎ আগন্তুক কারণে বিহিত। যেমন পুত্রজন্ম কারণে জাতেষ্টি ও গৃহদাহ কারণে ক্ষামবতী ইষ্টি (যাগ), সেইরূপ। সুতরাং সে সকলের দ্বারা পাপবিনাশ সম্ভাবনা নাই, এ অভিপ্রায় সাধু নহে। কারণ, পাপসংযোগেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান সুতরাং পাপবিনাশ ফলের সম্ভাবনা থাকিতে ফলান্তর কল্পনা (অনুমান) অন্যায়। পাপক্ষয় উদ্দেশে প্রায়শ্চিত্তেরই বিধান দৃষ্ট হয়, কিন্তু উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয় না, এ কথার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, সগুণ উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয়। সেই সেই সগুণ-উপাসনা বাক্যের শেষভাগে উপাসকের ঐশ্বর্য্যলাভ ও পাপক্ষয় হওয়ার কথা লিখিত আছে। তাহা যে বিবক্ষিত নহে, এমন কথা বলিতে পার না। বলিবার কারণও নাই। সুতরাং নিশ্চয় হয়, অগ্রে পাপক্ষয় পরে ঐশ্বর্য্যাগম সেই সেই উপাসনার অবশ্যম্ভাবী ফল। অসম্ভব বলিয়া নির্গুণ উপাসনার বিধান নাই সত্য; কিন্তু না থাকিলেও তাহাতে আপনার নির্গুণতা ও নিষ্ক্রিয়তা সাক্ষাৎকার হওয়ায় সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়। যেমন আত্মযাথার্থ্যজ্ঞানে সঞ্চিত কর্ম্মের বিনাশ সিদ্ধ হয় তেমনি ভবিষ্যৎ কর্ম্মের অশ্লেষ (ভবিষ্যতে কর্ম্মলিপ্ত না হওয়া) হইয়া থাকে। তাহার কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সে কোনও কর্ম্মে আপনার কর্ত্তৃত্ব অনুভব করে না, সুতরাং কর্ত্তৃত্ব অনুভব না করায় তাহার স্বভাবপ্রবৃত্ত যাদৃচ্ছিক কর্ম্ম সকল পুণ্যপাপ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সে সকল কর্ম্মে তাহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভ্রম ছিল এবং তাহাতে তাহার শুভাশুভ অদৃষ্ট উৎপন্ন ও সঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু ইদানীং জ্ঞানোৎপত্তি হওয়ায় জ্ঞানের

সামর্থ্যে তাহার সে ভ্রম অপগত হওয়ায় সে সকল অদৃষ্টও লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুই রহস্য (তথ্য) বুঝাইবার জন্য সূত্রকার ব্যাস অশ্লেষ ও বিনাশ এই দুই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। জ্ঞানী জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত ছিলেন, আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া জানিতেন, ইদানীং জ্ঞান হওয়ায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছেন। এখন তিনি আপনাকে ত্রৈকালিক অকর্ত্তা অভোক্তা বলিয়া জানিতেছেন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালের কোনও কালে আমি কর্ত্তা ভোক্তা নাই এবং সচ্চিদানন্দ নিত্য নির্বিকার ব্রহ্মই আমি, এইরূপ অনুভব করিতেছেন। এবম্প্রকার অনুভবের সামর্থ্যেই তাদৃশ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানীর মোক্ষ উপপন্ন হয়। জ্ঞানে যদি কালকালান্তরের জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্মপুঞ্জ (পুণ্যপাপ) ক্ষয়প্রাপ্ত না হইত তাহা হইলে কস্মিন্‌কালেও মোক্ষ হইত না। এবং মোক্ষশাস্ত্র প্রলাপতুল্য হইত। মোক্ষ কর্ম্মফল স্বর্গাদির সমানধর্ম্মান্বিত নহে; কর্ম্মফল স্বর্গাদি যেমন দেশকালাদির অধীন, জ্ঞানফল মোক্ষ সেরূপ নহে। তাহাতে অনিত্যতা দোষ ও অপরোক্ষতার ব্যাঘাত আছে। মোক্ষ যে নিত্যাপরোক্ষ তাহা শ্রুতিপ্রমাণে সিদ্ধ। অতএব, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইলে পাপ থাকে না, তাহা সমূলে উন্মূলিত হয়, ইহাই স্থিরতর সিদ্ধান্ত।

ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু॥

অ ৪, পা ১, সূ ১৪॥

সূত্রার্থ—ইতরস্য পাপান্যস্য পুণ্যস্য অপি এবং পাপস্যেবাশ্লেষো বিদুষো ভবতি। অশ্লেষ ইত্যুপলক্ষণং বিনাশোঽপি ভবতি। ফলহেতুত্বেন প্রতিবন্ধকত্বসাম্যাদিতি ভাবঃ। তু অবধারণে। বিদ্যাসামর্থ্যাৎ পাপপুণ্যয়োরশ্লেষবিনাশসিদ্ধের্বিদ্যাবতঃ শরীরপাতানন্তরং মুক্তিরবশ্যম্ভাবিনীতি যোজনা।—জ্ঞানের সামর্থ্যে যেমন পাপের বিনাশ ও অস্পর্শ সংঘটন হয় তেমনি পুণ্যেরও বিনাশ ও অস্পর্শ হয়। পাপপুণ্য উভয়ের অভাব হওয়ায় জ্ঞানীর বিদেহকৈবল্য অবশ্যম্ভাবী।

ভাষ্যার্থ—পূর্ব্ব বিচারে শাস্ত্রীয় উল্লেখ অনুসারে সিদ্ধান্তিত বা নিরূপিত হইল যে, জ্ঞান হইলে সংসারবন্ধনের কারণ সঞ্চিত পাপের বিনাশ ও আগামী পাপের অশ্লেষ (অস্পর্শ) হয়। পুণ্যের অবস্থা কি হয় তাহা তাহাতে জানা

যায় [illegible] সে জন্য আশঙ্কা হয়, পুণ্যও শাস্ত্রীয়, জ্ঞানও শাস্ত্রীয়, সুতরাং পুণ্যের সহিত জ্ঞানের নাশ্যনাশকভাব না থাকিতেও পারে। অর্থাৎ জ্ঞান হইলে পুণ্য বিনাশ না হইতেও পারে। সূত্রকার ব্যাস ঐ আশঙ্কা দূরীকরণার্থ পূর্ব্বসিদ্ধান্তের অতিদেশ করিয়াছেন—জ্ঞান হইলে পাপের অশ্লেষ বিনাশের ন্যায় পুণ্যেরও অশ্লেষ বিনাশ হয়। কারণ এই যে, পুণ্যও ভোগের উৎপাদক, সে বিধায় তাহাও জ্ঞানফল মোক্ষের প্রতিবন্ধক। ফলিতার্থ এই যে, পুণ্যক্ষয় ব্যতীত মোক্ষলাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে; সে জন্য তাহারও বিনাশ স্বীকার্য্য। "এই জ্ঞানী পাপ ও পুণ্য এই উভয় হইতে উত্তীর্ণ হন।" ইত্যাদি শ্রুতিতে দুষ্কৃত কর্ম্মের বিনাশের ন্যায় সুকৃত কর্ম্মেরও বিনাশ অভিহিত হইয়াছে। এ বিষয়ে যুক্তিও আছে। যুক্তি এই যে, আত্মার অকর্তৃভাব সাক্ষাৎকার হইলে তন্নিবন্ধন যে কর্ম্মক্ষয় ঘটনা হয় সে ঘটনা সুকৃত দুষ্কৃত উভয়েরই সমান। (ভাবার্থ এই যে, সুকৃতও কর্ম্ম, দুষ্কৃতও কর্ম্ম, সুতরাং কর্ম্মক্ষয় শব্দে উক্ত উভয়ের নাশ অবশ্যম্ভাবী) "এই জ্ঞানীর কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিতেও অবিশেষে কর্ম্মক্ষয় হওয়ায় উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কেবল দুষ্কর্ম্মেরই ক্ষয় হয়, এরূপ নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ হয় না। যে সকল শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ অর্থাৎ স্পষ্ট পাপশব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হইবে সে সকল শ্রুতিতেও পুণ্যশব্দের সংগ্রহ করিতে হইবেক। কারণ, পুণ্যও জ্ঞানফল মোক্ষের প্রতিবন্ধক ও জ্ঞান অপেক্ষা নিকৃষ্ট। শ্রুতিতেও পুণ্যের উপর পাপ-শব্দের প্রয়োগ আছে। যথা—"দিবা ও রাত্রি এই দুই সেতু (মর্য্যাদা) ইহাকে (কর্ম্মকে) অতিক্রম করিতে পারে না।" এতৎপ্রস্তাবে দুষ্কৃতের সহিত সুকৃতের আকর্ষণ করতঃ অবশেষে "ইহাতেই সমুদায় পাপ লয়প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি প্রকারে প্রস্তাবিত পুণ্যের উদ্দেশেও পাপশব্দ প্রয়োজিত হইয়াছে। তু শব্দের অর্থ অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়। সংসারবন্ধনের কারণীভূত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিদ্যার সামর্থ্যে অশ্লেষ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয় সুতরাং দেহ পাতের পর জ্ঞানীর মোক্ষ অবধারিত ও অবশ্যম্ভাবী।

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥

অ ৪, পা ১, সূ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—অনারব্ধং অপ্রবৃত্তং কার্য্যং ফলং যয়োস্তাদৃশে এব সুকৃতদুষ্কৃতে

তত্ত্বজ্ঞানাৎ ক্ষীয়েতে নত্বারব্ধফলে। হেতুমাহ তদিতি। তস্য দেহপাতাবধিত্বোক্তত্বাদিত্যর্থঃ।—পূর্ব্বকৃত যে সকল কর্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, মাত্র সংস্কাররূপে সঞ্চিত আছে এবং যে সকল কর্ম্ম এতৎ শরীরে সঞ্চিত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞান হইলে দগ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ সে সকল আর সুখদুঃখাদি সংসারফল প্রসব করে না। কিন্তু যে সকল কর্ম্ম এতজ্জন্ম জন্মাইয়া এতজ্জন্মযোগ্য ভোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে সকল তত্ত্বজ্ঞানে দগ্ধ হয় না। সেই জন্য এতজ্জন্ম ও এতজ্জন্মস্বরূপ ভোগ সমাপ্ত না হওয়া পর্যান্ত জ্ঞানফল মোক্ষ অবরুদ্ধ থাকে।

ভাষ্যার্থ—পর পর দুই বিচারে অবধারিত হইয়াছে, জ্ঞান হইলে সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সঞ্চিত ক্ষয় হয় কি প্রারব্ধ ক্ষয় হয় কি অবিশেষে সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহা অবধারিত হয় নাই। সেইজন্য এই ১৫ সূত্রে তাহার অবধারণার্থ বিচার আরব্ধ হইল। "এই জ্ঞানী সুকৃত দুষ্কৃত উভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়" এতৎ শ্রুতিতে সামান্যতঃ পুণ্যপাপ ক্ষয়ের শ্রবণ থাকায় প্রথমতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আরব্ধ অনারব্ধ সমুদায় কর্ম্মই অবিশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই আপাত প্রাপ্ত পক্ষের বা সংশয়িত জ্ঞানের সিদ্ধান্তার্থ বলা হইল—অনারব্ধ অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম্মই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অনারব্ধকার্য্য অর্থাৎ অপ্রবৃত্তফল। যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগ জন্মাইতে আরম্ভ করে নাই, সঞ্চিত আছে, তুষ্ণীম্ভাবে আছে, তাহা। জ্ঞান হইলে জন্মান্তরসঞ্চিত ও এতজ্জন্মসঞ্চিত তাদৃশ শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্দ্ধভুক্ত আরব্ধকর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, শরীর জন্মাইয়াছে, সুতরাং কিয়ৎ পরিমাণে ভোগও হইয়াছে, জ্ঞান হইলেও সে সকল কর্ম্ম নষ্ট হয় না। তাহা ভোগশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে। কারণ, শ্রুতি তাহা সেইরূপ সীমাবধারণ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "জ্ঞান হইলেও মুক্ত হইতে তাহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব—যে পর্য্যন্ত তাহার শরীর পাত না হয়। শরীর পাতের পরেই তাহার ব্রহ্মসম্পত্তি অর্থাৎ মোক্ষ হয়।" এই শ্রুতিতে ক্ষেমপ্রাপ্তির (মুক্তিলাভের) সীমা শরীরের পতন। যাবৎ না শরীরের পতন হয়, শারীর ভোগ সমাপ্ত হয়, তাবৎ শরীরারম্ভক ভুক্তাবশিষ্ট পুণ্যপাপ থাকে, দাহ প্রাপ্ত হয় না। ভোগেই তাহার সমাপ্তি বা ক্ষয়। জ্ঞান হইলে যদি প্রারব্ধও ক্ষয়প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে জ্ঞানী শরীরস্থিতির

কারণ না থাকায় সেই মুহূর্ত্তেই অশরীর বা মুক্ত হইত এবং শ্রুতিও শরীর পাত প্রতীক্ষার কথা বলিতেন না। যদি বল, অকর্ত্তৃব্রহ্মাত্মজ্ঞান আপন বলে কর্ম্ম বিনাশ করিবেক, অথচ কোন কোন কর্ম্ম বিনাশ করিবেক ও কোন কোন কর্ম্ম বিনাশ করিবেক না ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? অগ্নিবীজসম্বন্ধ সমান হইলে সে স্থলে কি কতক বীজের অঙ্কুরশক্তি থাকে ও কতক বীজের অঙ্কুরশক্তি নষ্ট হয়? তাহা হয় না। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তত্ত্বজ্ঞান প্রবৃত্তফল কর্ম্মাশয় (ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ শরীর জন্মাইয়াছে এরূপ কর্ম্মাশয়) অবলম্বন ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। কর্ম্মাশয়ের নিয়ম এই যে, সে ফল দিতে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত হয় না। কুলালচক্র সবেগে ঘুরিতে প্রবৃত্ত হইলে মধ্যে যদি বাধা প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে অবশ্যই তাহার ঘূর্ণন বেগক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেক। অকর্ত্তৃ ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানও মিথ্যাজ্ঞান অপসারিত করিয়া কর্ম্মোচ্ছেদ করিলেও চক্রদৃষ্টান্তে বহুকালপ্রবৃত্ত মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার শীঘ্র অপগত হয় না। অধিকন্তু কিয়ৎ-পরিমিত কাল তাহার অনুবর্ত্তন থাকিয়া যায়। তাই জ্ঞান হইলেও জ্ঞানীর কিয়ৎপরিমিত কাল শরীর ধারণ সঙ্ঘটন হয়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে কিছু কাল শরীর ধারণ হয় কিনা, ইহা লইয়া বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। জ্ঞান হইলেও শরীর ধারণ হয় ইহা ব্রহ্মজ্ঞের স্বানুভবসিদ্ধ। অন্যে তাহার কি প্রত্যাখ্যান করিবে। শ্রুতি ও স্মৃতি স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কথন দ্বারা ঐ তত্ত্বই বলিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। অতএব, জ্ঞানবলে অপ্রবৃত্তফল পুণ্য-পাপের ক্ষয় হওয়াই সিদ্ধান্ত।

ভোগেনত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে॥

অ ৪, পা ১, সূ ১৯॥

সূত্রার্থ—ইতরে পুণ্যপাপে অনারব্ধকার্য্যে ভোগেন ক্ষপয়িত্বা নাশয়িত্বা সম্পদ্যতে বিদেহকৈবল্যমাপ্নোতি জ্ঞানীতি শেষঃ।—তত্ত্বজ্ঞানী অনারব্ধফল পুণ্যপাপ ভোগ দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। সঞ্চিত কর্ম্ম জ্ঞানে দগ্ধ হইয়া যায়, প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইতে থাকে। অনন্তর তাহার শেষ হইলেই অর্থাৎ দেহপাত হইলেই পরম মোক্ষ লাভ হয়।

ভাষ্যার্থ—বিদ্যার (তত্ত্বজ্ঞানের) প্রভাবে সঞ্চিত পুণ্যপাপের অশ্লেষ

বিনাশ সমর্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আরব্ধফল (যাহা ভোগ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে বা যাহা শরীর জন্মাইয়াছে তাহা) পুণ্যপাপ বিনষ্ট হয় তাহা বলা যাইতেছে। আরব্ধফল পুণ্যপাপ ভোগ দ্বারা নিঃশেষিত হইলে তখন ব্রহ্ম-সম্পন্ন হয়। "তাহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব—যাবৎ না দেহ পরিত্যাগ করে। অনন্তর (দেহপাতের পর) সে ব্রহ্মসম্পন্ন হয়।" "ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত থাকিলেও সে তখন ব্রহ্ম (দেহপাতের পর প্রকৃত ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হয়।" ইত্যাদি শ্রুতি ঐ কথাই বলিয়াছেন। এই স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, তত্ত্বজ্ঞান হইলেও দেহপাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভেদজ্ঞান অনুবর্ত্তিত হইতে পারে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞেরও সংসার অতিক্রম হয় না। প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ না থাকায় তাহা হয় না। আরব্ধভোগের ক্ষয় ব্যতীত অন্য কিছুর অনুবর্ত্তন হয় না। যদি বল, আরব্ধফল কর্ম্ম ব্যতীত পূর্ব্বসঞ্চিত অনারব্ধফল অনেক কর্ম্ম থাকে, সে সকল কর্ম্ম পুনর্ব্বার ভোগ আরম্ভ করিতে পারে। আমরা বলি, কর্ম্ম থাকে সত্য; কিন্তু সে সকল কর্ম্ম ভোগ দিতে সমর্থ নহে। কারণ, সে সকল কর্ম্মের বীজভাব থাকে না। অর্থাৎ তাহা দগ্ধ (নিঃশক্তি) হইয়া যায়। শক্ত্যাত্ম (ভুক্তাবশিষ্ট) অজ্ঞানমূলক কর্ম্মই দেহপাতের পর জন্ম, আয়ু ও ভোগ জন্মায়। অজ্ঞান তিরোহিত হওয়াতে তন্মূলক কর্ম্ম সকল জ্ঞানে নির্ম্মূল বা নিঃশক্তি হইয়া যায়। সেই কারণে সে সকল কর্ম্ম শরীর পাতের পূর্ব্বেই অভাব প্রাপ্তের ন্যায় হয় এবং প্রারব্ধ নাশের পর অর্থাৎ শরীর পাতের অনন্তর জ্ঞানীর কৈবল্য জন্মে।

পূর্ব্বশাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে যে, জ্ঞানীর তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে পুণ্যপাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, হইলে দেহপাতের অনন্তর কৈবল্য জন্মে। সম্প্রতি বিচার্য্য এই যে, উক্ত কৈবল্য বা মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন জ্ঞান বা কর্ম্ম? এবিষয় বাদরায়ণ মুনি (ব্যাসদেব) বলেন, বেদান্ত বিহিত আত্মজ্ঞান স্বতন্ত্র, তাহা হইতেই অর্থাৎ কর্ম্মের বিনা সহাতায় মোক্ষ সিদ্ধ হয়। এই অর্থ নিম্নলিখিত কতিপয় সূত্রে অন্য আচার্য্যের পূর্ব্বপক্ষ নিরাশ দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতিবাদরায়ণঃ ॥

অ ৩, পা ৪, সূ ১ ॥

সূত্রার্থ—অতঃ অস্মাৎ বেদান্তবিহিতাদাত্মজ্ঞানাৎ কেবলাৎ পুরুষার্থঃ সিধ্যতীতি শেষঃ। কুত এতদবগম্যতে? শব্দাৎ শ্রুতেঃ। ইতি বাদরায়ণস্তন্নামধেয় আচার্য্য আহেতি যোজনীয়ম্।—বাদরায়ণের মত এই যে, কর্ম্মের বিনা সহায়তায় কেবলমাত্র বেদান্তবিহিত আত্মতত্ত্বজ্ঞানে পুরুষার্থ (মোক্ষ) সিদ্ধি হয়, ইহা শব্দের অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা বিজ্ঞাত হওয়া যায়।

ভাষ্যার্থ—এই পাদে উপনিষৎ প্রসূত আত্মজ্ঞান বিচারিত হইবে। সে সম্বন্ধে সংশয় এই যে, ঔপনিষদ আত্মজ্ঞান কি অধিকারী ক্রমে কর্ম্মাঙ্গ? অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার বিশেষণ হইয়া কি কর্ম্মের সহায়তায় ফলসাধন করে? কি তাহা স্বতন্ত্ররূপে পুরুষার্থের সাধক হয়? সূত্রকার এই সংশয়িত পদার্থের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। বেদান্তবিহিত এই আত্মজ্ঞান স্বতন্ত্র, সুতরাং কেবল তাহা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, ইহা বাদরায়ণ আচার্য্য (মুনি) মনে করেন বা মান্য করেন; এ তত্ত্ব তিনি কোথায় পাইলেন? কিসে জানিলেন? শব্দের অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা জানিয়াছেন। শ্রুতি যথা "আত্মবিৎ অর্থাৎ যে আপনাকে জানে সে শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়।" "যে পর-ব্রহ্ম জানে সে ব্রহ্ম হয়" "ব্রহ্মজ্ঞ পারম্যপ্রাপ্ত হয়।" "আচার্য্যবান্ ব্যক্তিই তাঁহাকে জানে।" "তাহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব—যাবৎ না সে শরীর-বিনির্ম্মুক্ত হয়; অনন্তর সে ব্রহ্মসম্পন্ন হয়।" ইত্যাদি। শ্রুতি "যাহা আত্মা তাহা নিষ্পাপ—" এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া "সে সর্ব্বলোক-প্রাপ্ত হয়, সমুদায় কাম্য লাভ করে।" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। অনন্তর "যে বিচার করিয়া পূর্ব্বোক্ত আত্মা জানে" "আত্মাই দ্রষ্টব্য অর্থাৎ আপনাকে সাক্ষাৎকার করা কর্ত্তব্য" এইরূপ বলিয়া অবশেষে বলিয়াছেন "এই পর্য্যন্ত বা ইহাই অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ।" ইত্যাদি শ্রুতি কেবল বিদ্যারই অর্থাৎ কর্ম্মবিযুক্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞানেরই পুরুষার্থসাধনতা শুনাইয়াছেন। এই বিষয়ে অন্যান্য আচার্য্য নিম্নোক্ত পথে প্রত্যবস্থান করেন।

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদোযথাঽন্যেম্বিতি জৈমিনিঃ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ২॥

সূত্রার্থ—শেষত্বাৎ কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ হেতোঃ কর্ত্তৃত্বেনাত্মন ইতি যোজ্যম্। তদ্বিজ্ঞানমপি ব্রীহিপ্রোক্ষণাদিবৎ বিষয়দ্বারেণ কর্ম্মসম্বন্ধি। অতএব, যথাঽন্যেষু

দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বং তথাত্মজ্ঞানফলশ্রুতেরপ্যর্থবাদত্বমিতি জৈমিনিরাহ। পুরুষার্থবাদঃ কর্তৃস্তুত্যর্থমর্থবাদঃ ;—যে কর্ম্ম করে সেও কর্ম্মের অন্যতম অঙ্গ। আত্মা কর্ম্ম করে, সে জন্য আত্মাও কর্ম্মাঙ্গ। সুতরাং তাহার অর্থাৎ কর্ম্মকর্তার যথোক্ত আত্মবিজ্ঞানও কর্ম্মের অঙ্গ। কর্ম্মাঙ্গ আত্মজ্ঞান বিষয়ে যে-সকল ফলবাক্য আছে সে সকল অর্থবাদ—কর্ম্মকর্তা আত্মার প্রশংসাবাদ মাত্র। যদ্রূপ অন্যান্য অঙ্গ বিষয়ে অর্থবাদ বাক্য আছে তদ্রূপ এই কর্তৃসংস্কার অঙ্গেও ঐ সকল অর্থবাদ অভিহিত হইয়াছে।

ভাষ্যার্থ—আত্মাই কর্ম্মকর্তা সে জন্য তিনিও কর্ম্মের অন্যতম অঙ্গ। যেহেতু আত্মা কর্ম্মাঙ্গ, সেই হেতু তদ্বিজ্ঞানের (আত্মজ্ঞানের) ব্রীহিপ্রোক্ষণের ন্যায় * বিষয় দ্বারা অর্থাৎ পরম্পরা সম্বন্ধে কর্ম্মসম্বান্ধতা আছে। সুতরাং আত্মবিজ্ঞানও কর্ম্মের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় প্রয়োজনীয়। অঙ্গ ও প্রয়োজনীয় আত্মজ্ঞানসম্বন্ধে যে ফলশ্রবণ আছে সে সকল অর্থবাদ, ইহা জৈমিনি মুনির মত। জৈমিনি মুনি মানেন বা মনে করেন, যেমন অন্যান্য যজ্ঞীয় দ্রব্যের সংস্কার সম্বন্ধে "যাহার পত্রনির্ম্মিত জুহূ (হোমের হাতা), সে পাপ বাক্য শুনে না অর্থাৎ অনিন্দনীয় হয়।" "যজমান যে অঞ্জন ধারণ করে, তাহাতে সে শত্রুর চক্ষু ছিন্ন করে।" "যাগকর্তা যে প্রযাজ অনুযাজ করে, তাহাতে তাহার যজ্ঞ বর্ম্মাচ্ছাদিত করা হয়।" "যজ্ঞে এই সকল কর্ম্ম যজমানের শত্রুবিজয়ের কারণ।" এই সকল বাক্য অর্থবাদ, স্তুতিমাত্র, তেমনি, আত্মজ্ঞানসম্বন্ধীয় ফলবাক্যও অর্থবাদ, স্তুতিমাত্র। (ফলের সহিত অর্থবাদ বাক্যের সম্বন্ধ নাই, কর্ম্মের সহিতই তাহার সম্বন্ধ সুতরাং তাহা কর্ম্মের স্তাবক মাত্র। বিশদার্থ এই যে, ঐ সকল ফলবচন প্রলোভন মাত্র ; বস্তুতঃ ঐ সকল ফল হয় না।) এই স্থানে বলিতে পার, আপত্তি করিতে পার যে, আত্মবিজ্ঞান

* ব্রীহি ধান্যবিশেষ (আশুধান্য)। তাহা যজ্ঞকার্য্যে গৃহীত হয় এবং তাহাতে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জলপ্রোক্ষণ করা হয়। সেই প্রোক্ষণে তাহার সংস্কার হয়, সংস্কারের প্রভাবে তাহাতে ফলজনকতাশক্তি আইসে। এইরূপ আত্মাও উপনিষদ্বিহিত জ্ঞানের দ্বারা সংস্কৃত হন, সংস্কৃত হইয়া কর্ম্মফল পাইবার যোগ্য হন। অতএব, যদ্রূপ ব্রীহিপ্রোক্ষণ দ্রব্যসংস্কারক অঙ্গ, তদ্রূপ আত্ম-বিজ্ঞানও কর্ম্মের কর্তৃসংস্কারক অঙ্গ।

অনারভ্যাধীত অর্থাৎ কোন কর্ম্ম-প্রস্তাবে পঠিত নহে এবং সেজন্য তাহার প্রকরণ প্রভৃতি বিনিযোজক প্রমাণ নাই। যখন বিনিযোজক প্রমাণ নাই, তখন কি প্রকারে যজ্ঞের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইবে? আত্মাই কর্ম্মকর্ত্তা; তদনুসারে তাঁহার জ্ঞানও বাক্যপ্রমাণে যজ্ঞকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে এরূপ বলিলেও আপত্তি হইবে। কেননা, ঈদৃক স্থলে বাক্যের দ্বারা বিনি-যোগ (আত্মজ্ঞানকে যজ্ঞকার্য্যে সংযোজনা করা) অনুপপন্ন (অযুক্ত)। বাক্য অব্যভিচারী কোন দ্বার বা উপলক্ষ্য প্রাপ্ত না হইলে অনারভ্যাধীত পদার্থকে যজ্ঞকার্য্যে সংযোজন করিতে পারে না। আত্মা কর্ম্মকর্ত্তা সত্য; কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে লোক বেদ উভয়সাধারণ; সুতরাং অব্যভিচারী অর্থাৎ তন্মাত্রনির্দ্দিষ্ট নহেন। তিনি লৌকিক কর্ম্মও করেন, বৈদিক কর্ম্মও করেন। অতএব, যজ্ঞকার্য্যে আত্মার অঙ্গভাব বা সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যে তদ্বিজ্ঞানেরও কর্ম্মের সহিত অঙ্গভাব বা সম্বন্ধ থাকিবে, এ সিদ্ধান্ত প্রমাণলভ্য নহে। বাদি-গণের এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর—কিছুই নহে। কারণ, বেদোক্ত কর্ম্মব্যতীত অন্যত্র ব্যতিরেক-বিজ্ঞানের অর্থাৎ দেহাতিরিক্তাত্মবিজ্ঞানের (দেহাদি আত্মা নহে, আত্মা বা আমি এতদতিরিক্ত, এই অতিরিক্ত জ্ঞানের) উপযোগ বা প্রয়োজন নাই। লৌকিক কার্য্যে তাদৃশ জ্ঞানের কি উপযোগ আছে? অল্প-মাত্রও উপযোগ বা প্রয়োজন দেখা যায় না। ব্যতিরেক জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, উভয় প্রকারেই দৃষ্টার্থপ্রবৃত্তি উপপন্ন হয়। (দৃষ্টার্থ=লৌকিক পদার্থ। প্রবৃত্তি=ইচ্ছা চেষ্টাদি। তাহা অতিরিক্ত জ্ঞান থাকিলেও হয়, না থাকিলেও হইতে পারে।) কিন্তু অতিরিক্ত জ্ঞান ব্যতীত বৈদিক কর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। কারণ, বৈদোক্ত কর্ম্মের ফল পারলৌকিক অর্থাৎ মরণের পর হয়। যে কর্ম্মের ফল মরণের পর লভ্য; ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞান ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ কেহই সেরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয় না। অতএব, বৈদিক কর্ম্মে ও কর্ম্মাঙ্গে ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞানের উপযোগ বা প্রয়োজন আছে। উপনিষদে আত্মার অপাপত্ব প্রভৃতি বিশেষণ প্রদত্ত আছে, তদ্বলে আত্মার অসংসারিত্বই প্রতীত হইবে, তাদৃশ আত্মবিজ্ঞান প্রবৃত্তির অঙ্গ নহে। অর্থাৎ তাদৃশ আত্মজ্ঞান হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত নিবৃত্তিই হইতে পারে, এ কথাও বলিতে পার না। কারণ এই যে, উপনিষদে প্রিয়াদিসংসূচিত সংসারী

আত্মাই দ্রষ্টব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। (প্রিয়, মোদ, [illegible], এ সমস্তই সুখবিশেষ। আত্মা তাহা প্রাপ্ত হয় বা ভোগ করে। এ সকল কথা সংসারী আত্মারই বোধক।) অপাপ প্রভৃতি কতকগুলি অসংসারী বোধক বিশেষণ আছে সত্য; পরন্তু সে সকল স্তুতি বা প্রশংসা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যদি বল, অসংসারী ব্রহ্মই জগৎ কারণ এবং সেই জগৎ-কারণ ব্রহ্মই এই সংসারী আত্মার পারমার্থিক স্বরূপ, ইহা প্রত্যেক উপনিষদে উপদিষ্ট, এ সকল কথা পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বলা হইয়াছে, আবার সে সকল কথা কেন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহাই দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত স্থুণানিখননের দৃষ্টান্তে পুনঃ পূর্ব্বপক্ষ ও পুনঃ সামাধান করা হইতেছে।

আচারদর্শনাৎ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ৩ ॥

সূত্রার্থ – বিদ্যয়া সহ কর্ম্মাচরণদর্শনান্ন কেবলৈব বিদ্যা মোক্ষহেতুরিতি সূত্রার্থঃ।—জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মাচরণ (কর্ম্মানুষ্ঠান) করিতে দেখা যায়। তদ্দ্বারা জানা যায়, কেবল জ্ঞান মোক্ষকারণ নহে।

ভাষ্যার্থ—"মিথিলা দেশের রাজা জনক বহুদক্ষিণ যজ্ঞ (তন্নামক যজ্ঞ অথবা অশ্বমেধ) করিয়াছিলেন।" "হে মহাভাগগণ! আমি যাগদীক্ষিত হইয়াছি।" ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্রে দেখা যায়, ব্রহ্মবিৎ রাজর্ষিরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য অন্যবিধ হইলেও কর্ম্মসম্বন্ধ বোধের বাধা জন্মায় না। উদ্দালক প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি পুত্রের অনুশাসন (উপদেশ) করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া জ্ঞানের সহিত গার্হস্থ্যের সম্বন্ধ থাকা অনুমিতি হয়। কেবল জ্ঞানে পুরুষার্থ লাভ হইলে কিজন্য তাঁহারা ক্লেশবহুল যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতেন? সমীপে মধু পাইলে কে পর্ব্বতে যায়।

তচ্ছ্রুতেঃ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ৪ ॥

সূত্রার্থ—তৎ কর্ম্মাঙ্গত্বম্। শ্রুতেস্তৃতীয়াশ্রুতেরবধার্য্যত ইতি যোজ্যম্।—জ্ঞান যে কর্ম্মের অন্যতম অঙ্গ তাহা "শ্রদ্ধয়া, উপনিষদা" ইত্যাদি বাক্যস্থিত তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা অবধারিত হয়।

ভাষ্যার্থ—"যাহা বিদ্যায় (উপাসনায়) নিষ্পন্ন হয়, তাহা শ্রদ্ধার ও উপনিষদের দ্বারা (উপনিষদ=রহস্যবিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান) বীর্য্যবত্তর অর্থাৎ ফলাতিশয়জনক হয়।" এই বাক্যে তত্ত্বজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা শ্রবণ থাকায় কেবল জ্ঞানের পুরুষার্থজনকতার অভাব নির্দ্ধারিত হইতেছে।

সমন্বারম্ভণাৎ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ৫ ॥

সূত্রার্থ—"সমন্বারভেতে" ইতি শ্রবণাৎ বিদ্যা কর্ম্মাণোঃ সমুচ্চয় এব ফলারম্ভকারণং ন তু বিদ্যায়া স্বাতন্ত্র্যমস্তীতি ভাবঃ।—শ্রুতি বলিয়াছেন, বিদ্যা ও কর্ম্ম পরস্পর সহভাবাপন্ন হইয়া ফল জন্মায়, সুতরাং বুঝা গেল, জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যে ফলজনকতা নাই।

ভাষ্যার্থ—"বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয়ই সেই পরলোক প্রস্থিত (মৃত) জীবের অনুগমন করে।" এই শ্রুতিতে দেখা যায়, ফলারম্ভের প্রতি অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের প্রতি জ্ঞান কর্ম্ম উভয়েরই সহভাব আছে। অর্থাৎ উভয় মিলিত হইয়াই জন্মান্তরাদি ফল জন্মায়, কেবল জ্ঞান কিছুই করে না।

তদ্বতোবিধানাৎ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ৬ ॥

সূত্রার্থ- কৃৎস্নবেদার্থজ্ঞানিনং প্রতি কর্ম্মণো বিধানাৎ।—যে সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে ও সে সকলের অর্থ বুঝিয়াছে, সেই ব্যক্তির উদ্দেশেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম বিহিত অর্থাৎ উপদিষ্ট। সমস্ত বেদার্থের মধ্যে উপনিষদ প্রসূত তত্ত্বজ্ঞান নিবিষ্ট আছে।

ভাষ্যার্থ—"গুরুকুলে অবস্থান পূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া।" "গুরুর সমুদায় কার্য্য (আজ্ঞাপালন) শেষ করিয়া" "সমাবর্ত্তন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া।" "কুটুম্বমধ্যে বাস করতঃ পবিত্র স্থানে বেদাধ্যয়ন তৎপর—"এই সকল শ্রুতি ও এই সকলের অনুরূপ অন্যান্য শ্রুতি সর্ব্ববেদার্থ জ্ঞানীরই কর্ম্মাধিকার দেখাইতেছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, বিজ্ঞানের (আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের) স্বাধীনভাবে ফলপ্রদানসামর্থ্য নাই। বেদমধীত্য—বেদ অধ্যয়ন করিয়া, এখানে মাত্র অধ্যয়ন-শব্দের উল্লেখ থাকিলেও তাহার অর্থ কেবল উচ্চারণ নহে। অর্থজ্ঞানও অধ্যয়নের অন্তর্গত। অধ্যয়ন-শব্দ যে উচ্চারণানন্তর অর্থবোধ পর্য্যন্ত অর্থ বুঝায় তাহা পূর্ব্বকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

নিয়মাচ্চ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ৭ ॥

সূত্রার্থ—নিয়মবিধিদর্শনাচ্চ।—"কর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিবেক।" "যাবৎ না জরা মরণ উপস্থিত হয় তাবৎ অগ্নিহোত্রযাগ করিবেক" ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্মতৎপর থাকিবার নিয়ম কথিত

হইয়াছে। নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হয় না। তাহাতেই বুঝা যায়, জ্ঞান কর্ম্মেরই অন্যতম অঙ্গ। (২ হইতে ৭ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ)।

ভাষ্যার্থ—"কর্ম্ম করিবার জন্য, শত বৎসর পর্য্যন্ত এই দেহে জীবিত থাকার ইচ্ছা করিবেক। তুমি কথিত প্রকারে বিদ্যমান থাকিলেও (জীবিত থাকিলেও) কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না। এই প্রকার ব্যতীত অন্যপ্রকার নাই।" "এই যে সত্র অর্থাৎ যজ্ঞ ইহার নাম অগ্নিহোত্র। ইহা জরা-মরণ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয়। জরা আসিলে অথবা মৃত্যু হইলে ইহা আমাদিগকে ত্যাগ করিবেক। (মধ্যে নহে)।" এই সকল কর্ম্ম নিয়ামক বিধানের দ্বারাও জ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে ২ হইতে ৭ সূত্র পর্য্যন্ত যে-পূর্ব্বপক্ষ স্থাপিত হইল তাহার প্রতিবিধান এইরূপ -

অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ৮॥

সূত্রার্থ - তুঃ পরপক্ষনিরাসার্থঃ। বেদান্তোক্তং পরমাত্মজ্ঞানং ন কর্ম্মাঙ্গং ততশ্চ তৎফলং নার্থবাদঃ। হেতুমাহ—অধিকেতি। বেদান্তেষু অধিকস্য শারীরাদাত্মনোঽসংসারীশ্বরস্যোপদেশদর্শনাদিত্যর্থঃ। এবং সতি বাদরায়ণস্য মতমবিচাল্যম্ভবতি। তদ্দর্শনাং অধিকোপদেশদর্শনাৎ শ্রুতিষ্বিতি পূরণীয়ম্। ফলিতার্থস্তু—যঃ কর্ত্তা কর্ম্মাঙ্গং নাসৌ বেদান্তবেদ্যো যচ্চ ব্রহ্ম তদেব তদ্বেদ্যং ন তৎকর্ম্মাঙ্গম্। ততশ্চ তজ্জ্ঞানস্য কুতঃ কর্ম্মশেষতা কুতো বা ফলশ্রুতেরর্থ-বাদতেতি।—যে-আত্মা বেদান্তে উপদিষ্ট, সে আত্মা কর্ম্মাঙ্গ কর্ত্তৃ-আত্মা (জীবাত্মা) হইতেঅধিক অর্থাৎ উৎকৃষ্ট। বেদান্তবেদ্য আত্মা অসংসারী ও কর্ত্তৃত্বাদিসর্ব্বধর্ম্মবর্জ্জিত। অতএব, বাদরায়ণের মতই দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য। শ্রুতিতেও অধিক অর্থাৎ অসংসারী ব্রহ্মাত্মার উপদেশ দেখা যায়।

ভাষ্যার্থ—সূত্রস্থ তু-শব্দ প্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের (উত্থাপিত আপত্তির) নিবারক। অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মের অন্যতম অঙ্গ ও তদুপলক্ষ্যে কথিত ফলবাক্য অর্থবাদ, সে কথা নহে। সে কথা উপপন্ন হয় না অর্থাৎ তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা, অধিক উপদেশ দৃষ্ট হয়। বেদান্তে যদি কেবল দেহাতিরিক্ত কর্ত্তা ও কর্ম্মফলভোক্তা সংসারী আত্মা উপদিষ্ট হইতেন তাহা হইলে অবশ্যই সেই সেই ফলশ্রুতিকে কথিতপ্রকারে অর্থবাদবাক্য বলিতে

পারিতেন ; কিন্তু কেবল তাহা অভিহিত হয় নাই, বেদান্তে কেবল সংসারী আত্মা উপদিষ্ট হয় নাই, অধিকন্তু তদভেদে ও তদতিরিক্তরূপে অসংসারী ঈশ্বরাত্মাও বেদ্য বা বিজ্ঞেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। তদনুসারে তাঁহাকে কর্ত্তৃত্বাদিসর্ব্বধর্ম্মরহিত নিষ্পাপ নির্লিপ্ত উদাসীন ও পরমাত্মা বলিয়া জানিতে হইবে। সে জ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ হওয়া বা কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা দূরে থাকুক, কর্ম্মের উচ্ছেদই করিয়া থাকে। এ তথ্য "উপমর্দ্দঞ্চ" সূত্রে সমর্থিত হইবে। অতএব, ভগবান্ বাদরায়ণ যে বলিয়াছেন, কেবল বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানে পুরুষার্থ (মোক্ষ) সিদ্ধ হয়, তাহা স্থিরতরই থাকিবেক, শেষত্ব প্রভৃতি হেত্বাভাস তাহাকে চালিত করিতে পারিবে না। (২ হইতে ৭ পর্য্যন্ত সূত্রে যে সকল হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে সে সকল প্রকৃত হেতু নহে। সে সকল হেত্বাভাস অর্থাৎ মাত্র দেখিতে হেতুর মত। সুতরাং সে সকলের দ্বারা প্রতিজ্ঞাত তত্ত্ব অব্যভিচরিতরূপে সাধিত হইতে পারে না।) যে সকল শ্রুতি শরীরাভিমানী জীবাত্মার অধিক ঈশ্বরাত্মা বা পরমাত্মা বলিয়াছেন সে সকল শ্রুতি এই—'সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ।" "বায়ু তাঁহারই ভয়ে বহমান হয়, সূর্য্যও তাঁহার ভয়ে উদিত হন।" "ইনি উত্তত বজ্র অপেক্ষা অধিক ভয়হেতু।" "গার্গি! এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) অনুশাসনেই চন্দ্র-সূর্য্য বিধৃত আছে।" "তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব। অনন্তর তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন।' ইত্যাদি। বেদান্তে প্রিয়াদিসূচিত সংসারী আত্মাও বিজ্ঞেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে সত্য ; যথা—"আত্মার অর্থাৎ আপনার প্রিয় (প্রীতি বা সুখ) বা তৃপ্তিপ্রদ বলিয়াই এ সমুদায় প্রিয় হয়।' "আত্মাই দ্রষ্টব্য" "যে প্রাণের দ্বারা প্রাণবান্ অর্থাৎ জীবিত থাকা যায় তাহা আত্মা ও সর্ব্বান্তর (সমুদায় দৈহিক পদার্থের অভ্যন্তরে বা মূলে বিরাজমান)।" "চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন" ইত্যাদি, পরন্তু সে সকল বাক্যও জীবপরমাত্মার আত্যন্তিক ভেদ অভিপ্রায়ে আম্নাত হয় নাই। কারণ, সেই সেই প্রস্তাবের শেষে এই সকল বাক্যসন্দর্ভ আছে। "ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ প্রভৃতি সমস্তই এই মহদ্ভূতের (নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের) নিঃশ্বাসতুল্য অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি সমুদায় শাস্ত্র তাঁহা হইতে বিনা প্রযত্নে বহির্ব্যক্ত হইয়াছে।" "যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা মৃত্যু অতিক্রম করেন, পরম জ্যোতিঃ (ব্রহ্ম) সম্পন্ন হইয়া স্বীয় পারমার্থিক রূপ প্রাপ্ত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ।"

ইত্যাদি। ইত্যাদিবিধ বাক্য শেষ দ্বারা ইহাই প্রতীত হইতেছে শ্রুতির অধিক বলিবার ইচ্ছা থাকায় সেই সেই স্থলে অসংসারী ব্রহ্মের উপদেশ করা অভিপ্রেত, তাই তিনি প্রদর্শিত শেষ বাক্যে জীবব্রহ্মের আত্যন্তিক ভেদ বলেন নাই। সুতরাং উত্থাপিত আপত্তির খণ্ডন ও বিরোধভঞ্জন সুসিদ্ধ হয়। পরমেশ্বরস্বরূপই শারীরাত্মার পারমার্থিক স্বরূপ; তাঁহার যে শারীরত্ব বা জীবত্ব তাহা উপাধিকৃত। এ কথা "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যে ও "ইহাঁ ছাড়া পৃথক্ দ্রষ্টা নাই —" ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত আছে। এ সমস্তই আমরা ইতিপূর্ব্বে সেই সেই স্থানে সবিস্তরে বলিয়াছি।

তুল্যন্তু দর্শনম্॥ অ ৩, পা ৪, সূ ৯॥

সূত্রার্থ- দর্শনমাচারদর্শনং তুল্যং কর্ম্মাকর্ম্মশেষত্বে ইতি।—শাস্ত্রে যেমন জ্ঞানীর আচার নিষ্ঠতা অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান রতি দেখিয়াছ, তেমনি কর্ম্মবিরতিও দেখিতে পাইবে; অতএব, আচারদর্শনরূপ হেতু উভয় পক্ষেই তুল্য। সে জন্য তাহা তাহার সাধক হইতে পারে না। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

ভাষ্যার্থ—বলিয়াছিলে যে, আচার দেখা যায় অর্থাৎ জ্ঞানীদিগকেও কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে দেখা যায়, তৎকারণে জ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া অবধৃত, সে কথারও প্রত্যুত্তর দিতেছি। আচারদর্শন তুল্য অর্থাৎ কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ উভয় পক্ষেই আচার দর্শন আছে। শ্রুতিতে যেমন জ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান বর্ণিত আছে তেমনি কর্ম্মত্যাগও বর্ণিত আছে। কর্ম্মবর্জ্জনবোধিকা শ্রুতি এই—"ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা এইরূপ বলিয়াছিলেন। আমরা কিজন্য অধ্যয়ন করিব? কিজন্য যজ্ঞ করিব? পূর্ব্ব বিদ্বান্‌গণ অগ্নিহোত্র হোম করেন নাই। ব্রহ্মজ্ঞ-গণ আত্মার সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া পুত্রেচ্ছা ধনেচ্ছা ও লোকেচ্ছা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠতাচরণ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ হন।" ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য, শুক ও নারদ প্রভৃতি জ্ঞানী ছিলেন অথচ কর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন না। "ইহাই অমৃত (মোক্ষ) এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।" এই শ্রুতিতে জ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্যের কর্ম্মত্যাগের কথা শুনা যায়। "হে মহাভাগগণ! আমি এখন যজ্ঞদীক্ষিত।" এই লিঙ্গদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ কৈকেয় রাজার যজ্ঞদীক্ষিত হওয়ার কথা, ইহা বৈশ্বানর-উপাসনা-বিষয়ক। যদিও সগুণব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্ম

সাহিত্য[illegible]কা অসম্ভব নহে তথাপি তাহা প্রকরণস্থ নহে বলিয়া সে স্থলেও কর্ম্ম সাহিত্যের অভাব আছে। বলিয়াছিলে যে, "উপনিষদা" এতদ্বাক্যস্থ তৃতীয়া বিভক্তির বলে উপনিষদ্‌প্রভব জ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা অবধারিত হইতে পারে; এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর বলিব।

অসার্ব্বত্রিকী ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ১০ ॥

সূত্রার্থ—অসার্ব্বত্রিকী ন সর্ব্ববিদ্যাবিষয়া। প্রকৃতা যা উদ্গীথবিদ্যা তদ্বিষয়া এব সা শ্রুতিরিতি সূত্রার্থঃ। —তৃতীয়া শ্রুতি কর্ম্মাঙ্গের বিনিযোজক সত্য; পরন্তু প্রদর্শিত তৃতীয়া শ্রুতি উদ্গীথবিদ্যাপ্রকরণে অভিহিত; সেই কারণে তাহা সর্ব্ববিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা বোধিকা নহে। অর্থাৎ তদ্দ্বারা কেবল উদ্গীথ-জ্ঞান'কেই কর্ম্মাঙ্গ বলিতে পার, অন্য জ্ঞানকে (উপাসনাকে) কর্ম্মাঙ্গ বলিতে পার না।

ভাষ্যার্থ—তাহা সার্ব্বত্রিক নহে। "বিদ্যা যাহা করে—" এই শ্রুতি সর্ব্ব-বিদ্যাবোধিকা নহে। কেননা, প্রস্তাবিত বিদ্যারই সাহিত উহার সম্বন্ধ। উদ্গীথজ্ঞানে ওঁ এই অক্ষরের উপাসনা করিবেক, এই প্রস্তাবে ঐ কথা অভিহিত হওয়ায় উদ্গীথবিদ্যার সহিতই ঐ শ্রুতির সম্বন্ধ।

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ৩ অ, পা ৪, সূ ১১ ॥

সূত্রার্থ—শতং যথা বিভজ্য দীয়তে পঞ্চাশদেকস্মৈ পঞ্চাশদন্যস্মৈ তথা বিদ্যাকর্ম্মণী অপি বিভাগেন সমন্বারভেতে ন তু সাহিত্যেনেতি।—শত মুদ্রা বিভাগের দৃষ্টান্তে উক্ত উভয়ের (বিদ্যাকর্ম্মের) বিভাগ অবধারণ করিতে হইবে।

ভাষ্যার্থ—বলিয়াছিলে যে, জ্ঞান কর্ম্ম উভয়ই পরলোক গমনে উদ্যত পুরুষের অনুগমন করে, মরণের পর ভোগদেহ জন্মায় বা আরম্ভ করে, এই সমন্বারম্ভ বাক্য জ্ঞানের অস্বাতন্ত্র্য পক্ষের গমক, সে কথার প্রত্যুত্তর দিতেছি। সেই সমন্বারম্ভ দীয়মান শত সংখ্যার দৃষ্টান্তে বিভাগক্রমেই হয়। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান যে-পুরুষকে যে-রূপে আরম্ভ করে, কর্ম্ম সে পুরুষকে সে রূপে আরম্ভ করে না। জ্ঞানফল একপ্রকার, কর্ম্মফল অন্যপ্রকার। যেমন "দুই ব্যক্তিকে শত মুদ্রা দাও" বলিলে বিভাগ প্রক্রিয়ায় এক জনকে পঞ্চাশ অন্যজন'কে পঞ্চাশ দেওয়া হয়, সেইরূপ, বিদ্যা ও কর্ম্ম বিভাগ প্রণালীতেই ফলপ্রদান

করে। এমন বলিতে পারিবে না যে, ঐ সমন্বারম্ভ বাক্য মুমুক্ষু বিষয়ে অভিহিত। অর্থাৎ তদ্দ্বয় মুমুক্ষুর অনুগমন করে, সংসারীর অনুগমন করে না, এরূপ নহে। কারণ, শ্রুতি "এইরূপ কামনা বা সংকল্প করে বলিয়া সংকল্পানুরূপ লোকে যায়" এইরূপে সংসারী জীব লক্ষ্য করিয়া প্রোক্ত প্রস্তাব শেষ করিয়াছেন। অপিচ "যে কামনা করে না, সংকল্প ত্যাগ করে—" এইরূপে মুমুক্ষুবিষয়ক পৃথক্ উপক্রম (প্রস্তাব বা সন্দর্ভ) বলিয়াছেন। তন্মধ্যে যে সকল বিদ্যা সংসারগোচরা সে সকল বিদ্যা অবিশেষে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ। আর যে বিদ্যা সংসারগোচরা নহে, সে বিদ্যাবিষয়ে ঐ সমন্বারম্ভ বাক্যের অবিভাগ অর্থাৎ সমুচ্চয় উপপন্ন হইতে পারে। বলিয়াছিলে যে, কর্ম্ম বেদাধ্যয়নবান্ পুরুষের জন্য বিহিত তদনুসারেও বৈদিকজ্ঞানের কর্ম্মশেষতা প্রতীত হয়, আচার্য্য ব্যাস সে কথারও উত্তর দিতেছেন।

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ১২ ॥

সূত্রার্থ—মাত্রশব্দেন জ্ঞানস্য ব্যবচ্ছেদঃ।—কর্ম্মাধিকারে জ্ঞানের প্রতীক্ষা নাই। তাহা কেবল মাত্র অধ্যয়ন সাপেক্ষ।

"গুরুকুলে বাস করতঃ বেদ অধ্যয়ন করিয়া -" এই বাক্য অধ্যয়ন শব্দ সন্নিবিষ্ট থাকায় নিশ্চয় হয়, যে কেবলমাত্র বেদ উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছে— অভ্যাস করিয়াছে, সেও কর্ম্মকাণ্ডে অধিকারী। অর্থবোধ ব্যতীত প্রকৃত কর্ম্মাধিকার হয় না সত্য; পরন্তু আমরা এমন কথা বলি না যে, অধ্যয়নপ্রসূত কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান কর্ম্মের অধিকার নিবারক। আমরা ইহাই প্রতিপাদন করিব, দেখাইব, যে বেদমস্তক উপনিষদ্ ও তৎপ্রভব আত্মজ্ঞানের ফল স্বতন্ত্র, এবং তাহাই কর্ম্মাধিকারের অপ্রয়োজক। যে এক যজ্ঞ করিবে সে যেমন অন্য যজ্ঞের জ্ঞান অপেক্ষা করে না, তেমনি, যে কর্ম্ম করিবে সেও ঔপনিষদ্ আত্মজ্ঞান অপেক্ষা করে না। কারণ এই যে, অর্থ জানুক বা না জানুক, উপনিষদুক্ত মন্ত্র অভ্যস্ত হইলেই সে কর্ম্ম বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে। আর এক কথা বলিয়াছিলে যে, কর্ম্ম করার নিয়ম দেখা যায়, সে কথার প্রত্যুত্তর দিতেছি।

নাবিশেষাৎ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—দর্শিতং যন্নিয়মবিধানং তদবিশেষবিষয়মিতি।—অবিশেষে নিয়মের

বিধান, সুতরাং জ্ঞানীয় সম্বন্ধে বিশেষাভাব। অর্থাৎ জ্ঞানীও কর্ম্ম তৎপর হইবেন, এ বিশেষ ঐ বিধানে লব্ধ হয় না।

ভাষ্যার্থ—"কর্ম্মতৎপর থাকিয়া শতবর্ষব্যাপী জীবন ইচ্ছা করিবেক" ইত্যাদি বাক্যে কর্ম্মকরণের নিয়ম শুনা যায় সত্য; পরন্তু সে নিয়ম জ্ঞানী অজ্ঞানী সাধারণ। জ্ঞানীর পক্ষে কোনরূপ বিশেষ নিয়ম শ্রুত হয় নাই।

স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—অথবা স্তুতয়ে বিদ্যাপ্রশংসার্থং অনুমতিঃ কর্ম্মানুজ্ঞানম।—অথবা ঐ কর্ম্মানুমতি (কর্ম্ম করিবার আদেশ বা বিধান) বিদ্যার (জ্ঞানের বা উপাসনার) স্তুতিনিমিত্ত অর্থাৎ ঐ কথা বিদ্যামহিমা বলিবার জন্য বা বিদ্যা প্রশংসা করিবার জন্য।

ভাষ্যার্থ "এতদ্দেহে কর্ম্ম করিতে করিতে—" এই স্থানে অপর এক অর্থ আছে। "কর্ম্ম কুর্ব্বন্" এই কথার সঙ্গে প্রকরণ অনুসারে বিদ্বানের সম্বন্ধ বা অন্বয় হয় হউক, তথাপি দোষ হইবে না। অর্থাৎ জ্ঞানীও কর্ম্ম করিবেন, এ অর্থ হইলেও তাহা অস্মৎ পক্ষের প্রতিকূল হইবে না। কারণ, ঐ কর্ম্মানুজ্ঞা ("বিদ্বান্ কর্ম্ম করিতে করিতে করিতে" এ কথা) জ্ঞান প্রশংসার্থ ব্যতীত অন্য অর্থে প্রযোজিত হয় নাই। কেন না, শ্রুতি ঐ কথার অব্যবহিত পরেই বলিয়াছেন কর্ম্ম বিদ্বান্ নরে লিপ্ত হয় না। কর্ম্ম বিদ্বান নরে লিপ্ত হয় না, এই কথায় ইহাই বলা হইয়াছে যে, বিদ্যার এমনই প্রভাব যে যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিলেও তাহা বিদ্বান্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানী) নরে সংস্পৃষ্ট হয় না। জ্ঞান বলে সে সকল পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ জ্ঞানস্তুতি করা হইয়াছে মাত্র।

কামকারেণ চৈকে ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—একে ঋষয়ঃ বিদ্বাংসঃ কামকারেণ স্বেচ্ছাতঃ। ইচ্ছাদিসাধ্য-কর্ম্মণস্ত্যাগাৎ ন জ্ঞানং কর্ম্মণোঽঙ্গমিতি স্থিতিঃ। প্রত্যক্ষীকৃতবিদ্যাফল পূর্ব্বঋষিগণ কামনাপ্রসূত বা ইচ্ছাসাধ্য কর্ম্ম করেন নাই।

ভাষ্যার্থ—কোন কোন জ্ঞানী—যাঁহারা জ্ঞানফল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহারা—সেই উপলক্ষে কাম্যফলোপায় প্রযাজ প্রভৃতি যাগে প্রয়োজনাভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহা স্মরণ করিয়াছিলেন। এই কথাই কাম

কারণসূত্রে বলা হইয়াছে অর্থাৎ দেখান হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী শাখায় শ্রুতি আছে। যথা—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানীরা প্রজা কামনা করেন নাই (প্রজা=সন্তান। তদুপলক্ষিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম)। তাঁহারা জানিয়া ছিলেন ও বলিয়াছিলেন, যে আত্মাই আমাদের প্রত্যক্ষ লোক; সুতরাং আমরা প্রজা লইয়া কি করিব"। অনুভবারূঢ় বা প্রত্যক্ষীকৃতজ্ঞানফল কর্ম্মফলের ন্যায় কালান্তরভাবী নহে; জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই জ্ঞানফল অনুভূত হয়, এ তথ্য আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি ও প্রতিপাদন করিয়াছি। সে জন্যও জ্ঞান কর্ম্মের সহচর বা অঙ্গ নহে এবং তৎসম্বন্ধীয় ফলবাক্যও অর্থবাদ নহে।

উপমর্দ্দঞ্চ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—অশেষক্রিয়াবিভাগোপমর্দ্দকত্বং জ্ঞানস্যেতি নাত্মবিজ্ঞানং কর্ম্মাঙ্গমিতি।—ঔপনিষদ আত্মবিজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার উদয়ে কর্ম্মের উপমর্দ্দন (বিনাশ) দেখা যায়।

ভাষ্যার্থ—অন্য হেতুও আছে। সে হেতু এই। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যাহা যাহা কর্ম্মাধিকারের কারণ-অর্থাৎ ক্রিয়া ও কারক (কর্ত্তা কর্ম্ম সম্প্রদান প্রভৃতি) সে সমুদায়ই মিথ্যাপ্রপঞ্চ বা অবিদ্যাবিজৃম্ভিত। সেই জন্যই সে সকল বিদ্যার উদরে উপমর্দ্দিত বা বিলীন হইয়া যায়। যথা—"যে সময়ে জ্ঞানীর এ সমস্তই আত্মভূত হয়, সে সময়ে বা তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?" ইত্যাদি। যাহারা বেদান্তোক্ত জ্ঞানের উদয়ের পরে কর্ম্মাধিকারের আশা করেন তাহাদের আশা নিরাশাই বৈদান্তিক আত্মজ্ঞান উদিত হইলে কর্ম্মাধিকার হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা তাহার মূলোচ্ছেদই হইয়া থাকে। অতএব, বিদার (জ্ঞানের) স্বাতন্ত্র্যই সিদ্ধান্ত, সাহিত্য পক্ষ সিদ্ধান্ত নহে।

অত এব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥
অ ৩, পা ৪, সূ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—অতএব বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বাদেব অগ্নীন্ধনাদীনামাশ্রমকর্ম্মণাং-অনপেক্ষা নিমিত্ততাঽভাবঃ বিদ্যাফলসিদ্ধাবিতি যোজ্যম্।—যেহেতু বিদ্যাই

পুরুষার্থের হেতু, সেই হেতু বিদ্যাফলে অগ্নি ও কাষ্ঠ প্রভৃতির অর্থাৎ আশ্রম-কর্ম্মের (যজ্ঞাদির) নিমিত্ততা নাই।

ভাষ্যার্থ—কতিপয় সূত্রের পূর্ব্বে যে "পুরুষার্থোঽতঃশব্দাৎ" সূত্র আছে, এখানে সেই সূত্রের "অতঃ শব্দ" সম্ভব বলিয়া অনুসন্ধান বা আকর্ষণ করা হইয়াছে। অতঃশব্দের অর্থ সেই হেতু। যেহেতু বিদ্যাই পুরুষার্থের (মোক্ষের) হেতু, সাধক, সেই হেতু অগ্নীন্ধনাদি অর্থাৎ গার্হস্থ্যবিহিত কর্ম্মকলাপ বিদ্যাফল নিষ্পত্তি বিষয়ে অনপেক্ষ। (আশ্রমবিহিত কর্ম্ম না করিলেও উপাসনাফল মোক্ষ লব্ধ হইতে পারে।) এ কথা পূর্ব্বে বলা হয় নাই, সুতরাং এটী অধিক কথা। এই অধিক কথাটী বলিবার জন্যই এই ২৫ সূত্রটী বলা হইল সত্য; কিন্তু ইহা পূর্ব্বের সেই পুরুষার্থবিচারের ফল বা উপসংহার।

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥
অ ৩, পা ৪, সূ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—প্রকারান্তরেণাপেক্ষাস্তীত্যাহ সর্ব্বেতি। যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ যজ্ঞেন বিবিদিষন্তীতি শ্রবণাৎ বিদ্যায়াং সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বেষামাশ্রমকর্ম্মণাং নিমিত্ত-ভাবোঽস্তীতি যোজনীয়ম্। অশ্ববদিতি দৃষ্টান্তঃ। অশ্বো যথা যোগ্যতাবশাৎ রথ এব যুজ্যতে ন তু লাঙ্গলাদ্যাকর্ষণে তথাশ্রমকর্ম্মাণ্যপি বিদ্যাফলনিষ্পত্তয়ে নাপেক্ষ্যন্তে কিন্তু বিদ্যোৎপত্তাবপেক্ষ্যন্তে।—প্রকারান্তরে সমুদায় আশ্রম-কর্ম্মের অপেক্ষাভাব আছে। অর্থাৎ জ্ঞানফল মোক্ষে আশ্রমকর্ম্মের উপযোগ না থাকুক, জ্ঞানের উৎপত্তিতে সে সকলের উপযোগ আছে। যেমন রথবাহনাদি কার্য্যেই অশ্বের অপেক্ষা বা উপযুক্ততা, লাঙ্গলাকর্ষণাদি কার্য্যে নহে, সেইরূপ।

ভাষ্যার্থ—বিদ্যা (জ্ঞান) কি কিছুমাত্র বা কোনও অংশে আশ্রমবিহিত কর্ম্মের প্রতীক্ষা করে না? অথবা কোন কোন অংশে কর্ম্মের প্রতীক্ষা আছে? এই চিন্তা (বিচার) এক্ষণে উপস্থিত হইতেছে। ২৫ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যা আশ্রমবিহিত অগ্নীন্ধনাদি (তৎসাধ্য যাগযজ্ঞাদি) কর্ম্ম প্রতীক্ষা করে না, সে স্বয়ং অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষফল প্রসব করে। সুতরাং পাওয়া গেল বুঝা গেল, বিদ্যা অল্পমাত্রও কর্ম্মের সাহার্য্য প্রতীক্ষা করে না। প্রসঙ্গক্রমে কর্ম্মের উক্তরূপ আত্যন্তিক অনপেক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায়

তৎসংশোধনার্থ ২৬ সূত্র বলা হইল। ২৬ সূত্রে বলা হইতেছে যে, বিদ্যা-ফল মোক্ষ বিষয়ে কর্ম্মের অপেক্ষা না থাকুক, বিদ্যার উৎপত্তিতে কর্ম্মের অপেক্ষা অর্থাৎ নিমিত্ততা আছে। বিদ্যা যে একবারেই কর্ম্মানপেক্ষ, তাহা নহে। বলিতে পার যে, একবার বলিলে বিদ্যা আশ্রমকর্ম্ম প্রতীক্ষা করে না, আবার বলিতেছ, সমুদায় আশ্রমোক্ত কর্ম্ম প্রতীক্ষা করে, এ বিরুদ্ধ কথা বলিবার প্রয়োজন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, উহা বিরুদ্ধ নহে এবং বলিবার প্রয়োজনও আছে। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান জন্মিলে তখন তাহা ফল দিবার জন্য অন্য কাহার সহায়তা প্রতীক্ষা করে না। পরন্তু তাহা জন্মিতে অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি কর্ম্মের অপেক্ষা (নিমিত্তভাব) আছে। এ কথা যজু-শ্রুতিও বলিয়াছেন। যজুশ্রুতি যথা—"ব্রাহ্মণগণ সেই এই পরমাত্মাকে বেদানুবচন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাশক অর্থাৎ সন্ন্যাস, এই সকলের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন।" এই শ্রুতি আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মকে জ্ঞানের সাধন (কাষ্ঠ যেমন পাকনিষ্পত্তির সাধন, উপায়, জ্ঞান-নিষ্পত্তির প্রতি যজ্ঞাদি সেইরূপ সাধন) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বিবিদিষন্তি—জানিতে ইচ্ছা করেন, এই বাক্যে যে বিবিদিষা (জ্ঞানেচ্ছা—জানিবার ইচ্ছা) এই একটী কথা আছে, সেই কথাতেই জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি যজ্ঞাদি কর্ম্মের সাধনভাব অবধারিত হয়। "যাহা যজ্ঞ তাহাই ব্রহ্মচর্য্য" ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানসাধন ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা যজ্ঞের সমাহার (অভেদ কথন) ও স্তুতি করা হইয়াছে। তাহাতেও যজ্ঞাদির বিদ্যোপকারিতা প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। "সমুদায় বেদ যে প্রাপনীয় বস্তু বলে, প্রতিপাদন করে, সমুদায় তপস্যা যাহাকে বলে, লক্ষ্য করে, যাহা পাইবার ইচ্ছায় লোকে কঠোরতর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই পদ অর্থাৎ প্রাপনীয় কি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, তাহা ওম্" (প্রণব অর্থাৎ ব্রহ্ম)। এ সকল শ্রুতিতেও আশ্রমবিহিত কর্ম্মের বিদ্যাসাধনতা সূচিত হইয়াছে। স্মৃতিও বলিয়াছেন, যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। যথা—"কর্ম্ম সকল পাপপাচক অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক পাপের নাশক এবং জ্ঞান পরমা গতি। কর্ম্মের দ্বারা কষায় অর্থাৎ পাপ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে (দগ্ধ হইলে) তৎপরে জ্ঞান প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ আত্মলাভ করে বা মোক্ষফল দিতে উন্মুখ হয়।" সূত্রস্থ "অশ্ববৎ" শব্দটী দৃষ্টান্তভাবে কথিত এবং তাহা যোগ্যতা অংশে। যোগ্যা-

যোগ্য বিচার সর্ব্বত্রই আছে। যোগ্য নহে বলিয়া লোকে অশ্বকে লাঙ্গলকর্ষণে নিযুক্ত করে না, কিন্তু রথচর্য্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত করে। সেইরূপ আশ্রমকর্ম্মও বিদ্যা-ফল মোক্ষনিষ্পত্তির উপযোগী না হইলেও বিদ্যাজন্মের উপযোগী।

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—তুঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। যদ্যপি সাক্ষাৎ বিধিশ্রুতির্নাস্তি তথাপি শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাদিতি বিধানাৎ তদুপকারকত্বেনাশ্রমকর্ম্মণাপি বিধি-কল্প্য ইতি সূত্রার্থঃ।—"বিবিদিষন্তি" পদ বিধিবিভক্তিযুক্ত না হইলেও তাহার অর্থের অপূর্ব্বতা আছে। অপূর্ব্বতা থাকাতেই ঐ বাক্যে কল্পিত বিধি স্বীকৃত হয়! জ্ঞানার্থী শমদমাদি যুক্ত হইবেক, এইরূপ বিধান নিষ্পন্ন হয়। অপিচ, উক্ত বিধানের বলেই আশ্রমকর্ম্মের বিধান সিদ্ধ হয়। কেননা, শমদমাদির সাধন কর্ম্ম, সেই জন্য তাহা অবশ্যানুষ্ঠেয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ভাষ্যার্থ—যদি কেহ মনে করেন বা ভাবেন, যজ্ঞাদি কর্ম্মকে বিদ্যা সাধন বলা ন্যায়সঙ্গত নহে; কারণ, জ্ঞানার্থে যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধান দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ সে বিষয়ে বিধিশ্রুতি নাই। "যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি—যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন" এ সকল শ্রুতি অনুবাদরূপিণী; সুতরাং জ্ঞানের স্তুতিতে বা প্রশংসায় ঐ সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য; সুতরাং ঐ শ্রুতির দ্বারা যজ্ঞাদির বিধান নিষ্পন্ন হয় না। "জ্ঞান এমন উৎকৃষ্ট যে লোকে কায়ক্লেশাদিসাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারাও তাহা পাইবার ইচ্ছা করে।" এইরূপ প্রশংসা মাত্র উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্যে পাওয়া যায় বা লব্ধ হয়। সত্য বটে; তথাপি, অর্থাৎ সাক্ষাৎ বিধিশ্রুতি না থাকিলেও, জ্ঞানার্থী শমদমাদিযুক্ত হইবেন এইরূপ বিধান থাকায় এবং-বিহিত কর্ম্মের অবশ্যানুষ্ঠেয়তা থাকায় অবান্তর বাক্যের ভেদ স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞানের উদ্দেশে যজ্ঞাদিকার্য্যের বিধান স্বীকৃত হইতে পারে। যদি বল, শমদমাদি বিষয়েও "শমদমাদিবিশিষ্ট হইয়া আত্মদর্শন করিতেছে" এইরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগ আছে, বিধিপ্রয়োগ নাই, তদুত্তরে আমরা বলিব, তাহা নহে। স্পষ্ট বিধি-

প্রয়োগ না থাকিলেও তদ্বাক্যের উপক্রমে তস্মাৎ শব্দ থাকায় তদ্দ্বারা প্রস্তাবিত পদার্থের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং সেই যোগ্য-প্রশংসার বলে শমদমাদির বিধান নিষ্পন্ন হইয়াছে। (যদ্ধি স্তূয়তে তদ্বিধীয়তে—যাহার স্তুতি বা প্রশংসা তাহা যদি পূর্ব্বপ্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ অনুবাদাত্মক না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই প্রশংসার দ্বারা তাহার বিধান হইয়াছে।) যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখীরা "পশ্যেৎ—দর্শন করিবেক" এইরূপ বিস্পষ্ট বিধি-পাঠ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অতএব, উক্ত শ্রুতিতে যেমন আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে যজ্ঞাদির অপেক্ষা অর্থাৎ নিমিত্তভাব প্রতীত না হইলেও শমদমাদির অপেক্ষা (নিমিত্তভাব) প্রতীত হয়, তেমনি, যজ্ঞাদি শ্রুতিতেও যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি এই বাক্যে যজ্ঞাদির নিমিত্তভাব (জ্ঞানের প্রতি কারণভাব) প্রতীত হয়। "যজ্ঞাদির দ্বারা জানিতে ইচ্ছুক হইতেছে" এইরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগ আছে, "জানিবেক" এরূপ স্পষ্ট বিধিপ্রয়োগ নাই সত্য; না থাকিলেও যজ্ঞাদির সহিত বিবিদিষার সম্বন্ধ পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে বলিয়া ঐ প্রয়োগেই (ঐ শব্দ বা ঐ বর্ত্তমান প্রয়োগে) বিধির কল্পনা করা হয়। (পশ্যন্তি-পাঠকে পশ্যেৎ পাঠে পারণামিত করা হয়।) উক্ত বাক্যে যজ্ঞাদির সহিত বিবিদিষার যে সম্বন্ধ বলা হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় নাই সে জন্য ঐ বাক্য অনুবাদাত্মক নহে। "যে হেতু দন্তহীন সেই হেতু পূষা (সূর্য্যদেবতা) পিষ্টভাগী" ইত্যাদি বাক্যে বিধি শ্রবণ না থাকিলেও অপূর্ব্বতা দৃষ্টে বিধির পরিকল্পনা করিবে, এইরূপ একটী বিচার ও সিদ্ধান্ত পূর্ব্বমীমাংসার "পৌষ্ণং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়েত" ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে। ভগবদগীতা প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থেও "ফলানুসন্ধান না করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলে সে সকল মুমুক্ষুর সম্বন্ধে জ্ঞানের উপকারক হয়" ইত্যাদি ক্রমে প্রপঞ্চিত (বিস্তৃতরূপে বর্ণিত) হইয়াছে। অতএব জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি সেই সেই আশ্রম বিহিত যজ্ঞাদির ও শমদমাদির নিমিত্তভাব আছে, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। তন্মধ্যে শমাদি বিদ্যোৎপত্তির অন্তরঙ্গ সাধন ও বাহ্যিক যজ্ঞাদি তাহার বহিরঙ্গ উপায়।

উপরিউক্ত শাস্ত্রে কর্ম্মের ফল বিদ্যা (আত্মতত্ত্বজ্ঞান) এবং বিদ্যার ফল মোক্ষ, ইহা বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইল। এইক্ষণে বিচার্য্য এই যে, সাধনের ফল বিদ্যা এতজ্জন্মেই উৎপন্ন হয়? বা পরজন্মে? এ বিষয়ে

সিদ্ধান্ত এই যে, প্রতিবন্ধ না থাকিলে বর্ত্তমান দেহেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তথাহি,

ঐহিকমপ্য প্রস্তুত প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥

অ ৩, পা ৪, সূ ৫১ ॥

সূত্রার্থ—বিদ্যাজন্ম ঐহিকমপি ভবতি অপ্রস্তুত প্রতিবন্ধে অসতি বাধকে। অপি শব্দশ্চার্থে। প্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়া বিদ্যাজন্মৈহিকমামুষ্মিকং বেতি পরমার্থঃ। তদ্দর্শয়তি শ্রুতিরিতি শেষঃ। প্রতিবন্ধ না থাকিলে এতদ্দেহে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে। প্রতিবন্ধ থাকিলে যাবৎ না প্রতিবন্ধ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাবৎ জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, অবরুদ্ধ থাকে। সেই কারণে তাহা জন্মান্তরেও হয়। এই সিদ্ধান্ত শ্রুতিকর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে।

ভাষ্যার্থ—"সর্ব্বাপেক্ষাচ যজ্ঞাদি শ্রুতেঃ" এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত ছোট বড় নানাপ্রকার জ্ঞানসাধন বিচারিত হইল। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, সেই সকল সাধনের ফল বিদ্যা (জ্ঞান), তাহা এতজ্জন্মেই জন্মে কি পর জন্মে। অর্থাৎ সাধকের সাধনফল তত্ত্বজ্ঞান এই জন্মেই হয় কি না! পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, এই জন্মেই হয়। কারণ এই যে, বিদ্যা শ্রবণাদি পূর্ব্বিকা। অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের অব্যবহিত পরেই বিদ্যা বা জ্ঞান জন্মে। কোনও সাধক পরলোকে আমার জ্ঞান হইবেক ভাবিয়া শ্রবণাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। বিদ্যাফল জ্ঞান কারীরীফল (কারীরী=একপ্রকার যাগ) বৃষ্টির সহিত সমান। তাহা যেমন ঐহিক তেমনি সাধনফল বিদ্যাও ঐহিক। (কোন্ কালে ঘট জন্মিবে তাহার স্থিরতা নাই, তেমন স্থলে কেহই কালান্তরভাবী ঘট দেখিবার জন্য নেত্র উন্মীলন করে না। তেমনি কোন্‌জন্মে বা কোন্ দেহে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে তাহা স্থির না থাকিলে দেহান্তরলভ্য জ্ঞানোদয়ের জন্য কোনও ব্যক্তি শ্রবণাদি করিতে প্রবৃত্ত হয় না) এই জন্মেই জ্ঞান হইবেক, এইরূপ আশায় লোক সকল শ্রবণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহা সর্ব্বজন বিদিত। যজ্ঞাদি কার্য্যও শ্রবণাদি উৎপাদনের দ্বারা জ্ঞানের জনক। (যজ্ঞাদি করিতে করিতে বুদ্ধিশুদ্ধি হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি হইলেই শ্রবণাদিপ্রবৃত্তি হয়, অনন্তর শ্রুতবিষয়ের মনন ও নিদিধ্যাসন করে, তৎপরে তাহার তত্ত্ব-

সাক্ষাৎকার হয়।) বিদ্যা বা জ্ঞান প্রমাণপ্রভব; সে জন্য তাহার শ্রবণ-পূর্ব্বকত্ব অব্যাহত। ফলিতার্থ—যজ্ঞ নিজে জ্ঞান জন্মায় না; কিন্তু শ্রবণে প্রবৃত্তি জন্মায়। শ্রবণের পর মনন নিদিধ্যাসন, তৎপরে জ্ঞান। এইরূপেই যজ্ঞাদিকার্য্য জ্ঞানের উপকারী। সেই জন্যই বলি, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি ঐহিক অর্থাৎ ইহ জন্মেই হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ লাভ হওয়ায় তদুত্তরার্থ বলা যাইতেছে যে, যদি কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকে তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঐহিক। অর্থাৎ এই জন্মেই জ্ঞানলাভ হইতে পারে। পাছে কেহ ভাবেন, আশঙ্কা করেন যে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এতন্নিতয় ঐকান্তিক সাধন কি না। তদর্থে সূত্রকার বলিতেছেন—জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্ত হইলে যদি অন্য কোন কর্ম্মবিপাক (পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল) উপস্থিত না হয়, অর্থাৎ ভোগসাধন কর্ম্মফল উপস্থিত হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির বাধা না জন্মায়, তাহা হইলে সেই একই উদ্যমে বা একই জন্মে জ্ঞান জন্মিতে পারে। কিন্তু তৎকালে যদি কর্ম্মান্তর বলবৎ বেগে ফলোন্মুখ হয়, তাহা হইলে জ্ঞান সে জন্মে বা সে উদ্যমে না হইয়া পর জন্মে হইবে। কৃতকর্ম্মের বিপাক (ফলে পরিণত হওয়া) দেশ, কাল ও নিমিত্তবিশেষ উপস্থিত হইলেই হয়, তাহার অন্যথা হয় না। যে সকল দেশ, কাল ও নিমিত্ত (কারণ) এক কর্ম্মের বিপাচক অর্থাৎ ফলদাতা, সেই কাল, সেই দেশ, সেই নিমিত্ত যে সেই কালে কর্ম্মান্তরেরও বিপাচক, এমন কোন নিয়ম নাই। কারণ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল নানা বা বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ। (বিরুদ্ধ বলিয়াই ভোগসাধন কর্ম্মফল জ্ঞানসাধন কর্ম্মের ফল জন্মিতে দেয় না—অবরুদ্ধ রাখে।) শাস্ত্র "অমুক কর্ম্মের অমুক ফল" এইমাত্র বলেন কিন্তু সে ফল যে কবে ও কোন উপলক্ষ্যে হইবে তাহা বলেন না। তাহাতেই বুঝা যায়, কর্ম্মের ফলকাল অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। অন্যান্য কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয়, কিন্তু শ্রবণাদি কর্ম্ম কর্ম্মান্তরের প্রতিবন্ধক হয় না। কেন হয় না তাহা বলিতেছি। সাধনের শক্তি একরূপ নহে। কোন কোন সাধনের সামর্থ্য অত্যন্ত প্রবল; তদনুসারে সাধকাত্মায় অনির্ব্বাচ্য অতীন্দ্রিয় শক্তি আইসে, সেই শক্তির প্রভাবেই ক্ষুদ্রশক্তি অবরুদ্ধ থাকে, ফল দিতে পারে না। জ্ঞানার্থীরা সাধন-সামর্থ্যের অনুরূপ জ্ঞান কামনা করে, সেই জন্য তাহাদের অভিসন্ধিও বিভিন্ন বা তরতম হয়। কেহ "এই জন্মেই জ্ঞানী হইব" ইত্যাকার উৎকট (তীব্র) সঙ্কল্প ধারণ করতঃ সাধনায় প্রবৃত্ত

হয় বা থাকে, কেহ বা শিথিল ভাবে সাধনানুষ্ঠান করিতে থাকে। সুতরাং ফললাভও তাহাদের অবাধে ও বাধাক্রান্ত হয়। অভিসন্ধি সকলের সমান নহে। তাহারও বিশেষ বা ভেদ দৃষ্ট হয়। জ্ঞান, হয় এই জন্মে হইবে, না হয় জন্মান্তরে হইবে, সকলের এরূপ অভিসন্ধি (সঙ্কল্প) থাকে না। কাহার কাহার "এই জন্মেই জ্ঞানদর্শনলাভ করিব" এইরূপ তীব্র অভিসন্ধি থাকে। * শ্রবণাদির দ্বারাই জ্ঞান জন্মে, শ্রবণাদিই জ্ঞানজন্মের প্রতি পুষ্কল হেতু, ইহা সত্য বটে ; পরন্তু তাহা (শ্রবণাদি) প্রতিবন্ধক্ষয়সাপেক্ষ। (জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি প্রতিবন্ধকাভাব সহকারে শ্রবণাদির কারণতা অবধৃত আছে।) সেই কারণে প্রতিবন্ধক ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। শ্রুতিও সেই কারণে বা তাহা দেখাইবার জন্য আত্মার দুর্ব্বোধ্যতা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"যিনি শ্রবণেও বহু লোকের লভ্য নহেন অর্থাৎ যাঁহার শ্রবণ নিতান্ত দুষ্কর ও সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, শুনিলেও যাঁহাকে বহু লোকে জানিতে পারে না অর্থাৎ শ্রবণফল আত্মজ্ঞান সকলের পক্ষে সুলভ নহে, এই আত্মার বক্তা (বক্তা=উপদেষ্টা) আশ্চর্য্য এবং তাঁহাকে পায় বা লাভ করে, এরূপ লোকও আশ্চর্য্য (কদাচিৎ কোন ব্যক্তি)। অধিক কি বলিব, তাঁহাকে বুঝায় এমন আচার্য্যও আশ্চর্য্য (দুর্লভ) এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রানুযায়ী অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করে এরূপ শিষ্য বা শ্রোতাও আশ্চর্য্য অর্থাৎ দুর্লভ।" এতদ্ভিন্ন অন্য শ্রুতি গর্ভস্থ বামদেবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বর্ণন করিয়া জানাইয়াছেন যে, জন্মান্তরসঞ্চিত সাধনার বলেও জন্মান্তরে জ্ঞানদর্শন হয়। জন্মান্তরসঞ্চিতসাধনসংস্কারের জ্ঞানকারণতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গর্ভস্থ বালকের ঐহিক সাধন

* যাহাদের উক্ত প্রকার তীব্র বা উৎকট অভিসন্ধি, তাহাদেরই সাধনা (শ্রবণাদি) অতিশয় তীব্র বা বীর্য্যবান্ হয় ও অতীন্দ্রিয়শক্তি জন্মায়। সুতরাং তাহাদেরই শ্রবণাদি বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তদ্দেহেই জ্ঞান জন্মায়। অভিসন্ধির ও সাধনের শিথিলতা থাকিলেই পূর্ব্বকৃত ভোগসাধক কর্ম্ম প্রবলতা প্রাপ্ত হয়, হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির বাধা জন্মায়। সেই কারণে তাহাদের জ্ঞানসাধনের ফল জন্মান্তর প্রতীক্ষা করে। জন্মান্তর প্রতীক্ষা কি না ভোগক্ষয় প্রতীক্ষা। ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের জ্ঞান হয় না। ভোগ শেষ এক জন্মেও হইতে পারে, ততোধিক জন্মেও হইতে পারে। ভরতের তিন্ জন্মে ভোগক্ষয় হইয়াছিল।

কোথায়? তাহার সম্ভাবনাই বা কি? এ কথা স্মৃতিতেও আছে। ভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকর্ত্তৃক "হে কৃষ্ণ! অপ্রাপ্তযোগফল যোগী মরণের পর কি গতি প্রাপ্ত হয়" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া "হে তাত! কোনও পুণ্যকৃৎ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না" এইরূপ বলিয়া পরে তাহার পুণ্যলোক প্রাপ্তি ও সাধুকুলে জন্ম হওয়া বর্ণন করিয়াছেন। তৎপরে বলিয়াছেন "সেই জন্মে সে পূর্ব্বোপার্জ্জিত সাধনের বলে জ্ঞানযোগ লাভ করে।" পুনশ্চ বলিয়াছেন "অনেকজন্মপরম্পরায় সাধনসিদ্ধ হইয়া অবশেষে সে পরমা গতি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়।" অতএব, জ্ঞানের উৎপত্তি ঐহিক ও আমুষ্মিক উভয় প্রকার হওয়াই সিদ্ধান্ত। প্রতিবন্ধ ক্ষীণ হইলে ইহ জন্মেই জ্ঞান হয় এবং প্রতিবন্ধ ক্ষয় না হইলে তাহা জন্মান্তর-প্রতীক্ষ হইয়া থাকে।

এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদব-স্থাবধৃতেঃ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ৫২ ॥

সূত্রার্থ—মুক্তিফলে মুক্তিলক্ষণে জ্ঞানফলে অনিয়মঃ জ্ঞানবন্নিয়মাভাবঃ জ্ঞানোৎকর্ষাপকর্ষকৃতবিশেষাবস্থাভাবাভাব ইত্যর্থঃ। কুতঃ? তদবস্থাবধৃতেঃ। মুক্তেরৈকরূপ্যাবধারণাৎ শ্রুতিভিরিতি যোজ্যম্। যথা বিদ্যারূপে সাধনফলে সাধনোৎকর্ষাপকর্ষকৃত৹ কালোৎকর্ষাপকর্ষকৃতো বা বিশেষস্তাবস্থাভেদোঽস্তি ন তথা বিদ্যাফলে মোক্ষে। মুক্তেরৈকরূপ্যাৎ। মুক্তির্নাম বিদ্যাবল্লোপচয়া-পরবর্তীতি নিষ্কর্ষঃ। বলা হইল যে সাধনের ফল বিদ্যা, তাহা সাধনের তারতম্যে বিশেষ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে উদিত হয়, তদ্দৃষ্টান্তে বিদ্যাফল মোক্ষেরও বিদ্যার উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে বিশেষ হওয়ার আশঙ্কা হইতে পারে। সূত্রকার সে আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন, সিদ্ধান্ত করিতেছেন, বিদ্যাফল মোক্ষ সর্ব্বত্র একরূপ, তাহার তারতম্য, উপচয় অপচয় বা উৎকর্ষ অপকর্ষ নাই তাহার কোনরূপ বিশেষ ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ হওয়ার নিয়ম জ্ঞানে, জ্ঞানফল মোক্ষ নহে। সূত্রে শেষ পদের দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তির দ্যোতক।

ভাষ্যার্থ—জ্ঞানসাধনাবলম্বী মুমুক্ষুর ফললাভ (জ্ঞানলাভ) সাধনের প্রাবল্য দৌর্ব্বল্য অনুসারে, হয় ইহ জন্মে না হয় পরজন্মে হইয়া থাকে, এই যেমন বিশেষ অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম দেখাইলে, এমনি জ্ঞানফল মুক্তি

বিষয়ে উৎকর্ষাপকর্ষকৃত কোনরূপ বিশেষ নিয়ম আছে কি নাই তাহা বলিবার জন্য এই ৫২ সূত্র অবতারিত হইল। জ্ঞানফল মুক্তিতে ঐরূপ বিশিষ্ট নিয়ম থাকার আশঙ্কা করিও না। কারণ, শ্রুতিতে মাত্র সেই একই অবস্থার অবধারণ আছে। সর্ব্বত্র মোক্ষাবস্থা একরূপ, তাহার তারতম্য নাই, ইহা সমুদায় বেদান্তে অবধৃত আছে। মুক্ত্যবস্থা অন্য কিছু নহে, ব্রহ্মই মুক্ত্যবস্থা। ব্রহ্ম অনেকাকার নহেন (তিনি একই প্রকার) সেই জন্য মুক্তিও একাকার, অনেকাকার নহে। শ্রুতিতে ব্রহ্মের একই স্বরূপ অবধারিত হইয়াছে। যথা - "তিনি স্থূল নহেন হ্রস্ব নহেন,দীর্ঘও নহেন,ক্ষুদ্রও নহেন।" "তিনি ইহা নহেন তাহা নহেন ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্বনিষেধের সীমাস্বরূপ ও আত্মা।" "যাঁহাতে ভেদ দর্শন নাই" "পুরোবর্ত্তী এ সমস্তই ব্রহ্ম ও অমৃত।" "এই যে আত্মা ইনিই এ সমুদায়।" "সেই এই মহান্ অজ (জন্মাদিরহিত—নিত্যসিদ্ধ) আত্মা অজর অমর অমৃত (মুক্ত) অভয় ব্রহ্ম।" "এই সমস্ত যখন সাধকের আত্মা হয় তখন কে কি দিয়া দেখিবে ?" ইত্যাদি। আরও দেখ, জ্ঞানসাধন শ্রবণাদি উৎকটা অনুৎকোটা বা প্রবল দুর্ব্বল অনুসারে জ্ঞানে আতিশয্য (তারতম্য বা উপচয়াপচয়) জন্মায় কিন্তু জ্ঞানফল মুক্তির আতিশয্য জন্মাইতে পারে না। কারণ, মুক্তি আত্মার স্বরূপভূত, নিত্যসিদ্ধ, সুতরাং তাহা সাধনসাধ্য নহে। তাহা একরূপা। তাদৃশী স্বরূপভূতা মুক্তি বিদ্যার (জ্ঞানের) দ্বারাই লব্ধ হয় এ কথা অনেকবার বলা হইয়াছে। মুক্তিতে উৎকর্ষাপকর্ষরূপ আতিশয্য সম্ভবই হয় না। যাহা যাহা নিকৃষ্টা তাহা তাহা বিদ্যা নহে। কিন্তু যাহা উৎকৃষ্টা তাহাই বিদ্যা। সুতরাং বিদ্যারই শীঘ্রোৎপত্তি ও বিলম্বোৎপত্তির বিশেষ ঘটনা হইয়া থাকে। সে বিশেষ মুক্তিতে নাই, থাকা অসম্ভব। বিশেষতঃ বেদ্য এক বলিয়া বিদ্যার ভেদ নাই ভেদ না থাকায় তাহার ফলেরও ভেদনিয়ম নাই। কর্ম্ম নানা, সেই কারণে তাহার ফলও নানা। কিন্তু মুক্তিসাধন বিদ্যা কর্ম্মের ন্যায় নানা নহে। সেই কারণে তাহার ফল মুক্তি নানা নহে। "তিনি মনোময় প্রাণশরীর" ইত্যাদি ইত্যাদি সগুণা বিদ্যায় (উপাসনায়) গুণের আবাপ উদ্বাপ (কোন এক গুণের ত্যাগ ও কোন এক গুণের উদ্ধার) আছে, সেই কারণে সগুণবিদ্যার ভেদসম্ভব হয়। ভেদসম্ভব হওয়ায় ভেদ অনুসারে সে সকলের ফলের কর্ম্মফলের ন্যায় ভেদনিয়ম (ভিন্নতার অবশ্যম্ভাব) ঘটে

বা সম্ভব হয়। এ কথা "তাঁহাকে যে যে প্রকারে উপাসনা করে তাহার নিকট তিনি সেই প্রকারই হন।" ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। কিন্তু নির্গুণ বিদ্যায় (নির্গুণজ্ঞানে) গুণের অভাব থাকায় ভেদের অভাব অবধারিত। সেই কারণে অভেদজ্ঞানের পরভাবী মোক্ষফলে ভেদ বা অতিশয় (তারতম্য) থাকে না। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"কোন নির্গুণজ্ঞানীর অধিক গতি নাই। (অধিক গতি=ফলভেদ।) কারণ এই যে, যদি গুণ থাকে তবেই গুণ অনুসারে গুণীর অতুল্যতা অর্থাৎ ভেদ হয়।" সূত্রের যে দুই বার "তদবস্থাবধৃতেঃ" বলা হইয়াছে তাহা অধ্যায় সমাপ্তির পরিচায়ক।

উপরি উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে আর একটী সিদ্ধান্ত-ঘটিত বিচার এই যে, যে পর্য্যন্ত আত্মদর্শন না হয়, সে পর্য্যন্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এ সকল অনুষ্ঠান পুনঃ পুনঃ করা উচিত। অর্থাৎ উক্ত সকল উপাসনা তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ অঙ্গ হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত আবর্ত্তনীয় এবং তত্ত্বজ্ঞান অঙ্কুরিত হইলে আর প্রয়োজনীয় নহে। এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। তথাহি,

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ॥

অ ৪, পা ১, সূ ১॥

সূত্রার্থ—আবৃত্তিঃ পৌনঃপুন্যেন চেতসি সমারোপণং ধ্যেয়াকারাকারিতা-বৃত্তিসন্ততিরিতি যাবৎ। কর্ত্তব্যা, ইতি শেষঃ। হেতুমাহ অসকৃদিতি। পৌনঃপুন্যেনোপদেশাদিত্যর্থঃ।—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন,—এ সকল অনুষ্ঠান একবার করিলে যদি আত্মদর্শন না হয় তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবেক। যাবৎ না আত্মদর্শন হয় তাবৎ কাল করিতে হইবেক। শাস্ত্র সেই অভিপ্রায়েই বার বার ও শ্রবণাদি বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন।

ভাষ্যার্থ—পরা অপরা এই দ্বিবিধ বিদ্যার যে-কিছু সাধন ও তদ্বিষয়ক যে-কিছু বিচার, সে সকল প্রায় সমস্তই তৃতীয় অধ্যায়ে চিন্তিত হইয়াছে। এই চতুর্থ অধ্যায়ে সে সকলের ফল ও তদ্ঘটিত বিচার (সংশয়াদি নিরাসপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন) কৃত হইবে এবং প্রসঙ্গাগত অন্যান্য বিচারও প্রদর্শিত হইবে। প্রথমতঃ কএকটী অধিকরণে সাধনঘটিত বিচার বলা

যাইতেছে। "আত্মার দর্শন, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য।" "ধীর উপাসক তাঁহাকেই জানিয়া (বা জানিবার জন্য) প্রজ্ঞা (তদ্বিষয়িণী মনোবৃত্তি) করিবেন।" "তিনিই অন্বেষ্য ও বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য।" এইরূপ ও ইহার অনুরূপ অন্যান্য শ্রুতিও আছে। সেই সকল শ্রুতিতে সংশয় এই যে, আত্মবিষয়ক প্রত্যয় (জ্ঞান বা মনোবৃত্তি) সকৃৎ অর্থাৎ একবার করিতে হইবেক ? কি আবর্ত্তন অর্থাৎ বার বার করিতে হইবেক। কি পাওয়া যায় ? পাওয়া যায়— প্রযাজাদির ন্যায় * সকৃৎ অর্থাৎ একবার করিলেই তদ্দ্বারা শাস্ত্রার্থ পালন হইতে পারে। পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে, এরূপ শ্রুতি নাই, সুতরাং পুনঃ পুনঃ করিলে শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন হইবে। "শ্রবণ করিবেক, মনন করিবেক, নিদিধ্যাসন করিবেক" ইত্যাদিপ্রকার আবৃত্তির উপদেশ আছে সত্য ; পরন্তু যদি তাহারই অনুগত হইতে চাও তবে তদনুরূপ আবৃত্তির অনুসরণ করিতে পার। একবার শ্রবণ, একবার মনন ও একবার নিদিধ্যাসন করিতে পার, অতিরিক্ত পার না। অতিরিক্ত আবর্ত্তন অশাস্ত্রীয়। "বেদ -জানিবেক" "উপাসীত—উপাসনা (ধ্যান) করিবেক" ইত্যাদিস্থলে একোপদেশ থাকায় অনাবৃত্তিই শাস্ত্রার্থ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল- -আবৃত্তিঃ অসকৃদুপদেশাৎ। অর্থ এই আত্মাকার প্রত্যয়ের আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আত্মসাক্ষাৎকার কারিণী মনোবৃত্তি উত্থাপিত করিতে হইবেক। কারণ এই যে, শাস্ত্র অনেক বার তদৃশী মনোবৃত্তি উত্থাপিত করিতে বলিয়াছেন। "শ্রবণ করিবেক, মনন করিবেক, নিদিধ্যাসন করিবেক," এইরূপ অনেকাবৃত্তি বা এইরূপ উপদেশ প্রত্যয়াবৃত্তিরই (পুনঃ পুনঃ আত্মাকারা চিত্তবৃত্তি উদিত করার) সূচনা করে। বলিয়াছিলে যে, একবার শ্রবণ, একবার মনন, একবার নিদিধ্যাসন, এইরূপ আবৃত্তি করিবেক, বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, ঐ সকলের পর্য্যবসান দর্শন। যাবৎ না আত্মদর্শন (সাক্ষাৎকার) হয় তাবৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন

* প্রযাজ = যাগবিশেষ। তাহা একবারই অনুষ্ঠিত হয়, বার বার করিতে হয় না। একবার অনুষ্ঠান করিলেই তাহা হইতে স্বর্গপ্রাপক অদৃষ্ট জন্মে। তদ্দৃষ্টান্তে শ্রবণও একবার করিলে আত্মদর্শনোপযোগী অদৃষ্ট জন্মিতে পারে সুতরাং পুনঃ পুনঃ শ্রবণ বৃথা। ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এবং ইহাই সিদ্ধান্তে খণ্ডিত হইবেক।

করিতে হয়। সুতরাং সকৃত শ্রবণে, সকৃত মননে ও সকৃত নিদিধ্যাসনে আত্ম-দর্শন না হইলে কাযেই তাহা পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ শ্রবণে, মননে ও নিদিধ্যাসনে দর্শন-ফল ফলিলে ঐ সকল শাস্ত্র দৃষ্টার্থে পর্য্যবসিত হইতে পারে। শাস্ত্রতাৎপর্য্য দৃষ্টার্থে পরিণত হইলে অদৃষ্টার্থ স্বীকার অন্যায্য। যেমন যজ্ঞকার্য্যে ধান্যে মুষলাবঘাত তণ্ডুলনিষ্পত্তিপ্রয়োজনে অভিহিত, তেমনি, শ্রবণাদিও আত্মদর্শনপ্রয়োজনে অভিহিত। যেমন এক অবঘাতে তণ্ডুল হয় না, তেমনি, একবার শুনিলে আত্মদর্শন হয় না। আরও দেখ, উপাসনা ও নিদিধ্যাসন এই দুই শব্দ অন্তর্নিহিত আবৃত্তিগুণ মানসী ক্রিয়াতেই প্রযোজিত হইতে দেখা যায়। পদার্থাকারাবৃত্তি বা জ্ঞান মনের ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাহা যদি আবৃত্তিগুণাক্রান্ত হয় অর্থাৎ যত্নপূর্ব্বক বার বার উত্থাপিত করা হয়, তাহ হইলে তাহা আবৃত্তিগুণা মানসী ক্রিয়া নামে খ্যাত হইতে পারে। ইহার বিশদার্থ—পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত ধ্যেয়াকারা চিত্তবৃত্তি বা উপাস্যানুসন্ধান। এতাদৃশী মানসী ক্রিয়াকেই লোকে উপাসনা বলে, ধ্যান বলে, চিন্তাও বলি; এবং শাস্ত্রকারেরাও আত্মবিষয়িণী তাদৃশী মানসী ক্রিয়াকে নিদিধ্যাসন বলেন। দৈবাৎ কখন একবার স্মরণ করিলে তাহাকে ধ্যান, উপাসনা, নিদিধ্যাসন, কিছুই বলে না। "শিষ্য গুরুর উপাসনা করিতেছে" প্রাণী রাজার উপাসনা করিতেছে, বিরহিণী নারী পতি চিন্তা বা পতিধ্যান করিতেছে" ইত্যাদি স্থলে উপাসনা ধ্যান ও চিন্তা প্রভৃতিশব্দ ঐরূপ তাৎপর্য্যেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লোক যদি কাহাকে একান্তচিত্তে গুরুর ও রাজার অনুবর্ত্তন করিতে দেখে তবে তাহাকে বলে, অমুক অমুক গুরুর ও অমুক অমুক রাজার উপাসনা করিতেছে। লোক যদি কোন প্রোষিতভর্তৃকাকে নিরন্তর পতিস্মরণা সোৎকণ্ঠা হইতে দেখে তাহা হইলে তাহাকেও বলে, অমুকী পতিধ্যান ও পতিচিন্তা করিতেছে। (দৈবাৎ এক বার চিন্তা করিলে কোনও লোক তাহাতে উপাসনা, ধ্যান, চিন্তা, এ সকল শব্দের প্রয়োগ করে না। তাহাতেও বুঝা যাইতেছে, শাস্ত্র যখন ধ্যান, উপাসনা ও নিদিধ্যাসন শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তখন তাহাতে প্রত্যয়বৃত্তি আছেই)। অপিচ, বেদান্তশাস্ত্রে একই অর্থে "বিদ" ও "উপাস্" এই দুই ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। (ধ্যান বা চিত্তবৃত্তি-প্রবাহ অর্থে 'বেদ' ইত্যাকারে বিদ ধাতুর এবং 'উপাস্তে' ইত্যাকারে

উপপূর্ব্বক আস ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে।) তবে কিনা, কোথাও বা উপক্রমে বিদ্ ধাতুর ও উপসংহারে উপাস ধাতুর এবং কোথাও বা উপক্রমে উপাস ধাতুর ও উপসংহারে বিদ্ ধাতুর প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। (উপক্রম ও উপসংহার একরূপ হওয়াই নিয়ম; সুতরাং উপক্রমোক্ত শব্দ ও উপসংহারোক্ত শব্দ একার্থবাচী) "যে তাহা জানে সে তাহা জানে। আমা কর্ত্তৃক তাহাই কথিত হইয়াছে।" এই প্রস্তাব বিদ ধাতুর দ্বারা উপক্রান্ত (আরব্ধ) হইয়া "হে ভগবান্! আবার আমাকে সেই দেবতা উপদেশ করুন, যে দেবতার উপাসনা করিব" এইরূপে উপাস-ধাতুর দ্বারা উপসংহৃত হইয়াছে। (উপসংহার=সমাপ্তি)। "মনোব্রহ্মের উপাসনা করিবেক" এই প্রস্তাব উপাস-ধাতুর দ্বারা উপক্রান্ত হইয়াছে এবং "যে এইরূপ জানে সে কীর্ত্তি, যশঃ ও ব্রহ্মতেজে প্রকাশমান ও তেজীয়ান্ হয়" এইরূপে বিদ্ ধাতুর দ্বারা উপসংহৃত হইয়াছে। এই সকল হেতুতে ও "বেদ" 'উপাসীত' ইত্যাদি ইত্যাদি একোপদেশ হইতে প্রত্যয়াবৃত্তিই (পুনঃ পুনঃ জ্ঞান বা ধ্যানই) পাওয়া যায়। অপিচ, অসকৃৎ উপদেশ (অনেক প্রকার। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এই তিন্ প্রকার) সেই প্রত্যয়াবৃত্তিরই সূচক।

লিঙ্গাচ্চ॥ অ ৪, পা ১, সূ ২॥

সূত্রার্থ—লিঙ্গমনুমাপকোধর্ম্মস্তস্মাদপি প্রত্যয়াবৃত্তেরস্তিত্বমনুমীয়তে। অত্র পর্য্যাবৃত্তিশব্দাৎ সিদ্ধবদুদ্গীথধ্যানস্যাবৃত্তিরুক্তা। ততশ্চ ধ্যানত্বসামান্যাৎ ফলপর্য্যন্তত্বসামান্যাদ্বা লিঙ্গাৎ সর্ব্বত্র শ্রবণমননধ্যানেম্বাবৃত্তিসিদ্ধিরিত্যভিসন্ধিঃ।—লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক হেতু—তদ্বলে প্রত্যয়াবৃত্তি (জ্ঞানের বা ধ্যানের পৌনঃপুন্য) সিদ্ধ হইতে পারে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ভাষ্যার্থ—লিঙ্গ অনুমাপক ধর্ম্ম, তাহাও প্রত্যয়াবৃত্তির (পুনঃ পুনঃ জ্ঞান উত্থাপনের) সদ্ভাব বুঝাইতে সক্ষম। বিবেচনা কর। উদ্গীথ-উপাসনা প্রস্তাবে "আদিত্যই উদ্গীথ" এইরূপ বলার পর শ্রুতি একপুত্রফলত্ব দোষ উল্লেখ করিয়া তাহার অপবাদ (নিন্দা) করতঃ বলিয়াছেন "তুমি আদিত্যের বহু রশ্মি পর্য্যাবর্ত্তন (পুনঃ পুনঃ ধ্যান) কর।" ছান্দোগ্য শ্রুতি এই স্থানে সূর্য্যরশ্মিবহুত্ব বিজ্ঞানের বহুপুত্রতাফল বিধান করিয়া প্রত্যয়াবৃত্তির স্বতঃসিদ্ধতাই দেখাইয়াছেন। অতএব, প্রত্যয়ত্বসামান্যের অনুরোধে প্রত্যয়ান্তরেও

তাহার অস্তিত্ব (আবৃত্তিসদ্ভাব) সিদ্ধ হইতে পারে। (রশ্মিবহুত্ব জ্ঞানও জ্ঞান' অন্য জ্ঞানও জ্ঞান, রশ্মিবহুত্ববিধানে আবৃত্তি থাকিলে সুতরাং তাহা বা সেই আবৃত্তি অন্যান্য জ্ঞানেও থাকিবেক।) এই স্থানে কেহ কেহ বলেন—যাহার ফল সাধ্য, শাস্ত্রানুগত যত্নের দ্বারা উৎপাদন করা যায়, তাহাতে প্রত্যয়াবৃত্তি সম্ভবে। কেননা আবৃত্তির দ্বারা তাহাতে অতিশয় (উপচয় অপচয় বা তারতম্য) জন্মিতে পারে। (এক আবৃত্তি বা এক বার ধ্যান অপেক্ষা বহু বার আবৃত্তি বা বহু বার ধ্যান করিলে অবশ্যই ফলের উৎকর্ষ বা আধিক্য হইতে পারে।) কিন্তু যে প্রত্যয় বা যে জ্ঞান পরব্রহ্ম-বিষয়ক, সে জ্ঞান সেই এক অদ্বিতীয় নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাব আত্মভূত পরব্রহ্মই সমর্থন করিবে, বুঝাইবে, সুতরাং সে জ্ঞানের আবৃত্তির প্রয়োজন কি? যদি বল, একবার শুনিলেই যে ব্রহ্মাত্মভাব উৎপন্ন বা সিদ্ধ হয় তাহা হয় না। সুতরাং তদ্বিষয়ক আবৃত্তির (পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদির) প্রয়োজন আছে। ইহার প্রতিকূলে আমরা বলিব, তাহাও নহে। আবৃত্তিতেও ব্রহ্মাত্মপ্রতিপত্তির অনুপপন্নতা আছে। তৎ ত্বং অসি=তাহাই তুমি, এইরূপ এইরূপ বাক্য এক বার শুনিলে যদি তাহা ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতীতি (শ্রোতার ব্রহ্মাত্মভাবসাক্ষাৎকার) না জন্মায়, তাহা হইলে অন্য বার শুনিলে এবং আরও এক বার কি বহু বার শুনিলে যে সে বাক্য তাদৃশ জ্ঞান জন্মাইবে তাহার নিশ্চয়তা কি? প্রমাণ কি? ভরসাই বা কি? কেবল বাক্যে তত্ত্বসাক্ষাৎকার ঘটে না, কিন্তু যুক্তিসহায় বাক্য ব্রহ্মাত্মবস্তু অনুভবারূঢ় করিতে সক্ষম, এ কথা বলিলেও আবৃত্তির আনর্থক্য নিবারিত হয় না। কারণ, যুক্তিও এক বার উদিত হইয়া স্বকীয় অর্থ অনুভব করাইতে পারে। (যে একবারে পারে না সে যে দুই বা ততোধিক বারে পারিবে তাহার স্থিরতা কি!) এমন হইতেও পারে যে, যুক্তি ও বাক্য একটা সামান্যকার জ্ঞান জন্মাইতে পারে কিন্তু বিশেষ বিজ্ঞান জন্মাইতে পারে না। একজন বলিল, আমার হৃদয়ে শূল অর্থাৎ বেদনা হইয়াছে, তদ্বাক্যশ্রোতা সেই বাক্য শুনিয়া ও তাহার মুখবৈবর্ণ্য ও গাত্রভঙ্গাদি বাহ্যিক চিহ্ন দেখিয়া তাহার হৃদয়ে সামান্যতঃ বেদনাসদ্ভাব অনুভব করিতে পারে বটে; কিন্তু তাহার সবিশেষ ভাব (কিরূপ বেদনা তাহা) অনুভব করিতে পারক হয় না। যে শূলী, সে-ই তাহা অনুভব করে, অন্যে তাহা বুঝিতে অক্ষম। (যাহার

বেদনা সেই জানে অন্যে কি জানিবে !) । অতএব, বিশেষানুভবই অবিদ্যার নিবর্ত্তক এবং বিশেষানুভবের জন্যই আবৃত্তি অর্থাৎ সাধন প্রয়োগের পৌনঃপুন্য প্রয়োজনীয়। এ কথাও বক্তব্য নহে। কারণ, বাক্য ও যুক্তি শত বার প্রয়োগ করিলেও তদ্দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। বাক্যের ও যুক্তির পরোক্ষ জ্ঞান জন্মানই স্বভাব ; সুতরাং শত বার প্রয়োগেও তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান প্রসব করিবে না। যে শাস্ত্র ও যে যুক্তি এক প্রয়োগে বিশেষ বিজ্ঞান জন্মায় না, আশ্বাস কি যে সে শত বার প্রয়োগে বিশেষ বিজ্ঞান জন্মাইবে? শাস্ত্রের ও যুক্তির দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞান জন্মে অথবা সামান্যাকার জ্ঞান জন্মে, যা-ই বল বা যে পথেই চল, আপত্তি নাই, কিন্তু উভয় পথেই আবৃত্তির অনুপযোগ দৃষ্ট হয়। যদি যুক্তির ও শাস্ত্রের সেই সামর্থ্যই থাকে তবে এক প্রয়োগে স্বীয় কার্য্য করিবে, দ্বিতীয় প্রয়োগ প্রতীক্ষা করিবেক না। শাস্ত্র ও যুক্তি এক প্রয়োগে কাহারও অনুভব জন্মায় না, এমন কথা বলিতে পার না। কারণ, বুঝিবার লোক অনেক প্রকার, তাহাদের প্রজ্ঞাও বিচিত্র অর্থাৎ একরূপ নহে। (কেহ এক কথাতেই বুঝে, কেহ বা শতবার বলিলেও বুঝে না, উভয়প্রকারই দৃষ্ট হয়।) আরও কথা এই যে, যে সকল বস্তু লৌকিক ও অনেকাংশযুক্ত, সেই সকল পদার্থেরই সামান্যবিশেষভাব আছে এবং এক প্রণিধানে সেই সকল পদার্থেরই একাংশ অনুভবগম্য হয়, দ্বিতীয় প্রণিধানে অবশিষ্ট অংশ প্রতীতি-গোচরে আইসে। যেমন কোন এক গ্রন্থের অধ্যায়। (এক প্রণিধানে গ্রন্থের এক অধ্যায় বুদ্ধিগোচর করা হইল, দ্বিতীয় প্রণিধানে দ্বিতীয় অধ্যায় জ্ঞানগম্য করা হইবে।) এতন্নিদর্শনানুসারে তাদৃশ সামান্যবিশেষাত্মক বহুলাংশযুক্ত লৌকিক পদার্থেই পুনঃ পুনঃ সাধন প্রয়োগের প্রয়োজন বা অপেক্ষা আছে বটে ; কিন্তু সামান্যবিশেষবর্জ্জিত একাত্মক বা একরস চেতনমাত্রস্বভাব ব্রহ্মপদার্থের জ্ঞানে পুনঃ পুনঃ সাধনপ্রয়োগের প্রয়োজন দেখা যায় না। (সাধনের শক্তি থাকিলে এক প্রয়োগেই জ্ঞান হইবে, শক্তি না থাকিলে শত প্রয়োগেও হইবে না।) বাদিগণের এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি করণার্থ বলা যাইতেছে যে, আবৃত্তি সেই সাধকের পক্ষেই নিরর্থক— যে সাধক একবার "তৎ ত্বং অসি—সেই ব্রহ্ম তুমি" এই মহাবাক্য শ্রবণে প্রবুদ্ধ হয় বা আপনার ব্রহ্মত্ব অনুভব করে। কিন্তু যে সাধক সকৃৎ শ্রবণে

আপনার ব্রহ্মভাব অনুভব করিতে অক্ষম সে সাধকের প্রতি আবৃত্তির (পুনঃ পুনঃ উপদেশের) অবশ্যই উপযোগ (প্রয়োজন) আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখা যায়, শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতুকে "তত্ত্বমসি—সেই তুমি" এইরূপ উপদেশ করিলেও সে পুনঃ পুনঃ "আবার বলুন—বুঝাইয়া দেউন" বলিয়াছিল এবং গুরু পিতাও তাহার সেই সেই আশঙ্কার মূলোচ্ছেদ করিয়া বার বার "তত্ত্বমসি—সেই তুমি" বলিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন—বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তখন সে কৃতকৃত্য হইয়াছিল। অতএব, সাধনপ্রয়োগের পৌনঃপুন্যের আবশ্যকতা আছে বলিয়াই শ্রুতি শ্রবণ করিবেক, মনন করিবেক, নিদিধ্যাসন করিবেক, এতদ্রূপ বলিয়াছেন। বলিয়াছিলে যে, যদি সকৃত শ্রুত বা একোচ্চরিত তত্ত্বমসি বাক্য আপনার অর্থ শ্রোতাকে অনুভব করাইতে না পারে তাহা হইলে তাহা শতাবৃত্ত (গুরু কর্তৃক শত বার উচ্চারিত ও শিষ্য কর্তৃক শতবার শ্রুত) হইলেও পারিবেক না। সে কথা সঙ্গত নহে। যাহা দেখা যায় তাহাতে আবার অনুপপত্তি কি? যুক্তি তর্ক কি? অনেক সময়েই দেখা যায়, একবার শুনিয়া সম্যক্ বুঝিতে অক্ষম হইলে অন্যবারে তাহা বুঝিতে পারে। (দৃষ্টান্তাদির দ্বারা তদ্গত অজ্ঞান সংশয়াদি বিদূরিত হয়, তৎপরে তাহা বুঝে।) আরও দেখ, বিবেচনা কর, 'তত্ত্বমসি' এই বাক্য ত্বং পদার্থের অর্থাৎ জীবের তৎপদার্থভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব দেখাইতেছে। তৎ পদের দ্বারা প্রস্তাবিত সৎ ঈক্ষিতা ও জগজ্জন্মাদির কারণীভূত ব্রহ্মপদার্থ বলিতেছে। এই ব্রহ্মই 'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান অনন্ত" "ব্রহ্ম বিজ্ঞানানন্দরূপী" "তিনি অদৃশ্য অথচ দ্রষ্টা, অবিজ্ঞেয় অথচ জ্ঞাতা।" "অজ, অজর, অমর, অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব ও অদীর্ঘ" ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। অজাদি শব্দে ভাববিকারের নিষেধ, অস্থূলাদি শব্দে দ্রব্যধর্ম্মের নিবারণ, এবং বিজ্ঞানাদি শব্দে চৈতন্যভাব বা প্রকাশস্বভাবতা বলা হইয়াছে। বর্জ্জিত সর্ব্বসংসারধর্ম্ম অনুভবাত্মক ব্রহ্মনামক তৎপদার্থ বেদান্তবাদিদিগের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। ত্বং-পদার্থও প্রত্যগাত্মা দ্রষ্টা শ্রোতা বলিয়া অবধারিত আছে। এই ত্বং-পদার্থকেই লোকে স্বমতানুসারে একে একে দেহ হইতে চৈতন্য পর্য্যন্তে পর্য্যবসান বা অবধারণ করে। যাহাদের অজ্ঞান, সংশয় ও বিপর্য্যয় এই দুই পদার্থের স্বরূপাববোধের প্রতিবন্ধক, তত্ত্বমসি-বাক্য তাহাদের স্বার্থপ্রমা জন্মাইতে পারে না। কারণ, বাক্যার্থবোধ পদার্থবোধ

পূর্ব্বকই উৎপন্ন হয়। (আগে পদার্থজ্ঞান, তৎপরে বাক্যার্থজ্ঞান। পদার্থ-জ্ঞান না হইলে বাক্যার্থজ্ঞান হয় না। পদার্থ=পদপ্রতিপাদ্য বস্তু। বাক্যার্থ=বাক্য প্রতিপাদ্য বস্তু। তাহাতে বস্তুর অনারোপিতরূপ প্রতি-পাদিত হয়।) তাদৃশ সাধকের পদার্থবিবেক উৎপাদনার্থ শাস্ত্রের ও যুক্তির পৌনঃপুন্য (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়। যদিও আত্মা নিরংশ তথাপি তাঁহাতে আরোপিত দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিলক্ষণ অংশ স্বীকৃত আছে। একাবধানে সেই আরোপিত অংশসমূহের কোন কোন অংশ অপগত হয় এবং অপর প্রণিধানে অপরাংশ বিশোধিত হয়। এইরূপেই তাঁহাতে ক্রমবর্তী প্রতিপত্তি সম্ভব হয়। এই ক্রমবর্তী প্রতিপত্তি (পদার্থজ্ঞানক্রমে বাক্যার্থজ্ঞান) স্বাত্মপ্রতিপত্তির পূর্ব্বরূপ। যাহাদের বুদ্ধি নিতান্ত নির্ম্মল, তৎপদার্থ বিষয়ে অথবা ত্বং-পদার্থ বিষয়ে যাহাদের অজ্ঞান, সংশয় ও বিপর্য্যয় নাই, তাহারাই একোপদেশে তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ অনুভব করিতে সমর্থ এবং তাহাদের প্রতি অনেকোপদেশের আনর্থক্য বাঞ্ছনীয়। তাহাদের আত্মপ্রতিপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান এক প্রয়োগেই উৎপন্ন ও সকৃত শ্রবণেই তাহাদের অবিদ্যা বিদূরিত হয় সুতরাং তাদৃশ অধিকারীস্থলে ক্রমস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। বলিতে পার যে, যাহা বলিলে তাহা যুক্তিসিদ্ধ বটে; যদি সেরূপ কাহার হয়। কিন্তু সেরূপ না হইবার সম্ভাবনাই অধিক। কারণ, আপনার দুঃখিত্বাদি জ্ঞান অত্যন্ত বলবতী। আমি দুঃখী নহি, এ জ্ঞান কাহার হয় কি-না সন্দেহ। বাক্য শ্রবণে বলবৎ দুঃখিত্বজ্ঞান নিবৃত্ত হয় কি-না সন্দেহ। এই বিষয়ে আমরা বলি, যেমন দেহাদির অভিমান মিথ্যাবিজৃম্ভিত, তেমনি, দুঃখিত্বাভিমানও মিথ্যাবিজৃম্ভিত। দেহ ছিদ্যমান ও দহ্যমান হইবার কালে আমি ছিন্ন হইলাম, দগ্ধ হইলাম, সর্ব্বদাই এরূপ অভিমান হইতে দেখা যায়। অত্যন্ত বাহ্য (আত্মার সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই এরূপ) পুত্রাদি সন্তপ্ত হইলেও আমি সন্তাপ ভোগ করিতেছি, এরূপ অধ্যারোপ হইতে দেখা যায়। দুঃখিত্বাভিমানও ঐরূপে হইয়া থাকে। দুঃখিত্ব সংসারিত্ব প্রভৃতিও দেহাদির ন্যায় আত্মবহির্ভূত বা চৈতন্যসম্বন্ধীয় নহে। চৈতন্যকে সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা ত্রয়ে অনুবৃত্ত হইতে দেখা যায় এবং সে কথা শ্রুতিও বলেন। যথা—"যে তাহা দেখে না। দ্রষ্টা দেখিয়াও তাহা দেখে না।" ইত্যাদি।

অতএব, আমি সর্ব্বদুঃখবিমুক্ত এক (অখণ্ড) চৈতন্যাত্মক, এই অনুভবই আত্মানুভব বা প্রকৃত আত্মজ্ঞান। (শাস্ত্রে এই জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান বলে।) যাহারা আপনাকে উক্ত প্রকারে অনুভব করে, তাহাদের আর কর্ত্তব্য থাকে না। শ্রুতি তাহার উদাহরণ দেখাইয়াছেন। যথা—"আমরা পুত্রাদি লইয়া কি করিব? যে আমাদের প্রত্যক্ষ আত্মাই এই লোক"। এই শ্রুতি আত্মজ্ঞের কর্ত্তব্যাভাব দেখাইয়াছেন এবং স্মৃতিও তাহা বলিয়াছেন যথা—"যে মানব আত্মরত, আত্মতৃপ্ত ও আপনাতেই সন্তুষ্ট, তাহার কিছুই করিতে হয় না বা কর্ত্তব্য থাকে না।" যাহাদের শীঘ্র ঐ অনুভব জন্মে না, তাহাদের জন্য তত্ত্বমসিবাক্যার্থজ্ঞানোপযোগী শ্রবণ-মননাদির পৌনঃপুন্য স্বীকার করিতে হয় মন্দমতি শিষ্য তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ হইতে প্রচ্যুত না হয় গুরু এরূপ করিয়া শিষ্যকে সাধনাবর্ত্তনে প্রবৃত্ত রাখিবেন। কেহ বর বিনাশের জন্য কন্যার বিবাহ দেয় না। অর্থাৎ যেরূপ উপদেশ করিলে অকর্ত্তাদ্বয়ব্রহ্মাত্মভাব নষ্ট না হয়, প্রত্যুত উদিত হয়, সেইরূপে প্রবৃত্ত রাখিবেন। ইহা কর, তাহা কর, যে এবম্প্রকারে নিযুক্ত হয় সে অবশ্যই ভাবিতে পারে যে, আমি এই কার্য্যের অধিকারী, কর্ত্তা, আমা কর্ত্তৃক ইহা কর্ত্তব্য অর্থাৎ আমাকে ইহা করিতে হইবে। এরূপ ভাবনা ব্রহ্মজ্ঞানের বিঘ্নকারিণী। তাহা যাহাতে না জন্মে তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থাৎ তত্ত্বমসিবাক্যের অর্থ গ্রহণ করাইতে (বুঝাইতে) পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা গুরুর ও শাস্ত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে অল্পমতি আপনা আপনি তত্ত্বমসিবাক্যের অর্থ পরিত্যাগ করে (না বুঝিতে পারিয়া), তাহাকে তত্ত্বমসিবাক্যার্থজ্ঞানে স্থির রাখিবার জন্যও পুনঃ পুনঃ বাক্যযুক্তির প্রয়োজন আছে। এইরূপেই বাক্য-যুক্তি প্রয়োগের পৌনঃপুন্য সিদ্ধ হয়।

এইক্ষণে বিচার্য্য এই যে, যে সকল উপাসনার ফল অভ্যুদয় সে সকল উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান মরণকাল পর্য্যন্ত করিতে হইবেক বা কিছুকাল অনুষ্ঠান করিয়া পরিত্যাগ করিবেক। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, উক্ত সকল উপাসনা মরণ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয়। তথাহি,

আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥

অ ৪, পা ১, সূ ১২ ॥

সূত্রার্থ—প্রায়ণং মরণং তৎপর্য্যন্তং প্রত্যয়াবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা। হি যতঃ প্রায়ণ-

কালেহপ্যাবৃত্তেঃ কর্ত্তব্যত্বং শ্রুতৌ দৃষ্টম্।—উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান মরণকাল-পর্য্যন্ত করিতে হইবেক, দুই একবার করিলে হইবেক না। কারণ, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে দেখা যায়, মরণকালের উপাস্যজ্ঞানই বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

ভাবার্থ—প্রথম বিচারে নির্ণীত হইয়াছে যে, সমুদায় উপাসনায় আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ উপাসনা করা) অতীব প্রয়োজনীয়। এবং তাহাতেই জানা গিয়াছে, যে সকল উপাসনা তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ অঙ্গ সে সকল তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত আবর্ত্তনীয় এবং তত্ত্বজ্ঞান অঙ্কুরিত হইলে তাহা আর প্রয়োজনীয় নহে। তণ্ডুল প্রস্তুত করাই অবঘাতের প্রয়োজন তণ্ডুল প্রস্তুত হইলে তখন আর অবঘাতের প্রয়োজন কি। তত্ত্বজ্ঞান জন্মানই উপাসনার কার্য্য, তত্ত্বজ্ঞান হইলে তাহাতে আর কোনও কিছু কর্ত্তব্যোপদেশ নাই। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানে নিয়োগপথাতীত ব্রহ্মাত্মভাব প্রকাশিত হয়। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী তখন শাস্ত্রের অবিষয় অর্থাৎ অশাস্য হন। কিন্তু যে সকল উপাসনার ফল অভ্যুদয় সেই সকল উপাসনার এই চিন্তা (বিচার) উপস্থিত হইতেছে যে, উপাসক সে সকল কি কিছু কাল আবর্ত্তিত করিয়া পরিত্যাগ করিবেন? কি মরণ পর্য্যন্ত আবর্ত্তিত করিবেন? বিচারে কি পাওয়া যায়? বিচারের প্রথম কোটীতে পাওয়া যায়, উপাসনা বা জ্ঞানসন্ততি কিছু কাল অভ্যস্ত করিয়া পরে পরিত্যাগ করিবেক। কারণ, তাহাই উপাসনা শব্দের অর্থ, তাহা করা হইলেই শাস্ত্রার্থ-পালন করা হয়। (উপাসনা=পুনঃ পুন ধ্যান। অর্থাৎ বার বার ধ্যেয় পদার্থ চিত্তারূঢ় করা)। চিন্তার প্রথম কোটীতে এইরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া তাহার সিদ্ধান্ত বলা যাইতেছে। সাধক তাহা মরণ পর্য্যন্ত আবর্ত্তন করিবেন। কারণ, অদৃষ্ট-ফল অর্থাৎ ভাবিফল মরণকালিক শেষ ধ্যানের দ্বারাই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। যে সকল জ্ঞানকর্ম্মের ফল পরজন্মে ভোগ হইবে সেই সকল জ্ঞানকর্ম্মের সংস্কার মরণকালেই আক্ষিপ্ত অর্থাৎ প্রাপ্তব্য ফলমূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হয়। এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ যথা—"সেই ধ্যাতা মৃত্যুকালে সবিজ্ঞান হয়। অর্থাৎ ভাবনাময় জ্ঞানে আক্রান্ত হয়। অনন্তর সবিজ্ঞান হইয়া উৎক্রান্ত হয়, গৃহীতদেহ পরিত্যাগ করে। (সবিজ্ঞান হওয়া আর ভাবিফল স্ফূর্ত্তিরূপ ভাবনাময় আতিবাহিক দেহপ্রাপ্তি হওয়া সমান কথা)। চিত্ত মরণকালে যে আকারে অবস্থিতি করে, তাহার মন তখন সেই আকারে প্রাণে আগমন

করে। প্রাণ উৎক্রমণ পথ উদানে আইসে। অনন্তর তাহা জীবকে সংকল্পিতানুরূপ লোকে লইয়া যায়।" শ্রুতিতে যে তৃণজলায়ুকার দৃষ্টান্ত আছে, তদনুসারেও প্রোক্ত সিদ্ধান্ত লব্ধ হয়। উপাসনাত্মক জ্ঞান যদি ধারাবাহীরূপে মরণ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে তাহা হইলে তাহাই তাহার অন্ত্যবিজ্ঞান হইবেক। তাহা অন্য কোন ভাবনাবিজ্ঞান (অদৃষ্টপ্রভাবে সমুদিত জ্ঞান বিশেষ) অপেক্ষা করিবে না। অভিপ্রায় এই যে, যেমন কর্ম্ম দুই এক বার কৃত হইলেই তদ্দ্বারা অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়, সেই সঞ্চিতাদৃষ্টের দ্বারা মৃত্যুকালে ভাবিফলস্ফূর্ত্তিরূপ ভাবনাবিজ্ঞান (ভাবনাময় আতিবাহিক দেহ) জন্মে, ধ্যানাবৃত্তিরূপ উপাসনার সেরূপ ব্যবস্থা নহে। ধ্যানই মরণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া ধ্যানানুরূপ আতিবাহিক দেহ জন্মায়। অতএব, যে সকল উপাসনার ফল তন্ময়ীভাব প্রাপ্তি, সে সকল মরণ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয়। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা—"যে যাহা ধ্যান করিতে করিতে এ শরীর ত্যাগ করে" ইত্যাদি। এই শ্রুতি মরণকালেও ধ্যানাবৃত্তি করিতে বলিয়াছেন। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"হে অর্জ্জুন। জীব মৃত্যুকালে যে ভাব ধ্যান করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করে, সে সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিত হওয়ায় সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" "মরণকালে অচঞ্চল ধ্যেয়াকার চিত্তে—" "সে মৃত্যুকালেও এই তিন মন্ত্র (অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসি) স্মরণ করিবেক।" ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতি মরণ পর্য্যন্ত ধ্যানের কর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছেন।

সম্প্রতি দেবযানগতি বর্ণিত হইবে, কিন্তু ইহা বলিতে গেলে প্রথমতঃ শাস্ত্রানুযায়ী উৎক্রান্তিক্রম (মরণ-প্রণালী) বলা আবশ্যক এবং ইহাই প্রথমে বর্ণিত হইতেছে। তথাহি,

বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥ অ ৪, পা ২, সূ ১ ॥

সূত্রার্থ—ম্রিয়মাণস্য পুরুষস্যাদৌ বাক্ বাক্‌বৃত্তির্ব্বাগিন্দ্রিয়কার্য্যং বচনং মনসি সম্পদ্যতে। উপসংহৃতং ভবতীত্যর্থঃ। হেতুমাহ দর্শনাদিতি। দৃশ্যতে হি মুমূর্ষোর্ব্বাগ্‌বৃত্তিঃ পূর্ব্বমুপসংহ্রিয়তে। শব্দাৎ বাগিতি শব্দাৎ। ভাববৃৎপত্ত্যা লক্ষণয়া বা বাক্‌শব্দস্য বাক্‌বৃত্ত্যর্থতা লাভাদিতি যাবৎ।—উপাসকগণ দেবযান পথে গমন করেন, এ কথা বলা হইবে। সে জন্য, অগ্রে তদুপযোগী

মরণক্রম—যাহা শাস্ত্রীয়—তাহা নির্ব্বাচিত হইতেছে। শাস্ত্র আছে, দেহত্যাগ কালে প্রথমতঃ বাক্ মনে লয়প্রাপ্ত হয়। এই স্থলে সংশয়, বাক্শব্দে বাগিন্দ্রিয় কি তাহার বৃত্তি (কার্য্য, বলা।) পূর্ব্বপক্ষে, ইন্দ্রিয়; কিন্তু সিদ্ধান্ত বাক্‌বৃত্তি। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যতীত অন্য কাহার ইন্দ্রিয় লয় হয় না। দেখা যায়, মুমূর্ষুর মনোবৃত্তি আছে অথচ বাক্‌বৃত্তি নাই। ভাববাচ্যপ্রত্যয় অথবা লক্ষণা স্বীকার করিলে বাক্শব্দে বাক্‌বৃত্তি অর্থ পাওয়া যাইতে পারে।

অত এব চ সর্ব্বাণ্যনু॥ অ ৪, পা ২, সূ ২॥

সূত্রার্থ—বাচোক্তং ন্যায়ং চক্ষুরাদিষ্বপি দর্শয়তি ইতি। সবৃত্তিকে মনসি বিদ্যমানে চক্ষুরাদীনামপি বৃত্তিলয়দর্শনাৎ শব্দোপপত্তেশ্চেত্যর্থঃ। সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি—বাগিব চক্ষুরাদীনাপি বৃত্তিদ্বারেণ মনোঽনুবর্ত্তন্তে মনস্যুপসংহ্রিয়ন্ত ইতি যাবৎ।—যেমন বাগিন্দ্রিয় বৃত্তিবিলয় দ্বারা মনে গিয়া লীন হয়, তেমনি, আর আর ইন্দ্রিয়ও বৃত্তিবিলয় দ্বারা মনে গিয়া লীন হয়।

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ॥ অ ৪, পা ২, সূ ৩॥

সূত্রার্থ—তৎমনঃ প্রাণে বিলীয়তে সবৃত্তিকে প্রাণে বৃত্তিলয়েনৈব মনো-বিলীয়ত ইত্যুত্তরাৎ তদুত্তরবাক্যাদবগম্যতে।—তাদৃশ মনও বৃত্তিবিলয় দ্বারা সবৃত্তিক প্রাণে লীন হয় ইহা তদুত্তর বাক্যে অবগত হওয়া যায়।

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ॥ অ ৪, পা ২, সূ ৪॥

সূত্রার্থ—স প্রাণঃ অধ্যক্ষে জীবে জ্ঞানকর্ম্মবাসনোপাধিকে লীয়ত ইতি পূরণীয়ম্। কুত এতজ্জ্ঞায়তে? তদুপগমাদিভ্যঃ। তং জীবং প্রতি প্রাণানামুপগমনাদিশ্রবণাৎ। আদিশব্দাদনুগমনমবস্থানঞ্চ লভ্যতে। উপগমনানু-গমনাবস্থান শ্রুতিভ্য ইতি যাবৎ। এবমেবেমমাত্মানমিত্যুপগমনশ্রুতিঃ। তমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা ইত্যনুগমনশ্রুতিঃ। সবিজ্ঞানো ভবতীত্যবস্থিতিশ্রুতিঃ। জীবস্য প্রাপ্তব্যফলাবগমায় হি বিজ্ঞানসাহিত্যশ্রুত্যা জীব এব মুখ্যপ্রাণসহিতে-ন্দ্রিয়াণামবস্থিতিঃ প্রতীয়ত ইতি দ্রষ্টব্যম্। সর্ব্বত্রৈব নির্ব্ব্যাপারতয়াঽবস্থানং লয়ত্বেনোক্তমিত্যপি বোধ্যম্।—সেই প্রাণ অধ্যক্ষে অর্থাৎ জীবে লীন অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য হইয়া অবস্থান করে। শ্রুতি এ কথা পরলোকগামী জীবের সঙ্গে

লীন ইন্দ্রিয়গণের গমন, প্রাণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইন্দ্রিয়গণের উৎক্রমণ এবং জীবে সে সকলের অবস্থান বর্ণনা করায় অবধারিত হয়।

ভূতেষতঃ শ্রুতেঃ ॥ অ ৪, পা ২, সূ ৫ ॥

সূত্রার্থ—অতঃপূর্ব্বোদাহৃতশ্রুতেঃভূতেষু তেজঃ সহচরিতেষু সূক্ষ্মেষু দেহ-বীজেষ্ববতিষ্ঠত ইত্যবগন্তব্যম্।—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারাই তেজের সংগ্রহ হইতে পারে এবং বুঝা যাইতে পারে যে, প্রাণসংযুক্ত জীব দেহবীজ সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকে অবস্থান করে।

নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥ অ ৪, পা ২, সূ ৬ ॥

সূত্রার্থ—একস্মিন্ কেবলে তেজসি ন অবতিষ্ঠতে শরীরস্যানেকাত্মকত্ব-দর্শনাদিত্যূহনীয়ম্। হি যতঃ প্রশ্নপ্রতিবচনে শ্রৌতে শ্রুতিস্মৃতী বা দর্শয়ত এতমেবার্থমিতি সূত্রপদানাং যোজনা।—পরলোক গমনোদ্যত জীব পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগের পর কেবলমাত্র তেজোভূত অবলম্বন করে না। না করিবার কারণ এই যে, শরীর অনেকাত্মক -একভূতে নিষ্পন্ন হয় না। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই দেখাইয়াছেন, জীব দেহবীজ ভূতপঞ্চক লইয়া প্রয়াণ করে, সময়ে তৎসমূহে তাহার দেহাঙ্কুর জন্মে।

উপরে যে মরণ প্রণালী বর্ণিত হইল, তাহা কি উপাসক অনুপাসক উভয় সাধারণ? অথবা উভয়ের মধ্যে কি কোন কিছু বিশেষ আছে? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, উক্ত উৎক্রান্তি উভয় সাধারণ, কারণ, তাদৃশ উপাসকের মুখ্য অমরত্ব হয় না, অর্থাৎ পরমাত্মায় আত্যন্তিক প্রলীন ভাব হয় না। সূত্র প্রমাণ যথা,

সমানাচাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য ॥ অ ৪, পা ২, সূ ৭ ॥

সূত্রার্থ—সাচ সমানা সর্ব্বপ্রাণিষু তুল্যা। হেতুমাহ আসৃত্যুপক্রমাদিতি। সৃতির্মার্গস্তস্যোপক্রমোঽর্চ্চিঃপ্রাপ্তিস্ততঃ। অমৃতত্বঞ্চেদমমৃতীভাবঃ অনুপোষ্য অদগ্ধ্বাত্যন্তমবিদ্যাদিক্লেশান্ ন সম্ভবতীত্যাপেক্ষিক এব। উষদাহে ইত্যস্য রূপম্। সগুণব্রহ্মবিদোঽজ্ঞস্যেবোৎক্রান্তিস্তস্য তু যদমৃতত্বং শ্রুতং তদাপেক্ষিকমেব, ন তু মুখ্যমিতি সমুদায়ার্থঃ।—এই মাত্র যে উৎক্রান্তিক্রম (মরণ প্রণালী

বলা হইল তাহা সমান অর্থাৎ জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয় সাধারণ। জ্ঞানীও অজ্ঞানীর ন্যায় উৎক্রান্ত হন। এ স্থলে জ্ঞানী শব্দের অর্থ উপাসক, মুখ্যজ্ঞানী নহে। কারণ এই যে, উপাসককেই অর্চ্চিরাদি পথে যাইতে হয়। অবিদ্যাদি ক্লেশ নিরবশেষ দগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত মুখ্য অমরত্ব লাভ হয় না; সুতরাং উপাসক অমৃত হয়, এ কথার অর্থ—মুখ্য অমৃত নহে, কিন্তু গৌণ) (ভাষ্য ভাষা দেখ)।

ভাষ্যার্থ—প্রস্তাবিত উৎক্রান্তি কি জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়সাধারণ? উভয়ের মধ্যে কি কোন কিছু বিশেষ আছে? এইরূপ সংশয় হইলে প্রথমতঃ পাওয়া যায়, বিশেষ আছে। অর্থাৎ জ্ঞানী অজ্ঞানীর ন্যায় উৎক্রান্ত হন না। যে উৎক্রান্তি বর্ণিত হইল তাহা ভূতাশ্রয়বিশিষ্টা। জীব পুনর্দ্দেহলাভের নিমিত্তই সূক্ষ্মভূত আশ্রয় করে। পরন্তু জ্ঞানীর পুনর্ভাব অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন—"জ্ঞানী অমৃতত্ব লাভ করেন অর্থাৎ মুক্ত পান।" সুতরাং পূর্ব্ববর্ণিত উৎক্রান্তি অজ্ঞানীর পক্ষেই অভিহিত, জ্ঞানীর পক্ষে নহে। যদি বল, উৎক্রান্তি জ্ঞান-প্রকরণে পঠিত হওয়ায় তাহা জ্ঞানীর পক্ষেও নীত হইতে পারে, আমরা বলিব, তাহা নহে। কারণ, ঐ শ্রুতি সুপ্তির ন্যায় প্রাপ্তকীর্ত্তন (অনুবাদ) মাত্র। শ্রুতি বিদ্যাপ্রস্তাবেও "এই পুরুষ যখন সুপ্ত হন, বুভুক্ষু হন, পিপাসু হন," ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্ব প্রাণিসাধারণ স্বপ্নাদির অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন। করিয়াছেন কেন তাহাও বলিতেছি। ঐ সকল কীর্ত্তন (কথন) প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদনের অনুগুণ অর্থাৎ উপযোগী। আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদনের উপকারী বলিয়াই শ্রুতি জ্ঞানি-প্রকরণে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। জ্ঞানীরা বিশেষবস্তু অর্থাৎ জ্ঞানিগণ যথার্থতঃ ঐ সকল আপনাতে দেখেন না। জ্ঞানীরা ঐ সকল ধর্ম্মের অতীত, সে কথা ঐ কথায় বলা হয় নাই। তদ্দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবেক, জ্ঞানপ্রকরণে পরিপঠিত উৎক্রান্তিও সাধারণ দৃষ্টিতে অভিহিত হইয়াছে। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, পরলোকজিগমিষু জীব যে-পরমদেবতায় সম্পন্ন হয়, একীভূত হয়, সেই পরমদেবতা আত্মা এবং সেই আত্মাই তুমি এই তত্ত্ব উপদেশ করা। ঐ অজ্ঞাত তথ্য প্রতিপাদন উদ্দেশেই শ্রুতি জ্ঞানপ্রকরণে সামান্যতঃ উৎক্রান্তিপ্রণালী বর্ণন করিয়াছেন এবং তাহা জ্ঞানীকেও বুঝাইয়া দিয়াছেন। জ্ঞানীর উৎক্রান্তি হয় বটে; কিন্তু তাহা কথিতপ্রকারে সম্পন্ন হয় না। অতএব, বাগিন্দ্রিয় মনে, মন প্রাণে,

এবংক্রমে যে উৎক্রান্তি কথিত হইয়াছে তাহা অজ্ঞানীরই, জ্ঞানীর নহে? এই পূর্ব্বপক্ষ নিবারণার্থ বলা হইতেছে যে, বাক্যপ্রয়াদি ক্রমে যে উৎক্রান্তি অভিহিত হইয়াছে তাহা সমান অর্থাৎ তাহাতে বিদ্বান্ অবিদ্বান্ প্রভেদ নাই। অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বানও উৎক্রান্ত হন, ইহা সৃতি অর্থাৎ অর্চ্চিঃ পথ আরম্ভের (গ্রহণের বা কথনের) দ্বারা জানা যায়। অজ্ঞানীরই উৎক্রমণ, জ্ঞানীর উৎক্রমণ নহে, এরূপ বিশেষ নির্দ্দেশকৃত হয় নাই। অজ্ঞানী ভবিষ্যদ্দেহের বীজ স্বরূপ সূক্ষ্মভূত আশ্রয় করিয়া কর্ম্মের প্রেরণায় দেহ গ্রহণ করিতে যায়, বিদ্বান্ তাহা করিতে (দেহ গ্রহণ অনুভব করিতে) যায় না। বিদ্বান্ জ্ঞানপ্রকাশিত নাড়ীদ্বার আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধ আক্রমণ করে, ইহাই সূত্রস্থ "সৃতি উপক্রম" কথার অর্থ। (ফলিতার্থ -উৎক্রান্তি সমান; পরন্তু গতি ভিন্নবিধ।) * বলিতে পার, "তযোর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" এই শাস্ত্রে জ্ঞানীর অমৃতত্ব প্রাপ্তি হওয়ার কথা আছে, এবং অমৃতত্ব দেশান্তর গমন সাপেক্ষ নহে; তবে কেন তিনি ভূতাশ্রয়ী ও পথারোহী হইবেন? এই আশঙ্কার উচ্ছেদ উদ্দেশে বলিয়াছেন -- অনুপোষ্য' অর্থাৎ সগুণ বিদ্যায় অবিদ্যাদি ক্লেশের নিরন্বয় উচ্ছেদ হয় না সুতরাং সগুণ উপাসকের অমৃতত্ব আপেক্ষিক অর্থাৎ গৌণ। সগুণ উপাসকের গতি, পথ-আক্রমণ ও ভূতাবলম্বন সমস্তই আছে। তাহাদের প্রাণ ঊর্দ্ধগামী হয়, এই শাস্ত্রে তাহার প্রাণগতি বর্ণিত আছে। তাহাতেই বুঝিতে হইবেক, প্রাণগতি কোন একটী আশ্রয় ব্যতীত নিরাশ্রয়ে সম্পন্ন হয় না। এতএব, সগুণ উপাসকের অমৃতত্ব শ্রবণ আপেক্ষিক, এরূপ বলিলে আর উক্ত দোষ থাকে না।

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥
অ ৪, পা ২, সূ ৮ ॥

সূত্রার্থ—তৎ তেজঃ সাধ্যক্ষং সপ্রাণং সেন্দ্রিয়ং ভূতান্তরসহিতং লিঙ্গাশ্রিত-দেহবীজভূতপঞ্চকমিতি যাবৎ আ অপীতেঃ আ সম্যক্‌জ্ঞাননিমিত্তাৎ সংসার-বিমোক্ষাৎ তৎপর্য্যন্তমিতি যাবৎ অবতিষ্ঠত ইতি শেষঃ। হেতুমাহ সমিতি।—

* দহরবিদ্যানুশীলী উপাসক সুষুম্ন-নাড়ী পথে নিক্রান্ত হইয়া প্রথমতঃ সূর্য্যরশ্মি প্রাপ্ত হয়। এই সূর্য্যরশ্মি অর্চ্চিঃ নামে স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে এবং ইহাই দেবযান পথের প্রথম অংশ। এ কথা পরে বিশদীকৃত হইবে।

তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার অনিবৃত্ত থাকে, এইরূপ ব্যপদেশ (উল্লেখ) থাকায় স্থির হয়. মরণে লিঙ্গদেহের লয় অর্থাৎ পরমাত্মায় আত্যন্তিক অবিভাগ (একীভূত) হয় না। মরণে যে পরমাত্মায় প্রাণাদির লয় হওয়া কথিত হইয়াছে সে লয় সাবশেষ লয়, নিরবশেষ বা আত্যন্তিক লয় নহে।

ভাষ্যার্থ—"তেজ পর দেবতায়" এই শ্রুতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, প্রস্তাবিত তেজোভূত অন্যান্য ভূতের ও সপ্রাণ সেন্দ্রিয় জীবের সহিত পর দেবতায় (পরমাত্মায়) সম্পন্ন হয় (লীন হয়)। এই সম্পত্তি অর্থাৎ প্রলীনভাব কিরূপ তাহা এক্ষণে বিচারিত হইবেক। বিচারের প্রথম পক্ষে পাওয়া যায়, সেই বিলয় আত্যন্তিক। ঐ সকলের অত্যন্তিক স্বরূপবিলয় হইলে পরমাত্মার সর্ব্বযোনিত্ব উপপন্ন হইতে পারে। সমুদায় জন্মবান্ পদার্থের উৎপত্তিস্থান পরমাত্মা, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদনুসারে বা সেই জন্য বলিতে হয়, ঐ অবিভাগপ্রাপ্তি আত্যন্তিকী। এইরূপ পক্ষান্তর উপস্থিত হওয়ায় সিদ্ধান্ত বলা হইল। সিদ্ধান্ত এই যে, সেই সকল ইন্দ্রিয়াশ্রিত ও দেহবীজ তেজঃ প্রভৃতি সূক্ষ্মভূত আ অপীত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সংসার বিমোক্ষণ না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করে. আত্যন্তিক বিলয় হয় না। "যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞান হয় তাবৎ উপার্জ্জিত জ্ঞানের ও কর্ম্মের অনুযায়ী কেহ জঙ্গম-দেহ কেহ বা স্থাবর-দেহ পাইবার জন্য সেই সেই যোনিতে গমন করে।" এই শাস্ত্রে অনাত্মজ্ঞানীর সংসার গতি উপাদিষ্ট হইয়াছে এবং বক্রোক্তির দ্বারা বলা হইয়াছে যে, মরণে নিরবশেষ লয় হয় না। মরণে আত্যন্তিক বিলয় হইলে সমুদায় জীবই মৃত্যুকালে উপাধিশূন্য হইয়া (লিঙ্গ-শরীর অভাবে) আত্যন্তিকরূপে ব্রহ্মসম্পন্ন হইত এবং তাহাতে বিধিশাস্ত্রের ও বিদ্যাশাস্ত্রের প্রয়োজন থাকিত না। আরও কথা এই যে, সংসাররূপ বন্ধন মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিত, তাহা সম্যক্‌জ্ঞান ব্যতীত নষ্ট হইতে পারে না। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রোক্ত কারণে, পরমাত্মা সর্ব্বযোনি হইলেও সুষুপ্তির ও প্রলয়ের দৃষ্টান্তে মৃত্যুকালেও জীব ব্রহ্মে সাবশেষ সম্পন্ন (অবিভাগ একীভাব বা মিলিয়া যাওয়া) হন। ইন্দ্রিয়াদি যেমন সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে পরমাত্মায় অনাত্যন্তিকরূপে লীন হয়, বীজভাবাবশিষ্ট হইয়া থাকে, সেই কারণে তাহা হইতে তাহারা পুনঃ বিভক্ত হয়, মরণেও সেইরূপ বিলয় অবধারণ করিতে হইবেক।

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ॥

অ ৪, পা ২, সূ ৯॥

সূত্রার্থ—লিঙ্গাত্মকস্য তেজসঃ কথং সূক্ষ্মতমনাড়ীদ্বারা গতিঃ কুতো বা মূর্ত্তেনাপ্রতিঘাতঃ কুতোবা ন দৃশ্যত ইত্যত্রাহ সূক্ষ্মমিতি। চঃ সমুচ্চয়ে। স্বরূপতশ্চেত্যর্থঃ। প্রমাণসৌক্ষ্ম্যাৎ গতিঃ অনুদ্ভূতস্পর্শরূপবত্ত্বাথাস্বারূপ্যাচ্চা-প্রতিঘাতানুপলব্ধ্যাতি যোজনীয়ম।—জীব মরণকালে সূক্ষ্মশরীর লইয়া পরলোক যাত্রা করে। তাহা স্বরূপে ও পরিমাণে উভয়প্রকারে সূক্ষ্ম। পরিমাণে সূক্ষ্ম বলিয়া সঞ্চরণ ও স্বরূপে সূক্ষ্ম বলিয়া অপ্রতিহত ও অদৃশ্য। রূপ ও স্পর্শ অনুদ্ভূত থাকার নাম স্বরূপ সূক্ষ্ম।

নোপমর্দ্দেনাতঃ॥ অ ৪, পা ২, সূ ১০॥

সূত্রার্থ—অতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ স্থূলশরীরস্যোপমর্দ্দেন বিধ্বংসনেন ন সূক্ষ্মস্যোপমর্দ্দঃ।—সূক্ষ্ম বলিয়া স্থূলশরীরের বিধ্বংসে সূক্ষ্মশরীর বিধ্বস্ত হয় না।

অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা॥

অ ৪, পা ২, সূ ১১॥

সূত্রার্থ—এষ জীবচ্ছরীরস্থ উষ্মা ঔষ্ণ্যং অস্য সূক্ষ্মশরীরস্যৈবেতি জ্ঞেয়ম্। ঔষ্ণ্যং সূক্ষ্মশরীরস্থিতিনিবন্ধনম্ ইতি উপপত্তেঃ অন্বয়ব্যতিরেকাৎ অবগম্যত ইতি শেষঃ।—জীবৎ শরীরে যে উষ্মা উপলব্ধ হয়, বুঝিতে হইবে, তাহা সূক্ষ্মশরীরেরই উষ্মা। উষ্মা জীবদ্দেহেই থাকে, মৃতদেহে থাকে না।)

উক্ত অর্থে আর একটী আশঙ্কা এই যে, যদিও তত্ত্বজ্ঞানীর উৎক্রান্তি অর্থাৎ প্রাণোৎক্রমণ নাই, তবুও প্রথমতঃ আপাত দৃষ্টিতে ইহা স্থির হয় যে, উৎক্রমণ-নিষেধ দেহ হইতে, জীব হইতে নহে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্তার্থ এই যে, জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতেও উৎক্রান্ত হয় না। তথাহি,

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ॥

অ ৪, পা ২, সূ ১২॥

সূত্রার্থ—উৎক্রান্তিপ্রতিষেধাৎ জ্ঞানিনোঽপি নোৎক্রান্তিরিতি ন। অপিত্বাৎক্রান্তিরস্তি। হেতুমাহ—শারীরাদিতি। স প্রতিষেধো ন দেহাৎ কিন্তু

শারীরাৎ জীবাৎ। পূর্ব্বপক্ষসূত্রমেতৎ। —উৎক্রান্তি নিষেধ পরবিদ্যাধিকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে স্থির হয়, তত্ত্বজ্ঞানীর প্রাণোৎক্রমণ নাই। না থাকিলেও আশঙ্কা হইতে পারে যে, উক্ত উৎক্রমণ নিষেধ দেহ হইতে; কিন্তু জীব হইতে নহে অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণোৎক্রমণ হয় না, এই কথাই বলা হইয়াছে। (ভাষ্যভাষা দেখ।)

ভাষ্যার্থ—ইতিপূর্ব্বে "অস্নুপোষ্য" সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সঙ্কেতক্রমে বলা হইয়াছে, নির্গুণজ্ঞানীর অবিদ্যাদি ক্লেশ নিঃশেষিতরূপে দগ্ধ হয়, সেই জন্য তাহার গতি ও উৎক্রান্তি নাই। যদিও আত্যন্তিক মুক্তি স্থলে গতি ও উৎক্রান্তি উভয়েরই অভাব "অস্নুপোষ্য" বিশেষণে অবধারিত হয় তথাপি কোন কোন কারণে (কারণ=এক স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি অন্য স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি) উৎক্রান্তি থাকার আশঙ্কা হইতে পারে। সে আশঙ্কা পর সূত্রে বিদূরিত করা হইবে। এক্ষণে আশঙ্কার কারণ বর্ণন করা যাউক। শ্রুতি বলিয়াছেন—"অনন্তর নিষ্কামীর কথা বলা যাইতেছে। সেই অকাময়মান জ্ঞানী অকাম, নিষ্কাম ও আপ্তকাম হয় এবং তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। সে ব্রহ্মসত্তা প্রাপ্ত হওয়ায় সুতরাং ব্রহ্মলীন হয়।" * উল্লিখিত শ্রুতি-নির্দেশ পরবিদ্যাবিষয়ক, সে জন্য বুঝা উচিত নহে যে, পরবিদ্যাধিকারে প্রাণোৎক্রান্তি প্রতিষেধ হওয়ায় নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানীর দেহ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। সে নিষেধ জীবাত্মা হইতে, দেহ হইতে নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ জীবাত্মা হইতে উৎক্রান্ত (প্রবিভক্ত) হয় না, কিন্তু দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, এই কথাই উক্ত নিষেধে ব্যক্ত হইয়াছে। অন্য শাখায় "ন তস্য প্রাণাঃ—" এই প্রয়োগের পরিবর্ত্তে "ন তস্মাৎ প্রাণাঃ—" এই রূপ (পঞ্চম্যন্ত) প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে ষষ্ঠী বিভক্তি; শাখান্তরোক্ত বাক্যে পঞ্চমী বিভক্তি। ষষ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধসামান্য অর্থে এবং পঞ্চমী সম্বন্ধবিশেষ অর্থে ব্যবস্থিত। প্রক্রান্ত

* অনন্তর কিনা নিষ্কামীর মুক্তিপ্রণালী (বলা যাইতেছে)। পরিপূর্ণানন্দাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হেতুপ্রাপ্তপরমানন্দ সুতরাং নিষ্কাম। অন্তরেও তাঁহার বাসনাত্মক সূক্ষ্ম কামনা নাই। যেহেতু অন্তরে নাই সেই হেতু বাহিরেও প্রকট কামনা নাই। সুতরাং অকাম। ইদৃশ অকাময়মান অর্থাৎ নিষ্কামী জ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, লয়প্রাপ্ত হয়।

যাচী একই তদ্‌শব্দের উপর এক শাখায় ষষ্ঠী বিভক্তি এবং অন্য শাখায় পঞ্চমী বিভক্তি থাকায় উভয়েরই সম্বন্ধবিশেষ অর্থ গ্রহণীয়। প্রাধান্য অনুসারে "তস্মাৎ—তাহা হইতে" এতদ্বাক্যে দেহীই অর্থাৎ জীবাত্মাই গ্রহণীয়। জীবই অভ্যুদয়ের ও মোক্ষের অধিকারী; সুতরাং তাহারই সহিত তদ্বাক্যের সম্বন্ধ। অতএব, উৎক্রমণ কালে জ্ঞানী জীবের প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় কিন্তু জীব হইতে উৎক্রান্ত হয় না। অর্থাৎ জীবের সহিত অবস্থান করে (জীবত্ববিলয় কালে তাহার বিলয় স্বতঃই হইবে)। দেহ ত্যাগ ব্যতীত সপ্রাণ পদার্থের প্রবাস সম্ভবই হয় না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যাখ্যানার্থ সূত্র বলিতেছেন—

স্পষ্টো হ্যেকেষাম্॥ অ ৪, পা ২, সূ ১৩॥

সূত্রার্থ—তস্মাদিত্যপাদানার্থকপঞ্চমীশ্রবণাজ্জীবাৎ প্রাণোৎক্রান্তিপ্রতিষেধোভাতি ন দেহাদিতি ন মন্তব্যম্। হি যস্মাৎ একেষাং শাখিনাং দেহাপাদান এবোৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ স্পষ্ট উপলভ্যতে।—অন্য এক শাখায় (বেদভাগ বিশেষে) দেহ হইতে প্রাণোৎক্রমণ হওয়া স্পষ্টাকারে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ভাষ্যার্থ—মাধ্যন্দিন শাখায় "তস্মাৎ" এই কথা থাকায় জ্ঞানীর প্রাণোৎক্রমণ জীব হইতে হয় না কিন্তু দেহ হইতে হয়, এই অর্থই পাওয়া যায় অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণোৎক্রমণ নিষেধ প্রতীত হয় এবং তদনুসারে যে পরব্রহ্মাভিজ্ঞ তাহারও উৎক্রান্তি অর্থাৎ দেহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন (অন্য শরীর গ্রহণ) আছে বলিয়াছিলে, তৎপ্রতিষেধার্থ বলিতেছি, তাহা নহে। হেতু এই যে, অন্য শাখায় "জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতেও উৎক্রান্ত হয় না" এ কথা স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। যথা আর্ত্তভাগপ্রশ্নোত্তরে * "যখন এই পুরুষ (দেহ) মৃত হয় তখন ইহা হইতে তাহার (জ্ঞানীর) প্রাণ উৎক্রমণ করে কি-না," এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন না "না—উৎক্রান্ত হয় না।" প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এইরূপ পক্ষ স্থাপিত হইলে অবশ্যই আশঙ্কা হইতে পারে "জ্ঞানী তবে মরে না অর্থাৎ তাহার দেহবিলয় হয় না।" সে আশঙ্কার প্রতিষেধার্থ শ্রুতি পুনর্ব্বার বলিয়াছেন "সেই দেহেই তাহার প্রাণ

---

* আর্ত্তভাগ প্রশ্নোত্তর=উপনিষদের অংশবিশেষ।

সম্যক্ লয়প্রাপ্ত হয়।” শ্রুতি এইরূপে দেহে প্রাণবিলয় হওয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া অবশেষে তৎপ্রসাধনার্থ বলিয়াছেন “সে দেহ তখন উচ্ছূনতা (বাহ্যবায়ুর প্রপূরণে বৃদ্ধি) প্রাপ্ত হয় এবং আধ্মাত হয় (আর্দ্র ভেরীর ন্যায় ঘর্ ঘর্ শব্দ করে।) অনন্তর মৃত অর্থাৎ প্রাণশূন্য হয়, হইয়া শয়ন করে (পড়িয়া থাকে)।” এই শ্রুতিতে যে তৎশব্দের প্রয়োগ আছে তাহা প্রস্তাবিত দেহেরই বোধক এবং সেই দেহই উৎক্রান্তি নিষেধের অবধি। অর্থাৎ প্রাণ তাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না, তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। এই অর্থই উক্ত প্রয়োগের অভিপ্রেত। অপিচ, উচ্ছূন হওয়া ও আধ্মাত হওয়া জীবধর্ম্ম নহে; তাহা দেহেরই ধর্ম্ম। যাহা উৎক্রান্তির অবধি (সীমা), শ্রুতি যাহার কথা বলিতেছেন, উচ্ছয়নাদি তাহারই ধর্ম্ম। উচ্ছয়নাদি ধর্ম্ম দেহীর নহে কিন্তু দেহেরই। সুতরাং বুঝা উচিত যে, “ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে” এ শ্রুতিতে অভেদোপচার হইয়াছে। অভেদোপচার—দেহ দেহীর অভেদ বিবক্ষা। প্রদর্শিত কারণে, পঞ্চম্যন্ত পাঠে দেহীর (জীবের) প্রাধান্য থাকিলেও “জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না, তাহা সেই দেহেই লয়প্রাপ্ত হয়” এইরূপ ব্যাখ্যা করা বিধেয়। যে শাখায় “ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত” এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পাঠ আছে, সে শাখায় কাযেই এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত হইবে যে, জীব হইতে প্রাণোৎক্রান্তির প্রাপ্তি না থাকায় এবং দেহপ্রদেশ হইতে প্রাণগণের উৎক্রান্তি প্রাপ্ত থাকায় উক্ত শ্রুতি জ্ঞানীর সম্বন্ধে সেই সেই অপাদান হইতে উৎক্রান্ত হওয়া নিষেধ করিয়াছেন। (নিষেধমাত্রেই প্রাপ্তিপূর্ব্বক। অজ্ঞানী জীব দেহ প্রদেশ হইতে উৎক্রান্ত হয় ইহা শ্রুত্যন্তরপ্রাপ্ত। জ্ঞানীর তাহা হয় না অর্থাৎ জ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এ বাক্য সেই প্রাপ্ত উৎক্রান্তির প্রতিষেধক। সুতরাং পাওয়া যাইতেছে বা বুঝা যাইতেছে যে, দেহী হইতে নহে, কিন্তু দেহ হইতে জ্ঞানীর প্রাণোৎক্রমণ হয় না। দেহেই তাঁহাদের প্রাণ লয়প্রাপ্ত হয়।) আরও দেখ, শ্রুতি আছে—“হয় চক্ষুঃ হইতে না হয় মূর্দ্ধা হইতে অথবা অন্য কোন শরীরপ্রদেশ হইতে উৎক্রান্ত হয়। মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণোদ্যত হইলে অন্যান্য প্রাণ (ইন্দ্রিয়গণ) তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎক্রমণ করে।” এই শ্রুতি ও এইরূপ অন্য শ্রুতি অবিদ্বানের উৎক্রমণ ও সংসার গতি সবিস্তরে বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ “ইতি নু কাময়মানঃ—কামীদিগের এই প্রকার গতি”

এইরূপ কথায় অবিদ্বানের কথা সমাপ্ত করিয়া অবশেষে "অথ অকাময়মানঃ - অনন্তর যে নিষ্কামী অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তাহার প্রাণ আপ্তকামত্বাদি কারণে উৎক্রান্ত হয় না" ইত্যাদি প্রকার সন্দর্ভে বিদ্বানের ব্যপদেশ (উল্লেখ ও তাঁহার প্রাণাদির অবস্থা বর্ণন) করিয়াছেন। বিদ্বান্ উৎক্রান্ত হন, এ কথা হইলে অবশ্যই ঐ ব্যপদেশ অসমঞ্জস হইবে। সুতরাং বলিতে হয়, মানিতে হয়, প্রাপ্ত অবিদ্বান্ অধিকারের উৎক্রান্তি ও গতি বিদ্বান অধিকারে প্রতিষিদ্ধ। অন্ততঃ "অথ অকাময়মানঃ -" এই ব্যপদেশের সার্থক্যজন্যও প্রদর্শিত ব্যাখ্যা স্বীকার্য্য। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আত্মা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত, তাঁহার কাম ও কর্ম্ম প্রক্ষীণ, সুতরাং তাঁহার গতি ও উৎক্রান্তি উভয়ই অসম্ভব। গতির ও উৎক্রান্তির কারণ নাই সুতরাং গতি ও উৎক্রান্তিরূপ কার্য্যও নাই। "সে এই স্থানেই (এই দেহেই) ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়" এতজ্জাতীয় শ্রুতিসমূহও জ্ঞানীর উৎক্রান্তি গতি না থাকার অনুমাপক (বোধক)।

স্মর্য্যতে চ ॥ অ ৪, পা ২, সূ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—গত্যুৎক্রান্ত্যোরভাব ইতি পূরণীয়ম্। -মহাভারত-স্মৃতিতেও জ্ঞানীর গতি ও উৎক্রান্তি নাই বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ভাষ্যার্থ—স্মৃতিতেও অর্থাৎ মহাভারত গ্রন্থেও জ্ঞানীর উৎক্রান্তি ও পরলোক গতি নাই বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তাহা যথা—"যে ভূত সকলকে সম্যক আত্মভাবে দেখে, সমুদায় ভূত যাহার আত্মভূত (আত্মতা প্রাপ্ত) সুতরাং অপদ অর্থাৎ প্রাপ্যপদরহিত, প্রাপ্যপদপ্রার্থী দেবতারাও তাহার পদে (প্রাপ্যপদ বিষয়ে) মোহপ্রাপ্ত হন। অর্থাৎ তাঁহারাও তাহা জানেন না। (অদ্বয়ত্বনিবন্ধন প্রাপ্যপদ না থাকায় কাযেই দেবতারা তাহা জানেন না।) বলিতে পার, স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞের গতিস্মরণ আছে। আছে সত্য; যথা—ব্যাসপুত্র শুকদেব মুক্ত হইবার ইচ্ছায় আদিত্যমণ্ডলে গমন করিলে এবং পিতাকর্তৃক আহূত হইলে "ভো!" এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।" পরন্তু ঐ স্মৃতি ব্রহ্মজ্ঞের পরলোক গতি বুঝাইতে সমর্থ নহে। ঐ স্মৃতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, শুকদেব যোগবলে সশরীরে সূর্য্যলোকে গমন করিয়া শরীর ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল, অদ্বয় বা বিদেহমুক্ত হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে স্মৃতিতে "সকল ভূতের সমক্ষে বা ভূত সকল দেখিতে দেখিতে"

এরূপ তাৎপর্য্যে শব্দ সকল বিন্যস্ত হইত না। যদি তিনি অশরীর হইয়া যাইতেন তাহা হইলে তিনি সর্ব্বভূতদৃশ্য হইতে পারিতেন না। কোনও ভূত তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। ঐ প্রস্তাব সেখানে ঐরূপে উপসংহৃত (সমাপ্ত) হইয়াছে। যথা—"শুক বায়ু অপেক্ষাও শীঘ্র গমনে অন্তরীক্ষগামী হইলেন এবং লোকদিগকে আত্মপ্রভাব বা যোগবল সেইরূপে দেখাইয়া সর্ব্বভূতগত অর্থাৎ অদ্বয় বা মুক্ত হইলেন।" এই শ্রুতি জ্ঞানীর দেহোৎসর্গের পর অগতি-পদ (ব্রহ্ম) পাওয়ার কথা বলিয়াছেন। প্রদর্শিত কারণেই পরব্রহ্মজ্ঞের গত্যাগতি ও উৎক্রান্তি না থাকা স্থিরীকৃত হয়। তবে যে কোন কোন শ্রুতিতে জ্ঞানীর গতি থাকা অভিহিত হইয়াছে, সে সকল শ্রুতির বিষয় পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

তানি পরে তথা হ্যাহ ॥ অ ৪, পা ২, সূ ১৫ ॥

সূত্রার্থ তানি প্রাণশব্দোদিতানীন্দ্রিয়াণি ভূতানি চ পরে পরমে ব্রহ্মণি লীয়ন্ত ইতি শেষঃ। হি যতঃ তথা আহ শ্রুতিরিতি যোজ্যম্। জ্ঞানীর সে সকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও দেহবীজ ভূতপঞ্চক পরব্রহ্মেই লয়প্রাপ্ত হয়। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন।

ভাষ্যার্থ পরব্রহ্মাভিজ্ঞের প্রাণ-নামক সেই সকল ইন্দ্রিয় ও সেই সকল ভূত (যাহা তাহাদের দেহ জন্মাইয়াছিল তাহা) পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি সেই কথাই বলিয়াছেন। যথা—"যেমন নদী সকল সমুদ্র পাইয়া অস্তগত হয়, সেইরূপ, এই ব্রহ্মদর্শী পুরুষের পুরুষাশ্রিত (পুরুষে অর্থাৎ ব্রহ্মে কল্পিত) ষোল কলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও দেহবীজ ভূতপঞ্চক) পুরুষ প্রাপ্ত হওয়ায় অস্তগত হয়।" ইত্যাদি। যদি বল, বিদ্বান্ বিষয়ে অপর একটী শ্রুতি আছে, যথা "পঞ্চদশ কলা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে।" এই শ্রুতি পুরুষাতিরিক্ত পদার্থে (প্রকৃতিরূপ ভূতে) কলা সকলের লয় হওয়ার কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাহা ব্যবহার দৃষ্টে। পার্থিবাদি কলা স্বীয় স্বীয় প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয় ইহা ব্যবহার দৃষ্টিতে অর্থাৎ লোক দৃষ্টি অনুসারে কথিত হইয়াছে ; পরন্তু জ্ঞানীর বাস্তব দৃষ্টিতে পরমাত্মাতেই সমুদায় কলার লয় অভিহিত হয়। এইরূপ মীমাংসা করিলে আর উক্ত দোষের সংস্রব থাকিবেক না।

অবিভাগোবচনাৎ॥ অ ৪, পা ২, সূ ১৬॥

সূত্রার্থ—লয়স্য দ্বৈধাদর্শনাৎ সংশয়ঃ—কিং জ্ঞানিনঃ কলাপ্রলয়ঃ সাবশেষো নিরবশেষো বেতি। সিদ্ধান্তমাহ—অবিভাগ ইতি। পরব্রহ্মণ্যবিভাগোনিরবশেষলয়ো বচনাৎ শ্রুতিবাক্যাদবধারণীয়ঃ। সাবশেষঃ=মূলকারণে প্রকৃতৌ শক্ত্যাত্মনা স্থিতিঃ পুনর্জ্জন্মযোগ্যতেতি যাবৎ। বিমতঃ কলালয়ঃ সাবশেষঃ কলালয়ত্বাৎ সুষুপ্তিবদিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তে তু বিমতঃ কলালয়ো নিরবশেষো বিদ্যাকৃতত্বাৎ রজ্বাং বিদ্যয়া সর্পলয়বদিতি দ্রষ্টব্যম্।—ব্রহ্মজ্ঞের যে কলালয় হওয়া অভিহিত হইয়াছে তাহা সাবশেষ নহে, কিন্তু নিরবশেষ। অর্থাৎ তাহা শক্তিরূপেও থাকে না বচন অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য তাহার প্রমাণ।

ভাষ্যার্থ—মরণকালে তত্ত্বজ্ঞানীর কলা সকল (১১ ইন্দ্রিয় ও ৫ ভূত) অস্তগত অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হয় বলা হইল। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, সে লয় সাবশেষ কি নিরবশেষ। প্রলয়শব্দের সাধারণ অর্থ দেখিতে গেলে পাওয়া যায়, শক্ত্যবশেষ লয় হয়। অর্থাৎ যেমন প্রাকৃতিক প্রলয়ে কলা সকল অব্যক্ত হয়, শক্তিরূপে অবস্থান করে, তেমনি, তত্ত্বজ্ঞানীর কলাপ্রলয়ও শক্ত্যবশেষী। এইরূপ পক্ষ প্রাপ্তে তদুদ্ধারার্থ বলা হইল—অবিভাগো বচনাৎ। ব্রহ্মে নিরবশেষ অবিভাগই হয়, এ রহস্য বচনলভ্য। অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যে লব্ধ হয়। বিবেচনা কর, শ্রুতি কলাপ্রলয় হওয়া বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন "সেই সকলের নাম ও রূপ উভয়ই ভাঙ্গিয়া যায় অর্থাৎ থাকে না। তখন পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, এইরূপ অভিধান করা যায়। তখন এই জ্ঞানী নিষ্কল ও অমর হন।" কলা সকল অবিদ্যামূলক, বিদ্যা হইলে কলামূল অবিদ্যা বিদূরিত হয়, সুতরাং নিরবশেষ বা নির্ম্মূল প্রলয় হওয়াই সঙ্গত—যুক্তিসিদ্ধ। প্রাকৃতিক প্রলয়ে কলামূল অবিদ্যার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না হওয়ায় কাযেই সে সময়ে সাবশেষ কলাপ্রলয় স্বীকৃত হইয়া থাকে। অতএব, জ্ঞানীর কলাপ্রলয় বা অবিভাগ নিরবশেষ, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়সিদ্ধ।

অপর বিদ্যাবিষয়ক উপরি উক্ত সিদ্ধান্তে অন্য এক আশঙ্কা এই যে—জ্ঞানী উপাসক মরণকালে যে কোন দেহছিদ্র হইতে উৎক্রান্ত হন? বা তাঁহার উৎক্রান্তির কি কোন বিশেষ নিয়ম আছে? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে,

জ্ঞানী উপাসক অজ্ঞানীর ন্যায় যে সে স্থান দিয়া নির্গত হন না, ব্রহ্মলোক প্রাপক ব্রহ্মরন্ধ্র পথেই নিষ্ক্রান্ত হন। তথাহি,

তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাত্তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া॥ অ৪, পা২, সূ১৭॥

সূত্রার্থ—তস্য মুমুক্ষোরুপাসকস্য ওক আয়তনং হৃদয়ং তস্য অগ্রং নাড়ীমুখং তস্য জ্বলনং ভাবিফলস্ফুরণং প্রদ্যোতনাখ্যং মরণকালে ভবতীতি শাস্ত্রে দৃষ্টা। ততশ্চ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিজ্ঞাতব্রহ্মপ্রাপকমূর্দ্ধন্যনাড়ীপথঃ স উপাসকস্তয়া নিষ্ক্রামতীতি লভ্যতে। তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাদিতি হেতুঃ। তস্যা বিদ্যায়াঃ শেষভূতা অঙ্গীভূতা যা নাড়ী তয়া গতিরভিনিষ্ক্রমণং তস্যা অনুস্মৃতিরনুশীলনমভ্যাসঃ সাঽস্যাস্তীতি যতস্ততঃ স হার্দ্দানুগৃহীতঃ হৃদয়ালয়েন ব্রহ্মণা সমুপাসিতেন তদ্ভাবমাপন্নঃ শতাধিকয়া শতাদতিরিক্তয়া সুষুম্নয়া নাড্যা নিষ্ক্রামতীতিতদর্থঃ।—জ্ঞানী উপাসক যে-কোন দেহছিদ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হন না। ব্রহ্মালয় হৃদয়, তদগ্রস্থ নাড়ীমুখ, প্রথমতঃ তাহা তাঁহার প্রদ্যোতিত হয়, পরে তিনি শতাধিক সুষুম্না নাড়ী পথে নিষ্ক্রান্ত হন। পূর্ব্বে তিনি বিদ্যাবলে ব্রহ্মপ্রাপক সুষুম্না নাড়ী বিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাই তিনি এখন দেহত্যাগকালে তন্নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হইতে সক্ষম। সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানী উপাসক অজ্ঞানীর ন্যায় যে সে দেহপ্রদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন না, ব্রহ্মলোকপ্রাপক ব্রহ্মরন্ধ্র পথেই নিষ্ক্রান্ত হয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ভাষ্যার্থ—প্রসঙ্গক্রমে পরাবিদ্যার ফলাফলবিষয়ক বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিচার সমাপ্ত হইয়াছে। অধুনা অপরবিদ্যাবিষয়ক কতিপয় বিচার নিষ্পন্ন করা যাউক। ইতিপূর্ব্বে (এই পাদের ৭ সূত্রে) বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রে মৃত্যুপক্রম বর্ণিত আছে সে জন্য উৎক্রান্তি জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই সমান। মৃত্যুপক্রম কি তাহা বলা যাইতেছে। বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নির্ব্ব্যাপার হইয়াছে, হইয়া সম্পিণ্ডিত হইয়াছে, বিজ্ঞানাত্মা জীবও উৎক্রমণোদ্যত (দেহত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত) হইয়াছে, এই কালে অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে, সেই মুমূর্ষুর ওক অর্থাৎ আয়তন, আশ্রয় বা বাসস্থান হৃদয়, প্রথমতঃ জ্বলিত

বা প্রদ্যোতিত হয়। জীব ইন্দ্রিয়দিগকে লইয়া, আত্মসাৎ করিয়া, হৃদয়দেশস্থ নাড়ী মধ্যে আগমন করে, অনন্তর তাহা জ্বলিত বা প্রদ্যোতিত হয়। প্রদ্যোতিত হয় কি-না সে ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্পিণ্ডিত হইলে উক্ত স্থানে আইসে, পরে তাহার ভবিষ্যৎ ফলের স্ফূরণ হয়। ভবিষ্যৎ ফলের স্ফূরণ হয় কি-না সে অনন্তর যাহা হইবে তাহারই অনুরূপ ভাবনা বিজ্ঞান অনুভব করে। অর্থাৎ সেই সময় তাহার ভাবনাময় শরীর হয়। ব্যাঘ্র হইবার কর্ম্ম উত্তেজিত হইয়া থাকে ত সে ভাবে, আমি ব্যাঘ্র। মানুষ্যপ্রাপক কর্ম্ম স্ফূরিত হইয়া থাকে ত সে ভাবে, আমি মানুষ। দেবত্বপ্রাপক অদৃষ্ট প্রবল হইলে ভাবে, আমি দেবতা। ইত্যাদি। এতদ্রূপ ভাবনাবিজ্ঞান বা ভাবিফলস্ফূরণরূপ প্রাদ্যোতন উপস্থিত হওয়ার নাম জ্বলন ও প্রদ্যোতন। অগ্রে প্রদ্যোতন, পরে উৎক্রমণ (দেহ হইতে বাহির হইয়া যাওয়া)। এই উৎক্রমণ কাহার কাহার চক্ষু দিয়া কাহার কাহার মূর্দ্ধা অর্থাৎ ব্রহ্ম-রন্ধ্র পথে, কাহার কাহার শরীরের অন্যান্য স্থান দিয়া হইয়া থাকে। ইহা শ্রুতিতে শুনা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন "এই মুমূর্ষুর হৃদয়ের অগ্রভাগ অর্থাৎ নাড়ীমুখ প্রদ্যোতিত হয়, পরে সেই প্রদ্যোতনবিশিষ্ট আত্মা অর্থাৎ জীব, হয় চক্ষুঃ দিয়া না হয় মূর্দ্ধা (ব্রহ্মরন্ধ্র) দিয়া অথবা অন্য কোন অঙ্গ দিয়া বহির্গমন করে।" মৃত্যুপক্রম অর্থাৎ উৎক্রান্তিপ্রণালী কি তাহা বলা হইল, কিন্তু জ্ঞানীর সম্বন্ধে এই প্রণালীতে অন্য একটী সংশয় আছে। সংশয়ের কারণ, শ্রুত্যন্তর। শ্রুত্যন্তরে আছে, জ্ঞানী মূর্দ্ধন্যনাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উর্দ্ধ আক্রমণ করেন (উৎকৃষ্ট লোকে যান), কাযেই সংশয় হয়। সংশয়ের আকার এই যে, উৎক্রান্তির কি কোন নিয়ম নাই? জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই কি অনিয়মে যে-সে স্থান দিয়া নির্গত হন? কিংবা জ্ঞানীর উৎক্রান্তিতে কিছু বিশেষ নিয়ম আছে? সংশয় হইলেই পক্ষ গ্রহণ, তাহাতে পাওয়া যায়, বিশেষ শ্রুতি না থাকায় উৎক্রান্তির কোনরূপ নিয়ম নাই। জ্ঞানীর প্রতি কোনরূপ বিশেষ নিয়ম নাই। এইরূপ প্রাপ্ত পক্ষের প্রত্যাখ্যানার্থ বলিতেছেন, তাহা নহে। অর্থাৎ জ্ঞানীর সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম আছে। হৃদয়াগ্র প্রদ্যোতন জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই হয় সত্য; পরন্তু সেই সময়ে জ্ঞানীর মোক্ষদ্বার * মূর্দ্ধন্যনাড়ী প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। সেই

* মোক্ষদ্বার=ব্রহ্মলোক গমনের পথ সুষুম্না নাম্নী নাড়ী। তাহা হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণতালুকণ্ঠ দিয়া নাসিকা ভিত্তির মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র

কারণে জ্ঞানী মূর্দ্ধস্থান দিয়া নিষ্ক্রান্ত হন, অজ্ঞানী অন্যান্য অঙ্গ দিয়া নির্গত হন।* এ কথা এই জন্য বলি, বিদ্যার সামর্থ্যে তিনি মরণকালে ব্রহ্মলোক-মার্গ ব্রহ্মরন্ধ্রপথ দেদীপ্যমান দেখিতে পান। জ্ঞান হইলেও যদি তিনি অজ্ঞানীর ন্যায় শরীরের যে-সে স্থান দিয়া নির্গত হন ও উৎকৃষ্ট লোক লাভ না করেন, তাহা হইলে বিদ্যার আরাধনা নিষ্ফল। অন্য কথা এই যে, হৃদয়প্রসূত সুষুম্না নাড়ী অনুশীলন করা বিদ্যার অন্যতম অঙ্গ (দহরবিদ্যায় ঐ নাড়ীর অনুশীলন করিবার বিধান আছে), জ্ঞানী তাহা মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুশীলন করিয়াছিলেন, এক্ষণে যে তিনি স্মরণ পথাগত সুসুম্ন নাড়ী পথে নির্গত হইবেন তাহা আর বিচিত্র কি? তাহাই যুক্ত বা যুক্তিসিদ্ধ। ব্রহ্ম হৃদয়প্রদেশে উপাসিত হইলে তিনি উপাসককে অনুগ্রহ করেন, সুতরাং জ্ঞানী উপাসক ক্রমে ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হন, পরে অন্তকালে এক শতের অতিরিক্ত সুষুম্ন নাম্নী মূর্দ্ধন্যনাড়ী দিয়া (ব্রহ্মরন্ধ্র নামক মস্তক ছিদ্র দিয়া) নিষ্ক্রান্ত হন। যাহারা নিগুণব্রহ্মবিৎ নহে, দহরাদি বিদ্যা অনুশীলন করে নাই, তাহারাই শরীরস্থ অন্যান্য স্থান দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়। হৃদয়বিদ্যা (হার্দ্দব্রহ্মোপাসনা) প্রকরণেও ঐ কথা আছে। যথা—"হৃদয়-প্রদেশে এক শত এক নাড়ী (নাড়ী অসংখ্য ; পরন্তু প্রধান নাড়ী এক শ এক।) আছে। সেই সকল নাড়ীর একটী নাড়ী হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া মূর্দ্ধ প্রদেশে গিয়াছে। (দক্ষিণ তালু ও নাসিকাভিত্তি অতিক্রম করিয়া মস্তকে গিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। তাহার মুখ মস্তক-কপালের সংযোগ স্থানে পরিসমাপ্ত। এই স্থানের অন্য নাম ব্রহ্মরন্ধ্র। এই ব্রহ্মরন্ধ্র রোমকূপ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম) ব্রহ্ম উপাসক এই নাড়ীর দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হন, পরে অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন।"

রশ্ম্যনুসারী ॥ ॥ অ ৪, পা ২, সূ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—শতাধিকয়া নাড্যা নিষ্ক্রামন্ রশ্ম্যনুসারী নিষ্ক্রামতীত্যর্থঃ।—

স্থানে শেষ হইয়াছে। ব্রহ্মরন্ধ্র স্থানে তাহার বিরত সূক্ষ্ম অগ্রভাগ সূর্য্যরশ্মির সহিত সমসূত্রসংযোগে সূর্য্যপর্য্যন্ত সংযুক্ত হইয়া আছে। জ্ঞানী ঈদৃশ সুষুম্নানাড়ী পথে নির্গত হইয়া সূর্য্যরশ্মি আক্রমণ করেন, তদবলম্বনে সূর্য্যলোকে যান, ক্রমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। এতদনুসারেই ঐ সুষুম্না নাড়ী মোক্ষদ্বার নামে অভিহিত হয়।

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক শতাধিক মূর্দ্ধন্য নাড়ীর দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হন সত্য, পরন্তু তাহাতে রশ্মি অবলম্বনের অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ীসংযুক্ত সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করতঃ নিষ্ক্রান্ত হন।

ভাষ্যার্থ—উপনিষদে "অনন্তর দহরবিদ্যা। এই যে হৃদয় নামক ব্রহ্মপুর, ইহাতে যে অল্পপরিমাণ পুণ্ডরীক (পদ্ম) গৃহ।" এইরূপ উপক্রমে দহরবিদ্যা (হৃদপদ্মে ব্রহ্মভাবনা করা) অভিহিত হইয়াছে। এই দহরবিদ্যার বিবরণে "এই হৃদয়পদ্মগৃহের (ব্রহ্মাবস্থান স্থানের) মধ্যে অল্প আকাশ (ব্রহ্ম)—" এইরূপ এইরূপ বর্ণনা আছে। ঐ প্রক্রিয়ায়, "এই যে হৃদয়স্থ নাড়ী সমূহ—" ইত্যাদি ক্রমে মূর্দ্ধন্য নাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ (সংযোগ) থাকা সবিস্তরে অভিহিত হইয়াছে। ক্ত নাড়ীরশ্মির সম্বন্ধ (সংযোগ) বলিয়া পরে বলিয়াছেন "উপাসক যখন এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন তখন তিনি সেই সকল নাড়ীসম্বন্ধীয় রশ্মি অবলম্বনে উর্দ্ধলোকে গমন করেন।" আবার বলিয়াছেন "ঐ মূর্দ্ধন্য নাড়ীর দ্বারা নিষ্ক্রান্ত ও উর্দ্ধগামী হন, ক্রমে অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন। (ব্রহ্মলোকে গিয়া শরীর লাভ করেন, কল্প শেষ হইলে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন)" এই উপনিষদ্ সন্দর্ভের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, দহরোপাসক যে মূর্দ্ধন্য নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হন, সে নিষ্ক্রমণ রশ্ম্যনুসারী। অর্থাৎ মূর্দ্ধন্য নাড়ীর সহিত যে সূর্য্যরশ্মির সম্পর্ক (সংযোগ) আছে, সেই সম্পর্কিত রশ্মি অবলম্বনেই তিনি নিষ্ক্রান্ত হন। কিন্তু সংশয় এই যে, দিবামরণ ও রাত্রিমরণ এই দুই লইয়া রশ্ম্যনুসরণের কোন বিশেষ আছে কি নাই। দিবসে সূর্য্যরশ্মি থাকে, সে জন্য দিবামরণেই রশ্ম্যনুসরণ হইবেক? কি রাত্রিমরণেও রশ্ম্যনুসরণ হইবেক? বিশেষ শ্রবণ না থাকায় সংশয়ের প্রথম কোটি ত্যাগ করিয়া সিদ্ধান্ত কোটিতে (পক্ষে) পাওয়া যায়, কি দিন কি রাত্রি উভয় কালেই জ্ঞানীর রশ্ম্যনুসরণ হয়।

নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ দর্শয়তি চ ॥ অ ৪, পা ২, সূ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—নিশি রাত্রৌ রশ্ম্যনবলম্বনং ন ভবেদিতি ন যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ শিরাকিরণসম্পর্কস্য। দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ শিরাকিরণসম্পর্কস্য যাবদ্দেহভাবিত্বম্।—রাত্রে রশ্মি না থাকায় জ্ঞানীর রাত্রিমরণে রশ্ম্যনুসরণ হয় না, এ

আশঙ্কা করিও না। কারণ, মূর্দ্ধন্য নাড়ীর সহিত যে সূর্য্য কিরণের সম্পর্ক তাহা যাবদ্দেহভাবী। কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই দেহধারীর ঐ সম্পর্ক থাকে। (ভাষ্যাব্যাখ্যা দেখ)।

ভাষ্যার্থ—যদি কেহ ভাবেন, দিবসে রশ্মি থাকায় দিবসেই নাড়ীরশ্মি-সংযোগ বিদ্যমান থাকে, সুতরাং দিবামরণেই জ্ঞানীর রশ্ম্যনুসরণ হয় কিন্তু রাত্রে রশ্মি থাকে না সেজন্য নাড়ীরশ্মিসংযোগের অভাবে রাত্রিমরণে রশ্ম্যনু-সরণ না হইতেও পারে। তাঁহাদের সংশচ্ছেদের জন্য বলা যাইতেছে যে, যত কাল শরীর তত কাল নাড়ীরশ্মিসংযোগ। শিরাকিরণসম্পর্ক অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ মূর্দ্ধন্যনাড়ী মুখের (ব্রহ্মরন্ধ্র ছিদ্রের) সহিত সূর্য্য কিরণের সংযোগ যে যাবদ্দেহ ভাবী (যখন, যখন দেহ আছে তখন তখনই ঐ সংযোগ আছে) তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"ঐ আদিত্য হইতে রশ্মিধারা বিস্তৃত হইতেছে। সে সকল রশ্মি এই সকল নাড়ীর সহিত সংযুক্ত হইতেছে। আবার এই সকল নাড়ী হইতেও শারীর কিরণ নিঃসৃত ও তাহা আদিত্যে সংযুক্ত হইতেছে।" রাত্রেও যে সূর্য্যকিরণের অনুবর্ত্তন থাকে তাহা গ্রীষ্মকালের রাত্রে স্পষ্টতঃ অনুভূত হয়। কে না গ্রীষ্মরাত্রে কিরণের অনুভব করেন? রাত্রে কিরণের অনুবর্ত্তন নিতান্ত অল্প, সেই কারণে তাহা দুর্লক্ষ্য। অন্য ঋতুর রাত্রেও কিরণানুবর্ত্তন থাকে; পরন্তু তাহা নিতান্ত অল্প বলিয়া লক্ষ্য করা যায় না। যেমন শীতকালের দিবসে ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে কিরণের অস্তিত্ব থাকিলেও দুর্লক্ষ্য, তেমনি রাত্রেও দুর্লক্ষ্য। রাত্রে যে কিরণসম্বন্ধ থাকে তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন যথা—"এই সবিতৃ দেব রাত্রেও দিন ধারণ করেন। অর্থাৎ রাত্রেও রশ্মি বিতরণ করেন।" যদি এমন হয় যে, রাত্রিমৃত ব্যক্তি রশ্ম্যনুসরণ ব্যতীতও ঊর্দ্ধলোক গামী হন তাহা হইলে রশ্ম্যনু-সারিণী গতি হয় বলা নিরর্থক। শ্রুতি এমন কিছু বিশেষ করিয়া বলেন নাই যে, যে বিদ্বান্ (জ্ঞানী) দিবসে মরে সেই বিদ্বানই রশ্মি অবলম্বনে ঊর্দ্ধগামী হন এবং যে বিদ্বান্ রাত্রে মরে, সে বিদ্বান রশ্মি প্রতীক্ষা না করিয়া ঊর্দ্ধগামী হন। রাত্রে মরিলেন, এই অপরাধে যদি জ্ঞানীর ঊর্দ্ধগতি না হয় তাহা হইলে জ্ঞানফলের অবশ্যম্ভাবিতা থাকে না। মৃত্যুকালের নিয়ম নাই, কে কবে মরিবে তাহার স্থিরতা নাই, এবং জ্ঞানফলের পাক্ষিকতা ব্যতীত অবশ্যম্ভাবিতা নাই। এরূপ হইলে লোকের

জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রবৃত্তি হইবে কেন? তাহাতে উপাসনাপ্রবৃত্তির উচ্ছেদ ও শাস্ত্র সকল অপ্রামাণ্যশঙ্কাকুলুষিত হইবে। অপিচ, এমন কোন কথা নাই যে, রাত্রিমৃত ব্যক্তি দিন আগমনের প্রতীক্ষা করেন। (রাত্রে মরণ হইল কিন্তু তিনি সেই মৃত শরীরের সন্নিকটে থাকিয়া দিবসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এমন কথা কুত্রাপি লিখিত হয় নাই।) দিন আসিলেই বা কি হইবে? হয় ত তাহার শরীর কিরণ-সম্পর্ক প্রাপ্ত হইল না। (রশ্মিসম্পর্ক না হইতে হয় ত তাহার শরীর অগ্নিসম্পর্কে দগ্ধ হইল।) ফল কথা এই যে, জ্ঞানীর ঊর্দ্ধগতি দিনাগম প্রতীক্ষা করে না এবং সে কথা শাস্ত্রেও গীত হইয়াছে। শাস্ত্র যথা—"সে যতক্ষণ শ্মশানে পরিত্যক্ত হইবে ততক্ষণ তাহার মন (সূক্ষ্মশরীর) আদিত্যলোক প্রাপ্ত হইবেক।" অর্থাৎ বন্ধুগণ তাহার সেই অপ্রাণ শরীর নিহরণ করিবার উদ্যোগ করিতে না করিতে সে সূর্য্য লোকে গমন করে। এ কথাতেও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞানীর ঊর্দ্ধ গতিতে দিনের প্রতীক্ষা নাই। অতএব, জ্ঞানীর রশ্ম্যনুসারিত্ব ও ঊর্দ্ধগতি কি দিন কি রাত্রি উভয়ত্রই সমান।

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে॥ অ ৪, পা ২, সূ ২০॥

সূত্রার্থ—অতঃ উক্তহেতোরপি দক্ষিণায়নেঽপি মৃতো জ্ঞানী জ্ঞানফলং প্রাপ্নোতীতি সূত্রযোজনা।—দক্ষিণায়নে মরণ হইলেও জ্ঞানী পূর্ব্বোক্ত কারণে জ্ঞানফল লাভ করেন, ইহা অবধারণ কর।

ভাষ্যার্থ—ঐ কারণে অর্থাৎ কাল প্রতীক্ষা উপপন্ন হয় না, জ্ঞানফল অবশ্যম্ভাবী ও মৃত্যুকালের নিয়ম না থাকা, এই সকল কারণে জ্ঞানী দক্ষিণায়ন-মরণেও জ্ঞানফল প্রাপ্ত হন ইহা অবধারিত হয়। উত্তরায়ণে মরণ প্রশস্ত অর্থাৎ প্রশংসনীয়, সেই কারণে ভীষ্ম শরশয্যাশায়ী হইয়াও উত্তরায়ণ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। "শুক্লপক্ষ হইতে উত্তারায়ণের ছয় মাস—" এই শ্রুতি অনুসারে জ্ঞানীর ঊর্দ্ধগতির প্রতি উত্তরায়ণের অপেক্ষা আছে কলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে বটে; পরন্তু সে আশঙ্কা সূত্রকার সূত্রের দ্বারা বিদূরিত করিলেন। উত্তরায়ণে মরণ হওয়া প্রশস্ত, এ প্রসিদ্ধি বা এ কথা অজ্ঞান অধিকারে বিদিত অর্থাৎ অবিদ্বান বা অনুপাসক ব্যক্তির পক্ষে উত্তরায়ণ মরণ সুপ্রশস্ত, পরন্তু জ্ঞানীর কি উত্তরায়ণ কি দক্ষিণায়ন

সমস্তই সমান। উত্তরায়ণে মরণ প্রশস্ত, এই আচার পরিপালন ও পিতৃপ্রসাদলব্ধ ইচ্ছামরণ দেখান, ভীষ্মের এই দুই উদ্দেশ্য ছিল। "শুক্ল পক্ষ হইতে উত্তরায়ণের ছয় মাস" এ শ্রুতির অর্থ বা তাৎপর্য্য "আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ" সূত্রে বলা হইবে। এক্ষণে বলিতে পার যে, স্মৃতি (গীতা) অনাবৃত্তির (পুনর্জ্জন্মবিনাশের) নির্দ্দিষ্টকাল বলিয়াছেন। যথা—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মানব যে-কালে মরিলে অনাবৃত্তিফল প্রাপ্ত হয় এবং যে-কালে মরিলে আবৃত্তি (পুনর্ব্বার এই লোকে জন্ম) প্রাপ্ত হয় সেই কাল তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।" এই গীতা স্মৃতি কালের প্রাধান্য উল্লেখ পূর্ব্বক দিবা, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ, এই সকল কালকে অনাবৃত্তি ফলের কারণ বলিয়াছেন। সুতরাং আশঙ্কা হইতে পারে যে, জ্ঞানী উপাসক রাত্রে, কৃষ্ণ পক্ষে ও দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিলে কিপ্রকারে সে অনাবৃত্তি ফল পাইবে? তাহাতে সূত্রকার ব্যাস এই মীমাংসা বলিতেছেন যে,—

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে।

অ ৪, পা ২, সূ ২১॥

সূত্রার্থ—স্মর্য্যতে স্মৃতাবুচ্যতে। শ্রৌতদহরাদ্যুপাসকস্য ন কালাপেক্ষা সা তু স্মার্ত্তযোগিনামিতি ভাবঃ। ভগবদারাধনবুদ্ধ্যানুষ্ঠিতং কর্ম্ম যোগঃ। ধারণাপূর্ব্বকাত্মাকর্ত্তৃত্বানুভবঃ সাংখ্যম্। —প্রোক্ত অনাবৃত্তি ফল কালসাপেক্ষ অর্থাৎ দিবামরণাদিপূর্ব্বক লব্ধ হয় এ কথা স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে সত্য পরন্তু সে সকল উক্তি স্মার্ত্ত যোগী দিগকে লক্ষ্য করিয়া অভিহিত, জানিবে। স্মার্ত্ত যোগীরাই কালমরণাদি অনুসারে যোগফল লাভ করেন কিন্তু শ্রুত্যুক্ত উপাসনা পরায়ণেরা কালমরণ অনুসারে প্রোক্তফল লাভ করেন না। যাঁহারা শ্রুত্যুক্ত উপাসনায় রত তাঁহারা সর্ব্বদাই (যখন তখন) দেহত্যাগ করিয়া ঐ অনাবৃত্তিফলের ভাগী হন।

ভাষ্যার্থ—ঐ সকল কালের নিয়োগ অর্থাৎ অনাবৃত্তিফলের কারণীভূত স্মৃত্যুক্ত দিবা ও শুক্লপক্ষাদি যোগীদিগের সম্বন্ধেই অভিহিত জানিবে। ফলিতার্থ—স্মার্ত্ত যোগীরাই ঐ সকল কালে মরণলাভ করিয়া অনাবৃত্তি-গতিপ্রাপ্ত হন, পরন্তু শ্রুত্যুক্ত উপাসনাপরায়ণেরা ঐ সকল কালের প্রতীক্ষা করেন না। তাঁহারা জ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বদাই (যখন তখন) দেহত্যাগ করতঃ অনা-

বৃত্তিফল লাভ করিয়া থাকেন। অতএব, বিষয়ভেদ ও অধিকারিভেদ এই দ্বিবিধ ভেদ অনুসারে কালনিয়ম বাক্যের সমাধান বা সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। স্মৃত্যুক্ত কালনিয়ম শ্রুত্যুক্ত জ্ঞানাধিকারে লব্ধপ্রবেশ হয় না—ইহাও দেখা আবশ্যক। যদি বল—অর্চ্চিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণের ছয় মাস, এবং ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নের ছয়মাস, এ সকল কথা শ্রুতিতেও আছে, শ্রুতিতে ঐ সকল কাল দেবযান ও পিতৃযান পথের পর্ব্ব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং বিষয়ভেদে ও অধিকারী ভেদে সুব্যবস্থা (আশঙ্কার পরিহার) করিবার উপায় কৈ? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, স্মৃতিতে "তং কালং বক্ষ্যামি" "সেই কাল বলিব" এই বাক্যে কাল বলিবার প্রতিজ্ঞা থাকায় দিবা ও শুক্লপক্ষ সমস্তই কালপর বলিয়া প্রতীত হয় এবং তাহাতেই ঐ বিরোধের আশঙ্কা হয়। আশঙ্কা হইলে তাহার পরিহার প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রোক্ত প্রকার পরিহার স্থির করা হইয়াছে। কিন্তু যদি স্মৃত্যুক্ত ঐ সকল কথার কালার্থ গ্রহণ না করিয়া আতিবাহিক দেবতা অর্থ গ্রহণ কর, (দিবস অর্থাৎ দিবসাভিমানিনী দেবতা, ইত্যাদি) তাহা হইলে আর অল্পমাত্রও বিরোধ থাকে না এবং শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই একার্থপ্রতিপাদক হয়।

উপরে বলা হইয়াছে যে, উপাসক ও অনুপাসক (জ্ঞানী ও কর্ম্মী) উভয়েরই সমানরূপে উৎক্রান্তি (শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে শরীর ত্যাগ) হয়। অজ্ঞানীও উৎক্রান্ত হন, জ্ঞানীও উৎক্রান্ত হন। প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী উৎক্রান্ত হইয়া রশ্ম্যনুসারে ঊর্দ্ধ লোক আক্রম করেন, অজ্ঞানী তাহা পারেন না। এস্থলে উপস্থিত চিন্তা এই যে, জ্ঞানী উপাসকেরা ঊর্দ্ধ আক্রম করিয়া কোথায় গমন করেন? এবিষয়ে শাস্ত্র এই যে, তাহারা প্রথমে অর্চ্চিঃ প্রাপ্ত হন, অর্চ্চিঃ হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণে, উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যে, এবংক্রমে দেবযানপথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এবিষয়ে অন্য আর এক বিচার এই যে, অর্চ্চিঃ আদিপথপর্ব্ব যাহা উপরে বর্ণিত হইল তাহা সকল কি? ঐ সকল কি কেবল চিহ্ন? না ভোগস্থান? কি ব্রহ্মলোক প্রস্থিত জীবের বাহক? উক্ত সকল বিষয় নিম্নলিখিত কতিপয় সূত্রে বিচারিত হইয়া মীমাংসিত হইয়াছে। তথাহি,

অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ১॥

সূত্রার্থ—অর্চ্চিঃ আদি প্রথমং মার্গপর্ব্ব যস্য পথস্তেন পথা দেবযানেন সর্ব্বে ব্রহ্মলোকযায়িনো গচ্ছন্তীতি প্রাতজানীমহে। হেতুমাহ তদিতি। স এব মার্গঃ প্রথিতঃ সর্ব্বেষাং বিদুষামিতি পূরণীয়ম্। প্রথিতিঃ প্রসিদ্ধিঃ।—যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন তাঁহারা সকলেই অর্চ্চিঃ, অর্চ্চিঃ হইতে অহ, এবংক্রমে গমন করেন। অর্থাৎ দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে যান। এইটিই ব্রহ্মলোক গমনের প্রসিদ্ধ পথ।

বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্॥ অ ৪, পা ৩, সূ ২॥

সূত্রার্থ—অব্দাৎ সংবৎসরাৎ পরং বায়ুমভিসম্ভবতীতি অবিশেষবিশেষাভ্যাং উপদেশাভ্যাং বিজ্ঞায়তে।—উপাসক সংবৎসরের পরে বায়ুর অধিকারে গমন করেন ইহা সামান্যতঃ উপদেশ ও বিশেষরূপ উপদেশ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ৩॥

সূত্রার্থ—তড়িতঃ বিদ্যুতঃ অধি উপরি বরুণস্তন্নামকোলোক ইতি সম্বন্ধাৎ বিদ্যুদ্বরুণয়োর্বিজ্ঞায়তে।—বিদ্যুৎ লোকের পরে বরুণলোক, ব্রহ্মলোকগামী উপাসক তৎক্রমে গমন করেন, ইহা বিদ্যুতের সহিত বরুণের প্রকট সম্বন্ধ থাকায় নির্ণীত হয়।

আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ৪॥

সূত্রার্থ—মার্গপর্ব্বত্বেনোক্তা অর্চ্চিরাদয়ো ন মার্গাচহ্নানি নাপি ভোগভূময়ঃ কিন্ত্বাতিবাহিকা গন্তৃণামিতি তেষাংপ্রাপকত্বলিঙ্গাদ্বিজ্ঞায়তে।—ব্রহ্মগমনের নিমিত্ত যে দেবযান পথ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে এবং অর্চ্চি, অহ (দিন), শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, ইত্যাদি পথপর্ব্ব কথিত হইয়াছে, ঐ সকল কি? ঐ সকল কি কেবল চিহ্ন? না ভোগস্থান? কি ব্রহ্মলোক প্রস্থিত জীবের

বাহক? প্রশ্নের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সকল চিহ্নও নহে, ভোগভূমিও নহে, উহারা আতিবাহিক দেবতাবিশেষ। কারণ, আতিবাহিকী দেবতার অনেক চিহ্ন ঐ সকলে বিদ্যমান আছে।

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ৫॥

সূত্রার্থ—উভয়ব্যামোহাৎ মার্গতদ্গাম্নোরজ্ঞত্বাৎ উর্দ্ধগতির্ণ স্যাৎ অতশ্চেতনান্তরেণ নেয় ইতি তৎসিদ্ধের্ন্যায়ানুগ্রহসিদ্ধের্নেতৃত্বসিদ্ধেরুক্তলিঙ্গং ন্যায়োপেতমেবেতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।—অর্চিঃ প্রভৃতি পথ অচেতন, তাহাতে যে যাইতেছে সেও তখন মূর্চ্ছিত। উভয়ের অজ্ঞতায় উর্দ্ধ গতি অসম্ভব হয় সুতরাং বিবেচনা করা বা স্থির করা উচিত যে, কোন চেতন তাহাকে লইয়া যায়। এই যে যুক্তি বা লৌকিক ন্যায়, এই ন্যায়ের অনুগ্রহে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ বাহকত্ব ও বাহকের চেতনত্ব অকাট্য হইতে পারে।

বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ৬॥

সূত্রার্থ -ততস্তদনন্তরং বিদ্যুদভিসম্ভবনানন্তরমিতি যাবৎ বিদ্যুল্লোকমাগতো বৈদ্যুতস্তেন এব অমানবেন পুরুষেণ বৈদ্যুতাৎ লোকাৎ বরুণাদীনাং লোকে নীয়মানা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবেযুঃ। তচ্ছ্রুতে তস্যৈবামানবস্য পুরুষস্য গময়িতৃত্বশ্রবণাদিতি সূত্রব্যাখ্যা।—বিদ্যুতে অভিসম্বৃত হইলে ব্রহ্মলোকবাসী অমানব পুরুষেরা তাহাকে বহন করে, লইয়া যায়, তৎপরে ব্রহ্মলোক লইয়া যায়। বরুণ প্রভৃতিরা লইয়া যায় না, তাহারা অমানব পুরুষাদিগের সাহায্য করে মাত্র। শ্রুতি বলিয়াছেন, অমানবপুরুষেরাই নেতা, বরুণাদি নেতা নহে।

উপরি উক্ত অর্থে অর্থাৎ "অমানব পুরুষ ব্রহ্মগন্তা উপাসকদিগকে ব্রহ্ম পাওয়ায়" এইস্থানে সংশয় এই যে, গন্তব্যব্রহ্ম পরব্রহ্ম কি অপর ব্রহ্ম? ব্যাসদেব জৈমিনি পক্ষ পূর্ব্বপক্ষে স্থাপিত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অমানব পুরুষেরা যে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায় সে ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্ম নহে, সগুণব্রহ্ম। (অপরব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ, যাঁহার অন্য নাম ব্রহ্মা) এ নির্ণয় যেরূপে আরব্ধ হইয়া বিচারিত হইয়াছে তাহার প্রকার নিম্নোক্ত কতিপয় সূত্রে বর্ণিত আছে। তথাহি,

কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ৭॥

সূত্রার্থ—অধুনাগন্তব্যং চিন্তয়তি। পরব্রহ্ম গন্তব্যমিতি পূর্ব্বপক্ষে মার্গস্য মুক্ত্যর্থতা স্যাৎ কার্য্যব্রহ্মেতি পক্ষে ভোগার্থতেতি মনসিকৃত্য প্রথমং সিদ্ধান্ত-পক্ষমাহ। অমানবঃ পুরুষঃ কার্য্যং বিকারধর্ম্মোপেতং সগুণমেব ব্রহ্ম গময়তীতি বাদরিরাচার্য্য আহ। যতোঽস্যৈব কার্য্যব্রহ্মণ এব গতিরুপপদ্যতে গুণপরিচ্ছিন্নত্বাৎ। গতিঃ প্রাপ্তিঃ; গন্তব্যলাভ ইতি যাবৎ। কার্য্যং বিকার-সম্বন্ধেন জন্মবান্ ব্রহ্মাপরনামা হিরণ্যগর্ভঃ। অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মপ্রাপ্ত করায়। এই ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্ম নহে কিন্তু সগুণ ব্রহ্মেই গতিশ্রুতি সঙ্গতার্থ হয়। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ।)

ভাষ্যার্থ—"সেই অমানব পুরুষ তাহাদিগকে ব্রহ্ম পাওয়ায়" এই স্থানে সংশয় আছে। (এ বার গন্তব্যের বিচার। গন্তব্য ব্রহ্ম পরব্রহ্ম কি অপর ব্রহ্ম, তাহা অন্বেষণ করা যাউক)। সংশয় এই যে, অমানব পুরুষেরা যে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করায়, সে ব্রহ্ম জন্মবান্ অপরব্রহ্ম? (অপরব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ, যাঁহার অন্য নাম ব্রহ্মা।) কি মুখ্য ও অবিকৃত পরব্রহ্ম? এ সংশয়ের হেতু কি? সংশয়ের হেতু ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ ও তাঁহাতে গতি হওয়ার কথা। (ব্রহ্ম বলিলে পরব্রহ্ম এবং গতি হয় বা প্রাপ্ত হয় বলিলে পরিচ্ছিন্ন পদার্থই উপলব্ধি পথে আইসে। পরব্রহ্ম নিরপেক্ষ বৃহৎ অর্থাৎ পরিপূর্ণ—ব্যাপক। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবের প্রাপ্ত আছেন, সেজন্য ব্রহ্ম পাওয়ার কথা পরব্রহ্মপর নহে, কার্য্যব্রহ্মপর।) এই স্থলে বাদরি আচার্য্য (ব্যাস) মনে করেন, ও বলেন, অমানব পুরুষেরা গুণপরিচ্ছিন্ন অপর ব্রহ্মকেই পাওয়ায়। (অপর ব্রহ্ম=ব্রহ্মা) কেন-না, তিনিই গন্তব্য বা পাওয়ার যোগ্য। গতি বা প্রাপ্তি তাঁহাতেই উপপন্ন হয়। পরব্রহ্মে কি গন্তৃত্ব কি গন্তব্যত্ব কি গতি কিছুই উপপন্ন হয় না। কারণ, পরব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন নির্গুণ সর্ব্বগত ও গন্তার প্রত্যাগাত্মা।

বিশেষিতত্বাচ্চ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ৮॥

সূত্রার্থ—বহুবচন-লোকশব্দ-সপ্তমীবিভক্তিভিরিতি বোধ্যন্। তেন তেন বিশেষণেন গন্তব্যাং পরস্মাৎ ব্যাবৃত্তমিতি।—বহুবচনের লোকশব্দের ও

আধারার্থক সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, দেবযান পথের পথিক গন্তব্য বিকার-বিশিষ্ট অপরব্রহ্ম; অবিকৃত পরব্রহ্ম নহে। পরব্রহ্ম পূর্ণ; সে কারণ তিনি গন্তব্য নহেন। পরিচ্ছিন্ন বস্তুই গন্তব্য বা প্রাপ্তব্য। অসীম পদার্থ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রাপ্তই আছেন।

ভাষ্যার্থ—"ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায়। তাহারা সেই ব্রহ্মলোকে দীর্ঘকাল ব্রহ্মার আয়ুঃপরিমিত কাল বাস করে।" এই শ্রুতিতে যে বিশেষ উক্তি আছে সেই বিশেষ উক্তির (বহুবচন, লোকশব্দ ও আধারার্থে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগের) দ্বারা স্থির হয়, গতিশ্রুতি কার্য্যব্রহ্মবিষয়েই প্রয়োজিত। পরব্রহ্ম বহুবচনে বিশেষিত হন না। কার্য্যব্রহ্মই অবস্থাভেদ অনুসারে বহুবচনে বিশেষিত হইতে পারেন। বিকার বিষয়েই লোকশব্দের মুখ্য প্রয়োগ হয়। যাহা সন্নিবেশবিশিষ্ট ভোগভূমি (স্থান), তাহাই লোকশব্দের মুখ্যার্থ। "ব্রহ্মই লোক—" ইত্যাদি সন্দর্ভে যে ব্রহ্মে লোকশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা গৌণী অর্থাৎ লক্ষণাক্রমে প্রয়োজিত। "সেখানে তাহারা বাস করে" এই যে অধিকরণের ও অধিকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ (ব্রহ্মলোক অধিকরণ, উপাসকেরা তাহাতে অধিকর্ত্তব্য। অধিকরণ অর্থাৎ বাসস্থান বা বাসের আধার। অধিকর্ত্তব্য অর্থাৎ বাসকারী।) এ নির্দ্দেশও কার্য্যব্রহ্ম ব্যতীত পরব্রহ্মে মুখ্যরূপে সঙ্গত হয় না। এই সকল হেতুতে উক্ত বাক্য (ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় বা করায়, ইত্যাদি বাক্য) কার্য্যব্রহ্মবিষয়ে ব্যাখ্যাত হয়। যদি কেহ বলেন, প্রশ্ন করেন, কার্য্যব্রহ্ম অর্থে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ কিরূপে উপপন্ন হয়? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম সমুদায় জগতের জন্মস্থিতি-লয়ের মূলকারণ, ইহার প্রত্যুত্তরার্থ সূত্র—

সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ৯ ॥

সূত্রার্থ—কার্য্যব্রহ্মণো গন্তব্যত্বেঽনাবৃত্তিফলশ্রবণমসমঞ্জসং স্যাদিতি শঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থস্তুশব্দঃ। পরব্রহ্মসামীপ্যাদপরস্মিন্ ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগ ইতি সূত্রতাৎপর্য্যম্। অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ পরব্রহ্মের অতি সন্নিহিত, সেই কারণে লক্ষণাশক্তির দ্বারা তাঁহাতে ব্রহ্মশব্দের ব্যপদেশ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ সাধু বলিয়া গণ্য হয়।

ভাষ্যার্থ—হিরণ্যগর্ভে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ হয় কি-না এই আশঙ্কা ব্যাবৃত্ত

করিবার জন্য অর্থাৎ "হয়" এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য সূত্রে তু-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ্ভ পরব্রহ্মের অতি সমীপবর্ত্তী। সেই কারণে তাঁহাতে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ বিরুদ্ধ প্রয়োগ নহে। (যেমন গঙ্গাতীরবাসীকে গঙ্গাবাসী বলা যায় সেইরূপ) পরব্রহ্মই কোন কোন স্থলে বিশুদ্ধ উপাধি সম্পর্ক অনুসারে উপাধিগত কোন কোন ধর্ম্মের দ্বারা উপাসনার্থ অর্থাৎ তিনি মনোময় ও দীপ্তরূপী, ইত্যাদি প্রকারে উপাসিত হউন, এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছেন ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত বা মর্ম্মকথা। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, উপাসক যদি কার্য্যব্রহ্মই প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তাঁহাদের অনাবৃত্তি ফল ঘটে কৈ? পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুরই ত নিত্যতা নাই? অথচ শ্রুতি বলিয়াছেন, দেবযান পথে প্রাস্থিতদিগের অনাবৃত্তি হয় অর্থাৎ তাহারা আর জন্ম গ্রহণ করে না। যাহা পরম মোক্ষ তাহাই তাহারা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মনিত্যতা লাভ করে। যথা—"দেবযান পথের পথিকেরা পুনর্ব্বার এই মনুষ্য সম্বন্ধীয় আবর্ত্তে নিপতিত হন না। অর্থাৎ আর তাঁহাদের কোনরূপ জন্ম হয় না।" "তাঁহাদের আর ইহলোকে আসিতে হয় না।", "তাঁহারা মূর্দ্ধন্যনাড়ী পথে নিষ্ক্রান্ত হন, হইয়া উর্দ্ধলোকে গমন করতঃ অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।" ইত্যাদি। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ অর্থাৎ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত কথনার্থ সূত্র—

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ১০ ॥

সূত্রার্থ—কার্য্যব্রহ্মলোকস্য অত্যয়ে প্রলয়কাল আগত ইতি যাবৎ তদধ্যক্ষেণ হিরণ্যগর্ভেণ সহ তে সর্ব্বে ব্রহ্মলোকবাসিনস্তত্রৈবোৎপন্নজ্ঞানদর্শনা ততঃ পরং শুদ্ধং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যন্ত ইতি শ্রুতেব্বাক্যান্নির্ণীয়তে।—কার্য্যব্রহ্ম ব্রহ্মার অবসানকালে অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত এক সঙ্গে সমুদায় ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতঃ শুদ্ধ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্ত হন।

ভাষ্যার্থ—কার্য্যব্রহ্মলোকের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভলোকের প্রলয় (বিনাশ) কাল আগত হইলে সমুৎপন্নব্রহ্মজ্ঞান তল্লোকবাসীরা আপনাদের অধিপতির

(হিরণ্যগর্ভের) সহিত বিষ্ণুর বিশুদ্ধ পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ইহারই নাম ক্রমমুক্তি, এইরূপ ক্রমমুক্তি অনাবৃত্ত্যাদি শ্রুতির সামর্থ্যে অবশ্য স্বীকার্য্য। সাধক ঐরূপে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, অন্য কোনরূপে নহে। মুখ্যরূপে গতিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্তি সম্ভবে না, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

স্মৃতেশ্চ ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ১১ ॥

সূত্রার্থ—স্মৃতিপ্রামাণ্যাদপি গন্তব্যস্য কার্য্যত্বম্।—দেবযান পথের পথিক দিগের গন্তব্য ব্রহ্ম যে সগুণ ব্রহ্ম তাহা স্মৃতিতেও কথিত আছে।

ভাষ্যার্থ—স্মৃতি ঐ অর্থ অনুমোদন করিয়াছেন। যথা—"প্রতিসঞ্চর অর্থাৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত (ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিসমাপ্ত) হইলে পরমেষ্ঠীর অর্থাৎ সমষ্টিলিঙ্গশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভের অন্ত অর্থাৎ অবসান (বিনাশ) হয়। তৎপরে সেই বিকারী ব্রহ্মের (ব্রহ্মার) সহিত কৃতাত্মা অর্থাৎ লব্ধব্রহ্ম-জ্ঞান সমুদায় তল্লোকবাসী বিষ্ণুর পরম পদে প্রবেশ করে অর্থাৎ মুক্ত হয়।" স্মৃতির এই তাৎপর্য্য দৃষ্টে সিদ্ধান্ত হয় যে, গতিশ্রুতি কার্য্যব্রহ্মবিষয়েই পর্য্যবসিত। এই স্থানে হয় ত সকলেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, সূত্রকর্ত্তা ব্যাস কোন্ পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া "কার্য্যং বাদরিঃ" ইত্যাদি সূত্রে উক্ত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন? (পূর্ব্বপক্ষ) বা আশঙ্কা না থাকিলে বিচার উঠে না। সিদ্ধান্ত স্থাপনও হয় না।) ঐ জিজ্ঞাসা যেন হইবেই হইবে, এইরূপ অবধারণ করিয়া সূত্রকার সূত্রের দ্বারা সেই পূর্ব্বপক্ষ দেখাইতেছেন।

পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ১২ ॥

সূত্রার্থ—অমানবাঃ পুরুষাঃ পরমেব ব্রহ্ম গময়ন্তীতি জৈমিনির্মন্যতে। পরমেব হি মুখ্যং ব্রহ্ম।—জৈমিনি বলেন, অমানব পুরুষেরা দেবযান প্রস্থিত উপাসকদিগকে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়। ব্রহ্ম বলিলে পরব্রহ্মই বুঝায় এবং পরব্রহ্মই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ।

ভাষ্যার্থ—জৈমিনি মুনির পক্ষ স্বতন্ত্রপ্রকার, এবং তাহাই পূর্ব্বপক্ষ বা আশঙ্কার কারণ। কাযেই সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। জৈমিনি বলেন, অমানব পুরুষেরা যে ব্রহ্ম পাওয়ায় তাহা পরব্রহ্ম। কারণ, পরব্রহ্মই মুখ্যব্রহ্ম। ব্রহ্মশব্দের মুখ্য আলম্বন। ব্রহ্ম বলিলে পরব্রহ্মই বুঝায়, অপর ব্রহ্ম গৌণ অর্থাৎ সন্নিধানলক্ষণায় হিরণ্যগর্ভে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াও থাকে ; সেজন্য

তাহা মুখ্য নহে ; কিন্তু গৌণ। মুখ্যার্থ ও গৌণার্থের সংশয় হইলে মুখ্যার্থ ই গৃহীত হয়। অভিধা শক্তির দ্বারা * মুখ্যার্থ ই বুদ্ধিস্থ হয়, মুখ্যার্থ সঙ্গতি না হইলে কাযেই গৌণার্থের গ্রহণ হইয়া থাকে।

দর্শনাচ্চ ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ১৪ ॥

সূত্রার্থঃ—দর্শনং শ্রৌতবিজ্ঞানং তস্মাদপি। তস্মিন্নর্থে শ্রৌতবিজ্ঞানমপ্যস্তীত্যর্থঃ।—শ্রুতি "অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়" এই কথা বলিয়া ঐ অর্থেরই গ্রাহ্যতা দেখাইয়াছেন।

ভাষ্যার্থ—"ব্রহ্মোপাসক সুষুম্ননাড়ীরন্ধ্রে নির্গত হন, হইয়া অমৃতত্বলাভ করেন" এই শ্রুতি গতিপূর্ব্বক অমরত্ব লাভ হয় বলিতেছেন। অমরত্ব পরব্রহ্ম ব্যতীত কার্য্যব্রহ্মে উপপন্ন হয় না। কারণ, কার্য্যব্রহ্ম বিনাশী—প্রকৃত অমর নহে। মুখ্যব্রহ্ম ব্যতীত সমস্তই বিনাশী—তাহা শ্রুতিকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে। যথা—"যাহাতে ভেদ দর্শন হয় তাহা অল্প অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ও মরণশীল।" যে গতি বিচারিত হইতেছে সে গতি পরব্রহ্মবিষয়িণী। কঠবল্লীতেও পরব্রহ্মবিষয়িণী গতি পঠিত হইয়াছে। কঠবল্লীতে বিদ্যান্তরের প্রকরণ নাই. তাহা পরব্রহ্মেরই প্রকরণ। কঠবল্লীতে "যাহা ধর্ম্মের অন্য, অধর্ম্মের অন্য" ইত্যাদি ক্রমে পরব্রহ্মই প্রক্রান্ত হইয়াছেন। (কাযেই বলিতে হয়, ব্রহ্ম পাওয়ায় কি-না পরব্রহ্ম পাওয়ায়)।

ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥ অ ৪, পা ৩. সূ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—উপাসকস্য মরণকালে যা প্রতীপত্ত্যাভিসন্ধিঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিসংকল্পঃ সা কার্য্যে ব্রহ্মণি ন সম্ভবতীত্যেতস্মাদপি কারণাৎ গন্তব্যব্রহ্মণঃ পরত্বম্। সা ন কার্য্যব্রহ্মবিষয়েতি ভাবঃ।—"আমি প্রজাপতির সভাগৃহে যাইতেছি" এই জ্ঞান বা এ অভিসন্ধি কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক নহে। পরব্রহ্ম বিষয়েই ঐ অনুসন্ধান শ্রুত হইয়াছে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

---

* "যস্যোচ্চারণমাত্রেণ সহজং যৎপ্রতীয়তে। তস্য শব্দস্য যা শক্তিঃ সাঽভিধা পরিকীর্ত্তিতা।" শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র যে অর্থ প্রতীত করায় সেই অর্থ অভিধামূলক ও মুখ্য।

ভাষ্যার্থ—উপাসকের মরণকালীন "আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার সভাগৃহ প্রাপ্ত হইলাম" এই যে শ্রুত্যুক্ত সংকল্প, এ সংকল্প কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক। (প্রজাপতি, সভা ও বেশ্মশব্দ থাকায়)। সেজন্য গন্তব্য ব্রহ্ম পরব্রহ্ম নহে, এরূপ আশঙ্কা করিও না। ঐ সংকল্প বা ঐ অভিসন্ধি কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক নহে; উহাও পরব্রহ্ম বিষয়ক। কারণ, "তিনি নামের ও রূপের নির্ব্বাহক। নাম ও রূপ যাঁহার বহির্ব্বর্ত্তী তাহা ব্রহ্ম।" শ্রুতিতে এবংক্রমে যে কার্য্যবিলক্ষণ ব্রহ্মের অর্থাৎ পরব্রহ্মের প্রস্তাব আরব্ধ হইয়াছে, উক্ত গতি-শ্রুতি সেই প্রস্তাবের অন্তর্গত। অতএব, পরব্রহ্মের প্রকরণে পরিপঠিত গতিশ্রুতি সুতরাং পরব্রহ্মবিষয়িণী। ঐ প্রস্তাবের উপক্রমেও "আমি ব্রাহ্মণদিগের যশঃ (আত্মা) হইয়াছি। ক্ষত্রিয় দিগের ও বৈশ্য দিগের যশঃ (আত্মা) হইয়াছি" এইরূপ কথা আছে। সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্ম উক্ত প্রস্তাবে উপক্রান্ত হওয়ায় বুঝিতে হইতেছে যে ঐ প্রকরণ পরমাত্মারই প্রকরণ। (পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা তুল্য কথা) এবং তৎপ্রকরণোক্ত গন্তব্যব্রহ্মও পরব্রহ্ম। যশঃ শব্দে পরব্রহ্ম বুঝায়, এ কথা "যাঁহার অন্য নাম মহদযশঃ তাঁহার প্রতিমা (তুলনা) নাই।" এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ। (ফলিতার্থ—উপাসকের প্রদর্শিত প্রকারের মরণকালীন সঙ্কল্প পরব্রহ্মবিষয়ক, অপরব্রহ্মবিষয়ক নহে।) প্রোক্ত সঙ্কল্প-বাক্যে গতিপূর্ব্বক ব্রহ্মবেশ্মপ্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, আবার উহাই হার্দ্দবিদ্যায় (হৃদপদ্মস্থব্রহ্মোপাসনা প্রস্তাবে) "সেই লোকে ব্রহ্মার অজ্ঞানীর অপরাজেয় (অপ্রাপ্য) পুরী—যাহা প্রভু ব্রহ্মার নির্ম্মিত—তত্রস্থ হিরণ্ময় গৃহ—তাহা তাহারা প্রাপ্ত হয়" এবংক্রমে অনূদিত হইয়াছে। অপিচ, শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রপদ্যে—অর্থাৎ প্রজাপতির গৃহপ্রাপ্ত হই, এই পদ-ধাতুর অর্থ গতি বা যাওয়া। এ স্থলে গৃহে যাওয়া। সুতরাং তাহা পথসাপেক্ষ। সে হেতুতেও স্থির হয়, ঐ ব্রহ্মবিষয়িণী গতিশ্রুতি পরব্রহ্মেই পর্য্যবসিত। গন্তব্য ব্রহ্মবিষয়ে এইরূপ পক্ষদ্বয় দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত পক্ষ (যাহা সিদ্ধান্ত) বাদরি মুনির অর্থাৎ ব্যাসের অভিমত এবং পরোক্ত পক্ষ জৈমিনি মুনির সম্মত। পরন্তু আচার্য্য ব্যাস উভয়পক্ষই সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। এক পক্ষের অবলম্বন গতির উপপত্তি এবং অপর পক্ষের অবলম্বন ব্রহ্মশব্দের মুখ্যতা। বিচার চক্ষে দেখিতে গেলে দেখা যায় "গতির উপপত্তি" এই হেতুটী মুখ্যত্ব হেতুকে আভাসীকৃত করিতে পারে কিন্তু মুখ্যত্ব হেতুটী গতির উপপত্তিকে

আভাসীকৃত করিতে পারে না। (ফলিতার্থ—গতিশ্রুতির উপপত্তি (সঙ্গত হওয়া) ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ ভঙ্গ করিতে পারে কিন্তু বক্ষশব্দের মুখ্যার্থ গতি-শ্রুতির যুক্ততা নষ্ট করিতে পারে না)। সেই জন্যই আদ্যপক্ষ সিদ্ধান্ত এবং দ্বিতীয়পক্ষ (জৈমিনির পক্ষ) পূর্ব্বপক্ষ। সম্ভব নাই অথচ মুখ্যার্থ গ্রহণ কর কে এরূপ আজ্ঞা দিতে পারে? ঐরূপ আজ্ঞার দাতা নাই। যদিও উহা পরাবিদ্যাপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে তথাপি উহাকে পরাবিদ্যার প্রশংসার্থ অভি-হিত বলিলে দোষ কি? পরাবিদ্যার প্রশংসার্থ অপরা বিদ্যার আশ্রয় লওয়া ও গতি উপদেশ করা অনুপপন্ন নহে। যেমন পরা বিদ্যার প্রস্তাবে উৎক্রমণের নিমিত্ত অন্যান্য নাড়ী থাকা কথিত হইয়াছে সেইরূপ এখানেও পরব্রহ্মপ্রস্তাবে অপরব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন। "প্রজাপতির সভা-গৃহ পাই—" এ বাক্যকে পূর্ব্ববাক্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন। (পূর্ব্ববাক্য ও এ বাক্য এক নহে, কিন্তু পৃথক্। পূর্ব্ব বাক্য পরব্রহ্মপ্রতিপাদক এবং এ বাক্য অপরব্রহ্মবোধক, এরূপ স্থির করিবেন) কারিলে সগুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তির সংকল্প বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইবে না। সগুণ ব্রহ্মে সার্ব্বাত্ম্য কীর্ত্তন সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বকাম ইত্যাদির ন্যায় যোজনীয়। অর্থাৎ সগুণ পদার্থেও ঐ ঐ ঔপচারিক প্রয়োগ হইতে পারে, হইলে তাহা অশাস্ত্রীয় হয় না। অতএব, ঐ গতিশ্রুতি যে অপরব্রহ্মবিষয়িণী সে পক্ষে আর সংশয় নাই। এই স্থলে কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, প্রথমোক্ত পক্ষই পূর্ব্বপক্ষ এবং শেষোক্ত পক্ষই সিদ্ধান্ত। তাঁহারা শেষোক্ত পক্ষের সিদ্ধান্তভাব রক্ষার নিমিত্ত প্রোক্ত গতিশ্রুতিকে পর-ব্রহ্মে পর্য্যবসিত করেন। কিন্তু তাহা হয় না। অর্থাৎ তাহা অনুপপন্ন বা যুক্তিবিরুদ্ধ। কেননা পরব্রহ্মের গন্তব্যতা নিতান্ত অনুপপন্ন (অযুক্ত)। যিনি "যাহা সর্ব্বগত, সর্ব্বান্তর, সর্ব্বাত্মক, তাহাই পরব্রহ্ম।" "তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য।" "যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অর্থাৎ স্বাধীন চেতন তাহা ব্রহ্ম।" যে আত্মা সমুদায় প্রাণীর অন্তরে বিরাজমান।" "এ সমস্তই আত্মা" "এ সমুদায়ই ব্রহ্ম ও বরিষ্ঠ।" ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, মুখ্যরূপে তাঁহার গন্তব্যতা উপপন্ন হয় না। যাহা যাওয়া আছে, পাওয়া আছে, তাহা আবার পাইব কি, যাইবই বা কোথায়? যাওয়া ও পাওয়া কি? যাওয়া ও পাওয়া ভেদানুবিদ্ধ। অর্থাৎ এক একস্থান হইতে অন্যত্র যায় ও এক অন্য এক'কে পায়। উক্ত প্রকারের যাওয়া ও পাওয়া

লোকবিদিত ; সুতরাং পরিপূর্ণস্বভাব অদ্বয় ব্রহ্মে যাওয়া ও পাওয়া উভয়ই বিরুদ্ধ। যদি বল, লোকমধ্যে দেশান্তরবিশিষ্টতা অনুসারে গতের গন্তব্যতা বা প্রাপ্তের প্রাপ্তব্যতা দৃষ্ট হয়, যেমন পৃথিবীস্থ ব্যক্তি দেশান্তর দ্বারা পৃথিবীতেই গমন করে, পৃথিবীকেই পায়, বালক যেমন কালান্তরবিশিষ্ট বার্দ্ধক্যে গমন করে বা বার্দ্ধক্য পায়, সেইরূপ, সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মও কোন এক প্রকারে গন্তব্য হইতে পারেন। (পৃথিবীতে যাওয়াই আছে, পৃথিবীকে পাওয়াই আছে, সে ভাবে পৃথিবী গত ও প্রাপ্ত ; কিন্তু এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ, এ ভাবে পৃথিবীর সেই সেই অংশ গন্তব্য ও প্রাপ্তব্য। যে বালক সেই বৃদ্ধ সুতরাং বাল্য ও বার্দ্ধক্য স্বাত্মভূত, এ ভাবে বার্দ্ধক্য গন্তব্যও নহে, প্রাপ্তব্যও নহে। কিন্তু কালান্তরে প্রকটপ্রাপ্ত হয়, সে ভাবে বার্দ্ধক্য গন্তব্যও বটে, প্রাপ্তব্যও বটে) ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে। অর্থৎ প্রদেশের ও বার্দ্ধক্যের গন্তব্যতা আছে দেখিয়া তদ্দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের গন্তব্যতা নির্ণয় করিতে পার না। কারণ, ব্রহ্ম প্রদেশাদি পরিহীন। যত প্রকার বিশেষ বা প্রভেদ উল্লেখ করিবে সমস্তই ব্রহ্মে প্রতিষিদ্ধ। "ব্রহ্ম নিষ্কল (তাঁহার অংশ বা প্রদেশ নাই), নিষ্ক্রিয় (চলন বা গতি নাই), শান্ত, অনিন্দিত, নির্লেপ।" "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন।" "বাহিরেও তিনি, অন্তরেও তিনি, যেহেতু তিনি নিত্য -জন্মবান্ নহেন।" "তিনি মহান, জন্মবর্জ্জিত, আত্মা, অজর, অমর, অভয় ও নিরতিশয় বৃহৎ অর্থাৎ পূর্ণ।" "ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপে জ্ঞেয় অর্থাৎ সর্ব্বনিষেধের সীমাস্বরূপ।" এইরূপ এইরূপ শ্রুতি, তন্মূলা স্মৃতি ও তদনুকূলা যুক্তি বিদ্যমানে ব্রহ্মের প্রদেশ, অবস্থা, কালকৃতবিশেষ কি অন্য কোনরূপ প্রভেদ থাকা কল্পনা করিতেও পারিবে না। সুতরাং তাঁহার ভূপ্রদেশ, বয়স ও অবস্থার অনুরূপ গন্তব্যতা আছে বলিতেও পারিবে না। পৃথিবী ও বয়স এ দুএর প্রদেশ ও অবস্থাবিশেষ থাকায় তদ্বিশিষ্ট গন্তব্যতা মান্য করিতে পার, কিন্তু ব্রহ্মে তাহা পার না। ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তির, স্থিতির ও প্রলয়ের কারণ, এইরূপ শ্রুতি থাকায় তদ্দৃষ্টে ব্রহ্মের নানাশক্তির যোগ আছে বলিবে, তাহাও পারিবে না। কারণ,ব্রহ্মে কোনরূপ বিশেষ নাই, এতদর্থপ্রতিপাদক নিষেধ শ্রুতি সকল অনন্যার্থ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ অর্থেই প্রমাণ। (উৎপত্তি শ্রুতি সকল স্বার্থে প্রমাণ নহে।) উৎপত্তি-

স্থিতি-প্রলয়-বোধিনী-শ্রুতি স্বার্থে প্রমাণ, এ কথা বলিতে বা স্বীকার করিতে সমর্থ নহ। কারণ, ঐ সকল শ্রুতির কারণের একত্ব-প্রতিপাদন অর্থেই তাৎপর্য্য, উৎপত্ত্যাদি অর্থে তাৎপর্য্য নহে। যে শাস্ত্র মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া ব্রহ্মাদ্বয়ের সত্যতা ও বিকারের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে সে শাস্ত্র ব্রহ্মৈকত্বপর ব্যতীত উৎপত্ত্যাদিপর হইতে পারে না। ("যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ" এই ন্যায় বা নিয়ম অনুসারে সৃষ্টি-শ্রুতি অন্যপরতাবিধায় স্বার্থে অপ্রমাণ বলিয়া স্থির আছে)। উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি বিশেষ নিরাকরণ শ্রুতির উপকারকমাত্র, এ কথাই বা বলি কেন? বিশেষ নিরাকরণ শ্রুতি উৎপত্ত্যাদির উপকারক, এ কথাই বা না বলি কেন? তাহা বলিতেছি। বিশেষনিবারিণী শ্রুতি নিরাকাঙ্ক্ষ—অর্থাৎ ঐ সকল শ্রুতির অর্থ অবগতিগোচরে আসিলে শ্রোতার কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকে না, আপনার অদ্বয়ত্ব নিত্যত্ব ও শুদ্ধত্ব সাক্ষাৎকৃত হইলে পুরুষার্থ বুদ্ধি সমাপ্ত হয় সুতরাং তখন আর কোনও কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকে না। (আর কিছু বিজ্ঞেয় থাকে না—কোনও কিছু জানিবার ইচ্ছা থাকে না।) "একত্বদর্শীর তখন শোকই বা কি? মোহই কি?" "হে জনক! তুমি অভয়প্রাপ্ত হইয়াছ।" "ব্রহ্মজ্ঞানী কোনও কিছু হইতে ভয় প্রাপ্ত হন না।" (অন্য কিছুর বোধ থাকিলে ত তাহা হইতে ভয় হইবে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে আত্মাতিরিক্ত বস্তু নাই সেইজন্য জ্ঞানী নির্ভয়) "আমি সৎকর্ম্ম করিলাম কি অসৎকর্ম্ম করিলাম এ চিন্তা জ্ঞানীকে তাপিত করে না।" ইত্যাদি শ্রুতি শ্রোতার প্রমা (আপনার ব্রহ্মতাবোধ) উৎপাদন করিলে আর তাহার কিছু জানিবার প্রয়োজন থাকে না। যাঁহারা জ্ঞানী—তাঁহাদিগকে ঐ পর্য্যন্ত জানিয়াই পরিতুষ্ট থাকিতে দেখা যায় এবং শাস্ত্রকে বিকারের মিথ্যাত্ব ও মিথ্যাবিকারে অভিসন্ধিমানের নিন্দা করিতে দেখা যায়। যথা—"সে মৃত্যুর বশতাপন্ন হয়—যে ব্রহ্মে নানা অর্থাৎ ভেদ দর্শন করে।" অতএব, যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মের বিশেষ (নানাভাব) নিষেধ করিতেছে সে সকল শ্রুতিকে অন্য শ্রুতির অর্থাৎ উৎপদ্ধ্যাদি-বোধিকা শ্রুতির অঙ্গ বলিতে কদাচ পার না। অর্থাৎ উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি প্রধান, আর বিশেষনিষেধক বা নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতি অপ্রধান (উৎপত্ত্যাদি শ্রুতির বা গুণপ্রতিপাদক শ্রুতির পোষক) এরূপ বলিতে পার না। কারণ বিশেষনিষেধক শ্রুতি

যেরূপ নৈরাকাঙ্ক্ষ্য প্রতিপাদন করে, উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি সেরূপ নৈরাকাঙ্ক্ষ্য প্রতিপাদন করিতে ক্ষমবতী নহে। উৎপত্ত্যাদি শ্রুতির অন্য শেষতা (মাত্র বিশেষ নিবারক শ্রুতির উপকারকত্ব) প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। (স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, জগন্মূল অদ্বয় ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্যই উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি প্রবৃত্ত।) নিদর্শন দেখ—শ্রুতি বলিতেছেন "সৌম্য! শ্বেতকেতু! ! এ বিষয়ে এই শুঙ্গ অর্থাৎ হেতু অবগত হও যে এ জগৎ মূলশূন্য নহে। অর্থাৎ অবশ্যই ইহার একটী মূল (আদি কারণ) আছে।" শ্রুতি এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ বলিয়াছেন—দেখাইয়াছেন—একমাত্র সৎ-ই জগতের মূল এবং তাহাই বিজ্ঞেয়। । সৎ=ব্রহ্ম)। অন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে স্থিত হইতেছে, প্রলয়কালে যাঁহাতে এ সকল লীন হইবেক, তুমি তাঁহাকেই জান—তিনিই ব্রহ্ম।" ইহাতে বুঝিতে হইতেছে যে, উৎপত্তি স্থিতি-বিনাশ-বোধিকা শ্রুতি একাদ্বয় ব্রহ্ম বুঝাইতেই প্রবৃত্তা এবং তাহাতেই সে সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য, তাহাদের স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই, স্বার্থে তাৎপর্য্য না থাকায় তাহারা স্বার্থে অপ্রমাণ; কিন্তু পরার্থে অর্থাৎ বিশেষ নিষেধক ও অখণ্ডৈকরসব্রহ্মবোধক শ্রৌত অর্থে প্রমাণ। যেহেতু স্বার্থে অপ্রমাণ, সেই হেতু তাহাদের দ্বারা ব্রহ্মে অনেক শক্তির অস্তিত্ব বা ব্রহ্মের নানাত্ব মান্য করিতে পার না। ব্রহ্ম যে মুখ্য গন্তব্য নহেন (পাওয়া ছিল না, পাওয়া হইল,—যাওয়া ছিল না, যাওয়া হইল,— এরূপ হইলে তাহা মুখ্য গন্তব্য হয়। যেমন গ্রাম নগরাদি।) তৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে। সে হেতু এই—"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি—ব্রহ্মপ্রাপ্ত জ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না অর্থাৎ কোথাও গমন করে না, সেই দেহেই লয়প্রাপ্ত হয়।" "তিনি ব্রহ্মই ছিলেন পরন্তু অজ্ঞাত ছিলেন, অজ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় যে-ব্রহ্মই সে-ই ব্রহ্মই হইলেন।" এই শ্রুতি বলিয়াছেন, পরব্রহ্মে গতি হয় না (যাওয়া নাই)! এ রহস্য বিশদরূপে "স্পষ্টো হ্যেকেষাম্" সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যদি গতি কল্পনা কর অর্থাৎ গন্তা জীব ব্রহ্মে গমন করে বল, তাহা হইলে তোমার প্রতি এইরূপ প্রশ্ন হইবে যে, গন্তা অর্থাৎ গমনকর্ত্তা জীব কি গন্তব্য ব্রহ্মের অবয়ব (অংশ)? না বিকারবিশেষ? অথবা সর্ব্বথা ভিন্ন? অবশ্যই কোনরূপ ভেদ আছে বলিতে হইবেক, নচেৎ গমন-কথা উপপন্ন হইবেক না। (গমন কিনা যাওয়া বা পাওয়া,

তাহা বিভিন্ন পদার্থ ব্যতীত ঘটে না।) যদি বল, সে কথায় আসে যায় কি ? ঐ প্রশ্নের ফল কি ? তাহা বলিতেছি। জীব যদি ব্রহ্মের একদেশ (অবয়ব) হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম জীবের নিকট সর্ব্বদাপ্রাপ্ত আছেন, সুতরাং পুনর্ব্বার ব্রহ্মগমন বলা অযুক্ত। আরও দোষ এই যে, ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব—নিস্প্রদেশ--তখন জীবকে ব্রহ্মের প্রদেশ বা অবয়ব বলা নিতান্ত বিরুদ্ধ। এ দোষ বিকার পক্ষেও আছে। বিকারীও বিকারের নিকট নিত্যপ্রাপ্ত। ঘট একটী বিকার (মৃত্তিকার বিকার), সে সর্ব্বদাই মৃত্তিকা প্রাপ্ত আছে। ঘট কোনও কালে মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যমান থাকে না। ঘট যখন মৃত্তিকাভাব ত্যাগ করিবে তখন সে নিজেও অভাবগ্রস্ত হইবেক অর্থাৎ থাকিবেক না। জীব ব্রহ্মের বিকার কিংবা অবয়ব, এই দুই পক্ষে আরও দোষ দেখা যায়। যে বিকারবিশিষ্ট সে বিকারী। যে অবয়ববিশিষ্ট সে অবয়বী। এ স্থলে জীববিশিষ্ট ব্রহ্মই উক্ত শব্দদ্বয়ের (বিকারী ও অবয়বী এই দুই শব্দের) অভিধেয়। অথচ তিনি স্থির পদার্থ। স্থির পদার্থের গমন নিতান্ত অনবকপ্ত অর্থাৎ তাহা কল্পনারও অযোগ্য। (ব্রহ্ম স্থির পদার্থ সুতরাং তদংশ বা তদ্বিকার জীবও স্থির পদার্থ। সুতরাং জীবের ব্রহ্মগমন অসিদ্ধ। আমাদের মতে অজ্ঞান বিজৃম্ভিত উপাধির গমনাগমনে জীবের গমনাগমন ভ্রমগৃহীত সুতরাং অদোষ) যদি বল, জীব ও ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন, তাহা হইলে বলিতে হইবেক,—জীব অণুপরিমাণ, কি মহান্ ব্যাপী, কি মধ্যম পরিমাণ (শরীরপরিমাণ) ? মহান্ ব্যাপীর গতি অসিদ্ধ ; সে জন্য মহান্ ব্যাপী বলিতে পার না। মধ্যম পরিমাণ বলিলে অবশ্যই জীবকে অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর বলিতে হইবেক। (বিচারে এ পক্ষেও ব্রহ্মগমন বা মোক্ষ অনুপপন্ন।) অণুপরিমাণ পক্ষও সদোষ। জীব পরমাণুতুল্য সূক্ষ্ম হইলে এক সময়ে সর্ব্বশরীর বেদনা (জ্ঞান) অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ সকল কথা পূর্ব্বে বিশদ ও বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়া আসিয়াছি। জীব সর্ব্বমূল ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইলে "তৎ ত্বং অসি—তিনিই তুমি" ইত্যাদি শ্রুতি বাধা প্রাপ্ত হয়। এ দোষ (শ্রুতি-বাধা) বিকার পক্ষে ও অবয়ব পক্ষেও আছে। বিকার ও বিকারী অবয়ব ও অবয়বী এক, ভিন্ন নহে, শ্রুতিবাধ দোষ হইবে কেন ? এরূপ বলিতে পার না। কারণ, তাহাতে মুখ্য একত্ব নিষ্পন্ন হয় না। (মুখ্য একত্বই অর্থাৎ ব্রহ্মাদ্বৈতই শ্রুতির অভিপ্রেত)। যতগুলি পক্ষ স্থাপন করি-

প্রায় সমুদায় পক্ষেই অনির্ম্মোক্ষ (মুক্তির অভাব) ও সংসারিত্বের অনিবৃত্তি এই দুই দোষ অনিবার্য্য। সংসারিত্ব নিবৃত্তি হয় বলিতে গেলে আত্মনাশের আপত্তি (আপনার অভাব—না থাকা) হইবেক। এই স্থলে কেহ কেহ জল্পনা করেন, পাপোৎপত্তি না হয়, এই অভিসন্ধিতে তদুদ্দেশে বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকা, স্বর্গ-নরক না জন্মে, এই অভিপ্রায়ে কাম্য নিষিদ্ধ বর্জ্জন করা, ভোগদ্বারা বিনষ্ট হয়, এরূপ ভাবে বিদ্যমান দেহ-ভোগ্য ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় করা, এই তিনের সমাবেশে কাল-কর্ত্তন করিতে পারিলে দেহপাতের পর দেহান্তর প্রতিসন্ধানের কারণ না থাকায় * স্বরূপাবস্থানরূপ মোক্ষ বিনা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানেও সিদ্ধ হইতে পারে। কর্ম্মজড়দিগের এই সিদ্ধান্ত প্রমাণশূন্য; সুতরাং সৎসিদ্ধান্ত নহে। ঐরূপে মোক্ষ হয় ইহা কোনও শাস্ত্র বলেন নাই। মোক্ষার্থী কথিতপ্রকার আচার অবলম্বন করিবেক, এরূপ বিধান কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ঐ কথা তাঁহারা নিজ বুদ্ধির দ্বারা উৎপ্রেক্ষা বা উহ্য করিয়া বলেন, সে জন্য তাহা প্রমাণ নহে এবং তাহাতে প্রমাণ দিতে পারেন না। তাঁহাদের তর্ক এই "সংসার কর্ম্মনিমিত্তক—কর্ম্মপ্রভাবেই সংসারগতি লব্ধ হয়। যদি কর্ম্ম (অনুষ্ঠানজনিত পুণ্যপাপ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম) না থাকে, তাহা হইলে নিমিত্ত না থাকায় নৈমিত্তিক সংসার (পুনর্জ্জন্ম) হইবে না।" কর্ম্মজড়দিগের এ তর্ক তর্ক নহে; কিন্তু তর্কাভাস। কারণ, নিমিত্তাভাব (একবারে, কর্ম্মসদ্ভাব না থাকা) নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যেহেতু নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, বুদ্ধির অগম্য, সেই হেতু তাহা অসিদ্ধ বা সংশয়িত। ঐরূপ তর্ক না করাই উচিত এবং তাহা সঙ্গতও নহে। লক্ষ লক্ষ জন্ম ব্যতীত হইয়াছে, সেই সেই জন্মে লক্ষ লক্ষ কর্ম্ম করিয়াছে, তজ্জনিত লক্ষ লক্ষ ইষ্টানিষ্ট

* দেহান্তরপ্রতীসন্ধান অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম। পুনর্জ্জন্মের প্রতি কারণ, শুভাশুভ কর্ম্ম (পুণ্যপাপ); তাহা কাম্যনিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভব। জীব যদি কাম্যকর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম না করে, তাহা হইলে স্বর্গ নরক ভোগের কারণীভূত পুণ্যপাপ সঞ্চিত হয় না। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় পাপোৎপত্তি হওয়া স্থগিত হয় এবং সঞ্চিত পুণ্যপাপ যাহা থাকে তাহা ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাদৃশ কর্ম্মীর পুনর্জ্জন্মকারণের অভাব হওয়ায় কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে।

ফলপ্রদ পুণ্যপাপ সঞ্চিত হইয়া আছে, সেই সকল বিরুদ্ধফল কর্ম্মের ফলভোগ এক সময়ে ও এক দেহে সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা কি? কর্ম্মাশয়স্থিত কোন কোন কর্ম্ম (পুণ্য ও পাপ) পূর্ব্বদেহের পতন কালে প্রবল অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ হইয়া এতজ্জন্ম জন্মাইয়াছে, হয় ত আরও লক্ষ লক্ষ কর্ম্ম কর্ম্মাশয়ে তুষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া দেশ, কাল ও নিমিত্ত বিশেষ প্রতীক্ষা করিতেছে। সে সকল পুণ্য-পাপ ফল দিবার অবসর পায় নাই, সময় পায় নাই, তুষ্ণীম্ভাবে আছে, থাকিয়া দেশ, কাল ও নিমিত্তান্তর (অন্য দেহ বা জন্মান্তর) প্রতীক্ষা করিতেছে, এতদ্দেহে এতদ্দেহোচিত ভোগ দ্বারা সে সকল কর্ম্মের ক্ষয় হইবার সম্ভাবনাও নাই। অতএব, বর্ণিতপ্রকার সদাচারীর বিদ্যমান দেহের (এতদ্দেহের) বিনাশ হইলে যে তাহার আর কর্ম্মশেষ থাকিবেক না, অভুক্তফল পুণ্যপাপ থাকিবেক না, দেহান্তরোৎপত্তির কারণের অভাব হইবে, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? কেহই পারে না। বরং কর্ম্ম শেষ থাকে, জ্ঞান ব্যতীত নিঃশেষে কর্ম্মক্ষয় হয় না, এই পক্ষই সিদ্ধ হয় অর্থাৎ প্রমাণে পাওয়া যায়। "ইহলোকে যাহারা রমণীয়চারী অর্থাৎ পুণ্যশীল—" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি ও তদনুকূলা স্মৃতি উভয়ই কর্ম্মশেষসদ্ভাব পক্ষে প্রমাণ। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের (অদৃষ্টের) নিবারক, এ কথা স্থানপ্রাপ্ত হইবে না (থাকিবেক না)। কারণ, উক্ত উভয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। বিরোধ থাকিলেই ক্ষেপ্যাক্ষেপকতা ঘটে, অন্যথা তাহা ঘটে না। জন্মান্তরসঞ্চিত সুকৃতের সহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের কি বিরোধিতা আছে যে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃত বিদূরিত হইবে? শুদ্ধে অশুদ্ধে বিরোধ আছে বটে; কিন্তু শুদ্ধে শুদ্ধে বিরোধ নাই। পূর্ব্ব সুকৃতও শুদ্ধ, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মও শুদ্ধ; সুতরাং বিরোধ না থাকায় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে সুকৃতের প্রক্ষয় অস্বীকার্য্য। বরং অশুদ্ধ বলিয়া দুরিতাপূর্ব্ব সকল শুদ্ধিরূপ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের ক্ষেপ্য হইতে পারে। সঞ্চিত দুরিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের ক্ষেপ্য, ইহা স্বীকার করিলাম বলিয়া যে দেহান্তরোৎপত্তির নিমিত্ত বা কারণ না থাকা সিদ্ধ হইবে, তাহা হইবে না। দুষ্কৃতরূপ কারণের অভাব হইলেও সুকৃত কারণের অভাব হয় না। সুকৃতরূপ কারণ (পুণ্য) বিদ্যমান থাকিতে পারে। তাহা থাকিলেই পুনর্জ্জন্ম হইবেক। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে দুরিতক্ষয় হয় সত্য; পরন্তু তাহা নিরবশেষ ক্ষয় কি না, সে বিষয় সংশয়িত।

(পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লক্ষ লক্ষ জন্ম হইয়া গিয়াছে, সেই সকল জন্মের সঞ্চিত কর্ম্ম এক জন্মের কর্ম্মে অথবা ভোগে প্রক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই।) নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলে তাহাতে পাপের অনুৎপত্তি মাত্র সিদ্ধ হইবে, তাহা হইতে যে অন্য কিছু হইবে না অর্থাৎ ফলান্তর জন্মিবেক না, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। অবশ্যই তাহাতে কোন (একটা হইতে গেলে তৎসঙ্গে যে বিনা যত্নে আর একটা হয় সেইটা অর্থনিষ্পন্ন) অনুনিষ্পন্নী ও অনভিসন্ধিত ফল হওয়ার সুসম্ভব আছে। ঋষি আপস্তম্ব এ কথা দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা—"ফলের উদ্দেশেই আম্রবৃক্ষ রোপিত হয়; কিন্তু পরে তাহা হইতে ছায়া ও গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, কামনা পরিহীন হইয়া ধর্ম্মাচরণ (নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম) করিলেও তাহা হইতে অলক্ষ্যে অন্য অর্থেরও আগমন (উৎপত্তি) হয়।" (অতএব, পাপের অনুৎপত্তি ব্যতীত অন্য ফল অভিহিত ও অনুসন্ধিত না হইলেও কর্ত্তার অজ্ঞাতসারে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ফলবিশেষ উৎপাদন করিয়া থাকে, এবং সেই সকল ফল পুনঃ সংসার গতির কারণ হয়।) অপিচ, সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উদিত না হইলে কোনও জীব যে জীবদ্দশায় (এ দিকে জন্ম ও দিকে মরণ, মধ্যে) সম্পূর্ণরূপে কাম্য নিষিদ্ধ বর্জ্জন করিয়া থাকিতে পারে অথবা বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পরিপালন করিতে পারে, তাহা আমাদের বিবেচনা-বহির্ভূত। অত্যন্ত নিপুণ (সাবধানী) পুরুষেরও সূক্ষ্ম অপরাধ হইতে দেখা যায়। (অজ্ঞাতসারে যে কত শত সদসৎ কর্ম্ম হইতেছে তাহা কে গণনা করিয়া বলিতে পারে।) কর্ম্মাশয়ে সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে যে কাম্যকর্ম্ম নাই তাহা কে বলিতে পারে! থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে, এরূপ সংশয়ও পুনর্জ্জন্মের কারণাভাব জ্ঞানের বাধক। ফলকথা, নিমিত্তাভাব অর্থাৎ জন্মকারণ না থাকা পক্ষ নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যদি তোমরা জ্ঞানগম্য ব্রহ্মাত্মভাব স্বীকার না কর, আর আত্মা কর্ত্তৃভোক্তৃস্বভাব এরূপ অবধারণ কর, তাহা হইলে তোমাদের কৈবল্য লাভের প্রত্যাশা দুরাশা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কেন-না, স্বভাব অপরিহার্য্য। অগ্নি যেমন উষ্ণস্বভাব ত্যাগ করে না, তেমনি, আত্মাও কর্ত্তৃভোক্তৃস্বভাব ত্যাগ করিবেন না। (কাযেই কেবল হওয়ার প্রত্যাশা দুরাশা।) যদি বল, কার্য্যভূত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বই অনর্থ, তাহা শক্তি নহে, কিন্তু শক্তির কার্য্য, শক্তি থাকে থাকুক,

কার্য্যপরিহার হইলেই মোক্ষ হইতে পারে। কার্য্যভূত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বই অনর্থ, যদি তাহাই রহিত হইল ত মোক্ষ না হইবে কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, তাহা বলিতে পার না। কেন-না শক্তি থাকিলে কার্য্যোৎপত্তি-নিবারণ হয় না। কেবলা অর্থাৎ সহায়-শূন্যা শক্তি কার্য্য (কোন কিছু অর্থাৎ কর্তৃত্বাদি) জন্মায় না, নিমিত্তান্তরের যোগেই কার্য্য (কর্তৃত্বভোক্তৃত্বরূপ অনর্থ—সংসার) জন্মায়, সেই নিমিত্তান্তর (পুণ্যাপুণ্য) বিধ্বস্ত করিতে পারিলে শক্তি একাকিনী হইবেক, একাকিনী অপরাধপাত্রী নহে অর্থাৎ অনর্থ জন্মাইতে পারিবে না, এরূপ বলিলেও অভীষ্টসাধন হইবেক না। কারণ, নিমিত্ত সকল শক্তিনামক সম্বন্ধের সহিত সর্ব্বদা সম্বদ্ধ; তাহার অবিচ্ছেদ ব্যতীত বিচ্ছেদ দৃষ্ট হয় না। অতএব, আত্মা কর্তৃভোক্তৃস্বভাব হন হউন তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না, কিন্তু বস্তাগম্য ব্রহ্মাত্মভাব না থাকিলে কিছুতেই তাঁহার মুক্তির প্রত্যাশা নাই। শ্রুতিও বলিয়াছেন, জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মভাব সাক্ষাৎকার ব্যতীত মোক্ষের অন্য উপায় নাই। যথা—"ব্রহ্ম-প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই।" যদি এমন আপত্তি কর যে, জীব পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলে ব্যবহার বিলোপ ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপ্রবৃত্তি হইত। (তুমি আমি ও ইহা দেখিতেছি তাহা দেখিব, ইত্যাদি ব্যবহার নিষ্পন্ন হইত না।) উক্ত আপত্তির প্রত্যাপত্তি এই যে, প্রবোধের অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান জন্মি-বার পূর্ব্বে স্বপ্ননিদর্শনে সমুদায় ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে। (স্বপ্নকালে আত্মা আপনিই আপনাকে দেখেন) শাস্ত্রও এ কথা বলিয়াছেন। যথা—"যখন তিনি অজ্ঞানাবরণে দ্বৈতের ন্যায় হন তখনই অন্য হইয়া অন্য দেখেন।" এই শাস্ত্রে দেখা যায় যে, অনাত্মজ্ঞ অবস্থায় প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার থাকে এবং অন্য শাস্ত্রে দেখা যায়, প্রবুদ্ধ হইলে পরমার্থ পক্ষে ভেদব্যবহার থাকে না, লুপ্ত হইয়া যায়। যথা—"এ সমুদায়ই যখন আত্মা হইয়া যায়, অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদর্শন হয়, তখন, কে কি দিয়া কি দেখিবেক। তখন ভেদ-ব্যবহার থাকে না।" এই শাস্ত্র প্রবোধকালে বাস্তব প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের অভাব দেখাইয়াছেন। অতএব, পরব্রহ্মের গন্তব্যাদি বিজ্ঞান বর্ণিত প্রকারে বাধিত (অর্থাৎ থাকেনা।) সুতরাং তাহার গতির বা পাওয়ার যুক্তিযুক্ততা অবধারণ করিতে পার না। তবে গতিশ্রুতির গতি কি? তাহা বলিতেছি। সগুণ ব্রহ্মবিজ্ঞানেই গতি উপপন্ন হয় এবং গতি

সেই সেই উপাসনাতেই কথিত হইয়াছে। কোন কোন শ্রুতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রস্তাবে গতি (গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তি) বলিয়াছেন। কোন কোন শ্রুতি পর্য্যঙ্কবিদ্যায় ও কোন কোন শ্রুতি বৈশ্বানরবিদ্যায় ব্রহ্মগমনের কথা বলিয়াছেন। যেখানে দেখিবে যে, শ্রুতি ব্রহ্মের প্রস্তাব (অবতারণা) করিয়া গতি বলিয়াছেন। যথা—প্রাণই ব্রহ্ম সুখই ব্রহ্ম, আকাশই ব্রহ্ম ইত্যাদি এবং ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে) এই যে, অল্পপরিমিত পদ্মাকার গৃহ, ইত্যাদি। বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্ম সেখানে বামনীত্বাদি ও সত্যকামত্বাদি গুণে উপাসিত হইতেছেন সুতরাং সেখানে সেই সেই গুণযুক্ত উপাসনার গতিরূপ ফল সুসম্ভব। সগুণ ব্রহ্মবিষয়েই গতি শ্রবণ আছে কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মে অর্থাৎ পরব্রহ্মে গতি শ্রবণ নাই। অধিকন্তু তাহাতে গতি নাই বলিয়াই অভিহিত হয়। যথা—"পরব্রহ্মাভিজ্ঞের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না।" "পরব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মপ্রাপ্ত হন।" ইত্যাদি শ্রুতিতে যদিও আপ্নোতি—আপ্-ধাতুর অর্থ গতি, তথাপি সে গতি দেশান্তর বা পদার্থান্তর প্রাপ্তিরূপা নহে। বর্ণিত প্রকারের গতি অর্থাৎ দেশান্তর প্রাপ্তিরূপ গতি অসম্ভবমানা হওয়ায় স্বরূপ প্রতিপত্তিরূপা গতিই স্বীকার্য্য। স্বরূপ প্রতিপত্তি (আপনার ব্রহ্মতা সাক্ষাৎকার) রূপা গতি বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যাবোধিত নামরূপাদি প্রপঞ্চের বিলয় হইলেই সিদ্ধা হয় এবং তাহাই ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং—ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" এ শ্রুতিও দর্শিতপ্রকারে ব্যাখ্যেয়। পরব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে গমন করে, এ কথা কি জন্য বলিতে চাও? রুচি জন্মাইবার জন্য? না অনুচিন্তনের (ধ্যানের) জন্য? ব্রহ্মপ্রাপ্তি-কথা ব্রহ্মজ্ঞের রুচি উৎপাদন করে; এরূপ বলিতে পার না। কারণ, ব্রহ্মানুভব বা ব্রহ্ম স্বসম্বেদ্য—তাহা বিদ্যাসমর্পিত স্বাস্থ্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হওয়ার অব্যবহিত পরেই আপনা হইতে স্বরূপাবস্থান নামক মোক্ষ সিদ্ধ হয়, সুতরাং তাহার অন্য গতি বিধান কেন? তাহা অনাবশ্যক। যে বিজ্ঞান অসাধ্যফল অর্থাৎ যাহা (জ্ঞান) জ্ঞেয়ের স্বরূপাবোধ ব্যতীত অন্য কিছু আধান (উৎপাদন) করে না, জন্মায় না, যাহা কেবল আপনার নিত্যসিদ্ধ মোক্ষরূপিতা নিবেদন করে, জানায় মাত্র, তাহাতে গতি অনুচিন্তনের (ধ্যানের) অপেক্ষা কি? সে অপেক্ষা উপপন্ন নহে। প্রোক্তকারণে কে-না বলিবে, স্বীকার করিবে যে, অপর বিদ্যাবিষয়েই গতি, পরবিদ্যা-

বিষয়ে নহে। শ্রুতিতে ব্রহ্ম সাধকহিতার্থে পরাপর ভেদে উপদিষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যে পরব্রহ্মের স্বরূপ কি ও অপরব্রহ্মের লক্ষণ কি তাহা নিশ্চয়রূপে জানা না থাকাতেই অপরব্রহ্মবিষয়োপদিষ্ট গতি ভ্রম বশতঃ পরব্রহ্মে নীত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম কি তবে পরাপর ভেদে দুই? হাঁ। ব্রহ্ম দ্বিবিধ, পর ও অপর। ইহা "হে সত্যকাম! এই যে ওঁকার—ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম।" ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম কি? তাহা বলিতেছি। যে স্থানে দেখিবে, অবিদ্যাধ্যস্ত নামরূপাদি-বিশেষের প্রতিষেধ হইতেছে, ব্রহ্মকে অস্থূলাদি শব্দে বুঝান হইতেছে, (নিষেধমুখে ব্রহ্ম প্রতিপাদন হইতেছে), জানিবে, সেই স্থানের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম পরব্রহ্ম। ইনিই শ্রুতিবিশেষে সাধকদিগের সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার্থ নামরূপাদি বিশেষণে বিশেষিত ও উপদিষ্ট হইয়াছেন, হইয়া 'অপর' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছেন। এই অপরব্রহ্ম "তিনি মনোময়, প্রাণশরীর ও ভারূপ" ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। বলিবে যে তবে (ব্রহ্ম যদি দু-ই হয় তবে) অদ্বয় ব্রহ্মবোধিকা শ্রুতি বাধিত? তাহা বলিতে পারিবে না। সে বিরোধ বা বাধা আবিদ্যক নামরূপাদি উপাধি স্বীকার দ্বারা নিবারিত হয়। (উপাধি সকল আবিদ্যক—মিথ্যা—মিথ্যা দ্বৈতে সত্য অদ্বৈতের ক্ষতি হয় না।) যে যে স্থানে অপরব্রহ্মোপাসনার বিধান হইয়াছে সেই সেই স্থানে অর্থাৎ তৎসন্নিধানেই দেখিতে পাইবে, "তিনি যদি পিতৃলোককামী হন" ইত্যাদি প্রকারে জগতের উপর ক্ষমতা বিস্তার বা ঐশ্বর্য্যলক্ষণ ফল কথিত হইয়াছে। সে সমস্ত ফলই সংসার-মধ্যপাতী—সংসারের অন্তর্গত অবিদ্যারমূলোচ্ছেদ বা সম্পূর্ণ অবিদ্যানিবৃত্তি না হওয়ায় কাযেই সে সকল সংসারাধিকারের অন্তর্ব্বর্ত্তী। তাঁহাদের সেই সকল ঐশ্বর্য্যফল সীমাবদ্ধ (অসীম নহে,) সুতরাং তৎপ্রাপ্ত্যর্থ তাঁহাদের গতি অবিরুদ্ধ অর্থাৎ সঙ্গত বলিয়া জান। আত্মা যদিও আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রই আছেন, তথাপি ঘটাদির গমনে তদুপহিত আকাশের গমনের ন্যায় বুদ্ধ্যাদির গমনে আত্মার গমন উপচরিত হওয়া প্রসিদ্ধ আছে। এ কথা আমরা "তদ্গুণসারত্বাৎ" সূত্রে বলিয়াছি, বুঝাইয়া দিয়াছি। অতএব, "কার্য্যং বাদরিঃ" এই পক্ষই সিদ্ধান্ত এবং "পরং জৈমিনিঃ" এ পক্ষ পূর্ব্বপক্ষমাত্র। অর্থাৎ শ্রোতার বুদ্ধি বিস্তারের জন্যই প্রোক্ত পক্ষান্তর সূত্রে

গ্রথিত হইয়াছে এবং তাহাতে দেখান হইয়াছে যে, এ বিষয়ে পক্ষান্তরও উদ্ভাবিত হইতে পারে।

উপরে যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইল যথা, অমানবপুরুষেরা উপাসকদিগকে যে ব্রহ্ম পাওয়ায় তাহা কার্য্যব্রহ্মবিষয়েই পর্য্যবসিত, তাহাতে এই সংশয় হয় যে, উক্ত অমানব পুরুষেরা কি অবিশেষে সমুদায় উপাসকদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়? কি সে বিষয়ে কোনরূপ বিশেষ আছে? এ বিষয়ের মীমাংসা নিম্নোক্ত সূত্রে দ্রষ্টব্য। তথাহি,

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা-ঽদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—প্রতীকোপাসকান্ নামাদ্যুপাসকান্ বর্জ্জয়িত্বা নয়তি ব্রহ্মলোকমমানবাঃ পুরুষা ইতি বাদরায়ণো মন্যত ইতি শেষঃ। উভয়থাঽদোষাৎ উভয়থাভাবাভ্যুপগমেঽপ্যবিরোধাদিত্যর্থঃ। অনিয়মঃ সর্ব্বাসামিত্যনিয়মাধিকরণে তত্ত্ববিদোঽন্যত্র সর্ব্বোপাসকানাং মার্গোপসংহার উক্ত ইদনীন্তু-প্রতীকোপাসকানামেব মার্গো ন সর্ব্বেষামিত্যুভয়থোক্তৌ পূর্ব্বোক্তবিরোধঃ স্যাদিতি মনসি নিধায় তত্রানিয়মঃ সর্ব্বেষামিতি সূত্রে সর্ব্বশব্দস্য প্রতীকোপাসকান্যপরত্বং তেন বিরোধপরিহারঃ স্যাদিতি মন্যমান আচার্য্য উভয়থাঽদোষাদিত্যাহ। তৎক্রতুশ্চেতি চো হেত্বর্থে। উভয়থাভাবে তৎক্রতুন্যায়োহেতুরিত্যভিপ্রায়ঃ। তৎক্রতুন্যায়শ্চ যো যৎ ধ্যায়তি স তদাপ্নোতীতি শ্রুতিমূলা প্রসিদ্ধিঃ।—বাদরায়ণ মুনি মনে করেন, প্রতীকোপাসক অর্থাৎ নামাদি উপাসক ব্যতীত সমুদায় উপাসকই অমানব পুরুষ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হয়। যদিও পূর্ব্বে অনিয়মের কথা বলা হইয়াছে, এখন আবার নিয়ম কথা বলা হইল, হইলেও বিরুদ্ধ বলা হয় নাই। অর্থাৎ পূর্ব্ববাক্যের সহিত এতদ্বাক্যের বিরোধ হইবেক না। সেস্থানে সর্ব্বশব্দকে "প্রতীকোপাসক ব্যতীত অন্য সকলকে" এইরূপে সঙ্কোচ কর (সংকোচ = ব্যাপক অর্থ ভঙ্গ করিয়া নির্দ্দিষ্ট অর্থে স্থাপন কর)। করিলে অবিরোধ হইবেক। এ কথা তৎক্রতুন্যায়মূলক। সুতরাং অপ্রমাণ নহে। যে যাহা ভাবে, ধ্যান করে বা উপাসনা করে, সে তাহা পায়, এই শ্রৌত উপদেশ এ স্থলে তৎক্রতুন্যায় নামে পরিচিত।

ভাষ্যার্থ -সিদ্ধান্ত হইল যে, গতি-শাস্ত্র (ব্রহ্মে গমন করে, এই কথা) কার্য্য-ব্রহ্মবিষয়েই পর্য্যবসিত। সম্প্রতি অন্য এক সংশয় এই যে, অমানব পুরুষেরা কি অবিশেষে সমুদায় উপাসকদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়? কি সে বিষয়ে কোনরূপ বিশেষ (নির্দ্দিষ্ট নিয়ম) আছে? (কোন কোন ব্রহ্মবিকারাবলম্বী অমানব পুরুষ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হয়? কি ব্রহ্ম-বিকারাবলম্বী মাত্রেই নীত হয়?) পাওয়া যায়, কি? পাওয়া যায়, পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সমুদায় উপাসক ব্রহ্মলোকগামী হয়। "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্" এই সূত্রে উক্ত বিষয়ের বিচার অবতারিত হইয়া কথিতপ্রকার সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়াছে। তাহাই পূর্ব্বপক্ষ, তৎপ্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইল, অপ্রতীকাবলম্বীরাই ব্রহ্মলোকে নীত হয়। আচার্য্য বাদরায়ণ (ব্যাস) মানেন যে, প্রতীকোপাসক ব্যতীত অন্য যে কোন-ব্রহ্মবিকারোপাসক, সকলকেই অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্" পরে আবার বলা হইল, প্রতীকোপাসক নহে, এই দুই কথা বা উভয়প্রকার গতি বলা হইল বলিয়া দোষ মনে করিও না অর্থাৎ বিরুদ্ধ বলা হয় নাই। কারণ, পূর্ব্বোক্ত অনিয়ম ন্যায় (সূত্র) প্রতীকোপাসক ভিন্ন অন্য উপাসকের উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত। (এই ১৫ সূত্রের দ্বারা সে সূত্র সঙ্কোচার্থে পর্য্যবসিত হইবেক)। এই উভয়থা ভাব অর্থাৎ একবার বলা হইয়াছে, সকলেই ব্রহ্ম লোকে যায়, সে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, আবার বলা হইল, প্রতীকোপাসক যায় না,—এই দ্বিপ্রকার উক্তি তৎক্রতুন্যায় সমর্থন করিতে সক্ষম আছে। বুঝিতে হইবে যে, তৎক্রতু-ন্যায়ই ঐ দ্বিপ্রকার বলিবার কারণ। (ক্রতু=সঙ্কল্প অর্থাৎ ধ্যান করা। তৎক্রতুন্যায়=যে যাহা নিরন্তর ভাবে বা ধ্যান করে সে তাহা পায় এই নিয়ম বা শ্রুতিমূলা যুক্তি। যে ব্রহ্মক্রতু (ব্রহ্মধ্যানী) হয় সে যে ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য পাইবে তাহা বিচিত্র কি? পাওয়াই সঙ্গত। শ্রুতিও বলিয়াছেন "তাঁহাকে যে যে-ভাবে ভাবে তাহার নিকট তিনি সেইরূপই হন।" ভাবিয়া দেখ, প্রতীক উপাসনায় (প্রতীক=দ্বারীভূত আলম্বন। যেমন প্রতিমা অথবা নাম।) ব্রহ্মক্রতুত্ব অবসন্ন হয় অর্থাৎ তাহাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মধ্যান হয় না। প্রতীক উপাসনায় প্রতীকই প্রধান, ব্রহ্ম তাহাতে অপ্রধান থাকেন। (সেই কারণে অর্থাৎ ব্রহ্ম ধ্যান না হওয়ায় সে ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য পায় না।) অব্রহ্মধ্যায়ীরাও ব্রহ্মলোকে যায়, এ কথা শ্রুতিতে আছে সত্য; যথা—

ছান্দোগ্যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় কথিত হইয়াছে—"তাহা ইহাদিগকে ব্রহ্ম পাওয়ায়।" ইত্যাদি। পরন্তু থাকিলেও বাধা হইতেছে না। আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন, যেখানে আহত্যবাদ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিধান আছে সে স্থানে তাহা অবশ্যই হইবেক। যেখানে আহত্যবাদ নাই সে স্থানে সামান্যতঃ প্রবৃত্ত তৎক্রতু শাস্ত্রের দ্বারা নিশ্চয় করিবে যে, ব্রহ্মক্রতুরাই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, অন্যে নহে।

বিশেষঞ্চ দর্শয়তি॥ অ ৪, পা ৩, সূ ১৬॥

সূত্রার্থ—বিশেষং প্রতীকতাবতম্যেন ফলতারতম্যং, দর্শয়তি বিজ্ঞাপয়তি শ্রুতিরিতি শেষঃ। –শ্রুতি বলিয়াছেন যে, প্রতীক অনুসারে ফলবিশেষ হইয়া থাকে। তাহাতেও বুঝা গেল, প্রতীক ধ্যায়ীদিগের ব্রহ্মগতি হয় না। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

ভাষ্যার্থ—নাম ও বাক্য প্রভৃতি প্রতীক অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার আলম্বন। যে স্থানে সে সকলে উপাসনার বিধান হইয়াছে, সেই স্থলেই দেখা যায়, পূর্ব্বপূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর প্রতীক উপাসনার ফল অধিক। একরূপ ফল নহে, প্রতীক অনুসারে বিভিন্ন। যথা "নামধ্যাতা যখন নামস্থ পায় তখন তাহার তদুপযুক্ত কামচারিতা জন্মে। বাক্য নাম অপেক্ষা বড়, উপাসক যখন তাহাতে অবস্থান করে তখন সে তদনুরূপ কামচারী হয়। মন বাক্য অপেক্ষা বড়—" ইত্যাদি। এখানে দেখ, প্রতীকের তারতম্য অনুসারে ফলেরও তারতম্য হইতেছে। হওয়াই সঙ্গত। কারণ, প্রতীক উপাসনায় প্রতীকই প্রধান।* এ সকল উপাসনা ব্রহ্মপ্রধান হইলে ফলবিশেষ হইবে কেন? ব্রহ্ম ত অবিশিষ্ট—একরূপ? সেই জন্যই বলা যায় যে, প্রতীকোপাসক ব্যতীত অর্থাৎ প্রধানরূপে ব্রহ্মক্রতু হইতে পারিলেই তাহারা ব্রহ্মলোকগামী হয়।

সম্প্রতি মোক্ষের স্বরূপ তথা ব্রহ্মলোকগত মুক্তাত্মাদিগের ঐশ্বর্য্য বিষয়ে যে মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে তাহা নিম্নোক্ত সকল সূত্রে দ্রষ্টব্য। তথাহি,

---

* নাম প্রভৃতিতে যে ব্রহ্মদৃষ্টি অধ্যস্ত করিয়া উপাসনা করিবার বিধান আছে তাহা প্রতীক উপাসনা নামে খ্যাত। ঐ সকল উপাসনা সাক্ষাৎ-ব্রহ্মোপাসনা নহে। ব্রহ্মবুদ্ধি ব্রহ্মে সমর্পিত না হইয়া নামাদিতে সমর্পিত হয়, কাযেই তাহাতে ব্রহ্ম অপ্রধান ও নাম প্রধান হয়।

সম্পাদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ১॥

সূত্রার্থ—স্বেনশব্দাৎ স্বেনরূপেণেতি বিশেষণাৎ অভিনিষ্পদ্যত ইত্যস্যাবির্ভাবার্থতা ন তুৎপত্ত্যর্থতা। অভিনিষ্পত্তিঃ সাক্ষাৎকারবৃত্ত্যভিপ্রায়েৈাবন্ধধ্বংসজন্মত্বোপচারিকীতি বাদরায়ণেরভিসন্ধিঃ।—সম্প্রসাদ শব্দে সুষুপ্ত জীব ও মুক্ত আত্মা। কিন্তু এখানে মুক্ত আত্মা। সম্প্রসাদ অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মা স্বীয় রূপে অভিনিষ্পন্ন হন, এই শ্রুত্যুক্ত কথার ভাবার্থে এই সংশয় হইতে পারে যে, মোক্ষ হইলে আত্মা কি কোনরূপ বিশেষধর্ম্মবিশিষ্ট হন? কি নির্দ্ধর্ম্মক কেবল অবস্থায় অবস্থান করেন? (কেবলনির্দ্ধর্ম্মকতাই আত্মার স্বরূপ, বুদ্ধি উপধানে তাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, মুক্তিতে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। তাহাই লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।) সংশয়ের উচ্ছেদ ও সিদ্ধান্ত করণার্থ বলা হইল—শ্রুতি "স্বেন রূপেণ" বিশেষণ দেওয়ায় বুঝা যাইতেছে—আত্মা তখন সর্ব্বপ্রকার বিশেষ বিবর্জ্জিত কেবলাত্ময় রূপেই অভিনিষ্পন্ন হন (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

ভাষ্যার্থ—"এই সম্প্রসাদ (উপাধিকালুষ্যরহিত আত্মা। পক্ষে সুষুপ্ত জীব) এ শরীর হইতে সম্যক্‌রূপে উত্থিত হইয়া (এ শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়া। পক্ষান্তরে বিদেহ হইয়া) পরম জ্যোতিতে সম্পন্ন হন অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, হইয়া স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন *।" এই একটী শ্রুতি আছে। ইহাতে সংশয়—স্বীয় রূপে অভিনিষ্পন্ন হন, কথাটার অর্থ কি? (জন্মাদির দ্বারা আপনার কোন রূপান্তর হইলে তাহা অভিনিষ্পত্তিশব্দের অভিধেয় হইতে পারে। যেমন বলা যায়, মানুষ দেবজন্ম লাভ করিয়া দেবরূপে অভিনিষ্পন্ন হইয়াছে। কিংবা প্রকৃতিস্থ লোক বিকারযোগে অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, পরে বিকার অপনীত হওয়ায় সে যেমন ছিল তেমনিই হইয়াছে, তাদৃশ স্থলেও স্বরূপে অভিনিষ্পত্তি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। অতএব "স্বেনরূপেণ

---

* অভিনিষ্পত্তি শব্দের অর্থ উৎপত্তি। অভিনিষ্পন্ন হন কিনা উৎপন্ন হন। স্বরূপে উৎপন্ন হন, এ কথা শুনিলে অবশ্যই শ্রোতার মনে "স্বরূপ ছিল না হইল," এইরূপ অর্থ আরোহণ করিবে। স্বরূপাবস্থানরূপিণী মুক্তি অভিনবরূপে জন্মগ্রহণ করে, ইহা সত্য হইলে মুক্তিকামনা বৃথা হয়। কেননা তাহা জন্মবান্ বলিয়া নশ্বর। কাযেই মুক্তিবিষয়ক বিচার আবশ্যক।

অভিনিষ্পদ্যতে" কথায় কোন এক প্রকার আগন্তুক রূপ হওয়া ও স্বাত্মরূপে অবস্থান অর্থাৎ যেমন ছিল তেমনি হওয়া, এই দ্বিবিধ অর্থ হইতে পারে। কাযেই সংশয় হয়—মোক্ষ হইলে কি হয়? মোক্ষে কি কোন প্রকার ভোগ-প্রদ আগন্তুক রূপ জন্মে? কি মাত্র আত্মভাব (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাব) প্রকটিত হয়? যেমন দেবলোক ও গন্ধর্ব্বলোক প্রভৃতি স্বর্গস্থানে জন্মগ্রহণ করিলে বিশেষ বিশেষ আগন্তুক রূপ জন্মে? কি মাত্র অনাত্মভাব ত্যাগ করিয়া আত্মভাবে অবস্থান করে?) কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায়—স্থানান্তরে অর্থাৎ দেবাদি লোকে যেমন আগন্তুক রূপ জন্মে তেমনি মোক্ষেও কোন এক আগন্তুক রূপ জন্মে। মোক্ষও ফল, তাহারও ফলত্ব প্রসিদ্ধ আছে। (যাহা যাহা জন্মে তাহা তাহাই ফল। মোক্ষও সাধনপ্রভাবে জন্মে; সেই কারণে মোক্ষও ফল) অপিচ, "অভিনিষ্পদ্যতে" এই কথাটী উৎপত্তিসমানার্থক। অভিনিষ্পত্তি, উৎপত্তি, জন্ম, এ সকল পর্য্যায় শব্দ, সুতরাং ঐ সকল কথার অর্থের প্রভেদ নাই; তাহাতেও বুঝা যায়, মোক্ষে স্বরূপাতিরিক্ত কোন কিছু জন্মে। যদি স্বরূপে অবস্থানই অভিনিষ্পত্তি, এরূপ হয় তাহা হইলে মুক্তির পূর্ব্বেও স্বরূপ থাকায় তখনও তাহা বিভাবিত (স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন বা লব্ধমোক্ষ বলিয়া পরিগণিত) হইতে পারে। অতএব, প্রতীত হইতেছে যে, অভিনিষ্পদ্যতে কথায় অবশ্যই কোন বিশেষ অর্থাৎ স্বরূপাতিরিক্ত ধর্ম্মের গ্রহণ হইয়াছে। "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" অর্থাৎ আত্মা স্বসম্পর্কীয় কোন এক বিশেষরূপে উৎপন্ন হন। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিক্ষেপার্থ বলা যাইতেছে—যাহা কেবল আত্মভাব—জ্ঞানী তাহাতেই আবির্ভূত হন, ধর্ম্মান্তরে আবির্ভূত হন না। কারণ এই যে, শ্রুতি "স্বেনরূপেণ—আপনার যেরূপ সেই রূপে" এইরূপ কথা বলিয়াছেন। ধর্ম্মান্তরে বা রূপান্তরে আবির্ভূত হইলে "স্বেন রূপেণ" এরূপ কথা বলিতেন না। অর্থাৎ স্বশব্দের প্রয়োগ করিতেন না। করিলেও তাহা নিরর্থক হইত। যদি বল শ্রুতি আত্মীয় (আত্মসম্বন্ধীয়) অর্থে স্ব-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন অর্থাৎ আত্মা, আত্মীয়, ধন, জ্ঞাতি, স্ব-শব্দের এত গুলি অর্থ আছে তন্মধ্য হইতে আত্মীয় অর্থে স্বশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে,—অন্যান্য অর্থের ব্যাবর্ত্তনার্থ "স্বেন" এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, তাহা বলিতে "স্বেন" শব্দ বিশেষণ দিতে হয় না। না বলিলেও অর্থাৎ স্বশব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও তাহা পাওয়া যায়। আত্মা

যখন সে-কোনরূপে নিষ্পন্ন হউন না কেন সমস্তই তাঁহার স্বীয়। অর্থাৎ আত্মসম্বন্ধবিশিষ্ট। সুতরাং সে জন্য "স্বেন" বিশেষণ দিতে হয় না। দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বরং স্বশব্দের আত্মাবাচিতা স্বীকার করিলে বিশেষণের স্বার্থক্য লাভ হইতে পারে। যাহা আপনার কেবল অর্থাৎ বিশুদ্ধ অনারোপিত রূপ তাহারই আবির্ভাব হয়, অন্য কিছু হয় না। নূতন বা আগন্তুক কোন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় না। আশঙ্কা হইতে পারে যে, মোক্ষে যদি নূতন কিছু না হয় তবে পূর্ব্বাবস্থার সহিত মোক্ষাবস্থার প্রভেদ কি? সূত্রকার ইহার প্রত্যুত্তর দানার্থ বলিতেছেন—

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ২ ॥

সূত্রার্থ—য অভিনিষ্পদ্যতে স মুক্তঃ বিগলিতবন্ধনঃ নির্দ্দুঃখ ইতি যাবৎ। এতচ্চ প্রতিজ্ঞানাৎ বিজ্ঞায়তে। প্রাক্ বন্ধদশায়াং কলুষিতাত্মনাসীৎ ইদানীং বিগলিতাখিলদুঃখঃ পরিতঃ প্রদ্যোতমানপূর্ণানন্দাত্মনাবতিষ্ঠত ইতি বন্ধমোক্ষয়োর্ভেদঃ। —যিনি স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন তিনি মুক্ত অর্থাৎ বিগলিতসংসারবন্ধন বা দুঃখশোকাদিপরিহীন। ইহা শ্রুতির প্রতিজ্ঞাবাক্যে অবধারিত হয়।

ভাষ্যার্থ—যিনি অভিনিষ্পন্ন হন তিনি ইদানীং বিমুক্ত। পূর্ব্বে বদ্ধ ছিলেন, এখন বিমুক্ত। পূর্ব্বের বন্ধন বিগলিত হইয়াছে, এখন নিতান্ত শুদ্ধ। অজ্ঞতা বশতঃ পূর্ব্বে অন্ধতা প্রভৃতি দেহধর্ম্মের ধর্ম্মী হইয়াছিলেন, পুত্রকলত্রাদির বিনাশে রোদন করিতেন, যেন অন্য কর্ত্তৃক হত হইতেন, এখন আর তাঁহার সে সকল নাই। পূর্ব্বে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা প্রাপ্তে কালুষ্য কবলিত ছিলেন, এখন তিনি প্রোক্ত তিন অবস্থা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, হইয়া শুদ্ধ কেবল নির্দুঃখ ও পূর্ণানন্দস্বভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহাই বিশেষ—বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থার প্রভেদ *। তিনি এখন মুক্ত হইয়াছেন অর্থাৎ অবস্থাত্রয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন ইহা

* যাহা সংসারাবস্থা তাহাই বদ্ধাবস্থা। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এ তিনটী সংসারাবস্থার ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম ত্যাগ হইলে চতুর্থ, তুরীয় ও মুক্ত হয়। শ্রবণ মননাদির দ্বারা আত্মযাথার্থ্য প্রতিভাত হইলে তুরীয় বা মুক্তাবস্থা আইসে। তখন আর জাগ্রতের, স্বপ্নের ও সুষুপ্তির কালুষ্য তাহাকে স্পর্শ করে না। জাগ্রতে দেহের আন্ধ্য ও বাধির্য্য প্রভৃতি ধর্ম্ম আপনাতে অঙ্গীকার করিয়া,

কিসে জানিলাম তাহা বলিতেছে। শ্রৌত প্রতিজ্ঞাই ঐ অববোধের মূল। শ্রুতির প্রতিজ্ঞা পর্য্যালোচন করিলে ঐ অর্থই প্রতীত হয়। যথা—শ্রুতি প্রথমতঃ "তোমাকে পুনর্ব্বার ইহাঁর কথা বলিতেছি।" এই বলিয়া অবস্থা ত্রয় বিনির্ম্মুক্ত আত্মার কথা বলিয়াছেন। শ্রুতির বক্তব্য কি? বক্তব্য—অবস্থাত্রয়বিনির্ম্মুক্ত আত্মা বলা অর্থাৎ বুঝাইয়া দেওয়া। সুতরাং তাহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে বলিয়াছেন "শরীর ও শরীর-ধর্ম্মবর্জ্জিত হইলে তখন আর তাঁহাকে প্রিয় অপ্রিয় (সুখ দুঃখ) স্পর্শ করে না।" অনন্তর তিনি (শ্রুতি) এই বলিয়া প্রকরণ সমাপ্ত করিয়াছেন—"স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন, সে-ই উত্তম পুরুষ।" এতৎ প্রসঙ্গে যে আখ্যায়িকা অভিহিত হইয়াছে তাহার প্রারম্ভেও মুক্তাত্মা বুঝাইবার প্রতিজ্ঞা দেখা যায়। যথা—"যাহা আত্মা তাহা পাপতাপাদিপরিশূন্য--" ইত্যাদি। মোক্ষও ফল অর্থাৎ শমদমাদি সাধনানন্তর জন্মে বা হয়, এ কথা বা এ রহস্য মাত্র বন্ধন-নিবৃত্তিসাপেক্ষ। অর্থাৎ বন্ধন নিবৃত্তি হইলেই স্বরূপভূত মোক্ষ সিদ্ধ হইয়াছে বা জন্মিয়াছে বলিয়া গণ্য হয়। ছিল না হইল, মোক্ষে এমন কোন ধর্ম্ম প্রসাধিত হয় না। অর্থাৎ জন্মে না। অভিনিষ্পদ্যতে – অভিনিষ্পন্ন হয়, এ কথা যদিও উৎপত্তিবাচী, উৎপত্তির নামান্তর, তথাপি, রোগনিবৃত্তি হইলে অরোগ নিষ্পন্ন হয়, এ কথা যদ্রূপ বন্ধননিবৃত্তি হইলে স্বরূপ নিষ্পন্ন হয়, এ কথাও তদ্রূপ জানিবে। অর্থাৎ ঐ অভিনিষ্পত্তিশব্দ উপচারক্রমে প্রয়োজিত হইয়াছে, ইহা অবধারণ করিবে। অতএব, সিদ্ধ বা স্বরূপভূত মোক্ষে উৎপত্তি-বাচী শব্দের প্রয়োগ কোনও প্রকারে দোষাবহ নহে।

আত্মা প্রকরণাৎ ॥ অ৪, পা৪, সূ৩ ॥

সূত্রার্থ—জ্যোতিরুপসম্পদ্য ইত্যত্র জ্যোতিঃশব্দেনাত্মা বেদ্যতে ন ভৌতিকং তেজোভূতম্। হেতু মাহ—প্রকরণাদিতি। পরমাত্মপ্রকরণোক্তোজ্যোতিঃশব্দঃ পরমাত্মপর এব ন ত্বন্যপর ইত্যভিপ্রায়ঃ।—পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য—পরম

মানিয়া লইয়া, দুঃখী হইতেন। শোকে অস্থির হইয়া রোদন করিতেন এবং স্বপ্নেও মৃতকল্প ও সুষুপ্তিতে বিনষ্টপ্রায় হইতেন। সে সকল দোষ এখন উন্মার্জ্জিত হইয়াছে, এখন তিনি নিতান্ত নির্ম্মল নির্দুঃখ সর্ব্বব্যাপী ও পরিপূর্ণানন্দ।

জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া—এ স্থলে জ্যোতিঃশব্দ তেজোভূত অর্থে প্রয়োজিত হয় নাই, পরমাত্মা অর্থেই প্রয়োজিত হইয়াছে। কারণ, ঐ কথা পরমাত্মার প্রস্তাবে অভিহিত।

ভাষ্যার্থ—যে স্বীয় রূপে অভিনিষ্পন্ন হয় সে মুক্ত, এ কথা বলিতে পার না। বলিলে সঙ্গত হয় কৈ ? শ্রুতি বলিয়াছেন, জ্যোতিঃ সম্পন্ন হয়, হইয়া স্বীয় রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়। জ্যোতিঃ বলিলে ভৌতিক জ্যোতিঃই (পঞ্চ ভূতের অন্তর্গত তেজোভূত) বুঝায়, তৎপ্রাপ্তে মুক্তিসম্ভাবনা কি ? বিকার অর্থাৎ জন্য পদার্থের অধিকার অতিক্রম করিতে না পারিলে মুক্ত হওয়া যায় না। বিকার অস্থায়ী, নশ্বর, তাহা সর্ব্ববিদিত। সেই জন্য বিকার প্রাপ্তে অমুক্ত—মুক্ত নহে। সত্য বটে ; পরন্তু "জ্যোতিরুপসম্পদ্য" কথায় ঐ দোষ হয় না। কারণ এই যে, উক্ত স্থলে জ্যোতিঃ শব্দে ভৌতিক জ্যোতিঃ বুঝায় না ; কিন্তু আত্মা বুঝায়। আত্মা বুঝাইবার কারণ—উহা আত্মপ্রকরণে অভিহিত। শ্রুতি "যে আত্মা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক ও অমর—" এবংক্রমে পরমাত্মার প্রস্তাব করিয়া তদ্বোধার্থ জ্যোতিঃশব্দ বলিয়াছেন সে জ্যোতিঃশব্দে আত্মা ব্যতীত অন্য অর্থের (তেজোভূতের) গ্রহণ করিতে পার না। করিলে প্রস্তাব হানি ও অপ্রস্তাবিত কথার আগমন এই দুই দোষ হইবে। শ্রুত্যন্তরেও আত্মায় জ্যোতিঃশব্দের প্রয়োগ আছে। যথা—"দেবতারা সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ উপাসনা করেন।" এ কথা "জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ" সূত্রে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ৪ ॥

সূত্রার্থ—অবিভক্ত এব পরমাত্মনা ব্যবতিষ্ঠতে মুক্তঃ। দর্শয়ন্তি হি শ্রুতিবাক্যানি মুক্তস্য তথাত্বেনাবস্থানম্।—মুক্ত হইলে আত্মা পরমাত্মায় একীভূত হয়। তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতি তাহার প্রমাণ। (পরমাত্মাই উপাধিসম্পর্কে বিভক্তের ন্যায় হইয়াছিলেন, সম্প্রতি উপাধিবিগমে যে-পরমাত্মা সেই পরমাত্মাই হইলেন)।

ভাষ্যার্থ—স্বরূপনিষ্পন্ন অর্থাৎ মুক্তাত্মা কি পরমাত্মা হইতে পৃথক্ অবস্থান করেন ? কি অবিভক্ত (একীভূত) হন ? বিচার করিতে গেলে প্রথমতঃ পাওয়া যায়, পৃথক্ অবস্থান করেন। কারণ, "তিনি তাঁহাতে পরিক্রম করেন" এই শ্রুতি মুক্ত পুরুষকে আধেয় ও পরমাত্মাকে আধার বলিয়া বর্ণন করিয়া-

ছেন। আধার ও আধেয় এক নহে, কিন্তু ভিন্ন। "জ্যোতিরূপসম্পদ্য—জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া" এ শ্রুতিও মুক্ত পুরুষকে কর্ত্তা ও জ্যোতির্নামক পরমাত্মাকে কর্ম্ম (সম্পন্ন হওয়া ক্রিয়ার কর্ম্ম) বলিয়াছেন। কর্ত্তা ও কর্ম্ম এক নহে; কিন্তু ভিন্ন। কদাচিৎ কাহার ঐরূপ সংশয় হইতে পারে; সে জন্য অর্থাৎ তাহাদের সংশয়চ্ছেদ করিবার জন্য সূত্রকার ব্যাস বলিতেছেন—মুক্ত পুরুষ পৃথক্ অবস্থান করেন না, পরমাত্মায় অবিভক্ত (একীভূত) হন। এতৎসিদ্ধান্তের সাধক হেতু—দর্শন অর্থাৎ শ্রৌত বিজ্ঞান। শ্রুতি দেখাইয়াছেন—মুক্ত পুরুষ অবিভক্ত অর্থাৎ একাত্ময় হন। "তৎ ত্বং অসি—সেই ব্রহ্ম তুমি" "অহং ব্রহ্ম অস্মি—আমি ব্রহ্ম" "যাঁহাতে অন্য দর্শন নাই" "তিনি সদ্বিতীয় নহেন" "যে-কিছু বিভক্ত—ভিন্ন ভিন্ন—সমস্তই ব্রহ্মভিন্ন। (যাহা ব্রহ্মভিন্ন তাহা মিথ্যা বা কল্পিত)।" এই সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের অবিভক্ততা (একাকারতা) দেখাইয়াছেন। ভাবনানুরূপ ফল হওয়া তৎক্রতুন্যায়সিদ্ধ। (যে যেরূপ ভাবে, ধ্যান করে বা উপাসনা করে সে সেইরূপ হয়, ইহাই তৎক্রতু ন্যায়ের লক্ষণ। তৎক্রতুন্যায়ের বিস্তৃত আকার পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।) "যেমন নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে মিশাইলে এক হইয়া যায়, মননশীল জ্ঞানীর আত্মাও সেইরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মে অবিভক্ত হইয়া যায়।" এই মুক্তাত্মনিরূপক বাক্য ও এতদনুরূপ অন্যান্য বাক্য মুক্তাত্মার সহিত পরমাত্মার অবিভাগ দেখাইয়াছেন এবং তাহারই অনুকূলে নদীসমুদ্রাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। (নদীর জল সমুদ্রে পড়িলে সমুদ্রতাই প্রাপ্ত হয়)। কোন কোন শ্রুতিতে ভেদ নির্দ্দেশ (মুক্তাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন নহে, কিন্তু ভিন্ন, এই ভাবের কথা) আছে বটে; কিন্তু সে নির্দ্দেশ ঔপচারিক। উপচার ব্যতীত অভেদে ভেদনির্দ্দেশ হয় না। "হে ভগবন্! তিনি কিসে প্রতিষ্ঠিত?' এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন "আপন মহিমায়"। "তিনি আত্মরতি আত্মকাম আত্মক্রীড়—" ইত্যাদি শ্রুতিতেও দেখা যায়, আত্মাদ্বৈত পক্ষই বেদের অভিপ্রেত।

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ॥

অ ৪, পা ৪, সূ ৫॥

সূত্রার্থ—মুক্তো ব্রাহ্মেণ রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি জৈমিনির্ম্মেনে। তত্র

হেতুরূপন্যাসাদিঃ। বিধ্যর্থ উদ্দেশ উপন্যাসঃ এষ আত্মেত্যাদিঃ। আদিশব্দাৎ বিধিব্যপদেশো গৃহ্যতে। স চ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদিঃ।—জৈমিনি মুনি বলেন, শ্রুতির উপন্যাস (শব্দবিন্যাস) অর্থাৎ বিধানার্থ ধর্ম্ম বিশেষের উদ্দেশ (উল্লেখ) ও বিধিসদৃশ বাক্যপরিপাটী অনুসারে স্থির হয় যে মুক্ত পুরুষ ব্রাহ্মরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। ব্রাহ্ম=ব্রহ্মসম্বন্ধীয়। তাহা নিষ্পাপ ও সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি।

ভাষ্যার্থ—সিদ্ধান্ত হইল যে, মোক্ষে আত্মা মাত্র আত্মরূপে অভিনিষ্পন্ন হন, অপর কোন আগন্তুক রূপ বা ধর্ম্ম তাঁহাতে থাকে না বা হয় না। এই স্থানে অবশ্যই তত্ত্ববুভুৎসুর তদ্বিষয়ক বিশেষ ভাব অর্থাৎ সেই আত্মরূপ কিম্বিধ তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে। ব্যাস তদর্থ সূত্র রচনা করিয়া বলিতেছেন— এ সম্বন্ধে জৈমিনি বলেন, মুক্তের স্বরূপ ব্রহ্ম, তাহা নিষ্পাপাদি ও সত্য-সংকল্পান্ত বিশেষণে অন্বিত। অপিচ, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর প্রভৃতি নামের উপযোগী। শ্রৌত উপন্যাস (যাহা আত্মা তাহা নিষ্পাপ, ইত্যাদিবিধ বর্ণনা) ও উদ্দেশ (তিনিই অন্বেষণীয় ইত্যাদি বিধ উল্লেখ) পর্য্যালোচনা করিলে তাহাই অবগত হওয়া যায়। যথা—"এই আত্মা নিষ্পাপ—" এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া "সত্যকাম ও সত্যসংকল্প" এতদন্ত বাক্যসন্দর্ভ (শব্দবিন্যাসপরিপাটী) মুক্তাত্মার তদাত্মকতা বুঝাইয়া দিতেছে। অপিচ, "তিনি সেই কালে পরিক্রম করেন বা তাদৃক্ ভাব প্রাপ্ত হন ও ক্রীড়া করেন, ভোগ করেন, রমমাণ থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতি মুক্তাত্মার ঐশ্বর্য্য আবেদন করিতেছে। ঐশ্বর্য্যযোগ থাকাতে "সমুদায় লোক তাঁহার ইচ্ছাচর" "তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর' ইত্যাদি উল্লেখ সঙ্গত হইতে পারে।

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ু-লোমিঃ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ৬॥

সূত্রার্থ—চিতিশ্চৈতন্যং তদেবাত্মনঃ স্বং রূপং ততশ্চ তন্মাত্রেণ চৈতন্য-মাত্রেণাভিনিষ্পদ্যতে মুক্ত ইত্যৌড়ুলোমিরাহ।—ঔড়ুলোমি মুনি বলেন, কেবল চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। আত্মা যখন কেবল চৈতন্যাত্মক, তখন বুঝা উচিত যে, মুক্তিতে আত্মা চৈতন্যমাত্রে অভিনিষ্পন্ন হন। সত্যসংকল্পত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব এ সকল ধর্ম্ম থাকে না।

ভাষ্যার্থ—যদিও ব্রহ্মে নিষ্পাপত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম অতিরিক্তভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে হইলেও সে সকল বা সে সকল কথার অর্থ শব্দবিকল্পপ্রভব *, অর্থাৎ অত্যন্ত মিথ্যা। বস্তুতঃ তাঁহাতে পাপাদি নাই, এই মাত্র সে সকলের অভিধেয়। চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ; সুতরাং তিনি মোক্ষকালে তন্মাত্রে অভিনিষ্পন্ন হন। অর্থাৎ তাঁহাতে চৈতন্যাতিরিক্ত ভাবের সম্পর্ক বা লেশ থাকে না। ইহাই তথ্য ও যুক্তিযুক্ত। ঐরূপ হইলেই "এই আত্মা অন্তর্ব্বাহ্য-বর্জ্জিত অর্থাৎ একরস, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন" ইত্যাদি শ্রুতি সানুকূল হয়। অপিচ, সত্যকামত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপ সন্নিবিষ্টের ন্যায় অভিহিত হইয়াছে সত্য; (সত্যাঃ কামা অস্য—যাঁহার ইচ্ছা সকল সত্য) পরন্তু তাহা উপাধি সম্পর্কের অধীন। যেহেতু সত্যকামত্বাদি ধর্ম্ম উপাধিসম্বন্ধের অধীন সেই হেতু সে সকল স্বরূপের অন্তর্গত নহে। মাত্র চৈতন্যই স্বরূপ, আর সকল উপাধিসংসর্গে অধ্যস্ত। কারণ, শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে আত্মস্বরূপ অনেক নহে। আত্মা যে অনেক রূপী নহে তাহা "ন স্থানতোঽপি—" সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, বুঝিতে হইতেছে যে, তিনি ক্রীড়া করেন, রমমাণ থাকেন, এ সকল কথা কেবল দুঃখাভাব ও স্তুতি এই দুই বলিবার উদ্দেশেই অভিহিত হইয়াছে। মুখ্য বা প্রকৃত ক্রীড়া—যাহা পদার্থান্তর সাপেক্ষ—বস্তুতঃ আত্মার তাহা নাই। যাহা নাই তাহা আছে বলিয়া বর্ণনা করিতে পার না। তৎকালে যদি কোনরূপ ভেদভাব কি অন্য কোন পদার্থ বিদ্যমান থাকে তবেই তন্নিমিত্ত ক্রীড়া প্রভৃতি অবধারণ করিতে পার, নচেৎ পার না। অতএব, মোক্ষে নিঃশেষরূপ নিরস্ত-প্রপঞ্চ, নিতান্ত প্রসন্ন ও অব্যপদেশ্য † কেবল চেতনরূপ অভিনিষ্পন্ন হওয়াই সুস্থির, ইহা ঔডুলোমি মুনি অবধারণ করেন।

---

* শব্দবিকল্প = শব্দজ্ঞানজন্য বা শব্দব্যবহারমূলক মিথ্যাপ্রত্যয়। যেমন রাহুর মস্তক। মস্তকই রাহু, কিন্তু 'রাহুর' এই শব্দ কর্ণপ্রবিষ্ট হইবামাত্র প্রতীতি হয়, রাহু পৃথক্। ঐ প্রতীতি মিথ্যা অথচ ঐরূপ বলার প্রথা আছে। মুক্ত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হয় এ কথাও ঐরূপ জানিবে।

† নিরস্তপ্রপঞ্চ = কোনও প্রকার প্রভেদ না থাকা অর্থাৎ নিতান্ত একরূপ হওয়া। প্রসন্ন = অত্যন্ত নির্ম্মল—উপাধিকালুষ্যবিহীন। অব্যপদেশ্য =

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ৭ ॥

সূত্রার্থ—এবমপি চৈতন্যমাত্রস্বরূপাভ্যুপগমেঽপি উপন্যাসাৎ উপন্যাসাদিভ্যো হেতুভ্যঃ। পূর্ব্বভাবাৎ পূর্ব্বস্য ব্রাহ্মৈশ্বর্য্যরূপস্য অপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ অবিরোধং ব্যবহারদৃষ্ট্যা বিরোধাভাবং বাদরায়ণঃ প্রাহ। অত্র কেচিৎ মুহ্যন্তি—অখণ্ডচিন্মাত্রজ্ঞানাৎ মুক্তস্যাজ্ঞানাভাবাৎ কুত আজ্ঞানিকধর্ম্ম-যোগ ইতি। তে ইত্থং বোধনীয়াঃ। যে ঈশ্বরধর্ম্মাস্ত এব চিদাত্মনি মুক্তে জীবান্তরৈর্ব্ব্যবহ্রিয়ন্তে। ন চ মূলাবিদ্যৈক্যাৎ তন্নাশে কুতো জীবারমিতি বাচ্যম্। ন বয়ং তন্নাশে জীবান্তরে ব্যবহারং ব্রূমঃ কিন্তু তদংশনাশেঽংশারব্ধাধ্যাত্মিক-শরীরত্বন্নাভিমানিনো মুক্তাবংশান্তরোপাধিকা জীবা ব্যবহর্ত্তার ইতি বদামঃ।—আত্মা অসঙ্গচিদেকরস সত্য পরন্তু তাঁহার উপান্যাসাদিশাস্ত্রসমর্পিত ঈশ্বররূপও ব্যবহারতঃ অপ্রত্যাখ্যেয়। যাহা পারমার্থিক রূপ তাহার সহিত ব্যবহারিক রূপের বিরোধ কি? বাদরায়ণ মুনি বলেন, বিরোধ নাই।

ভাষ্যার্থ—কিন্তু বাদরায়ণ মুনির মত এই যে, আত্মা পারমার্থিক দর্শনে নির্দ্ধর্ম্মক ও অখণ্ড চিন্মাত্র হইলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত উপন্যাসাদিশাস্ত্রাবগত ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য বিলুপ্ত হয় না এবং সে সম্বন্ধে কোনরূপ বিরোধ ঘটনাও হয় না।

সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ৮ ॥

সূত্রার্থ—ইদানীমপরবিদ্যাফলং চিন্ত্যতে। তুঃ পক্ষব্যাবর্ত্তনার্থঃ। সঙ্কল্পাদেব সঙ্কল্পমাত্রাৎ ব্রহ্মলোকং গতস্যোপাসকস্য ভোগঃ সিদ্ধ্যতীতি সূত্রতাৎপর্য্যার্থঃ।—তিনি যদি পিতৃলোক-কামনা করেন ত কেবল মাত্র সঙ্কল্প তাঁহার সে কামনা পূর্ণ করায়। তাহাতে অন্য কিছুর প্রতীক্ষা থাকে না। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন।

ভাষ্যার্থ—উপনিষদে, হৃৎপদ্মে ব্রহ্মের উপাসনা ও তাহার প্রণালী অভিহিত হইয়াছে। সেই উপাসনার অন্য নাম হার্দ্দবিদ্যা ও দহরবিদ্যা।

ব্যপদেশের বা বর্ণনার অযোগ্য। অথচ নির্ব্বিকল্প বা অখণ্ডৈকরস, ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বোধনীয়।

সেই স্থানে অভিহিত আছে—"উপাসক যদি পিতৃলোককামী হন ত পিতৃগণ তাঁহার সংকল্পমাত্রে (ধ্যানমাত্রে) সমুত্থিত হন।" এই স্থানে সংশয়—কেবলমাত্র সংকল্পই কি প্রোক্ত পিতৃসমুত্থানের হেতু? কি তৎসঙ্গে অন্য কিছু বাহ্য সহায় আছে? যদিও শ্রুতিতে "সংকল্পাদেব" মাত্র সংকল্পের দ্বারা, এইরূপ সাবধারণ শব্দ আছে, থাকিলেও লোকদৃষ্টান্তে তাহাতে নিমিত্তান্তরের যোগ থাকা স্বীকার্য্য। কেবল সংকল্পে কোন কিছু পাওয়া যায় না, সংকল্পের সঙ্গে সহায়ান্তর থাকা আবশ্যক। যেমন লোক মধ্যে দেখা যায়, অস্মদাদির সংকল্প গমনাদি নিমিত্তের সহায়তায় পিতৃদর্শনাদি কার্য্য সাধন করে তেমনি মুক্ত পুরুষও নিমিত্তান্তর সহকৃত সংকল্পের দ্বারা পিত্রাদি লাভ করিয়া থাকেন। কেবল সংকল্পে পিত্রাদির সমুত্থান হয় বলিলে দৃষ্টবিপরীত বলা হইবে। (যাহা দেখা যায় না, যাহার দৃষ্টান্ত নাই, তাহা কল্পনীয়, অনুমেয় ও বক্তব্য নহে।) শ্রুতি যে "সংকল্পাদেব" এইরূপ সাবধারণ বাক্য বলিয়াছেন, তাহার কারণ আছে। যেমন রাজাদিগের সাধন সামগ্রী সুলভ, ইচ্ছা হইলে যাওয়া পাওয়া সমস্তই অনায়াসে হয়, তাহা দেখিয়া লোকে বলে, সঙ্কল্প মাত্রে রাজার কার্য্য সিদ্ধি হয়, মুক্তাত্মার সংকল্পে পিত্রাদির সমুত্থানও সেইরূপ জানিবে। অর্থাৎ তাঁহাদিগের নিমিত্তান্তর সুলভ, ও তাহাই বলিবার নিমিত্ত সাবধারণশব্দের প্রয়োগ "সংকল্পাদেব"। নিরবচ্ছিন্ন সংকল্পপ্রভব পিত্রাদি মনোরথবিজৃম্ভিতের ন্যায় অস্থির, চঞ্চল, সুতরাং সেরূপ পিত্রাদি পরিপুষ্ট ভোগ সমর্পণ করিতে সমর্থ নহে। কাযেই বলিতে ও মানিতে হইতেছে যে, সংকল্প ও অন্যান্য সাধন সামগ্রী উভয় একত্রিত হইয়া মুক্ত পুরুষের পিতৃলোক দর্শনাদি কামনা (অভিলাষ) পূরণ করিয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ; কিন্তু ইহার উত্তর বা সিদ্ধান্ত পক্ষ এই—কেবল সংকল্পেই (সুদৃঢ় ইচ্ছা প্রভাবেই) মুক্ত পুরুষের নিকট পিত্রাদির আগমনাদি হয়। কেননা, শ্রুতি সেইরূপ হওয়ার কথা বলিয়াছেন। বাদীর অভিপ্রেত নিমিত্তান্তর যদি সংকল্পের অনুগামী হয়, তাহা হইলে আমরা নিমিত্তান্তর স্বীকারে সম্মত হইতে পারি। নিমিত্তান্তর বা পিত্রাদি সমুত্থানের কারণকূট মুক্ত পুরুষের সংকল্পাধীন এরূপ হয় হউক, তাহাতে আপত্তি নাই; পরন্তু তাহা অস্মদাদির ন্যায় প্রযত্নান্তর সম্পাদ্য নহে। প্রযত্নান্তর সম্পাদ্য হইলে তৎসম্পত্তির পূর্ব্বে তাঁহারা নিষ্ফলসংকল্প হন, কিন্তু

তাহা শ্রুতির অনভিমত। (আমরা যেমন আজ সংকল্প করিলাম, কিন্তু সামগ্রী আয়োজন করিতে ১০ দিন কাটিয়া গেল, মুক্ত পুরুষের সংকল্প সেরূপ নহে। সেইরূপ হইলে তাঁহাদিগকে সত্যসংকল্প বলা অনুচিত। তাঁহাদের যে-ই সংকল্প সে-ই সংকল্পিত লাভ।) অপিচ, লৌকিক নিদর্শন অবলম্বন করিয়া শ্রুতিগম্য পদার্থে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান প্রয়োগ করিতে পার না। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান শ্রৌত পদার্থের নিকট সর্ব্বতোভাবে পরাভূত আছে। যে কিছু প্রয়োজন সে সমস্তই মুক্ত পুরুষ কেবল মাত্র সংকল্পে সিদ্ধ করিতে পারেন। মুক্ত পুরুষের সংকল্প প্রাকৃত পুরুষের সংকল্পের ন্যায় নহে। তাহা অত্যন্ত বিলক্ষণ।

অত এব চানন্যাধিপতিঃ ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ৯॥

সূত্রার্থ—অতঃপূর্ব্বোক্তাৎ এব অবন্ধ্যসংকল্পত্বাদেবেত্যর্থঃ। -মুক্ত পুরুষ যেহেতু অবন্ধ্যসংকল্প (অমোঘ বা অব্যর্থ ইচ্ছা) সেই হেতু তাঁহারা অনন্যাধিপতি। অর্থাৎ তাঁহারা সকল বিষয়ে স্বাধীন।

ভাষ্যার্থ—তাঁহারা যেহেতু অবন্ধ্যসংকল্প সেই হেতু তাঁহারা অনন্যাধিপতি। অর্থাৎ তাঁহাদের অন্য শাস্তা বা নিয়োক্তা নাই। অধিক কি বলিব, গত্যন্তর থাকিলে প্রাকৃত পুরুষেরাও আপনার অস্বামিকত্ব (স্বাধীনতার বিপরীত পরাধীনতা) সংকল্প করেন না। শ্রুতিও তাহাই দেখাইয়াছেন। যথা—"যাঁহারা ইহ শরীরে আপনাকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করতঃ (আত্মবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া) পরলোকে গমন করেন, তাঁহারা কথিত প্রকার সত্যকামত্বাদি প্রাপ্ত হন ও সমুদায় লোকে তাঁহারা কামচর হন।"

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্॥ অ ৪, পা ৪, সূ ১০॥

সূত্রার্থ—অভাবং শরীরেন্দ্রিয়াণাং বিদুষ ইতি যোজনীয়ম্। বাদরিস্তন্নামক আচার্য্যঃ মেনে। হি যতঃ এবং বিদুষঃ শরীরেন্দ্রিয়াণামভাবং আহ আম্নায় ইতি শেষঃ।—বাদরি মুনি বলেন, যেহেতু বেদ জ্ঞানী পুরুষের শরীরাদি নাই বলিয়াছেন সেই হেতু মুক্ত পুরুষ অনিন্দ্রিয় ও অশরীর।

ভাষ্যার্থ—"সংকল্পমাত্রেই মুক্ত পুরুষের পিতৃগণ সমুপস্থিত হন" এই শ্রুতিতে জানা গেল, প্রাপ্তৈশ্বর্য্য জ্ঞানীর মন থাকে। কেননা মনঃই সংকল্পে

সাধন অর্থাৎ উপায়। শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে কি-না তাহা উক্ত শ্রুতিতে অবগত হওয়া যায় না। সে জন্য তাহা চিন্তার বিষয় বটে। এ বিষয়ে বাদরি মুনি বলেন, পরিমুক্ত বিদ্বানের সংকল্পসাধন মন থাকে বটে; কিন্তু শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না। কেননা, বেদ বলিয়াছেন-মুক্তি হইলে অন্য কিছু থাকে না, কেবল মাত্র সংকল্পসাধন মন থাকে। যথা—"তাঁহারা ব্রহ্মলোকে মনের দ্বারা সেই সেই অভিলষিত অনুভব করতঃ রমমাণ হন।" যদি তাঁহারা মন, শরীর ও ইন্দ্রিয়, এই তিনের দ্বারা বিহার করেন এমন হয়, তাহা হইলে মনসা—মনের দ্বারা, এ কথা বলা নিষ্প্রোয়োজন বা অনর্থক। অতএব, মোক্ষ হইলে শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না, ইহাই অবধারণীয়। (ইহা পূর্ব্বপক্ষ)।

ভাবং জৈমিনির্ব্বিকল্পামননাৎ॥

অ ৪, পা ৪, সূ ১১॥

সূত্রার্থ—মনোবৎ সেন্দ্রিয়স্য শরীরস্য ভাবং সত্বং আহ জৈমিনিঃ। বিকল্পস্য অনেকধাভাবস্য আমননং কথনং তস্মাৎ।—জৈমিনি বলেন, শ্রুতির বিকল্প অর্থাৎ অনেকধাভাব কথন দৃষ্টে স্থির হয় যে মোক্ষে মনের ন্যায় শরীর ও ইন্দ্রিয় উভয়ই বিদ্যমান থাকে।

ভাষ্যার্থ—জৈমিনি মুনি বলেন, যেমন মন থাকে তেমনি শরীরেন্দ্রিয়েরও ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব থাকে, ইহা মানিতে হইবেক। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন "সেই মুক্ত পুরুষ কখন এক প্রকার ও কখন অনেক প্রকার হন।" এই শ্রুত্যুক্ত অনেকবিধ ভাববিকল্প সেন্দ্রিয় শরীর থাকার অনুমাপক। ভিন্ন ভিন্ন শরীর (অনেক শরীর) না থাকিলে অনেকবিধ হওয়ার সম্ভাবনা কি? যদিও নিগুর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা অধিকারে ঐ অনেকবিধতা বা ভাববিকল্প অভিহিত হইয়াছে, তথাপি, বুঝিতে হইবেক যে, সগুণাবস্থায় ঐ ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মবিদ্যার স্তুত্যর্থ পরিপঠিত। (ইহাও পূর্ব্বপক্ষ)।

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ॥

অ ৪, পা ৪, সূ ১২॥

সূত্রার্থ—অতঃ উভয়লিঙ্গশ্রুতেঃ উভয়বিধত্বং সশরীরত্বমশরীরত্বঞ্চাহ

বাদরায়ণো মুনিঃ। একস্যাহনেকধাভাবে দ্বাদশাহবদিতি নিদর্শনম্।—বাদরায়ণ মুনি বলেন, সশরীর অশরীর উভয় বোধিকা শ্রুতি থাকায় উভয় প্রকার হওয়াই সঙ্গত। যেমন দ্বাদশাহ অর্থাৎ দ্বাদশদিনব্যাপী একই যাগ এক শ্রুতি অনুসারে সত্র এবং অন্য শ্রুতি অনুসারে অহীন, তেমনি মুক্ত পুরুষও সশরীর ও অশরীর। কখন সশরীর কখন বা অশরীর। (ইচ্ছা অনুসারে)।

ভাষ্যার্থ—বাদরায়ণ মুনি বলেন, পূর্ব্বোক্ত হেতু দ্বয় অর্থাৎ দ্বিপ্রকার শ্রুতি থাকায় দ্বিপ্রকার হওয়াই সঙ্গত। অর্থাৎ তাঁহারা কখন সশরীর কখন বা অশরীর। যখন সশরীরতার সংকল্প করেন তখন সশরীর এবং যখন অশরীরতার সংকল্প করেন তখণ অশরীর হন। তাহাদের সংকল্প অমোঘ ও বিচিত্র। যেমন এক দ্বাদশাহ যাগ সত্র ও অহীন উভয় প্রকার, সেইরূপ, মুক্তও উভয়প্রকার—সশরীর ও অশরীর।*

অন্বভাবেসন্ধ্যবদুপপত্তেঃ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ১৩॥

সূত্রার্থ—তন্বভাবে সেন্দ্রিয়স্য শরীরস্য অভাবে। সন্ধৌ ভবং সন্ধ্যং স্বপ্নস্থানমিতি যাবৎ।—যখন অশরীর তখন তাঁহার কামনা স্বাপ্নকামনার সদৃশ। শরীরেন্দ্রিয়বিষয় থাকে না, অথচ স্বপ্নে বিষয়োপলব্ধি হয়। এতদ্দৃষ্টান্তে অশরীর কালের কাম্যকামনা উপপন্ন হইতে পারে।

---

* একটী বিধান আছে, দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ। এই বিধানে একটী দ্বাদশদিনসাধ্য যাগ লব্ধ হয়। পূর্ব্বমীমাংসার সিদ্ধান্ত অনুসারে এই যাগ সত্র ও অহীন দ্বিপ্রকার লক্ষণান্বিত। পূর্ব্বমীমাংসায় লিখিত আছে, যে যাগ উপযন্তি ও আসতে এই দুই ক্রিয়াবোধক শব্দে বিহিত এবং যে যাগ অনির্দ্দিষ্ট (অনেক গুলি) কর্ত্তার নিষ্পাদ্য যে যাগ "সত্র" তদ্ভিন্ন সমস্তই "অহীন।" যেমন দ্বাদশাহ যাগ "এবমুপযন্তি" ও "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ" এই দুই প্রকারে বিহিত হওয়ায় সত্র ও অহীন, তেমনি, সশরীর অশরীর এই দুই প্রকারের বোধক শ্রুতিবাক্য থাকায় মুক্ত পুরুষও সশরীর ও অশরীর। সশরীর অশরীর যুগপৎ সম্ভবে না, কিন্তু সময় ভেদে তাহা সম্ভবে। অভিপ্রায় এই যে, মুক্ত পুরুষ যখন সশরীর হওয়ার সংকল্প করেন তখন সশরীর হন, যখন অশরীর হওয়ার সংকল্প করেন তখন অশরীর হন।

ভাষ্যার্থ—যখন শরীরেন্দ্রিয় না থাকে, তখন, যেমন সন্ধ্যাস্থানে (এ দিকে মরণ ও দিকে জন্ম না হওয়া, মধ্যে বা অন্তরালে। অথবা এ দিকে জাগ্রৎ, ও দিকে সুষুপ্তি, মধ্যে বা অন্তরালে। অর্থাৎ স্বপ্নকালে) শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, তিনের কিছুই নাই অথচ জীব মাত্র ভাবনাময় কামনায় পিত্রাদি-কামী হয়, তেমনি, মোক্ষেও অশরীর কালে উপলব্ধিমাত্রে অর্থাৎ কল্পনা-ময় ভাবনাবিজ্ঞানে পিত্রাদিকামী হয়। ইহা অনুপপন্ন নহে; প্রত্যুত উপপন্ন। (সিদ্ধান্ত)

ভাবেজাগ্রদ্বৎ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ১৪॥

সূত্রার্থ—সেন্দ্রিয়স্য শরীরস্য ভাবে সশরীরকাল ইতি যাবৎ।—সশরীর-কালে জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় বিদ্যমানকাম্যকামনা করেন অর্থাৎ তখন পরিপুষ্ট ভোগ হয়।

ভাষ্যার্থ—মুক্তাত্মা যখন সশরীর অর্থাৎ সাংকল্পিক শরীরেন্দ্রিয়যুক্ত হন তখন জাগ্রতে বিদ্যমান পিত্রাদি অভিলাষী হওয়ার ন্যায় মোক্ষেও বিদ্যমান পিত্রাদি অভিলাষী হন। ইহা অনুপপন্ন নহে; প্রত্যুত উপপন্ন।

প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি॥ অ ৪, পা ৪, সূ ১৫॥

সূত্রার্থ—প্রদীপো যথাঽনেকবর্ত্তিষু প্রাবিশতি তথা বিদ্যাযোগবশাদনেকেষু দেহেষু লিঙ্গস্যাবেশ ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ অনেক প্রকার হন। অনেক শরীর গ্রহণ ব্যতীত অনেক প্রকার হয় না। কাযেই অনেক শরীর স্বীকার্য্য। সেই সকল শরীরে প্রদীপের ন্যায় লিঙ্গ শরীরের (মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) প্রবেশ হইয়া থাকে।

ভাষ্যার্থ—এই অধ্যায়ের ১১ সূত্রে বলা হইয়াছে, মুক্ত পুরুষের শরীর থাকে ও তাঁহারা ভোগার্থ দুই তিন ও ততোধিক শরীর সৃজন করিতে সক্ষম। এতৎসিদ্ধান্তে অন্য এক বিচার আপতিত হয়। সেই সকল সৃষ্ট শরীর সাত্মক? কি নিরাত্মক? যেমন কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকাশরীর নিরাত্মক, তাহাতে আত্মার আবেশ নাই, মুক্ত কি তদনুরূপ শরীর সৃজন

করেন ? কি অস্মদাদির শরীরের ন্যায় সাত্মক শরীর সৃজন করেন ? আত্মা ও মন একই বস্তু, উভয়ের ভিন্নতা অনুপপন্ন সুতরাং তাহা এক শরীরে যুক্ত থাকিলে অন্য শরীর কাযেই নিরাত্মক থাকে। (পূর্ব্বপক্ষ বাদীর অভিপ্রায় এই যে, মন পরমাণুতুল্য সূক্ষ্ম, আত্মাও তদনুরূপ, সেই কারণে তাহা একে বৈ দু-এ যুক্ত হইতে পারে না।) এইরূপ আপত্তি বা পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতে পারে বলিয়া তন্নিরাসার্থ ১৫ সূত্র অবতারিত হইল। যেমন স্বরূপ শক্তির বলে একই প্রদীপ অনেক প্রদীপ হয়, তেমনি, মুক্তজ্ঞানী এক হইলেও ঐশ্বর্য্য বলে অনেক শরীর সৃজন করিয়া সেই সমুদায় শরীরে আবিষ্ট হন। শাস্ত্রও এ কথা বলিয়াছেন। "তিনি এক প্রকার, তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার ও সাত প্রকার (ইচ্ছানুসারে) হন।" ইত্যাদি শাস্ত্র (শ্রুতি) একের অনেক হওয়া বর্ণন করিয়াছেন। সে সকল শরীর কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রের সদৃশ অথবা তাহাতে অন্য জীবের আবেশ আছে, এরূপ বলিতে গেলে প্রোক্ত শাস্ত্র রিক্ত অর্থাৎ অর্থশূন্য হইবেক। কেননা, সে সকল শরীরের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা থাকে, সুতরাং সে সকল নিরাত্মক নহে। নিরাত্মকের প্রবৃত্তি অসম্ভব। বলিয়াছিলে যে, আত্মার ও মনের ভিন্নতা অনুপপন্ন (অযুক্ত), সুতরাং তাদৃশ আত্মার অনেক শরীরে অবস্থান অসম্ভব, আমরা বলি, তাহাও অসম্ভব নহে। অর্থাৎ সে কথা দোষাবহ বা সিদ্ধান্তনাশক নহে। মুক্ত পুরুষের মন একটী সত্য ; কিন্তু তাঁহারা সত্যসংকল্প। সত্যসংকল্পতার বলে তাঁহারা স্বীয় মনের অনুগামী শত শত সমনস্ক সেন্দ্রিয় শরীর সৃজন করেন এবং শত শত সমনস্ক সেন্দ্রিয় শরীর সৃষ্ট হইলে আত্মা সেই সকল সেন্দ্রিয় শরীরে উপহিত হন, সুতরাং সে সকলের প্রতি তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব হয় না। যোগশাস্ত্রে যে যোগিদিগের অনেক শরীর সৃষ্টি করিবার প্রণালী অভিহিত আছে, সে প্রণালীও মদুক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল বা পোষক প্রমাণ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মুক্তের অনেক শরীরপ্রবেশাদির ক্ষমতা অর্থাৎ সেই সেই ঐশ্বর্য্য থাকে, এ কথা কিপ্রকারে স্বীকার করিতে পার ? উপনিষদ্ শাস্ত্রে লিখিত আছে, মুক্তি হইলে চিন্মাত্র অদ্বয় হয়, ভেদজ্ঞান থাকে না। "তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে ?" "তখন তাঁহার দ্বিতীয় বিজ্ঞান (এ, ও, সে, ইত্যাদিবিধ ভেদজ্ঞান) থাকে না বলিয়াছেন। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বা সমাধান এই –

স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতংহি॥ অ ৪, পা ৪, সূ ১৬॥

সূত্রার্থ—বিশেষবিজ্ঞানাভাববচনং সুপ্তিমুক্ত্যন্যতরাপেক্ষং ভিন্নবিষয়ত্বাৎ ততশ্চ তৎ সগুণোপাসনায়ৈশ্বর্য্যোক্তৌ ন বিরুধ্যত ইতি যোজনা। তদ্বচনস্যান্যতরাপেক্ষত্বঞ্চ তত্র তত্র শ্রুতৌ তত্তৎপ্রকরণবলাৎ আবিষ্কৃতং অবগম্যত ইতি হেতুপদস্যার্থঃ। সমুত্থানাদিবাক্যং মুক্তিবিষয়ং যত্র সুপ্তেতি সুপ্তিবিষয়মিতি বিভাগঃ।—ঈশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ বহু শরীর সৃজন করিয়া ভোগ করেন, এ সিদ্ধান্ত "কি দিয়া কি দেখিবে" "দ্বিতীয় থাকে না" এ সকল শ্রুতির বিরোধী নহে। কারণ, ঐ সকল শ্রুতি সুষুপ্তি ও কৈবল্য এই দুই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অভিহিত। এ রহস্য সেই সেই স্থলেই আবিষ্কৃত অর্থাৎ ব্যক্ত আছে। অভিপ্রায় এই যে, ঐ সকল বাক্য সুষুপ্ত্যাদি প্রকরণে পঠিত বলিয়া সুষুপ্ত্যাদি অবস্থার বোধক। ফলিতার্থ—ঐশ্বর্য্যবাক্যের বিষয় বা অধিকার ঐ সকল বাক্যের বিষয় বা অধিকার হইতে ভিন্ন। যেহেতু বিষয় ভিন্ন, সেই হেতু বিরোধ নাই—অবিরোধ।

ভাষ্যার্থ—স্বাপ্যয়শব্দে সুষুপ্তি। কথিতার্থে "জীব আপনাতে অপীত অর্থাৎ আপন স্বরূপে লীন বা আত্মরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া তৎকালে তাঁহাকে স্বপিতি (স্বাপ, স্বাপায়, সুষুপ্ত ইত্যাদি) শব্দে উল্লেখ করা হয়।" এই শ্রুতি প্রমাণ। আর সম্পত্তি শব্দে কৈবল্য-কেবল হওয়া। এতদর্থেও "ব্রহ্মই ছিলেন অথচ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলেন।" এই শ্রুতি প্রমাণ। শ্রুতি যে বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না বলিয়াছেন তাহা ঐ দুই অবস্থার এক এক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। কখন সুষুপ্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, বিশেষ বিজ্ঞান অর্থাৎ ভেদজ্ঞান থাকে না। এবং কখন বা কৈবল্য (মোক্ষ) অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে? এ রহস্য কিসে জানিলাম তাহা বলিতেছি। সেই সেই স্থলের সেই সেই অধিকার বলে অর্থাৎ সেই সেই প্রকরণের সামর্থ্যে সেই সেই বাক্যের অন্যতরাপেক্ষতা জানা গিয়াছে। যথা—"এই সকল ভূত হইতে সম্যক্-রূপে উত্থিত (উৎপন্ন বা অতিক্রান্ত) হইয়া সে সকলের বিনাশে বিনষ্ট হন। তখন সংজ্ঞা অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না।" "যখন এই সাধকের

এ সমস্তই আত্মা হয় অর্থাৎ সাধক যখন আত্মাতিরিক্ত দেখে না, তখন আর কে কি দিয়া কি দেখিবে।" "যাহাতে সুপ্ত হইয়া কোন কাম্য (অভিলষিত) প্রার্থনা করে না, কোনও কাম্যের স্বপ্নও হয় না—" ইত্যাদি। ঐ সকল শ্রুতিতেই জানা গিয়াছে যে, বিশেষ জ্ঞান না থাকার কথা সুষুপ্তি ও মোক্ষ এই দুই অবস্থার অন্যতর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অভিহিত হইয়াছে। (সমুত্থানাদি বাক্য মুক্তি লক্ষ্য করিয়া এবং যত্র সুপ্ত ইত্যাদি বাক্য সুষুপ্তি লক্ষ্য করিয়া, এইরূপ বিভাগ অবধারণ করিবে।) অতএব, বুঝিতে হইবে, শাস্ত্রে যে প্রাপ্তৈশ্বর্য্য মুক্ত পুরুষের বহুশরীরপ্রবেশাদিরূপ ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইয়াছে তাহা "কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি বচনের বিরোধী নহে। বর্ণিত প্রকার ঐশ্বর্য্যই সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার বিপাক স্থান অর্থাৎ ফলীভূত কার্য্য এবং তাহা স্বর্গীয় অবস্থার ন্যায় অবস্থাবিশেষ। সুতরাং ঐ উক্তি নির্দ্দোষ।

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ১৭॥

সূত্রার্থ—জগদ্ব্যাপারঃ জগৎস্রষ্টৃত্বং তং বর্জ্জয়িত্বা অন্যদণিমাদ্যাত্মকমৈশ্বর্য্যং মুক্তাত্মনাং ভবিতুমর্হতীতি প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ বিজ্ঞায়তে। পরমেশ্বরং প্রকৃত্য জগদুৎপত্ত্যাদ্যুপদেশাৎ। ততশ্চ জগদ্ব্যাপারো নিত্যসিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য ন ত্বন্যস্যেতি সিধ্যতি। অন্যে তাবৎ জগদ্ব্যাপারে অসন্নিহিতাঃ। যতস্তে সৃষ্টেঃ পরাচীনাঃ।—মুক্ত পুরুষেরা সগুণব্রহ্মাবস্থার বলে সৃজনশক্তি ব্যতীত অন্যান্য ঐশ্বর্য্য (ঈশ্বরভাব) অর্থাৎ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন। জগদ্ব্যাপার অর্থাৎ সৃষ্টি করা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের কার্য্য এবং সে কার্য্যে জীব অনধিকৃত ও অসন্নিহিত, ইহা শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে।

ভাষ্যার্থ—যাঁহারা সগুণ ব্রহ্ম উপাসনায় ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য সাঙ্কুশ কি নিরঙ্কুশ (অসীম কি সসীম, সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ, স্বাধীন কি ঈশ্বরাধীন) তাহা সংশয়িত। সংশয় হইলে পক্ষাপক্ষ; তন্মধ্যে এক পক্ষ নিরঙ্কুশ। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ কোটীতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য্য (ক্ষমতা) সম্পূর্ণ স্বাধীন। এতৎ পক্ষে "তাঁহারা স্বর্গের রাজত্ব পান" "সমুদায় দেবতা তাঁহার উদ্দেশে উপহার আহরণ করে।" "সমুদায় লোকে তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ আছে। পূর্ব্বপক্ষে

এইরূপ পাওয়া যায় বলিয়া সূত্রকার ব্যাস "জগদ্ব্যাপার বর্জ্জং—" সূত্র বলিয়াছেন। সূত্রের অর্থ এই যে, জগদুৎপত্তিব্যাপার ব্যতীত অর্থাৎ জগৎ স্রষ্টৃত্ব ব্যতীত অন্যান্য ক্ষমতা (অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য) ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ দিগের হইয়া থাকে। জগৎসৃষ্টি করার শক্তি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহার নাই। সে বিষয়ে তাঁহারই অধিকার, অন্যে তাহাতে অনধিকৃত। শ্রুতিও নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর উল্লেখ করিয়া (ঈশ্বরের প্রস্তাব বা বর্ণন আরব্ধ করিয়া) তৎপ্রস্তাবে জগতের উৎপত্তিপ্রণালী বর্ণন বা উপদেশ করিয়াছেন। "ঈশ্বর" শব্দ নিত্য; সুতরাং তাহাও অন্যের জগৎস্রষ্টৃত্ব নিষেধ করিতে সমর্থ। (অন্য অর্থাৎ জীব। জীবগণ ঈশ্বরের প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করে; সে জন্য তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য জন্মবান্ বা উৎপত্তিবিশিষ্ট সুতরাং তাহা অনিত্য; তাহা পূর্ব্বে ছিল না। কাযেই মানিতে হয় বা বলিতে হয়, জগৎস্রষ্টৃত্ব ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নহে।) জীব সকল ঈশ্বরকেই অন্বেষণ করিয়া এবং তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিয়া ঈশ্বরত্ব উপাৰ্জ্জন করে; সে জন্য তাঁহারা জগদ্ব্যাপারে অসন্নিহিত অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির অনেক দূরে অবস্থিত। (অনেক পরে উৎপন্ন। যাহারা সৃষ্টির অনেক পরে জন্মিয়াছে এবং সৃষ্টিব্যাপার কি তাহা যাহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গোচর করিতে পারে নাই কিরূপে তাহারা জগৎসৃষ্টি করিবে?) আরও কথা এই যে, মুক্ত পুরুষ মাত্রেই সমনস্ক ও মনও সকলের সমান নহে। এক নহে। সুতরাং তাঁহাদের ঐকমত্য না হইতেও পারে। কেহ সংকল্প করিল, মনে করিল, স্থিতি হউক। সেই সময়ে আবার অন্যে মনে করিলেন, সংহার হউক। এরূপ হইলে অবশ্যই মুক্তাত্মাদিগের সমপ্রাধান্য অনুযায়ী অনিবার্য্য বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। যদি বল, একের সংকল্পের অনুগামী অন্যের সংকল্প, সেরূপ হইলে আর বিরোধ নাই, তাহাতেও আমরা বলিব, তবে সে সংকল্প নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের সংকল্প। অন্যের সংকল্প তাঁহার সংকল্পের অনুবিধায়ী। অর্থাৎ সমুদায় মুক্ত পুরুষ তাঁহারই নিয়ম্য; তিনিই একমাত্র স্বাধীন।

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতিচেন্নাধিকারিক-মণ্ডলস্থোক্তেঃ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ১৮॥

সূত্রার্থ—প্রত্যক্ষোপদেশাৎ সাক্ষাৎ তদ্বোধকশব্দেনাভিধানাৎ নিরঙ্কুশমে-

বৈষাদৈশ্বর্য্যমিতি যদুক্তং তদপি ন। হেতুমাহ আপ্নোতি। অধিকারে জগৎ-পালনার্থং তাপদানাদিকে কার্য্যে নিয়োজয়ত্যাদিত্যাদীনি ইত্যাধিকারিকঃ পরমেশ্বরঃ। স চাসৌ মণ্ডলস্থশ্চেতি বিগ্রহঃ। তস্য প্রাপ্যত্বোক্তেঃ। ঈশ্বর এব সূর্য্যমণ্ডলান্তঃস্থঃ সন্ মনসাং প্রেরক ইতি স এব মনসম্পতিঃ। পূর্ব্বং যদি নিরঙ্কুশং স্বারাজ্যমুক্তং স্যাত্তর্হি অগ্রে ঈশ্বরস্য প্রাপ্যতাং ন ব্রূয়াৎ। ততশ্চ তেষাং স্বারাজ্যং ভোগেষ্বেব ন তু জগজ্জন্মাদিষ্বিতি ভাবঃ।—"আপ্নোতি স্বারাজ্যং—স্বর্গের রাজত্ব পায়" এই প্রত্যক্ষোপদেশ অর্থাৎ নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যের বোধক বাক্য আছে দেখিয়া নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য (অনন্যাধীন ক্ষমতা) হয় বলিতে পার না। কারণ ঐ স্থানেই সূর্য্যমণ্ডলাদি আয়তনে অবস্থিত আধিকারিক (অধিকার দাতা) ঈশ্বর পুরুষের প্রাপ্যতা কথন আছে। অর্থাৎ তাহারা অধিকার দাতা পরমেশ্বরকে পায়, এইরূপ কথন আছে। ঐ কথাতেই বুঝা যাইতেছে, তাহারা পরমেশ্বরের নিকটে ঐশ্বর্য্যলাভ করে সুতরাং তাহারা পরমেশ্বরের অধীন। পরমেশ্বরই তাহাদের অঙ্কুশ স্থানীয়; সে কারণ নিরঙ্কুশ নহে।

ভাষ্যার্থ—বলিয়াছিলে যে, "সেই উপাসক স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়" এইরূপ এইরূপ প্রত্যক্ষোপদেশ (সাক্ষাৎ তদ্বোধক শব্দ প্রয়োগ) থাকায় স্বীকার করা উচিত যে, জ্ঞানীর ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ (অসীম বা স্বায়ত্ত), সে উক্তি ত্যাগ কর। আমরা বলি, আপ্নোতি স্বারাজ্যং—এ কথা বলায় দোষ হয় নাই। অর্থাৎ ঐ কথায় নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য হওয়া প্রতীত হয় না। কারণ এই যে, ঐ বাক্যের পরেই আধিকারিক মণ্ডলস্থ অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলস্থ পরমাত্মার প্রাপ্যতা অভিহিত হইয়াছে। তাহাতে স্থির হয়, জ্ঞানীর ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ নহে; কিন্তু সাঙ্কুশ। অর্থাৎ তাহা সেই সেই আধিকারিক পুরুষেরই অধীন। এ কথা এই জন্য বলি, ঐ কথার পরেই মনসম্পতিং আপ্নোতি—যিনি মনের পতি, উপাসক তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ কথন আছে। (যদি নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য হয় বলা শ্রুতির অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে তৎপরে ঈশ্বরের প্রাপ্যতা বলিতেন না বা নির্দ্দেশ করিতেন না। ঐ কথাতে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের স্বর্গের রাজত্ব কেবলমাত্র ভোগবিষয়ে, জগৎসৃষ্টিবিষয়ে নহে।) যিনি সমুদায় মনের পতি—নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বর, উপাসক তাঁহাকে পান। (তাঁহাকে পান বলিয়াই উপাসকের তত ক্ষমতা; পরন্তু তাহা তৎসকাশলব্ধ।)

উপাসক তৎক্রমে বাক্‌পতি, চক্ষুঃপতি, শ্রোত্রপতি ও বিজ্ঞানপতিও হন! এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য বাক্যে (কামচারাদি বাক্যে) যে ঐশ্বর্য্যের শ্রবণ আছে, সে সকল ঐশ্বর্য্যও (স্বেচ্ছাচারিত্ব প্রভৃতিও) নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরের অধীনে ও তদ্বশ্যতা বলে লব্ধ। এইরূপ যোজনা বা অর্থ করিবে, করিলে বিরোধ ভঞ্জন হইবেক।

বিকারাবর্ত্তিচতথাহিস্থিতিমাহ ॥

অ ৪, পা ৪, সূ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—জগদ্ব্যাপারোপ্যুপাসকপ্রাপ্যস্তদুপাস্যানিষ্ঠত্বাৎ সঙ্কল্পসিদ্ধাদিবৎ ইত্যাশঙ্ক্য উপাস্যস্থনির্গুণস্বরূপে ব্যভিচারমাহ বিকারেতি। বিকারে সবিতৃমণ্ডলাদৌ ন বর্ত্তত ইতি বিকারাবর্ত্তি। নির্গুণনিত্যমুক্তমপি পারমেশ্বরং রূপমস্তি বিকারালম্বনাস্তন্ন প্রাপ্নুবন্তীতি ভাবঃ। হি যতঃ তথা তেনৈব রূপেণাহস্য স্থিতিং আহ আম্নায় ইতি যোজনীয়ম্। —পরমেশ্বরের যে নির্গুণ নির্ব্বিকার রূপ আছে, সগুণ উপাসকেরা সেরূপ প্রাপ্ত হয় না শ্রুতি বলিয়াছেন, পরমেশ্বর সগুণ নির্গুণ দ্বিরূপে অবস্থিত আছেন। অভিপ্রেতার্থ এই যে, সগুণ উপাসক যেমন পরমেশ্বরের নির্গুণরূপ প্রাপ্ত হয় না, সগুণরূপ পাইয়া সগুণেই অবস্থান করে, সেইরূপ, তাহারা তাঁহার নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য পান না, না পাওয়ায় সাংকুশ ঐশ্বর্য্য লইয়াই থাকেন।

ভাষ্যার্থ—পরমেশ্বর যে কেবল সবিকার বা সগুণ রূপে সূর্য্যমণ্ডলাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন এমত নহে। তিনি বিকারাতীত নিত্যমুক্ত নির্গুণরূপেও অবস্থিত আছেন। আম্নায় অর্থাৎ বেদ তাঁহার দ্বিরূপে অবস্থান বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—"পূর্ব্বোক্ত সমস্তই ইঁহার (পরমেশ্বরের) মহিমা অর্থাৎ বিভূতি। পুরুষ সে সকল অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। এই সমুদায় ভূত তাঁহার একপাদ (এক চতুর্থাংশ), অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃত অর্থাৎ নিত্যমুক্ত ও স্বর্গে অবস্থিত।" এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর সগুণ নির্গুণ অর্থাৎ সবিকার নির্ব্বিকার দ্বিরূপে বিরাজ করিতেছেন। যাহা তাঁহার নির্ব্বিকার রূপ, তাহা বিকারাবলম্বীরা (সগুণ উপাসকেরা) পায়, এমন কথা বলিতে শক্ত নহ। কারণ, তাহারা নির্গুণোপাসক নহে। ভাবিয়া দেখ, পরমেশ্বর দ্বিরূপে অবস্থান করিলেও সগুণোপাসকগণ যেমন তাঁহার নির্গুণ

রূপ প্রাপ্ত হয় না, সগুণ রূপই প্রাপ্ত হয় ও সগুণে অবস্থান করে, সেইরূপ, সগুণে অবস্থান করিয়াও নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য পায় না, না পাওয়ায় সাঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যে (ঈশ্বরাধীন বা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাতেই) অবস্থিতি করে।

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে॥

অ ৪, পা ৪, সূ ২০॥

সূত্রার্থ—প্রত্যক্ষানুমানে শ্রুতিস্মৃতী এবং বিকারাবর্ত্তি রূপং দর্শয়তঃ।—শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই পরমেশ্বরের বিকারাতীত নির্গুণ রূপ থাকা বর্ণন করিয়াছেন।

ভাষ্যার্থ—পরম জ্যোতিঃ নামক পরমেশ্বর যে বিকারাতীত রূপে (নির্ব্বিকার বা নিত্যমুক্ত রূপে) অবস্থিতি করেন তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ত্রই দেখাইয়াছেন বা বলিয়াছেন। "সেখানে সূর্য্যও প্রকাশকার্য্য করিতে অক্ষম। চন্দ্র, তারকা ও এই সকল বিদ্যুৎ তাঁহাকে দীপ্তিদান করিতে অক্ষম, অগ্নির ত কথাই নাই।" "সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করে না। তিনি স্বয়ম্প্রকাশ; তাঁহারই প্রকাশে এ সকল প্রকাশিত।" পরম জ্যোতিঃ পরমেশ্বরের বিকারাবর্ত্তি অর্থাৎ বিকারাতীত নিত্যমুক্ত রূপ ঐরূপে প্রসিদ্ধ।

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ২১॥

সূত্রার্থ—মাত্রশব্দোঽন্যযোগব্যবচ্ছেদার্থঃ। তেন জগদ্ব্যাপারো ব্যবচ্ছিন্নঃ। ভোগ এব ভোগ মাত্রং তস্য সাম্যং সমানতা অনাদিসিদ্ধেনেশ্বরেণ সহেতি যাবৎ। লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তেঽনেনেতি লিঙ্গং শ্রুতিনির্গলিতার্থঃ। তস্মাৎ সাবগ্রহমেবৈশ্বর্য্যমেষাং প্রতীয়তে।—শ্রুতি তাৎপর্য্যার্থে পাওয়া যাইতেছে যে, সগুণব্রহ্মোপাসকদিগের কেবলমাত্র ভোগই ঈশ্বরের সহিত সমান। অর্থাৎ ঈশ্বর যাহা যাহা বা যেরূপ যেরূপ সুখভোগ করেন ঈশ্বরপ্রাপ্ত উপাসকও ঠিক সেইরূপ সুখ ভোগ করেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সগুণব্রহ্মপ্রাপ্ত যোগীর ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরাধীন সুতরাং নিরঙ্কুশ নহে।

ভাষ্যার্থ—বিকারাবলম্বী দিগের অর্থাৎ সগুণোপাসক দিগের ঐশ্বর্য্য যে নিরঙ্কুশ (অসীম বা স্বাধীন) নহে, তৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে। সে অন্য হেতু—অনাদি ঈশ্বরের সহিত ভোগসাম্যশ্রবণ। অর্থাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন

যে, তাঁহাদের মাত্র ভোগই ঈশ্বরের সহিত সমান, ক্ষমতা সমান নহে। যথা—"হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা স্বীয় লোকে আগত উপাসককে বলিলেন, আমি এই আপ্ অর্থাৎ অমৃতরূপ জল ভোগ করি এবং এই লোকও এই অমৃত ভোগ করে।" "এতল্লোকবাসী দিগের ভোগ যে আমার সহিত সমান, সে পক্ষের উদাহরণ এই—সমুদায় ভূত এই দেবতাকে যদ্রূপ রক্ষা করে, এতদুপাসককেও সমুদায় ভূত সেইরূপ রক্ষা বা পালন করে। তাহারাও এই দেবতার সালোক্য ও সাযুজ্য জয় করিয়াছে।" (সালোক্য=সমান লোকে বাস। সাযুজ্য=সমান দেহ বা সমান রূপ। জয় করা অর্থাৎ পাওয়া।) এক্ষণে বলিতে পার যে, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত উপাসক দিগের ঐশ্বর্য্য শাতিশয় বিধায় (সাতিশয়=অল্পাধিক, ছোট বড়,' তারতম্য, বা বিভিন্ন প্রকার।) নশ্বর এবং নশ্বরত্ব বিধায় তাহাদের পুনরাবৃত্তি (পুনর্জ্জন্ম বা পুনঃসংসার) প্রসক্ত অর্থাৎ হইতে পারে বলিয়া আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। তাহার প্রতিবাদার্থ ভগবান বাদরায়ণ আচার্য্য * সূত্র বলিতেছেন—

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥

অ ৪, পা ৪, সূ ২২ ॥

সূত্রার্থ—অনাবৃত্তিঃ অপুনর্জ্জন্ম। শব্দাৎ শাস্ত্রবাক্যাৎ।—ব্রহ্মলোক গত জ্ঞানী উপাসক দিগের পুনর্জ্জন্ম হয় না এ তথ্য শাব্দ প্রমাণে বিজ্ঞাত হওয়া যায়।

ভাষ্যার্থ—যাঁহারা নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধ ঘটিত অর্চ্চিরাদিপর্ব্ববিশিষ্ট দেবযান পথে শাস্ত্রবর্ণিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোক গত উপাসক †

---

* সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ভগবান্, সদাচার স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া আর্য্য, বদরিকাশ্রমবাসী বলিয়া বাদরায়ণ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরম গুরু নারায়ণ বদরিকাশ্রমে বাস করেন, সূত্রকার ব্যাস তৎকাশে বাস করিয়া তদনুগ্রহলাভে এতৎশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারক হইয়াছিলেন, এ কথাও উক্ত শব্দে ধ্বনিত হইয়াছে।

† মূলাধার বা নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত উৎক্রমণ নাড়ী বিস্তৃত আছে। ব্রহ্মরন্ধ্র নামক তদগ্রচ্ছিদ্র আর সূর্য্যমণ্ডল রশ্মিসূত্রে সংগত হইয়া

দিগের ন্যায় ভোগক্ষয়ে পুনরাবর্ত্তন (পুনর্ব্বার এ লোকে জন্ম গ্রহণ) করেন না, ইহা শব্দের অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মলোক কি প্রকার তাহা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-ইতিহাসাদিতে বর্ণিত আছে। যথা—"এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার বসতি স্থান। সে স্থানে "অর" "ণ্য" এতন্নামক সমুদ্রতুল্য সুধাহ্রদ, অন্নময় ও মদকর সরোবর, অমৃতবর্ষী অশ্বত্থ, সে স্থান তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মোপাসক ব্যতীত অন্যের অগম্য, সেই লোকে অজেয় ব্রহ্মপুরী (ব্রহ্মার পুরী) তাহাতে প্রভু ব্রহ্মার বিনির্ম্মিত হিরণ্ময় গৃহ আছে।" ইহা আরও অনেক প্রকারে বেদ-বেদার্থবাদ-পুরাণেতিহাস প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাই ব্রহ্মলোক শব্দের অভিধেয়। উপায় বিশেষে এবম্বিধ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে তথা হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। এ রহস্য "উপাসক সেই মূর্দ্ধন্যনাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধলোকে (ব্রহ্মলোকে) আগমন করতঃ অমরত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন" "তাহাদিগের আর পুনরাগমন হয় না" "দেবযান পথে প্রস্থিতদিগের মনুষ্যসম্বন্ধীয় এই আবর্ত্তে (সংসারচক্রে) পতিত হইতে হয় না" "সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, আর প্রত্যাবর্ত্তিত হয় না।" ইত্যাদি ইত্যাদি বেদময়ী বাণীর (শ্রুতির) নিকট অবগত হওয়া গিয়াছে। যদিও ঐশ্বর্য্য অন্তবান্ অর্থাৎ নশ্বর, তথাপি, ঐশ্বর্য্য ক্ষয়ে যে প্রকারে অনাবৃত্তি অর্থাৎ অপুনরাগমন ঘটনা হয় সে প্রকার বা সে প্রক্রিয়া "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ—" সূত্রে বলা হইয়াছে। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা স্বগত অজ্ঞানাবরণ বিধ্বস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের নির্ব্বাণ বা অনাবৃত্তি সিদ্ধই আছে। অর্থাৎ তাঁহাদের অনাবৃত্তি বা নির্ব্বাণ সম্বন্ধে কাহার কোন আশঙ্কা নাই। অর্থাৎ সে বিষয়ে অল্পমাত্রও সংশয় নাই। সেই জন্যই সূত্রকার সগুণব্রহ্মবিদ্‌দিগের অনাবৃত্তিক্রম বর্ণন করিলেন। সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, যখন সগুণব্রহ্মবিদ্‌দিগেরও অনাবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে তখন আর নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণ নির্গুণব্রহ্মবিদ-

আছে। দহরাদি উপাসক অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসক সেই পথে (নাড়ীপথে) নিষ্ক্রান্ত হইয়া রশ্মি অবলম্বন করতঃ অহঃ প্রভৃতি সোপানভূত দেবতা অবলম্বন করতঃ ঊর্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এই পথের অন্য নাম দেবযান, অর্চ্চির্মার্গ। এ সকল কথা পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে।

দিগের অনাবৃত্তি কথা কি বলিব! (এই স্থানে আর একটী সিদ্ধান্ত কথা বক্তব্য। তাহা এই—যাঁহারা বিনা ঈশ্বরোপাসনায় অর্থাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যার অনুশীলন, অশ্বমেধ যজ্ঞ, সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য, ইত্যাদি ইত্যাদি কর্ম্মের বলে ব্রহ্ম-লোকে উদ্ভূত হন, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তাঁহারা কল্পক্ষয়ে বা প্রলয়াবসানে পুন-র্জ্জন্ম পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনায় ও তত্ত্বজ্ঞান নিয়মে ব্রহ্মলোকগামী হন, তাঁহারা আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তাঁহারা কল্পান্ত হইলে ব্রহ্মার সহিত উৎপন্নব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া পরিমুক্ত হন।) ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্র এই স্থানে সমাপ্ত হইল, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই সূত্র দ্বিরুচ্চারিত হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড।

দ্বিতীয় পাদ।

জীবন্মুক্ত বিদ্বানের ব্যবহার সম্বন্ধে ও মুক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির স্বরূপ ও লক্ষণ তৃতীয় পাদে বর্ণিত হইয়াছে এক্ষণে জ্ঞানবানের শারীরব্যবহারসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে। সংক্ষেপে জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্তির স্বরূপ যথা—দেহাদি প্রপঞ্চের বাধিতানুবৃত্তিসহিত ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান জীবন্মুক্তির লক্ষণ আর বাধিতানুবৃত্তি-রহিত ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি বিদেহ-মুক্তির লক্ষণ। জীবন্মুক্ত পুরুষের ব্যবহার-বিষয়ক সিদ্ধান্তপক্ষ এই -জ্ঞানবানের শারীর-ব্যবহারের কোন নিয়ম নাই, কারণ, অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়ায় তৎকার্য্য ভেদ-ভ্রান্তি, তথা ভেদ-ভ্রমের কার্য্য রাগদ্বেষাদি, ইহা সকল জ্ঞানীর দৃষ্টিতে নাই। যে হেতু প্রারব্ধকর্ম্মের শেষ তাঁহার ব্যবহারের নিমিত্ত, সেই হেতু পুরুষ ভেদে উক্ত প্রারব্ধ-কর্ম্ম নানাবিধ হওয়ায় জ্ঞানীর ব্যবহারও নানাবিধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রবৃত্তিপ্রধান ও নিবৃত্তিপ্রধান উভয়ই প্রকার হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানীর প্রারব্ধকর্ম্মজন্য ব্যবহার সকলের সমান নহে, প্রতি পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন। জ্ঞানী পুরুষদিগের ব্যবহারের বিচিত্রতা প্রযুক্ত যথেষ্টাচারের আপত্তি হইতে পারে না, কেননা, আত্মবিমুখ পুরুষের পক্ষেই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবোধক উপদেশ ও শাসন সার্থক, জ্ঞানীর পক্ষে নহে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে পাপ-পুণ্য ও পুণ্যের আশ্রয় অন্তঃকরণ পরমার্থরূপে নাই আর যে হেতু ইহা সকল অজ্ঞানের আবরণ-শক্তি আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় ও প্রতীত হয় আর যে হেতু এই প্রতীতি লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রও প্রবৃত্ত, সেই হেতু উক্ত অজ্ঞানের তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হওয়ায় জ্ঞানবান সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্যরহিত, ইহা সিদ্ধান্ত পক্ষ।

উল্লিখিত সিদ্ধান্ত-পক্ষে কেহ কেহ এইরূপ আক্ষেপ করেণ, যথা—জ্ঞানীর ব্যবহারে অন্য কোন কর্ম্মের নিয়ম না থাকুক, নিবৃত্তিতে অবশ্যই নিয়ম আছে। দেহের স্থিতি হেতু, কেবল মাত্র ভিক্ষা, আসন, কৌপীন, আচ্ছাদন, এই সকল বিষয়েই জ্ঞানীর প্রবৃত্তি সম্ভব হয়, অন্য বিষয়ে নহে। কারণ, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে, জিজ্ঞাসাকালে, বিষয়াদিতে দোষদৃষ্টিদ্বারা বৈরাগ্য হয় তদ্দ্বারা রাগ ক্ষীণ হয়, পরে জ্ঞানোদয় কালে বিষয়াদিতে মিথ্যাবুদ্ধি হওয়ায় রাগের অভাব হয়। সুতরাং মিথ্যাবুদ্ধিহেতু ও দোষদৃষ্টিহেতু রাগবুদ্ধির অভাব হওয়ায় তথা প্রবৃত্তিমাত্রেই রাগ সাপেক্ষ হওয়ায়, জ্ঞানীর বিষয়াদিতে প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। কিন্তু

শরীরনির্ব্বাহক ভোজনাদিতে রাগবিনাও কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের বলে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। কর্ম্ম তিন প্রকার, সঞ্চিত, আগামী (ক্রিয়মাণ) ও প্রারব্ধ। ভূতশরীরে ফলারম্ভরহিত কৃতকর্ম্মকে সঞ্চিত বলে। বর্ত্তমান শরীরে ভবিষ্যৎ ফলের আরম্ভক কৃতকর্ম্মের নাম আগামী। ভূত শরীরে কৃতকর্ম্ম বর্ত্তমান শরীরের হেতু প্রারব্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই তিন কর্ম্মের মধ্যে সঞ্চিতের জ্ঞান দ্বারা নাশ হয়। আত্মাতে জ্ঞানীর কর্ত্তব্য-ভ্রান্তি না থাকায় তাঁহার পক্ষে আগামী-কর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। যে প্রারব্ধ-কর্ম্ম জ্ঞানবানের শরীর আরম্ভ করিয়াছে, সেই প্রারব্ধ শরীর স্থিতিহেতু ভিক্ষাদিতে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে। ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধকর্ম্মের নাশ হয় না, সুতরাং রাগ ব্যতিরেকেও কেবল প্রারব্ধদ্বারা শরীর নির্ব্বাহক ভোজনাদিতে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়।

যে স্থলে শাস্ত্রে আছে, সঞ্চিতআগামীকর্ম্মের ন্যায় জ্ঞানীর বিষয়ে প্রারব্ধকর্ম্মেরও সদ্ভাব নাই, সুতরাং ভোজনাদি প্রবৃত্তিও জ্ঞানবানের সম্ভব নহে, সে স্থলে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই:—জ্ঞানীর দৃষ্টিতে কর্ম্ম ও তাহার ফলের সম্বন্ধ আত্মাতে নাই। সুতরাং আত্মাতে সর্ব্বকর্ম্মের নিষেধাভিপ্রায় প্রারব্ধের নিষেধ হইয়াছে, জ্ঞানের পরে জীবদ্দশায় যে ফলাভিমুখপ্রারব্ধরূপকর্ম্মের ভোগ হয় না, এই অভিপ্রায়ে উক্ত নিষেধ নহে। কারণ, বেদান্তদর্শনে সূত্রকার বলিয়াছেন, জ্ঞানীর সঞ্চিতকর্ম্ম জ্ঞানদ্বারা নাশ হয়, আগামীর সংশ্লেষ হয় না ও প্রারব্ধের ভোগে ক্ষয় হয়। অতএব প্রারব্ধবলে কেবলমাত্র শরীরনির্ব্বাহক ক্রিয়াই জ্ঞানীর বিষয়ে সম্ভব হয়, অধিক নহে।

উক্ত অর্থে যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, কর্ম্ম বিচিত্র ও নানাবিধ হওয়ায়

যে স্থলে এক কর্ম্ম নানা শরীরের আরম্ভক হয়, সে স্থলে প্রথম শরীরে জ্ঞান হইলে, জ্ঞানবানের অন্য আরও শরীরের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কারণ, ফলারম্ভক কর্ম্মকে প্রারব্ধ বলে, তাহার ভোগবিনা নাশ সম্ভব নহে। অতএব যে স্থলে অনেক শরীরের উৎপাদক কর্ম্ম এক, সে স্থলে প্রথম শরীরে জ্ঞান হইলে অবশিষ্ট শরীরের আরম্ভক বীজাবয়বের অবশেষে জ্ঞানের পরেও জ্ঞানবানের আরও শরীর উৎপন্ন হইবে, হইলে শরীরব্যবহারহেতু প্রবৃত্তির সর্ব্বথা অভাব বলা সম্ভব নহে। ইহা প্রত্যুত্তরে যদি বল, প্রারব্ধকর্ম্মের বলে যতগুলি শরীর হইবে ততগুলির অধিক জ্ঞানীর শরীর হইবে না এবং সেই সকল শরীরে প্রাণনির্ব্বাহের অধিক চেষ্টা হইবে না, এইরূপে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই সফল। এরূপ বলা সম্ভব নহে, কারণ বেদের অনুশাসন এই—"জ্ঞানীর প্রাণ অন্য লোকে বা হই লোকে অন্য শরীরে গমন করে না কিন্তু মৃত্যুকালে সেই স্থানে অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়াদি সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হয়।" অতএব প্রাণের গমন বিনা অন্য শরীরের প্রাপ্তি সম্ভব নহে বলিয়া জ্ঞানজ্ঞানের শেষ প্রারব্ধ বলে অন্য শরীরের উৎপত্তি বলা অসঙ্গত। কিন্তু

উক্ত আশঙ্কার সমাধান এই—যে স্থলে অনেক শরীরের আরম্ভক একটী কর্ম্ম হয় সে স্থলে অন্ত্য শরীরেই জ্ঞান হয়, পূর্ব্ব শরীরে নহে। কারণ, অনেক শরীরের আরম্ভক যে প্রারব্ধ তাহাই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। যেমন বিষয়াদিতে আসক্তি, বুদ্ধিমন্দতা, ভেদবাদী-বচনে বিশ্বাস, পাপের বাহুল্য, ইহা সকল জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তেমনই বিলক্ষণ প্রারব্ধও জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। জ্ঞানসাধন শ্রবণাদিদ্বারা উক্ত প্রতিবন্ধকের নাশ হয়। কচিৎ প্রতিবন্ধকের বিদ্যমানে পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত শ্রবণাদিদ্বারা উক্তজন্মে জ্ঞান না হইলে, প্রতিবন্ধকের নাশে ভাবী-শরীরে শ্রবণাদি সাধনসামগ্রী বিনাই জ্ঞান হইয়া থাকে। বামদেব ঋষির পূর্ব্বজন্মে শ্রবণাদি সাধন সত্ত্বেও প্রারব্ধের ফল একটী শরীর অবশিষ্ট থাকায় উক্ত জন্মে জ্ঞানের উদয় হয় নাই, কিন্তু অন্য শরীর প্রাপ্তি সময়ে পূর্ব্বজন্মাদিকৃত শ্রবণাদি সাধন প্রভাবে মাতৃগর্ভে জ্ঞান হইয়াছিল। কথিত কারণে জ্ঞানের অনন্তর অন্য শরীরের সম্বন্ধ হয় না, কিন্তু বর্ত্তমান শরীরের প্রারব্ধ দ্বারা চেষ্টা হইয়া থাকে। যতটুকু চেষ্টা দ্বারা শরীরের নির্ব্বাহ হয় ততটুকুই চেষ্টা হইয়া থাকে, রাগজন্য অধিক চেষ্টা হয় না, সুতরাং জ্ঞানী সর্ব্বপ্রকারে প্রবৃত্তিরহিত।

প্রদর্শিত রূপে নিবৃত্তিপ্রধান জ্ঞানীর ব্যবহার হওয়ায় প্রবৃত্তিপ্রধান জ্ঞানীর ব্যবহার হইতে পারে না। যদি বল, মনের স্বভাব অতি চঞ্চল, নিরালম্ব স্থিতি মনের সম্ভব নহে, কোনরূপ আলম্বন মনের স্থিতি জন্য আবশ্যক, অতএব আলম্বন সহিত মনই জ্ঞানবানের প্রবৃত্তির হেতু। এই আশঙ্কাও যোগ্য নহে, কারণ, যদ্যপি সমাধিহীন পুরুষের মন সদা চঞ্চল হইয়া থাকে, তথাপি সমাধি দ্বারা মনের বিজয় হওয়ায় জ্ঞানী সমাধিতে সর্ব্বদা স্বভাববলেই স্থিত, হেতু এই যে, জ্ঞানবান সাধনকালের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের পরিপক্কাবস্থাতেই জ্ঞানফল লাভ করিয়াছেন। এই অবস্থা এক্ষণে অর্থাৎ জ্ঞানোদয় কালে স্বভাবসিদ্ধ. কেন-না, সাধনকালের অভ্যাস সিদ্ধাবস্থাতে-স্বভাবে পরিণত হয়। সাধনকালে জ্ঞানলাভের জন্য শ্রবণাদির আবশ্যকতা হয়, বৃহদারণ্যকে আছে, "সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে অবস্থান করিবেন, বাল্য ও পাণ্ডিত্য স্থিরতররূপে লব্ধ হইলে মুনি হইবেন, মৌন ও অমৌন নিশ্চয়রূপে লাভ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায়।" এ বিষয়ে স্বমতের পোষক প্রমাণে নিম্নোক্ত কতিপয় সূত্র বেদান্তদর্শন হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তথাহি,

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ॥ অ ৩, পা ৪ সূ ৪৭॥

সূত্রার্থ—অন্যৎ সহকারি সহকার্য্যন্তরং তস্য বিধির্ব্বিধানমেব। মৌননাম্নো বিদ্যাসহকারিণো বিধানমেব মন্তব্যম্। এতচ্চ পক্ষেণ পাক্ষিকম্। পক্ষশ্চ ভেদদর্শনপ্রাবল্যম্। ভেদদর্শনপ্রাবল্যে সতি মৌনং বিধেয়মিতি ভাবঃ। তৃতীয়মিতি বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া। কস্যেদং মৌনমিত্যত আহ তদ্বতো বিদ্যাবতঃ। বিদ্যাবত এব ভেদদর্শনপ্রাবল্যে মৌনং বিধীয়ত ইতি যাবৎ। বিধ্যাদিবদিতি দৃষ্টান্তঃ। বিধ্যাদির্ব্বিধিমুখ্যস্তদ্বৎ। অন্যৎ ভামত্যামনুসন্ধেয়ম্।—বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে মৌনের কথা আছে তাহা বিধি কি অনুবাদ। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, বিধি নহে। পরন্ত সিদ্ধান্ত—মৌন জ্ঞানের সহকারী কারণ অথচ তাহা পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে। সে জন্য তাহা বিধি। এই মৌন বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তৃতীয় এবং ইহা জ্ঞানাতিশয়রূপী। ইহা বিদ্যাবান্ সন্ন্যাসীর প্রতি বিহিত পরন্ত তাহা অঙ্গবিধি। অর্থাৎ মুখ্যবিধির অঙ্গ।

পূর্ব্বমীমাংসায় যেমন দর্শপূর্ণমাস নামক মুখ্য যাগবিধির অঙ্গীভূত বিধি অগ্ন্যাধানাদি, এই উত্তর মীমাংসাতেও তেমনি মুখ্য বিদ্যাবিধির অঙ্গীভূত বিধি মৌন।

ভাষ্যার্থ—বৃহদারণ্যকে আছে—"সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে অবস্থান করিবেন। বাল্য ও পাণ্ডিত্য স্থিরতররূপে লব্ধ হইলে মুনি হইবেন। মৌন ও অমৌন নিশ্চয়রূপে লাভ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) হওয়া যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়" অধ্যয়নাদিপ্রভব ব্রহ্মবুদ্ধির নাম পণ্ডা, তদ্বিশিষ্ট সাধকই পণ্ডিত, তাহার কার্য্য পাণ্ডিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মশ্রবণ। তাহা অসন্দিগ্ধ ও অবিপর্য্যস্তরূপে লাভ হইলেই পাণ্ডিত্য লাভ হয়। বাল্য=বালভাব অর্থাৎ নিতান্ত সারল্য—শুদ্ধবুদ্ধি। কথা গুলির অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য—অসম্ভাবনাত্যাগরূপ মননই মৌন। সঙ্কলিতার্থ—অগ্রে শ্রবণ, তৎপরে মনন, তৎপরে মুনি। মুনি=নিরন্তর মননশীল অর্থাৎ নিদিধ্যাসনতৎপর। সমুদায় কথার নিষ্কর্ষ—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অবিচাল্য বা স্থিরতর হওয়ার পর ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ বা ব্রহ্মাহমিত্যাকার অনুভবপ্রাপ্ত। এই স্থলে সংশয়—উল্লিখিত শ্রুতিতে—মৌনের (মননশীলতার বা নিদিধ্যাসনের) বিধান হইয়াছে কি না। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ—বাল্যভাবে অবস্থান করিবেক, মাত্র এই স্থানেই বিধিবিভক্তি দেখা যায়; মুনি-বাক্যে বিধিবিভক্তি দেখা যায় না। মুনি-বাক্যে "অথ মুনিঃ" এই মাত্র আছে। বিধিবিভক্তি না থাকাতেই বুঝা যাইতেছে, প্রোক্ত বাক্যে মৌনের বিধান হয় নাই; মাত্র তাহার অনুবাদ হইয়াছে। অনুবাদ বলাই যুক্ত, বিধান বলা অযুক্ত। যদি বল, প্রাপ্তি ব্যতীত অনুবাদ হয় না। মৌনের প্রাপ্তি কোথায়? কোন্ বাক্যে মৌনের বিধান হইয়াছে? ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতে পারি, মুনিশব্দের ও পণ্ডিতশব্দের জ্ঞানবাচিতা আছে। সুতরাং "পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য" এই বাক্যে মৌনের বিধান বা প্রাপ্তি, প্রোক্ত বাক্যে তাহার প্রশংসাবাদ। "অথ ব্রাহ্মণঃ" এখানে যেমন ব্রাহ্মণত্বের বিধান নহে, পূর্ব্বেই তাহার প্রাপ্তি (ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধি) আছে, প্রাপ্তি থাকায় তাহার উল্লেখ প্রসংশাবাদ, তেমনি, "অথ মুনিঃ" এখানেও মৌনের প্রশংসাবাদ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলিতেছেন, সহকার্য্যন্তরবিধিঃ। মৌনজ্ঞানের সহকারী, সে জন্য তাহাও বাল্য পাণ্ডিত্যের ন্যায় বিহিত। অর্থাৎ

বিধিবিভক্তি না থাকিলেও অপূর্ব্বতা বিধায় মৌনের বিধিত্ব অনুমান করিবে। (অন্য কোন বাক্যে যাহার বিধান হয় নাই তাহা অপূর্ব্ব। মৌনও অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ নহে। সুতরাং ঐ বাক্যেই তাহার বিধান উহ্য করিতে হইবেক।) বলিয়াছিলে যে, পাণ্ডিত্য শব্দেই মুনিত্ব পাওয়া যায়; তদুত্তরে আমরা বলি, পাওয়া গেলেও তাহা দোষাবহ নহে। অর্থাৎ তাহাতে প্রকৃত মৌনের প্রাপ্তি হয় না (বিধান সিদ্ধ হয় না) কারণ, মুনি-শব্দ প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানাতিশয়বাচী এবং "মননান্মুনিরুচ্যতে" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে উহার মুখ্যার্থ মনন। (এই মনন জ্ঞানের স্বতন্ত্র উপায়—শ্রবণের নিদিধ্যাসনের ন্যায় সহকারী কারণ।) "আমি মুনির মধ্যে ব্যাস" এইরূপ প্রয়োগও আছে। (পাণ্ডিত্যশব্দের জ্ঞানার্থতা থাকিলেও তদ্দ্বারা বিদ্যা সহকারী মৌন বা মনন লব্ধ বা সিদ্ধ হয় না।) যদি বল, মুনিশব্দের উত্তমাশ্রম-বাচিতাও আছে (উত্তমাশ্রম = চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাস), যথা—"গার্হস্থ্য, আচার্য্যকুল, মৌন ও বানপ্রস্থ।" প্রদর্শিত শাস্ত্রে মৌনশব্দ আশ্রমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে সত্য; পরন্তু উহা তাহার অসাধারণ বোধক নহে। অর্থাৎ উক্তার্থের ব্যভিচার অন্য প্রয়োগে দৃষ্ট হয়। যথা—"মুনিপুঙ্গব (শ্রেষ্ঠ) বাল্মিকি।" (বাল্মিকি কেবলমাত্র আশ্রমনিষ্ঠ কিন্তু মননশীল।) উত্তমাশ্রম জ্ঞানপ্রধান, সে জন্য মৌনশব্দে উত্তমাশ্রমই গ্রাহ্য। সেই কারণে বাল্য ও পাণ্ডিত্য এই উপায় দ্বয় অপেক্ষা মৌন তৃতীয় স্থানে পরিপঠিত এবং জ্ঞানাতিশয়রূপ মৌন উদহৃত-মুনি বাক্যেই বিহিত। যদিও বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ—বাল্যে অবস্থান করিবেক, এই স্থানেই বিধির পর্য্যবসান অর্থাৎ বিধিত্ব কেবল বাল্য বিষয়েই প্রত্যক্ষ; তথাপি, পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে বলিয়া মৌনও বিধেয় (বিধির বিষয়)। এ স্থলে "মুনি হইবেক" এইরূপ অর্থের আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ মুনি-ধর্ম্মে নির্ব্বেদের (বৈরাগ্যের) উল্লেখ আছে, সে কারণেও বাল্য পাণ্ডিত্যের ন্যায় মৌনের বিধেয়তা। এই মৌন বিদ্বানের (সন্ন্যাসীর) সম্বন্ধেই বিহিত। অর্থাৎ জ্ঞানীরাই মৌন সাধনের অধিকারী। বিদ্বান্ শব্দের সন্ন্যাসী অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ এই যে, শাস্ত্রে সন্ন্যাসীরই মৌনাধিকার উক্ত হইয়াছে। যথা—"পরোক্ষতঃ আত্মা জানিয়া এষণাত্রয় (স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদি বিষয়ের ইচ্ছা) হইতে মুক্ত হইবেক। অনন্তর ভিক্ষাচর্য্যে অবস্থান করিবেক। পরে বাল্য পাণ্ডিত্য

ও মৌন অবলম্বন করিবেক।” যদি কেহ ভাবেন যে, বিদ্যাবত্তা থাকিলে তাহার আতিশয্য সহজলভ্য; সুতরাং মৌন বিধানের প্রয়োজন? সূত্রকার তদুত্তরে প্রয়োজন দেখাইবার জন্য “পক্ষেণ” শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, যখন বা যাহার ভেদজ্ঞান প্রবল হয় বা থাকে, তখন বা তাহার পক্ষেই মৌনের বিধান। যেমন যাগ সম্বন্ধীয় মুখ্য বিধির অঙ্গীভূত বিধি অনুশাসিত হয় (পূর্ব্বকাণ্ডে), তেমনি, এই মৌন বিধিও মুখ্য জ্ঞান-বিধির অঙ্গীভূত। “স্বর্গকামী দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবেক।” এই একটী প্রধান বিধি, ইহারই সহকারী বা অঙ্গীভূত বিধি অগ্ন্যাধানপ্রভৃতি। সেইরূপ মুখ্য বা প্রধান বিধি “জিজ্ঞাসিতব্য” “দ্রষ্টব্য এবং তাহার সহকারী বা অঙ্গবিধি মৌন প্রভৃতি। অতএব, বাল্যাদিপ্রধান কৈবল্যাশ্রম (চতুর্থাশ্রম—সন্ন্যাস) শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। যদি কেহ বলেন, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ উত্তরাশ্রম বিদ্যমানে ছান্দোগ্যে “সমাবর্ত্তনের পর অর্থাৎ বেদব্রত ব্রহ্মচর্য্য উদযাপনের পর কুটুম্বে অর্থাৎ—” এতদ্রূপ বাক্যে গার্হস্থ্যের দ্বারা প্রস্তাবের উপসংহার করিবার কারণ কি? গার্হস্থ্যের দ্বারা উপসংহার করায় অবশ্যই বুঝিতে হইবে, গার্হস্থ্যের আদরাতিশয় দেখাইবার জন্যই গার্হস্থ্যের দ্বারা উপসংহার। সূত্রকার ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন—

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥
অ ৩, পা ৪, সূ ৪৮ ॥

সূত্রার্থ—কৃৎস্নভাবাৎ বহুলায়াসসাধ্যকর্ম্মবহুলত্বাৎ গার্হস্থ্যস্য তত্র চাশ্রমান্তর-ধর্ম্মাণাঞ্চ কেষাঞ্চিদহিংসাদীনাং সত্ত্বাৎ গার্হস্থ্যেনোপসংহার ইতি যোজনা।—গৃহস্থের প্রতিপাল্য ধর্ম্ম বহু ও বহ্বায়াসসাধ্য; তন্মধ্যে তাহাদের অন্যাশ্রম বিহিত কোন কোন ধর্ম্ম উপসংহৃত অর্থাৎ সংগৃহীত আছে, সেই জন্যই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে প্রস্তাব শেষে গৃহস্থের উল্লেখ।

ভাষ্যার্থ—গৃহীর সম্বন্ধে বিশেষ আছে। সে বিশেষ কৃৎস্নভাব (কৃৎস্ন= সমুদায়)। গৃহীর যে কৃৎস্নভাব আছে তাহা দেখাইবার জন্যই শ্রুতি উপসংহারে গার্হস্থ্যের কথা বলিয়াছেন। বিশদার্থ এই যে, গৃহী সমুদায় বহ্বায়াসসাধ্য যজ্ঞাদি কার্য্য করিবেন ও অন্যাশ্রমবিহিত অহিংসা সংযমাদিও যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিবেন। গৃহীর গার্হস্থ্যবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যই

আছে ; অধিকন্তু তাহাদের আশ্রমান্তরবিহিত অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যাদিও আছে। এই অধিক টুকু বলিবার জন্যই শ্রুতি উপসংহার কালে গৃহস্থের কথা বলিয়াছেন।

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ॥

অ ৩, পা ৪, সূ ৪৯॥

সূত্রার্থ—ইতরেষাং বানপ্রস্থব্রহ্মচারিণোঃ। বৃত্তিভেদবিবক্ষয়া বহুবচনম্।—শ্রুতিতে মৌনাশ্রমের ন্যায় অন্যান্য আশ্রমেরও উপদেশ (বিধান) আছে।

ভাষ্যার্থ—যদ্রূপ মৌন ও গার্হস্থ্য এই দুই আশ্রম শ্রুতিসম্মত, তদ্রূপ, বানপ্রস্থ ও গুরুকুলবাস এই দুই আশ্রমও শ্রুতিসম্মত। বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী এতন্নামক আশ্রমের প্রতি "তাপস দ্বিতীয় ও গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারী তৃতীয়," ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। অতএব, আশ্রম চতুষ্টয় বিষয়ে উপদেশের বিশেষ না থাকায় তুল্যরূপে সে সকলের বিকল্প অথবা সমুচ্চয় পাওয়া যাইতে পারে। (যে যে-আশ্রম ইচ্ছা করে সে সেই আশ্রম অবলম্বন করিতে পারে। অথবা পর পর সমুদায় আশ্রম গ্রহণ করিতে পারে।) সূত্রে যে "ইতরেষাং" বহুবচন প্রযোগ আছে, বুঝিতে হইবে, তাহা বৃত্তির বা অনুষ্ঠানের ভিন্নতা অনুসারে। বানপ্রস্থের ও ব্রহ্মচারীর বৃত্তি অনাশ্রমবৃত্তি হইতে ভিন্ন, এই অভিপ্রায়েই হউক আর অন্যাশ্রম অপেক্ষা বানপ্রস্থাদি আশ্রম দ্বয়ে অনুষ্ঠানের আধিক্য, এই অভিপ্রায়েই হউক, বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে।

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ৫০॥

সূত্রার্থ—অনাবিষ্কুর্ব্বন্ আত্মানমবিখ্যাপয়ন্ দম্ভদর্পাদিরহিতোভবেদিতি ভাবশুদ্ধিরূপমেব বাল্যং বিধীয়ত ইতি শেষঃ। তত্র হেতুঃ অন্বয়াৎ। এবং হ্যস্য বাক্যস্যান্বয়ঃ সঙ্গতার্থতা সেৎস্যতি।—ভাবশুদ্ধিরূপ বাল্যই "বাল্যে অবস্থান করিবেক" এতদ্বাক্যে বিহিত হইয়াছে, যথেষ্টাচারিত্বরূপ বালচরিতের অনুষ্ঠান বিহিত হয় নাই। কারণ, ভাবশুদ্ধিপক্ষেই বাক্যার্থের সঙ্গতি হয়। যথেষ্টাচার পক্ষে নহে। অপিচ, জ্ঞানবিধির সহকারিত্বও ভাবশুদ্ধিবিধান পক্ষেই সঙ্গত হয়।

ভাষ্যার্থ—"ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বালভাবে স্থিতি করিবেন" এই শ্রুতিতে বালভাবের অনুষ্ঠেয়তা শ্রুত হইয়াছে। তদ্বাক্যস্থ বালভাব কি তাহা বিবেচনীয়। "বালকের ভাব বা বালকের কর্ম্ম" এইরূপ অর্থে বাল্যশব্দ তদ্ধিতপ্রত্যয়নিষ্পন্ন। বালভাবরূপ বাল্য বয়োবিশেষেই প্রসিদ্ধ। সেই বয়োবিশেষ ইচ্ছার দ্বারা আনয়ন করা যায় না। সুতরাং বাল্যান্তর্গত অপর দুইটী ভাব আছে সেই দুএর অন্যতর বাল্যশব্দে গৃহীত হইতে পারে। বালকের এক ভাব যথেষ্টাচার—উদ্দেশ্যহীন লীলা -বিষ্ঠামূত্রাদিজ্ঞানশূন্যতা এবং অপর ভাব ভাবশুদ্ধি (সারল্য) -দম্ভদর্পাদিরাহিত্য -ইন্দ্রিয়চেষ্টাবর্জ্জিতত্ব প্রভৃতি। বয়োবিশেষ অনুষ্ঠানের অযোগ্য বলিয়া উদাহৃত স্থলে সে অর্থ গ্রাহ্য নহে; উক্ত দ্বিবিধ বালচরিত্রের অন্যতর চরিত অর্থই গ্রাহ্য এবং সেই কারণেই সংশয় হয়, বাল্যশব্দে প্রথমোক্ত বালচরিত অর্থ গ্রাহ্য? কি দ্বিতীয় বালচরিত অর্থ গ্রাহ্য? অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কি কামচার কামভক্ষ কামবাদী ও বিষ্ঠামূত্রাদিম্রক্ষিত হইবেন? কি বালকের ন্যায় শুদ্ধভাবান্বিত ও যৌবনোচিত-ইন্দ্রিয়চেষ্টাদি রহিত হইবেন? পূর্ব্বপক্ষে পাওযা যায়, কামচার কামবাদ কামভক্ষ ও বিষ্ঠামূত্রাদি বিষয়ে যথেষ্টাচার হইবেন। কারণ, বালকের ঐ ভাবই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। যদি বল, তাহাতে তাহার (সন্ন্যাসীর) পাতিত্যাদি প্রাপ্তি হয়, আমরা বলি, তাহা তাহার হয় না। উক্ত যথেষ্টাচার শাস্ত্রবিধান সম্মত হইলে জ্ঞানী সন্ন্যাসীর তাহাতে পাতিত্যাদি দোষ জন্মিবে কেন? প্রত্যুত তাহাতে তাহাদের দোষাভাবই থাকিবেক। হিংসা সামান্যতঃ নিষিদ্ধ সত্য; কিন্তু শাস্ত্রীয় হিংসা দোষাবহ নহে। সেই যেমন দৃষ্টান্ত; তেমনি, যথেষ্টাচার সম্বন্ধে সামান্যতঃ নিষেধ থাকিলেও বাল্যসম্পর্কীয় যথেষ্টাচার জ্ঞানী সন্ন্যাসীর প্রতি বিহিত হওয়ায় তাহা তাহাদের পক্ষে গৃহস্থের শাস্ত্রীয় হিংসার ন্যায় নির্দ্দোষ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সূত্রকার তাহার উত্তরপক্ষ বিন্যাস করিতেছেন। তহা নহে। অর্থাৎ উদাহৃত বচনের যথেষ্টাচার বিধানের সামর্থ্য নাই। যে স্থানে গত্যন্তর না থাকে সেই স্থানেই যথাশ্রুতার্থ স্বীকৃত হয়; পরন্তু এ স্থানে গত্যন্তর আছে। যদি বাল্যশব্দের অবিরুদ্ধ অর্থ থাকে অথবা পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিধ্য-ন্তরের পীড়া বা বাধা জন্মান উচিত নহে। প্রধানের উপকারার্থেই অঙ্গের বিধান, এখানেও জ্ঞানাভ্যাস প্রধান। অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাসই যতিদিগের

প্রধান অনুষ্ঠেয়। জ্ঞানী হইবার জন্য যদি সমুদায় বালচরিত স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জ্ঞানাভ্যাস সম্ভব হয় কৈ? অতএব, তদন্তর্বর্ত্তী ভাবসারল্য ও ইন্দ্রিয়চাপল্যাভাব এই দুই বাল্যই সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠেয়। ব্যাস এই সিদ্ধান্ত "অনাবিষ্কুর্ব্বন্" সূত্রে বলিয়াছেন। সন্ন্যাসী জ্ঞান, অধ্যয়ন ও ধার্ম্মিকতা প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে প্রখ্যাত না করিয়া দম্ভদর্পাদিরহিত হইবেন। যেমন বালক অনুদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয়তা নিবন্ধন শুদ্ধভাবে থাকে, আত্ম-মহিমা প্রকাশ করিবার চেষ্টা পায় না, উত্তরাশ্রমী জ্ঞানীও সেইরূপে অবস্থিতি করিবেন। সেইরূপ বাল্যই বিধেয়। সেইরূপ বাল্যের বিধান হইলেই উদাহৃত বাল্যবাক্যের প্রধানোপকারিতা সংরক্ষিত হইতে পারে। প্রধান বিধি জ্ঞানাভ্যাস, তাহার অঙ্গ বিধি বাল্য। এ কথা স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন। যথা—"যে আপনার কুলীনত্ব অকুলীনত্ব, পাণ্ডিত্য অপাণ্ডিত্য, সদাচারিত্ব অসদাচারিত্ব জ্ঞাত নহে সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী আপনার কৌলীন্যাদির অভিমান করেন না। সে সকল তাঁহার থাকেও না, অনুষ্ঠেয়ও নহে। জ্ঞানীরা রহস্যাবলম্বন পূর্ব্বক অজ্ঞাত চর্য্যায় বিচরণ করেন। তাঁহাদের চর্য্যা বা শীল অন্যের দুর্জ্ঞেয়। তাঁহারা এই পৃথিবীতে অন্ধের ন্যায়, জড়ের ন্যায় ও মূকের ন্যায় বিচরণ করেন। তাঁহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বশ্য নহেন, রসনেন্দ্রিয়াদির বশ্য নহেন, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বশ্যও নহেন।" তাঁহাদের আচার নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য।" ইত্যাদি।

এক্ষণে উপরিউক্ত শাস্ত্রদ্বারা বিদিত হইবে যে, জ্ঞান সাধন নিদিধ্যাসনাদি অভ্যাসে তৎপর মনেরই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সম্ভব হওয়ায় তাদৃশ বিজীতমনের জ্ঞানোদয়কালে বিষয়ান্তরে প্রবৃত্তি অসম্ভব। কথিত কারণে জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে, অর্থাৎ জিজ্ঞাসাকালে, সমাহিতচিত্তের প্রভাবে জ্ঞান লাভ হওয়ায় জ্ঞানের অনন্তর উক্ত অভ্যাসের বশে সমাধি ব্যতীত অন্য বিষয়ে জ্ঞানবানের প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। নিদিধ্যাসনের পরিপক্কাবস্থাকে সমাধি বলে। এই সমাধি অষ্ট অঙ্গদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, যথা, যম ১, নিয়ম ২, আসন ৩, প্রাণায়াম ৪, প্রত্যাহার ৫, ধারণা ৬, ধ্যান ৭, সবিকল্প সমাধি ৮।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, (চুরি না করা) ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এই পাঁচ সাধন "যম" বলিয়া প্রসিদ্ধ। (বিশদ ব্যাখ্যা পাতঞ্জল দর্শনের সাধন পাদের ৩০ সূত্রের ব্যাসভাষ্যে দেখ)।

শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান, এই পাঁচটী সাধনকে "নিয়ম" বলে (সাধান পাদের ৩২ সূত্রের ভাষ্য দেখ)

জ্ঞানসমুদ্রগ্রন্থে দশ দশ প্রকারের যম নিয়ম কথিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা পৌরাণিক রীত্যনুসারে বর্ণিত হইয়াছে, বেদান্তসম্প্রদায়ের রীতিতে নহে. বেদান্তে যম নিয়মের পাঁচ পাঁচ ভেদই প্রসিদ্ধ।

আসনের ভেদ অনন্ত, ইহাদের মধ্যে স্বস্তিক, গোমুখ, বীর, কূর্ম্ম, পদ্ম, কুক্কুট, উত্তান, কূর্ম্মক, ধনুষ, মৎস্য, ময়ুর, সব, সিংহ, ভদ্র, সিদ্ধ, গারুড় ইত্যাদি চতুরশীতি (চৌরাশি) আসন যোগ গ্রন্থে উপদিষ্ট হইযাছে। উক্ত সমস্ত আসনের প্রত্যেকের লক্ষণও তাহাতে বর্ণিত আছে। গ্রন্থের বিস্তার ভয়ে ও বেদান্তে উহা সকলের কোন উপযোগিতা না থাকায় উহাদের বিবরণ পরিত্যক্ত হইল। উল্লিখিত সকল আসনের মধ্যে সিংহ, ভদ্র, পদ্ম ও সিদ্ধ, এই চারি আসন প্রাধন, তন্মধ্যেও সিদ্ধাসন অত্যন্ত প্রধান। সিদ্ধাসনের প্রকার এই ঃ—

বামপাদের গুল্‌ফ (গোড়ালি) গুদা মেঢ়ুর মধ্যে সিয়ন স্থানে (সেলাই স্থানে) রাখিয়া, দক্ষিণ পাদের গোড়ালি মেঢ়ুর উপরে স্থাপিত করিয়া এবং ভ্রুকুটির অন্তরে দৃষ্টি রাখিয়া, স্থাণুর ন্যায় সরল নিশ্চলভাবে শরীরের স্থিতিকে "সিদ্ধাসন" বলে।

অন্য কাহারও মতে, বাম পাদের গোড়ালি সেলাই স্থানে রাখিবে না কিন্তু মেঢ়ুর উপরে রাখিয়া তাহার উপরে দক্ষিণ পাদের গোড়ালি স্থাপিত করিয়া ইত্যাদি পূর্ব্বের ন্যায়।

সিদ্ধাসন সর্ব্বপ্রধান, কারণ, কতকগুলি আসন রোগাদি নাশের হেতু ও কতকগুলি প্রাণায়ামাদি সমাধির অঙ্গ, কিন্তু সিদ্ধাসন সমাধিকালের উপযোগী বলিয়া অন্যান্য আসন অপেক্ষা উত্তম। সিদ্ধাসনের নামান্তর বজ্রাসন, মুক্তাসন ও গুপ্তাসন। আসনের বিধান সাধন পাদের ৪৬ সূত্রে ও সূত্রভাষ্যে দেখ)

আসন সিদ্ধির অনন্তর প্রাণায়ামের অভ্যাস আবশ্যক, প্রাণায়াম অনেক প্রকার। সংক্ষেপে, প্রাণায়ামের লক্ষণ এই —নাসিকার বামছিদ্র হইতে ইড়া নামক নাড়ীদ্বারা বায়ু পূরণ করিলে, তাহাকে "পূরক" বলে। দক্ষিণ ছিদ্র হইতে পিঙ্গলা নামক নাড়ীদ্বারা বায়ু ত্যাগ করিলে "রেচক" বলিয়া অভিহিত হয়। সুষুম্না নামক নাড়ীদ্বারা বায়ু অবরোধ করিলে তাহাকে

"কুম্ভক" বলা যায়। এই রীতিতে পূরক রেচক কুম্ভকের নাম "প্রাণায়াম"। ইহার অভ্যাস প্রণবরহিত বা প্রণবসহিতভাবে হইয়া থাকে। প্রণবোচ্চারণ-রহিত প্রাণায়ামকে "অগর্ভ" বলে ও প্রণবোচ্চারণসহিত প্রাণায়াম কে "সগর্ভ" বলে। প্রাণায়ামের বিবরণ সাধন পাদের ৪৯ সূত্রে ও সূত্রভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলের নিরোধকে "প্রত্যাহার" বলে। (সাধন পাদের ৫৪ সূত্র ও ভাষ্য)।

বিষয়ান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ধ্যেয়বিষয়ে (এস্থলে অদ্বৈত বস্তুতে) অন্তঃকরণের স্থিতিকে "ধারণা" বলে। (বিভূতিপাদের ১ সূত্র)।

বিষয়ান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ধ্যেয়াকারে (অদ্বৈত বস্তুতে) বারম্বার অন্তঃকরণের প্রবাহকে "ধ্যান" বলে (বিভূতিপাদের ২ সূত্র)।

ব্যুত্থানসংস্কার সকলের তিরস্কার ও নিরোধসংস্কার গুলির আবির্ভাব হইয়া অন্তঃকরণের একাগ্রতারূপ পরিণামকে, "সমাধি" বলে। (বিভূতিপাদের ৯ সূত্র)।

সমাধি দুই প্রকার, একটী সবিকল্পসমাধি অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাতযোগ ও দ্বিতীয়টী নির্ব্বিকল্পসমাধি অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাতযোগ। জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটীভানসহিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মে অন্তঃকরণ বৃত্তির স্থিতিকে "সবিকল্প-সমাধি" বলে। সবিকল্পসমাধিও দুইভাগে বিভক্ত, একটী শব্দানুবিদ্ধ ও দ্বিতীয়টী শব্দানন্বুবিদ্ধ। 'অহং ব্রহ্মাস্মি" আদি শব্দদ্বারা অনুবিদ্ধ অর্থাৎ উক্ত বাক্যাদিসহিত যে সমাধি তাহার নাম "শব্দানুবিদ্ধ"। শব্দরহিতের নাম "শব্দানন্বুবিদ্ধ"। ত্রিপুটীভানরহিত অখণ্ড ব্রহ্মাকারে অন্তঃকরণের যে স্থিতি তাহা "নির্ব্বিকল্প সমাধি" নামে উক্ত। এইরূপে সবিকল্প নির্ব্বিকল্প ভেদে সমাধি দ্বিবিধ, প্রথমটী (সবিকল্পটী) সাধন, দ্বিতীয়টী (নির্ব্বিকল্পটী) ফল। সবিকল্প সমাধিদ্বারা যদ্যপি ত্রিপুটীরূপ দ্বৈত প্রতীত হয়, তথাপি উহা ব্রহ্মাভিন্নরূপে সমাধিবান পুরুষের চিত্তের বিষয় হয়। যেমন মৃদ্বিকারঘটাদি ঘটাদিরূপ প্রতীত হইলেও বিবেকীর দৃষ্টিতে উক্ত ঘটাদি মৃত্তিকারূপই প্রতীত হয়, সেইরূপ সবিকল্প সমাধিতে ত্রিপুটী-দ্বৈত সমস্ত ব্রহ্মরূপই প্রতীত হইয়া থাকে। আর নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যদ্যপি সবিকল্পের ন্যায় বাধিতানু-বৃত্তিরূপ ত্রিপুটীদ্বৈত বিদ্যমান থাকে তথাপি উক্ত কালে অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প-সমাধি অবস্থাতে জলে লবণের অপ্রতীতির ন্যায় দ্বৈত অপ্রতীত থাকে।

অতএব সবিকল্প নির্ব্বিকল্প-সমাধির মধ্যে এই ভেদ সিদ্ধ হইল—সবিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মরূপে দ্বৈতের প্রতীতি হয়, তথা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ত্রিপুটীরূপ দ্বৈতের অপ্রতীতি হয়।

সষুপ্তিসহিত নির্ব্বিকল্পের ভেদ এই—সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকার-বৃত্তির অভাব হয় কিন্তু নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকারবৃত্তি হয়, তাহার অভাব হয় না। কথিত রীতিতে সুষুপ্তিতে বৃত্তিসহিত অন্তঃকরণের অভাব হয় ও নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে বৃত্তিসহিত অন্তঃকরণ বিদ্যমান থাকে এবং থাকিয়াও প্রতীত হয় না। নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে অন্তঃকরণের যে ব্রহ্মাকার বৃত্তি হয় তাহার হেতু সবিকল্প-সমাধির অভ্যাস। সুতরাং সবিকল্প-সমাধি সাধনরূপ অষ্ট অঙ্গের মধ্যে গণ্য ও নির্ব্বিকল্প-সমাধি তাহার ফল।

উক্ত নির্ব্বিকল্প-সমাধি অদ্বৈতভাবনারূপ ও অদ্বৈতাবস্থানরূপ ভেদে দুই প্রকার। অদ্বৈতব্রহ্মাকার অন্তঃকরণের অজ্ঞাত (অপ্রতীত) বৃত্তিসহিত সমাধিকে "অদ্বৈতভাবনারূপনির্ব্বিকল্প-সমাধি" বলে। এই সমাধির অভ্যা-সের আধিক্যে ব্রহ্মাকার বৃত্তিও শান্ত হইয়া যায়, সুতরাং বৃত্তিরহিতের নাম "অদ্বৈতাবস্থানরূপ সমাধি"। যেমন তপ্ত লৌহে জলবিন্দু বিলীন হইয়া যায় তেমনই অদ্বৈতভাবনারূপ সমাধির দৃঢ় অভ্যাসে অত্যন্ত প্রকাশমান ব্রহ্মে বৃত্তির লয় হয়। সুতরাং অদ্বৈতভাবনারূপ নির্ব্বিকল্প-সমাধি অদ্বৈতাবস্থানরূপ নির্ব্বিকল্প-সমাধির সাধন।

অদ্বৈতাবস্থানরূপসমাধি ও সুষুপ্তির ভেদ এই—সুষুপ্তিতে বৃত্তির লয় অজ্ঞানে হয়, ও অদ্বৈতাবস্থানরূপসমাধিতে বৃত্তির লয় ব্রহ্মপ্রকাশে হয়। আর এইরূপ সুষুপ্তিতে আনন্দ অজ্ঞানাবৃত থাকে কিন্তু সমাধিতে নিরাবরণ ব্রহ্মানন্দের ভান হয়।

উক্ত নির্ব্বিকল্প-সমাধির লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদরূপ চারি বিঘ্ন আছে। উক্ত বিঘ্ন সকলের প্রত্যেকের লক্ষণ এই—

আলস্য অথবা নিদ্রাদ্বারা বৃত্তির শিথিলতা বা অভাব হইলে তাহাকে "লয়" বলা যায়। এই লয় সুষুপ্তি সমান অবস্থার অনুরূপ, ইহাদ্বারা ব্রহ্মানন্দের ভান হয় না। নিদ্রা আলস্যাদি বশতঃ স্বীয় উপাদান অজ্ঞানে বৃত্তি লয় হইতে দেখিলে সাবধান হইয়া নিদ্রাদি রুদ্ধ করতঃ লয়াভিমুখ ব্রহ্মাকার-বৃত্তিকে জাগরিত করা উচিত। এই রীতিতে লয়রূপ বিঘ্নের

বিরোধী যে নিদ্রা আলস্যাদি নিরোধসহিত বৃত্তির প্রবাহরূপ জাগরণ তাহাকে গৌড়পাদাচার্য্য "চিত্তসম্বোধন" বলেন।

বিক্ষেপের অর্থ এই:—বিড়াল দেখিয়া মূষীক যেমন গৃহে প্রবেশ করতঃ ব্যাকুল চিত্তে তৎকালে গৃহের অন্তরে স্থান দেখিতে না পাইয়া পুনরায় বহির্গত হয়, হইয়া ভয়রূপ বা মরণরূপ খেদ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অনাত্ম পদার্থ দুঃখের হেতু জানিয়া, বৃত্তি অদ্বৈতানন্দ প্রাপ্তির জন্য অন্তর্মুখ হইলে চেতনের সূক্ষ্মতা (দুর্জ্ঞেয়তা) নিবন্ধন চেতনকে বিষয় করিতে অর্থাৎ চেতনের আবরণ ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হওয়ায় বাহিরে ফিরিয়া আইসে, আসিয়া পুনরায় বাহ্যাকারবিশিষ্ট হয়, এই বহির্ম্মুখ বৃত্তিকেই "বিক্ষেপ" বলে। অতএব যে হেতু বৃত্তির স্থিরতা ব্যতিরেকে স্বরূপানন্দের প্রাপ্তি সম্ভব নহে, সেই হেতু বৃত্তির অন্তর্মুখতা সত্ত্বেও যে কাল পর্য্যন্ত তাহার ব্রহ্মাকাররূপে নিশ্চলভাবে স্থিতি না হয় সেকাল পর্য্যন্ত বাহ্য পদার্থ সমূহে দোষভাবনা পূর্ব্বক বৃত্তির বহির্মুখতা নিবারণ করা উচিত। বিক্ষেপরূপ বিঘ্নের বিরোধী অন্তর্ম্মুখবৃত্তির সম্যানে স্থাপনরূপ প্রযত্ন বিশেষকে গৌড়-পাদাচার্য্য "সম" শব্দে উল্লেখ করেন।

রাগাদি দোষকে "কষায়" বলে। এস্থানে এই আশঙ্কা হয়—রাগাদি বাহ্যান্তরভেদে দ্বিবিধ। স্ত্রী, পুত্র, ধন, প্রভৃতি বর্ত্তমান বিষয়ক রাগাদিকে বাহ্য বলে। ভূত বা ভাবী বিষয়ের চিন্তারূপ যে মনোরাজ্য তাহাকে "আন্তর" বলে। সমাধিতে প্রবৃত্ত যোগীর বিষয়ে উক্ত দুই প্রকার রাগাদি মধ্যে একটীও সম্ভব নহে। কারণ, (বেদান্তমতে) চিত্তের ভূমিকা (অবস্থাবিশেষ) পঞ্চবিধ, যথা, ক্ষেপ, মূঢ়তা, বিক্ষেপ, একাগ্রতা ও নিরোধ। অথবা (যোগশাস্ত্রের মতে) চিত্তবৃত্তি পঞ্চবিধ যথা, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। লোক বাসনা, দেহ বাসনা, চিত্ত বাসনা, প্রভৃতি রজো-গুণের পরিণাম যে দৃঢ় অনাত্মবাসনা তাহার নাম "ক্ষেপ"। অথবা, রজোগুণের আধিক্যে চিত্তের বৃত্তি তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তর গমন করিলে তাহাকে "ক্ষিপ্ত বৃত্তি বলে। নিদ্রা আলস্যাদি তমোগুণের পরিণামকে "মূঢ়তা" বলে। অথবা, আলস্য, তন্দ্রা, মোহ, প্রভৃতি বৃত্তিকে "মূঢ়-বৃত্তি" বলে। কদাচিৎ ধ্যানে প্রবৃত্ত চিত্তের বাহ্যবৃত্তির নাম "বিক্ষেপ"। অথবা, প্রায়সঃই চঞ্চল থাকিয়া কদাচিৎ স্থিরভাব অবলম্বন

করাকে "বিক্ষিপ্ত-বৃত্তি" বলে। অন্তঃকরণের অতীত পরিণাম ও বর্ত্তমান পরিণাম সমানাকার হইলে তাহাকে "একাগ্রতা" বলে। একাগ্রতার লক্ষণ পাতঞ্জলের বিভূতিরপাদের ১২ সূত্রেও আছে, তদনুসারে একাগ্রতাবৃত্তি অভাবরূপ নহে কিন্তু বিক্ষিপ্তভাব সম্পূর্ণ বিদূরিত হইলে অর্থাৎ এক বিষয়ে পূর্ব্ব জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া সমান বিষয়ে তুল্যরূপে উত্তর জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, উভয় অবস্থাতে চিত্তের অনুগমকে একাগ্রতাপরিণাম বলে। ভাব এই—সমাধিকালে চিত্তের যে যে পরিণাম হয় সে সে সমস্তই ব্রহ্মকে বিষয় করে বলিয়া অতীত ও বর্ত্তমান সমস্ত পরিণাম ব্রহ্মাকার হওয়ায় সমানাকার হয়, ইহারই নাম "একাগ্রতা"। অথবা, এক বিষয়ে বৃত্তির (জ্ঞানের) ধারা (প্রবাহ) কে "একাগ্রবৃত্তি" বলে। একাগ্রতাবুদ্ধিকেই "নিরোধ" বলে। অথবা, সংস্কার মাত্র শেষ থাকিয়া সমুদায় বৃত্তির নিরোধকে "নিরুদ্ধ-বৃত্তি" বলে। উক্ত পঞ্চ চিত্তবৃত্তির মধ্যে ক্ষিপ্ত ও মূঢ়-অন্তঃকরণের সমাধিতে অধিকার নাই, কেবল বিক্ষিপ্ত-অন্তঃকরণেরই অধিকার হয়, একাগ্র ও নিরুদ্ধ অন্তঃকরণ সমাধিকালেই হইয়া থাকে, ইহা যোগ শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রদর্শিত কারণে রাগাদি দোষসহিত অন্তঃকরণ ক্ষিপ্ত বলিয়া গণ্য আর যে হেতু ক্ষিপ্তচিত্তের যোগে অধিকার নাই, সেই হেতু রাগাদি দোষ যে কষায় তাহা সমাধির বিঘ্নরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

উক্ত আশঙ্কার সমাধান এই—যদ্যপি বাহ্য অথবা আন্তর রাগাদি ক্ষিপ্ত অন্তঃকরণেই হইয়া থাকে এবং তৎকারণে ক্ষিপ্ত-চিত্তের যোগে অধিকার নাই, তথাপি জন্মান্তরীয় পূর্ব্বানুভূত বাহ্যান্তর রাগ দ্বেষের সূক্ষ্মসংস্কার বিক্ষিপ্তাদি অন্তঃকরণেও সম্ভব হয়। সুতরাং রাগদ্বেষাদির নাম কষায় নহে কিন্তু রাগদ্বেষাদির সংস্কারকে "কষায়" বলে। যে কাল পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ আছে, সেকাল পর্য্যন্ত সংস্কারের নাশ হয় না, সুতরাং সমাধিকালেও উহা অন্তঃকরণে থাকে। পরন্তু রাগ দ্বেষাদির উদ্ভূত সংস্কার সমাধির বিরোধী, অনুদ্ভূত নহে। সমাধিতে প্রবৃত্ত যোগীর চিত্তে রাগদ্বেষাদি সংস্কারের উদ্বোধ হইলে বিষয়ে দোষ দর্শনপূর্ব্বক তাহার তিরস্কার করা উচিত। বিক্ষেপ ও কষায়ের ভেদ এই—বাহ্যবিষয়াকার বৃত্তিকে বিক্ষেপ বলে। যোগীর প্রযত্নে বৃত্তির অন্তর্মুখতাসত্ত্বেও রাগাদির উদ্বুদ্ধ সংস্কারদ্বারা উক্ত

অন্তর্মুখবৃত্তি অবরুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মকে বিষয় না করিতে পারিলে, তাহাকে "কষায়" বলা যায়। বিষয়ে দোষ-দৃষ্টিরূপ যোগীর যে প্রযত্ন তাহা কষায় বিঘ্নের নিবর্ত্তক।

রসাস্বাদের স্বরূপ এই—ব্রহ্মানন্দ ও বিক্ষেপরূপ দুঃখের নিবৃত্তি এই দুয়েরই অনুভব যোগীর হইয়া থাকে। কদাচিৎ দুঃখের নিবৃত্তিতেও আনন্দ হয়, যেমন ভারবাহী-পুরুষের মস্তক হইতে ভার দূরীকৃত করিলে আনন্দ হয়। এস্থলে আনন্দের অন্য কোন নিমিত্ত নাই কিন্তু ভারবহনজন্য দুঃখের নিবৃত্তিই উক্ত আনন্দের হেতু। যোগীর সমাধিতে বিক্ষেপজন্য দুঃখের নিবৃত্তি হইলে আনন্দ হয়, এই আনন্দের অনুভবকেই "রসাস্বাদ" বলে। যদি মাত্র দুঃখনিবৃত্তিজন্য আনন্দের অনুভবই যোগীর অলম্বুদ্ধির বিষয় হয় তাহা হইলে সকল উপাধি-রহিত ব্রহ্মানন্দাকার বৃত্তির অভাবে পরমানন্দরূপ অকৃতিম মহানন্দের অনুভব সমাধিতে হইবে না। কথিত প্রকারে দুঃখের নিবৃত্তি জন্য আনন্দের অনুভবরূপ রসাস্বাদও সমাধির বিঘ্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রদর্শিত কারণে বাঞ্ছিতের প্রাপ্তিবিনা কেবলমাত্র বিরোধীর নিবৃত্তিজন্য যে আনন্দ হয় তাহা প্রকৃত আনন্দ নহে। এ বিষয়ে অন্য দৃষ্টান্ত যথা—যেমন পৃথিবীতে রত্নের খণী অত্যন্ত বিষধর সর্পদ্বারা রক্ষিত হইল সেই নিধি প্রাপ্তির পূর্ব্বে, নিধি প্রাপ্তির বিরোধী যে সর্প তাহার নিবৃত্তিতেও আনন্দ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে যদি সর্প-নিবৃত্তির আনন্দই খননকর্ত্তার প্রযত্নের শেষ সীমা হয়, তাহা হইলে নিধি লাভরূপ যে পরমানন্দ তাহা সর্ব্বদা অপ্রাপ্ত থাকিবেক। কথিত প্রকারে অদ্বৈত ব্রহ্মরূপ নিধি, সর্প রক্ষিত নিধির ন্যায় দেহাদি অনাত্ম পদার্থের প্রতীতিরূপ বিক্ষেপদ্বারা আবৃত্ত থাকায়, সর্পস্থানী বিক্ষেপ নিবৃত্তিজন্য যে অবান্তর আনন্দরূপী রসের অনুভবরূপ আস্বাদন তাহা নিধিস্থানী ব্রহ্মস্বরূপ মহানন্দ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হওয়ায় বিঘ্ন বলিয়া গণ্য। অথবা,

রসাস্বাদের অন্য অর্থ এই—সবিকল্প-সমাধির অনন্তর নির্ব্বিকল্প-সমাধি হয়। সবিকল্প-সমাধিতে ত্রিপুটীর প্রতীতি হয়, সুতরাং সবিকল্প-সমাধির আনন্দ ত্রিপুটীরূপ উপাধি যোগে হওয়ায় সবিকল্প। নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে ত্রিপুটি প্রতীত হয় না, সুতরাং নির্ব্বিকল্প-সমাধির আনন্দ নিরুপাধিক, এবং এই আনন্দই পরমপ্রীতির আস্পদ। সবিকল্প-সমাধির উত্তরে ও নির্ব্বিকল্প-

সমাধির প্রারম্ভে, সবিকল্প-সমাধির যে সোপাধিক আনন্দ তাহা সহসা পরিত্যাগ করা যায় না, অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প-সমাধির অনুষ্ঠানকালেও উহার অনুভব হইয়া থাকে। এই সোপাধিক আনন্দকেই রসাস্বাদ বলে। অতএব, বিক্ষেপ নিবৃত্তিজন্য আনন্দের অনুভব অথবা সবিকল্প-সমাধির সোপাধিক আনন্দের অনুভব "রসাস্বাদ" বলিয়া অভিহিত হয়। প্রদর্শিত উভয়বিধ রসাস্বাদ নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে পরমানন্দরূপ অনুভবের বিরোধী হওয়ায় বিঘ্ন বলিয়া গণ্য। অতএব রসাস্বাদও পরিত্যাজ্য।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে চারি বিঘ্ন আছে, উক্ত সকল বিঘ্ন সমাধির প্রারম্ভে উপস্থিত হইয়া কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাতক হয়। সমাধিতে প্রবৃত্তমান্ বিদ্বান প্রোক্ত বিঘ্ন সকলকে সাবধানে পরাজয় করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। প্রদর্শিত সমাধিসম্পন্ন বিদ্বানই জীবন্মুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত রীত্যনুসারে জ্ঞানবানের চিত্ত নিরালম্ব নহে, যখন প্রারব্ধ বলে জ্ঞানীর সমাধি হইতে উত্থান হয় তখনও সমাধিকালীন অনুভূত পরমানন্দের স্মৃতি তাঁহার হইয়া থাকে, সুতরাং উত্থানকালেও জ্ঞানীর চিত্ত নিরালম্ব নহে। জ্ঞানবানের ভোজনাদিতে যে প্রবৃত্তি হয় তাহাও প্রারব্ধ দ্বারা হয় কিন্তু ভোজনাদি ব্যবহারে জ্ঞানী খেদপূর্ব্বকই প্রবৃত্ত হন, কেননা ভোজনাদি-প্রবৃত্তিও সমাধিসুখের বিরোধী। যাহার পক্ষে ভোজনাদি শারীর-নির্ব্বাহক প্রবৃত্তি খেদরূপ প্রতীত হয় তাহার পক্ষে অধিক প্রবৃত্তি কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং জ্ঞানীর প্রবৃত্তি নিবৃত্তি-প্রধানই হইয়া থাকে। এদিকে বাহ্যবৃত্তিতে জীবন্মুক্তির আনন্দ সম্ভব না হওয়ায় কিন্তু নিবৃত্তিতেই সম্ভব হওয়ায় বাহ্যবৃত্তি জীবন্মুক্তি সুখেরও বিরোধী। এরূপেও জীবন্মুক্তি-সুখার্থীর বাহ্য-প্রবৃত্তি-সম্ভাবিত নহে। কথিত কারণে শরীরনির্ব্বাহোপযোগী ভিক্ষা কৌপীনাদি বিষয়ক প্রবৃত্তি হইতে অধিক প্রবৃত্তি জ্ঞানীর অসম্ভব।

উপরে সিদ্ধান্ত পক্ষের বিরুদ্ধে যে পক্ষ কথিত হইল, ইহা অনেক আচার্য্যের মত এবং ইহার উপাদেয়তা অনেক গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর যদ্যপি এই পক্ষের অভিমত জীবন্মুক্ত বিদ্বানের শরীরব্যবহারসম্বন্ধী নিয়ম ও রীতি জিজ্ঞাসুমাত্রেরই অনুকরণীয়, কেননা শিক্ষার জন্য বিধান হওয়ায় এবং অত্যন্ত মঙ্গলজনক হওয়ায় উহার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করা ন্যায্য নহে, তথাপি প্রসঙ্গাধীনপ্রাপ্ত উক্ত পক্ষের সম্বন্ধে দুই একটী সিদ্ধান্ত

ঘটিত বিচার এস্থলে অযোগ্য ও অসঙ্গত হইবে না, যে হেতু সিদ্ধান্ত পক্ষের সহিত এ পক্ষের কিঞ্চিৎ বিরোধ আছে। পূর্ব্ব পক্ষের নিষ্কর্ষ এই—জ্ঞানীর ব্যবহার নিবৃত্তিপ্রধান হওয়া উচিত, প্রবৃত্তি-প্রধান নহে। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে, কারণ, জ্ঞানীর প্রবৃত্তিতে অথবা নিবৃত্তিতে বেদের আজ্ঞারূপ বিধি সম্ভব নহে, যে হেতু জ্ঞানী নিরঙ্কুশ, তাঁহার ব্যবহারের কোন নিয়ম নাই, প্রারব্ধই তাঁহার ব্যবহারের হেতু। যে জ্ঞানীর প্রারব্ধ ভিক্ষাভোজনাদি মাত্রের হেতু তাঁহার প্রবৃত্তি কেবল ভিক্ষা ভোজনেই হয় এবং যাঁহার প্রারব্ধ অধিক ভোগের হেতু তাঁহার অধিক ভোগে প্রবৃত্তি হয়। যদি বল, ভিক্ষামাত্রের হেতু প্রারব্ধই জ্ঞান ফলে পরিণত হয়, অধিক ব্যবহারের হেতু হইলে হয় না। সুতরাং ভিক্ষা ভোজনাদি ব্যবহার হইতে অধিক ব্যবহার জ্ঞানীর সম্ভব নহে, যাহার প্রবৃত্তি অধিক সে জ্ঞানী নহে। এ আশঙ্কা যোগ্য নহে, কারণ যাজ্ঞবল্ক্য জনক প্রভৃতি জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ। সভা বিজয়ের দ্বারা ধনসংগ্রহ-ব্যবহার যাজ্ঞবল্ক্যের তথা রাজ্য-পালনাদি ব্যবহার জনকের শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, সুতরাং জ্ঞানীর প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি উভয়ই নিয়ম বহির্ভূত। যদ্যপি যাজ্ঞবল্ক্য সভা-বিজয়াদির উত্তর কালে বিদ্বত-সন্ন্যাসরূপ নিবৃত্তি ধারণ করিয়াছিলেন ও প্রবৃত্তিতে গ্লানি হেতু নানা দোষ দেখাইয়াছিলেন, তথাপি যাজ্ঞবল্ক্যের বিদ্বত-সন্ন্যাসের পূর্ব্বে যে জ্ঞান ছিল না ইহা বলা যায় না। জ্ঞান প্রথমেও ছিল কিন্তু সন্ন্যাসের পূর্ব্বে জীবন্মুক্তি সুখ ছিল না এবং এই সুখ প্রাপ্তির অভিলাষায় সর্ব্ব সংগ্রহের ত্যাগ করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের প্রারব্ধ পূর্ব্বকাল অধিক ভোগের ও উত্তরকাল ন্যূন ভোগের হেতু ছিল। সুতরাং প্রথম অবস্থায় গ্লানিবিনা যাজ্ঞবল্ক্যের অধিক ভোগে প্রবৃত্তি ছিল ও পশ্চাৎ গ্লানিহেতু সর্ব্বভোগের ত্যাগ হইয়াছিল। জনকের প্রারব্ধ মরণ পর্য্যন্ত রাজ্য পালনাদি সমৃদ্ধি ভোগের হেতু ছিল এবং তৎকারণে সর্ব্বথা ত্যাগের অভাবই ছিল, ভোগে গ্লানি ছিল না। বামদেব প্রভৃতির প্রারব্ধ ন্যূন ভোগের হেতু ছিল এবং ভোগে সদা গ্লানি থাকায় প্রবৃত্তির অভাব ছিল। বাশিষ্ঠে প্রসঙ্গ আছে, শিখরধ্বজের জ্ঞানের অনন্তর অধিক প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এইরূপে নানাপ্রকারের বিলক্ষণ ব্যবহার জ্ঞানী পুরুষদিগের শাস্ত্রে উক্ত আছে? সকলেরই জ্ঞান সমান, ফলমোক্ষও সমান, কেবলমাত্র প্রারব্ধ ভেদে ব্যবহারের ভেদ হয়। ব্যবহারের ন্যূনতায় জীবন্মুক্তি সুখের অধিকতা তথা ব্যবহারের অধিকতায় জীবন্মুক্তি সুখের

ন্যূনতা হইয়া থাকে। এস্থলে কেহ কেহ আক্ষেপ করেন, যদি জীবন্মুক্তি সুখ পরিত্যাগ করিয়া তুচ্ছ সাংসারিক ভোগে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব বা সঙ্গত হইতে পারে, তাহা হইলে বিদেহ মোক্ষও ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠাদি লোকের ইচ্ছা সঙ্গত হউক। এ আশঙ্কা অবিবেক মূলক, কেননা, জীবন্মুক্তি সুখের ত্যাগ ও ভোগাদিতে প্রবৃত্তি জ্ঞানীর প্রারব্ধ বলে সম্ভব হয়, কিন্তু বিদেহ মোক্ষের ত্যাগ তথা পরলোকে গমন, ইহা ইচ্ছা সত্ত্বেও সম্ভব নহে, যে হেতু, জ্ঞানীর প্রাণ মৃত্যুকালে সেই দেহেই উপশান্ত হয়, বাহিরে গমন করে না। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে প্রারব্ধভোগের অনন্তর স্থূলসূক্ষ্ম শরীরাকার অজ্ঞানের চেতনে যে বিলয় তাহাকে বিদেহ মোক্ষ বলে এবং তাহাই জ্ঞানীর প্রাপ্ত হয়। যদি মূলাজ্ঞানের শেষ থাকিত অথবা নষ্ট অজ্ঞানের পুনরুৎপত্তি হইত, তাহা হইলে অবশ্যই বিদেহ মোক্ষেরও অভাব সম্ভব হইত, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রমাণদ্বারা বিনষ্ট অজ্ঞানের পুনুরুৎপত্তি সম্ভব নহে বলিয়া বিদেহ মোক্ষের অভাব সর্ব্বপ্রমাণ বাধিত। অপিচ, বিদেহ মোক্ষের ত্যাগে তথা পরলোকের গমনে জ্ঞানীর ইচ্ছা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। কারণ, জ্ঞানীর ইচ্ছা কেবল প্রারব্ধ দ্বারা হওয়ায় যতটুকু সামগ্রী ব্যতীত প্রারব্ধের ভোগ সম্ভব নহে, ততটুকু সামগ্রীই প্রারব্ধ রচনা করে, অধিকও নহে ন্যূনও নহে, আর যে হেতু ইচ্ছা বিনা ভোগ সম্ভব নহে, সেই হেতু জ্ঞানীর ইচ্ছা প্রারব্ধেরই ফল বুঝিতে হইবেক। কথিত কারণে পরলোকে অথবা ইহ-লোকে জ্ঞানীর অন্য শরীর সহিত সম্বন্ধ প্রারব্ধ বলে সম্ভব না হওয়ায় জ্ঞানীর ইচ্ছা দ্বারা বিদেহ মোক্ষের পরিত্যাগ বা পরলোকে গমন কোনক্রমে সম্ভব-পর নহে।

জীবন্মুক্তি সুখের বিরোধী বর্ত্তমান শরীরে জনকাদির ন্যায় জ্ঞানীদিগের যে ভিক্ষা ভোজনাদি হইতে অধিক ভোগের ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহার কারণ এই—জ্ঞানীর বাহ্যপ্রবৃত্তি জীবন্মুক্তির বিরোধী নহে, কিন্তু জীবন্মুক্তির বিলক্ষণ সুখের বিরোধী। আত্মা নিত্যমুক্ত, বন্ধ-প্রতীতি আবিদ্যক, এরূপ যে সময়ে জ্ঞান হয় সে সময়ে অবিদ্যাকৃত বন্ধ-ভ্রম নষ্ট হয়, জ্ঞানের পরে বন্ধ-ভ্রান্তি থাকে না। শরীরাদি প্রতীতি সহিত বন্ধ-ভ্রমের যে অভাব তাহাকে জীবন্মুক্তি বলে। দেহাদির প্রবৃত্তি দ্বারা জ্ঞানীর বন্ধ-ভ্রান্তি আত্মাতে হয় না, সুতরাং বাহ্য-প্রবৃত্তির প্রভাবে জীবন্মুক্তির কোন হানি হয় না, পরন্তু বাহ্য-

প্রবৃত্তির সদ্ভাবে জীবন্মুক্তির যে বিলক্ষণ আনন্দ তাহার অভাব হয়। একাগ্রতারূপ অন্তঃকরণের পরিণামে সুখ হয় এই একাগ্রতা-পরিণাম বাহ্য-বৃত্তিদ্বারা অবরুদ্ধ হয়। এই কারণেই প্রারব্ধ ভেদে জ্ঞানী পুরুষদিগের ব্যবহার নানা প্রকার হইয়া থাকে। যাহার প্রারব্ধ অধিক প্রবৃত্তির নিমিত্ত হয়, তাহার প্রারব্ধকে মন্দ বলা যায়, যেহেতু অধিক প্রবৃত্তি একাগ্রতার বিরোধী ও একাগ্রতা ব্যতিরেকে নিরুপাধিক আনন্দ লাভ হয় না, এই অর্থ সমাধি নিরূপণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পঞ্চদশীতেও উক্ত আছে, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ও উপরতি, ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ, প্রায়ই একাধারে অবস্থিত হয় এবং কদাচিৎ বিযুক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ আধারেও থাকে। কিন্তু ইহাদিগের কারণ, স্বভাব, ও কার্য্য সকল ভিন্ন ভিন্নই হইয়া থাকে, কখন একাকার হয় না। বিষয়েতে দোষ দৃষ্টি বৈরাগ্যের কারণ, বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছা বৈরাগ্যের স্বভাব এবং পরিত্যক্ত বিষয়েতে ভোগেচ্ছার অনুদয় বৈরাগ্যের কার্য্য। আত্মা বিষয়ক শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন, ইহারা জ্ঞানের কারণ, আত্মতত্ত্ব বিচার জ্ঞানের স্বভাব এবং নিরস্ত হৃদয়গ্রন্থির অনুদয় জ্ঞানের কার্য্য। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, ইহারা উপরতির কারণ, আত্মাতে বুদ্ধির একাগ্রতা উপরতির স্বভাব এবং লৌকিক ব্যবহারের শৈথিল্য উপরতির কার্য্য। পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি, ইহাদিগের মধ্যে সাক্ষাৎ কৈবল্য মুক্তির কারণ হেতু জ্ঞান সকল হইতে প্রধান এবং বৈরাগ্য ও উপরতি ইহারা জ্ঞানের উপকারীক মাত্র। এই তিন পদার্থ এক ব্যক্তিতে সর্ব্বদা অত্যন্ত প্রবল থাকা মহৎ তপস্যার ফল, ইহার মধ্যে কখন কোন প্রতিবন্ধক দ্বারা কাহারও কোন পদার্থের হ্রাসতা হয়। যে ব্যক্তির বৈরাগ্য ও উপরতির প্রাবল্য হইয়া জ্ঞানের হ্রাসতা হয় তাহার তৎকালে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না, কেবল তপস্যা বলদ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয়। আর যাহার জ্ঞানের প্রাধান্যবশতঃ বৈরাগ্য ও উপরতির ন্যূনতা হয় তাহার নিশ্চয় মোক্ষ হয় কিন্তু দৃষ্ট দুঃখ বিনাশরূপ জীবন্মুক্তি সুখ প্রাপ্তি হয় না। ভূরাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে তৃণ জ্ঞান হওয়া বৈরাগ্যের সীমা, আপনার ন্যায় সর্ব্বজীবে সমান প্রতীতির দৃঢ়তার নাম জ্ঞানের সমাপ্তি। সুষুপ্তিকালে যেমন বাহ্যবিষয় বিস্মৃত হওয়া যায় তদ্রূপ জাগ্রৎ কালেতেও বিষয় ভোগের যে বিস্মৃতি হয় তাহাকে উপরতির শেষ বলা যায়। ইহাদিগের

অবশিষ্ট অবান্তর তারতম্যও এই রীতিতে নির্ণয় করা যায়। যদিও নানা প্রকার প্রারব্ধকর্ম্মের বিদ্যমানতা বশতঃ জ্ঞানিদিগেরও কখন রাগাদির সঞ্চার হয় তথাপি তাহাতে শাস্ত্রার্থের বৈপরীত্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। স্বীয় স্বীয় প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে জ্ঞানিদিগের যে অবস্থাতেই অবস্থিতি হউক জ্ঞানের কখন বৈলক্ষণ্য নাই এবং মুক্তিরও অসম্ভাবনা নাই। (চিত্রদীপ, ২৭৬--২৮৮ শ্লোক)। কথিত কারণে জ্ঞানীর বাহ্যপ্রবৃত্তি অর্থাৎ ভিক্ষা ভোজনাদি হইতে অধিক ভোগের ইচ্ছা জীবন্মুক্তির বিরোধী নহে, কিন্তু জীবন্মুক্তির বিলক্ষণ সুখের বিরোধী। যদি বল, জ্ঞান হওয়ার পরেও যদি বিষয় ভোগে জ্ঞানীর ইচ্ছা হয় তথা অজ্ঞানীর ন্যায় প্রারব্ধবশে তাঁহার সকল ব্যবহার সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রে যে জ্ঞানীর বিষয়ে ইচ্ছার অভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহার সঙ্গতি কিরূপে হইবে? ইহার উত্তর এই যে, "জ্ঞানীর ইচ্ছা হয় না" ইহার অভিপ্রায় ইহা নহে যে, জ্ঞানীর অন্তঃকরণের ইচ্ছারূপ পরিণাম হয় না। কারণ, ইচ্ছাদি অন্তঃকরণের সহজ ধর্ম্ম, আর যদিও অন্তঃকরণ মহাভূতের সত্ত্বগুণের কার্য্য, তথাপি কেবল সত্ত্বগুণের নহে কিন্তু রজোগুণ তমোগুণ সহিত কেবল সত্ত্বগুণের কার্য্য. কেবল সত্ত্বগুণের কার্য্য হইলে উহার চঞ্চল স্বভাব হইত না এবং রাজসিবৃত্তি কামক্রোধাদি ও তামসিবৃত্তি মূঢ়তাদি ইহা সকল তাহাতে থাকিত না। সুতরাং কেবল সত্ত্বগুণের কার্য্য অন্তঃকরণ নহে, কিন্তু অপ্রধান রজঃ তমঃ গুণসহিত প্রধানসত্ত্বগুণবিশিষ্ট ভূতেরদ্বারা উৎপন্ন হওয়ায় অন্তঃকরণ ত্রিগুণাত্মক। এই তিন গুণও আবার সকল অন্তঃকরণের সমান নহে, লোকের কর্ম্মভেদে উহাদের তারতম্য হয়, অর্থাৎ কর্ম্মভেদে অন্তঃকরণের ভেদ হয় এবং অন্তঃকরণ-ভেদে গুণ সকল ন্যূনাধিকভাবে অবস্থিতি করে। কথিত প্রকারে গুণের ন্যূনতা অধিকতা অনুসারে সকলের স্বভাব বিলক্ষণ হওয়ায় তথা অন্তঃকরণ ত্রিগুণের কার্য্য হওয়ায়, যে পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ অছে, সে পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের ধর্ম্ম ইচ্ছাদির অভাব বা জ্ঞানিদিগের ইচ্ছাদির তুল্যরূপতা কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং যে স্থলে শাস্ত্রে আছে যে জ্ঞানীর ইচ্ছা হয় না তাহার অভিপ্রায় এই—অজ্ঞানী ও জ্ঞানী উভয়েরই ইচ্ছা সমান, কিন্তু অজ্ঞানী ইচ্ছাদি আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া অভিমান করে কিন্তু জ্ঞানীর

তদ্রূপ 'অভিমান নাই এবং তৎকারণে যে সময়ে ইচ্ছাদি উৎপন্ন হয় সে সময়ে ইচ্ছাদি আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া অভিমান না করায় তিনি অজ্ঞানীর ন্যায় মোহপ্রাপ্ত হন না। এইরূপ কাম, সঙ্কল্প, সন্দেহ, রাগ, দ্বেষ, শ্রদ্ধা, ভয়, লজ্জা, প্রভৃতিও আত্মধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞানীর প্রতীত হয় না, কিন্তু অন্তঃকরণেরই পরিণাম ও ধর্ম্ম বলিয়া সদা প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানীর ইচ্ছাদি বিদ্যমানেও জ্ঞানীর বিষয়ে ইচ্ছাদির অভাব শাস্ত্রে যে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, জ্ঞানীর ইচ্ছাদি বা ইচ্ছাদিকৃত দৃষ্ট সুখ দুঃখ নাই, কিন্তু কায়িক বাচিক মানসিক সমস্ত ব্যবহার আত্মাতে বা আত্মধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত না হওয়ায় অর্থাৎ তাহা সকলেতে আত্মাভিমান না থাকায় জ্ঞানীর দৃষ্টিতে কর্ম্ম কর্ত্তা ও ফল পরমার্থরূপে নাই, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন, "নৈবকিঞ্চিৎ করোমিতি ইত্যাদি" (অধ্যায় ৬, শ্লোক ৮ ও ৯,)। প্রদর্শিত প্রকারে "আত্মা অসঙ্গ" ইহা জ্ঞানীর দৃঢ় নিশ্চয়, সুতরাং সর্ব্ব ব্যবহারের কর্ত্তা হইয়াও জ্ঞানী অকর্ত্তা। এই কারণে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, "জ্ঞানের উত্তরে বর্ত্তমান শরীরদ্বারা শুভাশুভ কৃতকর্ম্মের ফল যে পুণ্যপাপ তাহার সহিত জ্ঞানীর সম্বন্ধ হয় না।" এইরূপে প্রারব্ধ বলে জ্ঞানী পুরুষের ব্যবহার মাত্রই অজ্ঞানীর ন্যায় ব্যবহারোপযোগী ইচ্ছাদির সম্ভাববশতঃ হওয়ায় দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু প্রভেদ হয় মাত্র বোধে এবং এই বোধও কেবল এক বেদান্তশাস্ত্রজনিত বিচারপ্রভব তত্ত্বজ্ঞান লভ্য, অন্য উপায়ে উহার প্রাপ্তি সম্ভব নহে।

বলিয়াছিলে, "জ্ঞানবানের সর্ব্ব অনাত্ম পদার্থে মিথ্যা বুদ্ধি হওয়ায় রাগ সম্ভব নহে, অতএব প্রবৃত্তি অসম্ভব," এ আশঙ্কাও সাধু নহে। কারণ, দেহাদিতে মিথ্যাবুদ্ধি সত্ত্বেও দেহের অনুকূল যে ভিক্ষা ভোজনাদি তাহাতে যখন প্রারব্ধবলে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়, তখন অধিক ভোগের অনুকূল প্রারব্ধদ্বারা যে অধিক প্রবৃত্তি হইবে তাহার বিষয়ে সংশই বা কি? বাজীকরের ভেল্কীর মিথ্যাস্বরূপ জানিয়াও লোকের তদ্দর্শনে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, এইরূপ সর্ব্ব পদার্থে জ্ঞানীর মিথ্যাবুদ্ধি সত্ত্বেও প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। যদি বল, যাহার যে পদার্থে দোষ দৃষ্টি হয় তাহার সে

পদার্থে প্রবৃত্তি হয় না, জ্ঞানীর অনাত্মপদার্থে দোষদৃষ্টিবশতঃ রাগের অভাবে প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। একথাও সঙ্গত নহে, কারণ, যে অপথ্য সেবনে রোগী অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা দোষ নিশ্চয় করিয়াছে, সেই অপথ্য সেবনে রোগীর প্রারব্ধ বলে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ প্রারব্ধ প্রভাবে জ্ঞানীর সর্ব্ব ব্যবহারে দোষদৃষ্টি সত্ত্বেও প্রবৃত্তি অসম্ভব নহে। কথিত প্রকারে জ্ঞানীর ব্যবহারের কোন নিয়ম নাই। এই পক্ষ বিদ্যারণ্যস্বামী পঞ্চদশীতে বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব জ্ঞানীর ব্যবহার সর্ব্বনিয়ম-রহিত হওয়ায় সমাধি রূপ নিয়ম-বিধিও জ্ঞানীরপক্ষে সম্ভব নহে।

উল্লিখিত প্রকারে জ্ঞানী সমাধিতে স্থিত থাকুন অথবা কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকুন, যদ্বা, উভয়ই হইতে বিরত থাকুন, অন্তঃকরণে অনিত্য সাংসারিক বস্তু বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান থাকায় তাঁহাকে নির্ম্মল জ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত বলা যায়। সমাধি প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বা অননুষ্ঠানে তত্ত্বজ্ঞানীর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আত্মা অসঙ্গ, নিত্য ও চেতন স্বরূপ এবং তদ্ভিন্ন সমুদায় মায়াকার্য্য ঐন্দ্রজালিক বস্তুর স্বরূপ, এইরূপ জ্ঞানীর নিশ্চয় থাকায় তাঁহার বিষয়ে বিধি-নিষেধ শাস্ত্রের প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। অল্প জ্ঞানীর বিষয়েই সমুদয় বিধি ও নিষেধ শাস্ত্র প্রবৃত্ত, অজ্ঞশিশুবালক বা তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি কোন নিয়ম শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। অভিসম্পাৎ বা অনুগ্রহ করিতে যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে তাহাকেও তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কেন না অভি-সম্পাতাদি সামর্থ্য ইহা তপস্যার ফল মাত্র, তাহা জ্ঞানের ফল নহে। পরমজ্ঞানী ব্যাসদেবাদিরও যে সামর্থ্য ছিল তাহাও জ্ঞানের ফল নহে, তপস্যারই ফল আর জ্ঞানের কারণ যে তপস্যা তাহার এ ফল নহে, জ্ঞানই তাহার ফল। যাঁহার অহংভাব দূর হইয়াছে তাঁহাকে আগামী ও সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, সমুদয় লোক হনন করিলেও তিনি দোষে লিপ্ত হয়েন না এবং স্বয়ং হত হয়েন না। মাতৃবধ, পিতৃবধ, স্তেয়, ভ্রূণহত্যা বা এতাদৃশ অন্য কোন মহৎ পাপ জ্ঞানী ব্যক্তির মুক্তির প্রতিবন্ধক হয় না ও মুখকান্তি বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি ভোজনই করুণ আর ক্রিড়াই করুণ অথবা স্ত্রী বা অন্য কোন রমণীয় বস্তুতে রমনই করুণ, তিনি শরীর বা প্রাণকে আর স্মরণ করেন না, কেবল প্রারব্ধ দ্বারা জীবিত থাকেন। এইরূপে বিধি-নিষেধ শাস্ত্রের নিয়ম বহির্ভূত হওয়ায় জ্ঞানী নিরঙ্কুশ।

এস্থলে সম্ভবতঃ অনেক এইরূপ আপত্তি করিবেন।

১। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে উপাদনের অভাবে একক্ষণও কার্য্য বিদ্যমান থাকিতে পারে না। বেদান্ত মতে প্রপঞ্চ অজ্ঞানের কার্য্য, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে মূল সহিত অবিদ্যা কার্য্যের উচ্ছেদ হওয়ায় শরীরের অভাবে জীবদ্দশাতে জীবন্মুক্তি সম্ভব নহে। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি তথা আনন্দের প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, জীবদ্দশায় ঘটিতে পারে না অর্থাৎ শরীর থাকিতে সুখ দুঃখের সম্বন্ধের বিনাশ হয় না। অতএব জীবন্মুক্তি, শরীরাদির সম্বন্ধ, অজ্ঞানের নাশ, জীবদ্দশাতে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের নিয়ম রহিত ব্যবহার, ইত্যাদি সকল সিদ্ধান্ত আদৌ উপপন্ন হয় না।

২। ক্ষুৎপিপাসাদিরূপ অনর্থ যেমন জ্ঞানের পূর্ব্বে ছিল, তেমনি জ্ঞানোত্তর কালেও থাকিলে, অনর্থের নিবৃত্তি হইল কৈ? এবং জ্ঞানী ও অজ্ঞানীমধ্যে ভেদও রহিল কি? জ্ঞানিদিগের পাপকার্য্য যেরূপ উপরে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপই যদি জ্ঞানের ফল হয়, অর্থাৎ মাতৃপিতৃবধ তথা স্ত্রীসেবন প্রভৃতি এই সকল যদি জ্ঞানিদিগের জ্ঞানের ফল স্বভাব বা কার্য্য অথবা মুক্তির স্বরূপ বা সোপান হয়, তাহা হইলে ঘোর দুরাচারী পাপাত্মা পুরুষের সহিত জ্ঞানী পুরুষের প্রভেদ না থাকায়, উক্ত দুরাচারিগণও জীবন্মুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হউক এবং মৃত্যুর পরে পরমধাম প্রাপ্ত হউক। অপিচ, দুরাচারী জনগণও মাতৃপিতৃ বধকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না এবং জ্ঞানীর আচরণ তদপেক্ষাও অধিক কদর্য্য, অশোভন ও অরমণীয় হইলে বেদান্তসিদ্ধান্তাভিমত জীবন্মুক্তির প্রসিদ্ধি বা খ্যাতি লাভের আশা হইতে বঞ্চিত থাকাই ভাল।

বাদিদিগের উক্ত উভয়ই আপত্তি বিবেকযুক্ত নহে, কারণ,

১। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুই শক্তি আছে। আত্মতত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের আবরণশক্তি তথা তৎকার্য্য তাদাত্ম্যাধ্যাস (ভ্রমজ্ঞান) নিবৃত্ত হয় কিন্তু উক্ত অজ্ঞানের যে বিক্ষেপশক্তি ও তৎকার্য্য যে বিক্ষেপাধ্যাস তাহা প্রারব্ধকর্ম্মের নিবৃত্তিকে অপেক্ষা করে, অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগাবসান ব্যতীত উক্ত অধ্যাসের নিবৃত্তি হয় না। সমুদয় বস্তুর উপাদান কারণ নষ্ট হইলেও তৎকার্য্য কিয়ৎক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, ইহা তার্কিকেরাও স্বীকার করে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তও আছে, যথা—রজ্জু অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে ভস্মীকৃত রজ্জুর লেশ কিঞ্চিৎকাল অবস্থিত থাকে। অথবা "তুমি দশম" এই

দৃষ্টান্তে অবিদ্যার আবরণ-শক্তি বিনষ্ট হইলেও আবরণ-শক্ত্যোদ্ভব ক্রন্দনাদিজন্য শীরঃপীড়াদিরূপ বিক্ষেপ-শক্তির সদ্ভাব তৎপরেও কিয়ৎকাল অনুবর্ত্তিত থাকে। অথবা কুলালচক্রের ঘূর্ণন প্রাতিনিবৃত্ত হইলেও কিয়ৎ পরিমিতকাল তাহার অনুবর্ত্তন থাকিয়া যায়। প্রারব্ধ বিক্ষেপ-শক্তির নাশ প্রতিরোধ করে, তাহাকে ক্ষয় হইতে দেয় না, প্রারব্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে বিক্ষেপ-শক্তি স্বয়ংই নিবৃত্ত হয়। আবরণ-শক্তিজন্য বিপরীত জ্ঞানই সব অনর্থের মূল, আবরণের নাশ হইলে বিক্ষেপশক্তি ভর্জ্জিত-বীজের ন্যায় ক্ষতি করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অগ্নিদগ্ধ বীজ ভক্ষণাদি ব্যবহারের উপযোগী হইলেও অঙ্কুরাদি কার্য্যের অনুপযুক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানদগ্ধ অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি প্রারব্ধ কর্ম্ম জন্য ভোগের হেতু হইলেও পুনঃ সংসারোজ্জীবনের যোগ্য নহে। কথিত কারণে অবিদ্যার বিক্ষেপাংশ তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী নহে, কিন্তু জগৎবিষয়ে অবিদ্যার আবরণাংশোদ্ভব যে সত্যত্ব জ্ঞান তাহাই আত্মতত্ত্ববিদ্যার বিরোধী ও তাহাতে অর্থাৎ জগতে যে ঐন্দ্রজালিকত্ব জ্ঞান তাহা উক্ত বিদ্যার অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের সহকারী। যেমন ঐন্দ্রজালিক দর্শন ইন্দ্রজালসম্ভূত পদার্থের মায়িকত্ব-জ্ঞানের বাধক হয় না, তদ্রূপ প্রারব্ধের ভোগও জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞানের বাধক হয় না। প্রত্যুত পরস্পর অবিরুদ্ধ আত্মতত্ত্বজ্ঞান ও প্রারব্ধকর্ম্ম-প্রতিবদ্ধবিক্ষেপ-শক্তি এই উভয়ের একাধারে অবস্থিতি অনুভবসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ দেখা যায়, ঐন্দ্রজালিক পদার্থের মিথ্যা স্বরূপের জ্ঞান সত্ত্বেও লোকের তাহা দেখিতে ইচ্ছা হয়, দেখিয়া তদ্বিষয়ে আমোদও জন্মে, কেবল যে ইচ্ছা ও আমোদ হয় তাহা নহে, দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকের তাহার প্রকার জানিবার প্রবৃত্তিও হয়। অতএব যে হেতু জগতের মায়িকত্বজ্ঞান আত্মতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যকারী ও প্রারব্ধ কেবল ভোগে পরিসমাপ্ত, সেই হেতু বিভিন্ন বিষয় প্রযুক্ত প্রারব্ধকর্ম্ম কখনই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের বাধা জন্মাইতে সক্ষম নহে। যে মতে তত্ত্বজ্ঞানের উত্তরকালে আবরণাংশের ন্যায় বিক্ষেপাংশেরও অভাব হওয়া উচিত অর্থাৎ জ্ঞানীর শরীরাদিরও অভাব হওয়া উচিত, এরূপ অঙ্গীকৃত হয়, সে মতে জীবন্মুক্তি শরীর থাকিতে অসম্ভব হয়। ভাল, এই মতের প্রতি অস্মদাদির জিজ্ঞাস্য—আত্মতত্ত্বজ্ঞান জীবদ্দশাতে সম্ভব হয় কি না? অথবা জগতের অপ্রতীতি আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ? আদ্য পক্ষের প্রথম কোটীতে, অর্থাৎ "হয়" পক্ষে, জীবন্মুক্তি শরীরদশাতেই সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার্য্য হইবে। এদিকে "না" পক্ষে

জীবন্মুক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান এই দুই শব্দ শশশৃঙ্গাদি শব্দের ন্যায় অপ্রসিদ্ধ ও অলীক বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু এই শেষ কোটী জ্ঞানীর অনুভববিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রেরও বিরুদ্ধ। অপিচ, যাহা জীবদ্দশাতে অপ্রাপ্ত তাহা মৃত্যুর পরেও দুর্লভ অর্থাৎ তাহার মৃত্যুর পরে আশা দুরাশা মাত্র। এই ভয়ে দ্বিতীয় পক্ষ বলিলে অর্থাৎ জগতের অপ্রতীত জীবন্মুক্তির বা আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ বলিলে সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছাকালে জগতের অদর্শন বশতঃ তদবস্থাপ্রাপ্ত জনগণও অবাধে আত্মতত্ত্বজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে পারে। কথিত কারণে আত্মতত্ত্ব-বিদ্যাই জীবন্মুক্তির লক্ষণ, শরীরের ধ্বংস বা শরীর সহিত জগতের অপ্রতীতি জীবন্মুক্তির স্বরূপ নহে। অতএব তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে অজ্ঞানের আবরণাংশের বিনাশ হইলে বিক্ষেপাংশ দ্বারা জ্ঞানিদিগের শরীরের কিয়ৎ-কাল যে স্থিতি হয় তথা উক্ত স্থিতি হেতু প্রতিশরীরকৃত ব্যবহারাদির যে ভেদ হয়, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষের কোনপ্রকার আপত্তি সম্ভব নহে।

(২) অনর্থ কেবল অজ্ঞানের আবরণ-শক্তির সদ্ভাবেই জন্ম লাভ করে। বিদ্যাদ্বারা আবরণ বিনষ্ট হইলে হেতুর অভাবে জ্ঞানীর পক্ষে কোন অনর্থ নাই। অবশ্য অজ্ঞানীর পক্ষে উক্ত আবরণের সদ্ভাবে আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ অনর্থরূপ। সুতরাং জ্ঞানী অজ্ঞানীর পরস্পরের কেবল বোধ বিষয়েই প্রভেদ হয়, প্রারব্ধজন্য দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরূপ কর্ম্মে তদুভয়ের কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু মাত্র বিশেষ এই—তত্ত্ববোধ প্রভাবে জ্ঞানীর প্রারব্ধ ভোগমাত্রের হেতু হওয়ায় সঞ্চিতকর্ম্মের নাশে ও আগামীর অশ্লেষে জ্ঞানীর কর্ম্ম নির্ব্বীজ, কিন্তু অজ্ঞানীর উক্ত বোধের অভাবে কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফলসহিত সদা সম্পর্ক হওয়ায় অজ্ঞানীর সমস্ত কর্ম্ম সবীজ। বিলক্ষণ প্রারব্ধ প্রভাবে মাতৃবধ পিতৃবধ প্রভৃতি দুশ্চরিত কর্ম্মে তথা স্ত্রী সম্ভোগাদি বৈষয়িক সুখে জ্ঞানীর ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, ও রাগাদির লেশ সম্ভবাভিপ্রায় কথিত হইয়াছে, অঙ্গীকরণীয় অভিপ্রায় নহে। শাস্ত্রেও জ্ঞানীর বিষয়ে প্রোক্ত কর্ম্মাদিতে পাপাভাব যে বর্ণিত আছে তাহার অভিপ্রায় এই যে, উক্ত সকল কর্ম্ম কেন? শুভাশুভ কোন কর্ম্মই তাঁহার মুক্তির প্রতিবন্ধক নহে। প্রারব্ধের বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত ভাল মন্দ কোন কার্য্যে বিদ্বান প্রবৃত্ত হইলে অজ্ঞানাবরণ বিনষ্ট হওয়ায় যে কোন কর্ম্ম হউক কোনটীই তাহার মুক্তির বাধা জন্মাইতে সমর্থ নহে। অর্থাৎ

বিদ্যার এরূপ মহিমা যে পাপ-পুণ্যরূপ কোন কর্ম্মই জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে সক্ষম নহে এবং শত সহস্র ইচ্ছাদি ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় জ্ঞানীর সংসার অঙ্কুর জন্মাইতে অশক্য। অবশ্য জ্ঞান হইলেই যে জ্ঞানী পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন ইহা শাস্ত্রের অর্থ নহে, কেননা, পাপাচরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তির জ্ঞান লাভ ত দূরে থাকুক ধর্ম্মাচরণেই প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। কিন্তু জ্ঞানের অনন্তর কচিৎ বিলক্ষণ প্রারব্ধ বশতঃ জ্ঞানীর রাগাদি জন্য যে প্রবৃত্তি তাহা দগ্ধবীজের ন্যায় অনর্থের হেতু নহে বলিয়া শাস্ত্রে জ্ঞানীর বিষয়ে পাপাভাব ও পুণ্যাভাব উভয়ই কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ দেহেন্দ্রিয় অন্তঃকরণকৃত সুকৃত দুষ্কৃত সমুদায় কর্ম্ম জ্ঞানীর বিষয়ে নিয়মবর্জ্জিত, অতএব তাঁহার সমস্ত ব্যবহার কর্ত্তব্যরহিত। যেমন ভূতলে পতিত শুষ্ক বৃক্ষপত্র বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করে, তদ্রূপ শেষ-কর্ম্ম প্রারব্ধদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া জ্ঞানীর ব্যবহার নানাবিধ হইয়া থাকে। জ্ঞানী কখন রথাশ্বগজে আরোহিত হইয়া লোকজন সমভি-ব্যাহারে সুরম্য উদ্যান প্রভৃতিতে বিহার করেন, আবার কখন অনশন উলঙ্গ, একাকী, নগ্নপাদ উন্মত্তের ন্যায় গুহা পর্ব্বতাদিতে ভ্রমণ করেন। কখন বিবিধ বেষ সজ্জা শয়ন উত্তম ভোজন ভোগে রত থাকেন, আবার কখন সর্ব্ব ভোগরহিত হইয়া রহস্যাবলম্বন পূর্ব্বক লোক মধ্যে অন্ধের ন্যায়, জড়ের ন্যায়, মূকের ন্যায়, অজ্ঞাত চর্য্যায় বিচরণ করেন। এইরূপ জ্ঞানীর প্রারব্ধ জন্য সমস্ত ব্যবহার নানা প্রকারের হইয়া থাকে এবং পুরুষ ভেদে জ্ঞানিদিগের ব্যবহারেরও নানা ভেদ হইয়া থাকে। জ্ঞানীর প্রারব্ধ বশে যেরূপেই স্থিতি হউক আত্মবিষয়িণী বিদ্যার প্রভাবে অজ্ঞান সহিত অজ্ঞানের অনর্থ প্রসবিনী শক্তি ধ্বংশ হওয়ায় মেঘমুক্ত শশির ন্যায় বিদ্বানের নিরাবরণরূপে অবস্থিতি হেতু তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া অনিষ্টের অজনক। কথিত কারণে জ্ঞানীর ব্যবহার নির্ব্বীজ হওয়ায় যেরূপ বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতোন্মুখ ব্যক্তির শত শত ইচ্ছা তাহার বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতন নিবারণ করিতে শক্ত নহে, তদ্রূপ জ্ঞানীর ইচ্ছাদি জন্য সমুদয় ক্রিয়া মুক্তির ব্যঘাত জন্মাইতে সমর্থ নহে।

উক্ত অর্থ দৃঢ়করণাভিপ্রায়ে এস্থলে একটী আখ্যায়িকা উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে। তথাহি—

একদা দুই রাজপুত্র সংসারে বীতরাগ হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করেন। তথায় কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে অবস্থান করতঃ গুরুর কৃপায় উভয় ভ্রাতা শীঘ্রই সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন, করিয়া গুরুর আজ্ঞা গ্রহণান্তর তীর্থাদি পর্যাটনে প্রবর্ত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমাহিত চিত্ত হইয়া নির্ম্মল জীবন্মুক্তভাবে পর্ব্বতের গুহাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ কোন ধনশালী মহন্তের গদি (পদ) প্রাপ্ত হইয়া সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কনিষ্ঠ নির্ব্বিকল্প সমাধির অভ্যাসদ্বারা সদা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন, এদিকে জ্যেষ্ঠ উত্তরোত্তর অধিক ধনের বৃদ্ধি হেতু বিপুল ঐশ্বর্য্যে পরিবেষ্টিত হওয়ায় ক্রমশঃ ঘোর বিষয়াসক্ত হইয়া উঠিলেন। অল্প কথায়, কনিষ্ঠের ব্যবহার বামদেব ভরতাদির ন্যায় অত্যন্ত নিবৃত্তিপ্রধান ও জ্যেষ্ঠের আচরণ শিখরধ্বজ জনকাদির ন্যায় অত্যন্ত প্রবৃত্তিপ্রধান ছিল। এইরূপভাবে উভয় ভ্রাতা স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কোন এক সময়ে জ্যেষ্ঠের গদিপ্রাপ্তি, বিপুল ঐশ্বর্য্যভোগ, স্ত্রীসম্ভোগাদি বৈষয়িক সুখে আসক্তি, ইত্যাদি সকল সংবাদ কনিষ্ঠ জনপরম্পরায় শ্রুত হইলে তাঁহার মনে এই সকল ভাব উদিত হইল "সত্যসত্যই কি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রহ্মানন্দ হইতে বিমুখ হইয়া পুনরায় সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন? যাহার অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে তাহাকে কিরূপে সংসার তাহার জীবন্মুক্তভাব বিনষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার আপন জালে আবদ্ধ করিতে শক্য হইতে পারে। যদ্যপি ব্যবহারকালে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী মধ্যে কোন প্রভেদ নাই তথাপি অজ্ঞানী ব্যক্তিই মায়ার কুহকে পড়িয়া তাহার প্রলোভনে বিমোহিত হয় আর জ্ঞানী পুরুষ আত্মবিদ্যার প্রভাবে প্রারব্ধ জন্য ভোগে রত থাকিয়াও আপনার মর্ত্ত্যত্ব আর স্মরণ করেন না। কিংবা, আত্মবিদ্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরিপক্ক ছিল না, মন্দ ছিল, অর্থাৎ সংশয় ও বিপর্য্যয়রহিতভাবে ছিলনা, তজ্জন্যই সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত কোন উদ্বুদ্ধ অশুভ কর্ম্মসংস্কার মন্দজ্ঞান তিরস্কার করিয়া তথা অপরোক্ষ-জ্ঞানের দৃঢ়তার প্রতিবন্ধক হইয়া তাঁহাকে আবার সংসার কূপে পাতিত করিয়াছে। সে যাহা হউক জ্যেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয় একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।" কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইত্যাদি প্রকার চিন্তায় আকৃষ্ট হইয়া একদিবস আপনার জ্যেষ্ঠের পরীক্ষার

অভিপ্রায়ে তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না, এমন কি কনিষ্ঠ জীবিত আছেন বা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ইহাও তিনি জানিতেন না, কেবল আপনার পান ভোজন ও স্ত্রী সম্ভোগাদি সুখে অষ্টপ্রহর নিমগ্ন থাকিতেন, অন্যবিষয়ে দৃক্‌পাতও করিতেন না। সুতরাং কনিষ্ঠ যখন আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন তিনি অপরিচিত ভাবেই জ্যেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জ্যেষ্ঠ আতিথ্য সম্মান পূর্ব্বক কনিষ্ঠের শুশ্রূষা করিয়া অতি সমাদরে নম্রভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্ আপনার শুভাগমনে আমি পবিত্র হইলাম এবং আমার ভবনও পবিত্র হইল, কৃপা করিয়া আপনার দর্শন দানের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া আমায় চরিতার্থ করুন।" জ্যেষ্ঠদ্বারা এবম্প্রকারে পৃষ্ট হইলে কনিষ্ঠ বলিলেন। "আমি একটী গুরুতর রোগে আক্রান্ত হওয়ায় অতিশয় কষ্ট পাইতেছি। বৈদ্যগণ বলেন অশ্ব বা গজের পেটের নাড়ীপুঞ্জের মধ্যে একটী অতিসূক্ষ্ম নাড়ী আছে তাহাতে এক প্রকার জলজ দ্রব্য পাওয়া যায়, সেই দ্রব্য পাইলে আমার রোগের শান্তি হইতে পারে। কিন্তু শুনিয়াছি উক্ত জলজাত দ্রব্য কোন একটী বিক্রমশালী জাতঅশ্ব বা গজের পেটেই থাকে, সর্ব্বত্র নহে। আপনার কীর্ত্তি সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত, আপনি সম্রাটের ন্যায় প্রভূত ধনশালী ও অতিশয় উদারচিত্ত। যদি কোন প্রকার ক্ষতি বিবেচনা না করেন তাহা হইলে আপনার পশুশালা হইতে জাতঅশ্বাদি হনন করাইয়া আমার অভিলষিত ঔষধ প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা প্রদান করুন।' অতিথির উদ্দেশ্য অবগত হইয়া জ্যেষ্ঠ সত্বর জল্লাদকে ডাকাইয়া পশুশালা হইতে হস্ত্যাদি আনাইয়া এক একটী কাটিতে আজ্ঞাদিলেন। এইরূপে অনেকগুলি পশু হনন সত্বেও মহন্তের বদনে কোন প্রকার গ্লানির চিহ্ন দর্শন না করায় অতিথি জল্লাদকে অধিক হনন কার্য্য হইতে বিরত করতঃ মহন্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মহাশয় আমার কষ্টের অবসান হইতে এখনও বিলম্ব দেখিতেছি, যখন এতগুলি পশুহিংসা করিয়াও আমার অভিলষিত ঔষধটী পাওয়া গেল না তখন অবশ্যই আমার ভোগের ক্ষয় দূরাবস্থিত।" মহন্ত বলিলেন "প্রভু যদি আরও কিছু আদেশ থাকে আজ্ঞা করুন আমি আমার সমস্ত ধন বিত্ত সমর্পণ করিয়াও আপনাকে যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে প্রস্তুত আছি।" অতিথি সন্তুষ্ট হইয়া পুনশ্চ বলি-

লেন, "আপনার অন্তঃপুরে থাকিয়া যদি আমি নারীগণের সহবাসে কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত করিতে পারি তাহা হইলে তদ্দ্বারাও আমার রোগের কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্তি হইতে পারে।" মহন্ত তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাৎ অতিথিকে অন্তঃপূরে লইয়া গেলেন ও তাঁহার মনোগত ভাব রাণীদিগকে জানাইলেন এবং রাজ্ঞিগণও অগত্যা সম্মত হইলেন। কিন্তু অতিথি কিয়ৎক্ষণ পরেই অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া এবং মহন্তের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "মহাশয় আমার অন্তঃপূরে অবস্থানদ্বারা রোগের সম্পূর্ণরূপে নাশ সম্ভব নহে।" মহন্ত বলিলেন, "রোগ শান্তির যদি অন্য কোন উপায় থাকে বলুন, আমি নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত নহি।" অতিথি কহিলেন "তাহাই আমার অভিলাষ, জল্লাদ আপনাদের উভয় স্ত্রী পুরুষের মস্তক এক সঙ্গে ছেদন করিয়া নির্গত রুধিরের প্রলেপ আমার পেটে স্থাপন করিলে আমি নিশ্চয়ই রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারিব।" ইহা শ্রবণ করিয়া মহন্ত সহাস্যবদনে জল্লাদকে আপনার ও আপনার স্ত্রীর মস্তক ছেদনের আদেশ করিয়া কহিলেন "যুগল মস্তকের রুধির লইয়া যথা বিহিত বিধানে অতিথির পেট প্রলেপ করিবে।" জল্লাদ উক্ত ছেদন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অতিথি তাহা নিবারণ করিয়া জ্যেষ্ঠকে আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহার যে মনোগত ভাব ছিল তাহা জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন "এক্ষণে আমি স্বস্থচিত্ত হইয়াছি, সামান্য সংশয় এই মাত্র যে, এত বিপুল ধনে জনে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং তাহাতে অষ্টপ্রহর নিমগ্ন থাকিয়া আপনি কিরূপে মায়াফাঁদ হইতে আপনাকে রক্ষা করিেত সক্ষম হয়েন। কনিষ্ঠের এই প্রশ্নের সাক্ষাৎরূপে উত্তর প্রদান না করিয়া কিন্তু উদাহরণচ্ছলে প্রকৃত সমাধন বলিবার অভিপ্রায়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিকটস্থ একটী সেবককে অনেক গুলি জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আনিতে আদেশ করেন। সেবক স্ফুলিঙ্গ আনিলে জ্যেষ্ঠ উহাদের এক একটী হস্তদ্বারা ফেলিতে লাগিলেন, এইরূপে সমস্তগুলি ফেলিয়া আপন হস্ত দেখাইয়া কনিষ্ঠকে বলিলেন, "দেখ ভাই হস্তে কোন প্রকার চিহ্ন নাই, অল্প স্বল্প যে কয়লার চিহ্ন দেখিতেছে তাহা পুঁছিয়া ফেলিলেই অন্তর্হিত হইবে, (কয়লার চিহ্ন পুঁছিয়া হস্ত দেখাইয়া দিলেন)। পুনরায় একটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র অগ্নিকণা হস্তে ধারণ করিলেন, ধারণ করিবামাত্রই একটী বৃহৎ ফোস্কা হস্তে দৃষ্ট হইল। উক্ত ফোস্কা কনিষ্ঠকে

দেখাইয়া বলিলেন "এতগুলি স্ফুলিঙ্গ একে একে স্পর্শ করিলাম কিন্তু কোনটী ক্ষতি-কারক হয় নাই, পরন্তু সামান্য একটী ক্ষুদ্রকণা যেমন হস্তে ধারণ করিলাম তেমনই উহার পরিণাম একটী বৃহৎ ফোস্কা হইল। কেন এরূপ হইল? ভাবিয়া দেখিলে বিদিত হইবে, পূর্ব্বে স্ফুলিঙ্গগুলি হস্তদ্বারা স্পর্শ হইয়াছিল মাত্র, ধারণ করা হয় নাই অর্থাৎ ধরা হয় নাই এবং তৎকারণে অনিষ্টকর হয় নাই কিন্তু একটী কণার ক্ষণকাল মাত্র ধারণে এই অনর্থ ঘটিয়াছে। এই প্রকারে প্রপঞ্চের একটী ক্ষুদ্রতৃণে ক্ষণকালও সত্যত্ববুদ্ধি স্থাপিত করিলে অগ্নিকণাদ্বারা বৃহৎ ফোস্কা উৎপত্তির ন্যায় অহমতা মমতারূপ অভিমান দ্বারা বৃহৎ পাশ রজ্জু উৎপন্ন হয়, হইয়া আত্মাকে বিবিধ প্রকারে বন্ধন করে। সুতরাং সত্য জ্ঞানে প্রপঞ্চকে অহম্মাদি অভিমানরূপে মনে ধারণ করাই দোষ। উহা যেরূপে যে আধারে আছে সেরূপে সেই আধারে থাকিলে আর নিজে নির্বিকার সাক্ষীরূপে স্থিত হইলে কোটি কোটি প্রপঞ্চ একত্রিত হইলেও জ্ঞানীর তৎসকলে অধ্যাস (মিথ্যাত্ব) বুদ্ধি নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে না এবং তৎকারণে অহন্তা মমতাদিরূপ অভিমানও মনে স্থান প্রাপ্ত হইবে না। যে ব্যক্তির জ্ঞানাদর্শে এই সংসার ঐন্দ্রজালিক পদার্থের ন্যায় অহর্নিশি মিথ্যা অবভাসিত হইতেছে সে ব্যক্তির নিকটে আহার বিহারাদি সমস্ত ব্যবহার ক্ষতির বিষয় হইতে পারে না আর উক্ত ব্যবহারজন্য সামান্য মলিনতা লোকে জ্ঞানীর চরিত্রে আরোপ করিলে, তদ্দ্বারাও তাঁহার কোন হানি লাভ নাই। কারণ, জ্ঞানবানের রাগাদি জন্য যে প্রবৃত্তি তাহা জ্ঞান-দগ্ধ ও প্রারব্ধকৃত, অতএব নির্ব্বীজ এবং জীবন্মুক্তির বিলক্ষণ আনন্দের প্রতি-কূল হইলেও জ্ঞানের তথা মুক্তির বিরোধী নহে। হেপ্রিয় ভ্রাতা আপনাতে মর্ত্ত্যত্ব বুদ্ধি তথা প্রপঞ্চে সত্যত্ব জ্ঞান ও তজ্জন্য অহংমমাদি অভিমান ইহা সকলই ক্লেশ বলিয়া গণ্য। যে ব্যক্তির ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্য বিনষ্ট হইয়াছে সেই বিনিষ্ট অবিদ্যা ও তৎকার্য্য অহঙ্কারাদি কিরূপে উক্ত ব্যক্তির জ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে। যখন প্রপঞ্চস্থানা জীবিত মূষীক তত্ত্বজ্ঞানস্থানী বিড়াল দ্বারা হত হইয়াছে তখন নিবৃত্ত ও বিনষ্ট অবিদ্যারূপী মৃতমূষীক যে তত্ত্বজ্ঞান-রূপী বিড়ালকে হনন করিবেক ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত অজ্ঞান ও তৎকার্য্য যদিও মৃত দেহের ন্যায় কিয়ৎকাল

বিদ্যমান থাকে, তথাপি তাহাতে জ্ঞানসম্রাটের কোন হানি নাই, বরং তাঁহার কীর্ত্তিই প্রবর্দ্ধিত হয়। যে পুরুষের কথিত প্রকারে আত্ম-প্রত্যয় প্রবল পরাক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সংরক্ষিত আছে, সে পুরুষের দেহেন্দ্রিয়াদিকৃত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে কোন ক্ষতিও নাই লাভও নাই। এই বিস্তৃত ধনৈশ্বর্য্য বিশিষ্টপদ যাহাতে তুমি আমাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছ ইহাতে আমার অহং মম ভাব নাই যেহেতু এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ আমার সত্তাতেই সত্তাবান হইয়া অবভাসিত হওয়ায় সত্যত্ব ভ্রান্তির অভাবে তাহাতে আমার অভিমান সম্ভব নহে। অর্থাৎ পরমার্থরূপে বাস্তব কল্পে সমগ্রনামরূপ ব্যভিচারী বস্তুতে অনুগত এক অদ্বিতীয় অস্তি ভাতি প্রিয়রূপ বস্তু আমি হওয়ায় আমার শোকই বা কোথায় মোহই বা কোথায়। ইহাই জ্ঞান, ইহাই আদর্শ, এবং ইহাই পুরুষার্থের শেষসীমা, তথা ইহাই জ্ঞানীর দৃষ্টি, বিদ্বজ্জনের অনুভব, শ্রেষ্ঠকামী পুরুষের চরম লক্ষ্য ও সমস্ত বেদের অনুশাসন।" এইরূপ এইরূপ ভ্রাতৃদ্বয়ের কথোপকথনান্তর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ও জ্যেষ্ঠ আপন নিয়মানুসারে স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

কথিত আখ্যায়িকাতে যে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইল তাহার পোষক প্রমাণে ব্যাস যাজ্ঞবল্ক্য শিখরধ্বজ জনক প্রভৃতি প্রবৃত্তিপ্রধান ও বামদেব ভরত শুকদেব প্রভৃতি নিবৃত্তি প্রধান জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের আচার ও ব্যবহার উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শিত হইতে পারে। অর্থাৎ প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে জ্ঞানিদিগের শাস্ত্রে তুল্য দর্শন আছে। কথিত কারণে জ্ঞানীর ব্যবহার সম্বন্ধে বৈপরীত্যজ্ঞান সম্ভাবিত নহে আর কাহারও যদি শাস্ত্রীয় সংস্কারের অভাবে অথবা বুদ্ধির মালিন্য প্রযুক্ত উক্ত বিষয়ে বৈপরিত্যজ্ঞান উপস্থিত হয় তাহাতে জীবন্মুক্ত পুরুষের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে? কিছুই নহে। ফলিতার্থ-লোকে দেহাত্মজ্ঞানে যে প্রকার সন্দেহ বা বিপর্য্যয় রহিত হয় সেইরূপ অসন্দিগ্ধ বা অবিপর্য্যস্ত হইয়া দেহাত্মজ্ঞানের ন্যায় দেহাত্মজ্ঞানের বাধক জ্ঞান যাহার আত্মাতে সম্পন্ন হয় সেই ব্যক্তিই জ্ঞানী ও নির্ম্মল জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া উক্ত। কথিত লক্ষণে লক্ষিত জ্ঞানীর ব্যবহারই বিধি-নিষেধ বর্জ্জিত এবং তিনি মুক্তি ইচ্ছা না করিলেও মুক্ত, ইহাতে সংশয় নাই।

প্রারব্ধ ভোগের অনন্তর শরীর ত্যাগকালে জ্ঞানীর বিষয়ে কাল বিশেষের অপেক্ষা নাই। জ্ঞানীর দেহপাত উত্তরায়ণে হউক অথবা দক্ষিণায়নে হউক তিনি সর্ব্বথা মুক্ত। এইরূপ দেশ বিশেষেরও অপেক্ষা নাই, কাশ্যাদি পুণ্যভূমিতে দেহপাত হউক অথবা অত্যন্ত মলিন প্রদেশে দেহপাত হউক, জ্ঞানী সর্ব্বথা মুক্ত। আসন বিশেষেরও অপেক্ষা নাই, পদ্মাসনে, সিদ্ধাসনে, সবাসনে, সাবধানচিত্তে ব্রহ্মচিন্তন করতঃ দেহপাত হউক, অথবা রোগে ব্যাকুলচিত হইয়া অথবা মুর্চ্ছিত অবস্থাতে চিত্তরহিত হইয়া যে প্রকারেই দেহপাত হউক, জ্ঞানী সর্ব্বথা মুক্ত। যে সময়ে অজ্ঞান নাশক তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় সেই সময়েই জ্ঞানী মুক্ত, সুতরাং জ্ঞানীর বিদেহ মোক্ষে দেশকাল আসনাদির অপেক্ষা নাই। যেরূপ জ্ঞানীর দেহপাতে দেশকালাদির অপেক্ষা নাই, সেইরূপ জ্ঞানের নিমিত্ত শ্রবণাদিতেও দেশকাল আসনাদির অপেক্ষা নাই।

যগুপি ভীষ্মাদি জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন ও ভীষ্ম উত্তরায়ণ ব্যতীত প্রাণত্যাগ করেন নাই, তথাপি ভীষ্মাদি অধিকারী পুরুষ ছিলেন। সুতরাং উপাসকদিগের উপদেশার্থ ভীষ্মাদি কাল বিশেষের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ ভীষ্মাদি পুরুষগণের অনেক জন্ম হইয়া থাকে, কারণ, অধিকারী পুরুষগণের ঐশ্বর্য্যফলক কর্ম্মের প্রভাবে এক কল্প পর্য্যন্ত প্রারব্ধ হয়, কল্পের অন্তবিনা তাঁহাদের বিদেহমোক্ষ হয় না। সুতরাং কল্পের অন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা ইচ্ছা বলে নানা শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন, করিলেও আত্মাতে তাঁহাদের জন্ম মরণ ভ্রান্তি হয় না বলিয়া তাহারা সর্ব্বদা জীবন্মুক্তভাবে অবস্থিতি করেন। অধিকারী পুরুষদিগের ব্যবহার অন্যের উপদেশ নিমিত্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানীর সম্বন্ধে ব্যবহারাদির অনিয়ম যাহা উপরে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা অধিকারী জ্ঞানীর বিষয়ে নহে। অধিকারী জ্ঞানী ব্যতীত অন্য জ্ঞানীর বিষয়ে ব্যবহারের কোন নিয়ম নাই এবং দেহপাত সম্বন্ধেও দেশকালাদির অপেক্ষা নাই। কিন্তু,

উক্ত নিয়মের বিপরীত উপাসকদিগেব বিষয়ে দেশকালের অপেক্ষা হইয়া থাকে। উত্তম উত্তরায়ণাদি কালে উপাসকের শরীর ত্যাগ হইলে উপাসনার ফল হয়। জ্ঞানীর মরণ সময়ে সাবধান পূর্ব্বক জ্ঞেয়ের স্মৃতির অপেক্ষা নাই, কিন্তু উপাসকের মৃত্যুকালে ধ্যেয়-স্বরূপের স্মৃতি হওয়া

উচিত, হইলে উপাসনার ফল অধিক হয়। যে ধ্যেয়ের স্বরূপের (ইষ্টদেবের) ধ্যান ও চিন্তন বিষয়ে উপাসক পূর্ব্বে যত্ন ও আদর সহকারে নিযুক্ত ছিলেন, সেই ধ্যেয়ের মরণ সময়ে স্মৃতি হইলে উপাসকের উত্তম গতি হয়। এই প্রকারে যেরূপ ধ্যেয় বস্তুর স্মৃতি আবশ্যক সেইরূপ ধ্যেয় বস্তুর (ব্রহ্মের) প্রাপ্তি জন্য মার্গের স্মৃতিও আবশ্যক, কেননা, মার্গ চিন্তনও উপাসনার অঙ্গ। জ্ঞানের হেতু শ্রবণাদিতে দেশকালাদির অপেক্ষা নাই কিন্তু ধ্যানে উত্তম দেশ, নিরন্তর কাল, ও সিদ্ধাদি আসনের অপেক্ষা হয়। সুতরাং উপাসনার ফল লাভের জন্য মরণ সময়ে কাশ্যাদি উত্তম দেশে ও গঙ্গাদি পুণ্য নদীতটে স্থিত তথা শাস্ত্রের বিধানানুসারে ধ্যেয়ের চিন্তন, ইহা সকল আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু,

এস্থলে কিঞ্চিৎ ভেদ এই—স্মার্ত্ত উপাসকের বিষয়েই দেশ-কালাদির নিয়ম শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাহারা ব্রহ্মক্রতুন্যায় শ্রুত্যুক্ত অপ্রতীক উপাসনা-যুক্ত অর্থাৎ যে সকল উপাসকগণ শ্রুতি-প্রতিপাদ্য অহংগ্রহরূপে ঈশ্বরের (সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্মের) উপাসনাতে প্রবৃত্ত তাহাদের পক্ষে দেশ-কালাদির নিয়ম নাই। দিবসে বা রাত্রিতে, দক্ষিণায়নে বা উত্তরায়নে পবিত্র ভূমিতে বা অপবিত্র ভূমিতে, যেরূপেই মৃত্যু হউক, প্রদর্শিত উপাসক-গণের সর্ব্বথা উপাসনার বলে দেবযানমার্গদ্বারা ব্রহ্মলোকে গতি হইয়া থাকে। এই অর্থ সূত্রকার (ব্যাসদেব) ও ভাষ্যকার (শঙ্করাচার্য্য) শারীরকে (বেদান্তদর্শনে) প্রতিপাদন করিয়াছেন।

মৃত্যু হইলে জ্ঞানীর প্রাণ শরীর হইতে স্থানান্তরে গমন করেনা, কিন্তু সেই স্থানেই পরমাত্মাতে লীন হয় ও তাঁহার আত্মাও পরমাত্মার সহিত একী-ভূত হয়। যদ্যপি কূটস্থের পরমাত্মা সহিত সদা অভেদ আছেই, তথাপি উপাধিকৃত ভেদ থাকায় উপাধির বিলয়ে উপাধিকৃত ভেদের অভাব হয়। পরমাত্মা সহিত অভেদের ভাব এই—বিদেহমুক্তিতে ঈশ্বরের সহিত অভেদ হয়, শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত নহে, এই অর্থ শারীরকের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেস্থলে এই প্রসঙ্গ আছে—জৈমিনির মতে বিদেহমুক্তিতে সত্য-সঙ্কল্পাদিরূপের প্রাপ্তি হয়, ঔডুলোমি মুনি সত্যসঙ্কল্পাদির অভাব বলিয়াছেন আর ব্যাসদেব বলেন (ইহাই সিদ্ধান্ত মত) সত্যসঙ্কল্পাদির ভাবও হয়, অভাবও হয়। এই শেষ মতের অভিপ্রায় এই—

ঈশ্বরের সহিত যে অভেদ তাহাকে বস্তুতঃ শুদ্ধের সহিতই অভেদ বলা যায়। কারণ, ঈশ্বর পরমার্থতঃ শুদ্ধ, নির্গুণ ও অসঙ্গ, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সত্যসঙ্কল্পাদি গুণসংযুক্ত, অর্থাৎ জীবগণ অজ্ঞান দশায় তাঁহাকে সত্য-সঙ্কল্পাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া বিবেচনা করে। ভাব এই—পরমার্থরূপে সৃষ্টি নাই, সুতরাং সৃষ্টির ত্রৈকালিক অত্যন্তাভাব সত্বেও অজ্ঞানদ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্মে প্রপঞ্চ কল্পিত হওয়ায় তাঁহাতে সত্যসঙ্কল্পাদি গুণও কল্পিত। এইরূপে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে শুদ্ধ ব্রহ্মই ঈশ্বররূপে সত্যসঙ্কল্পাদি গুণবিশিষ্ট পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত কারণে যেহেতু শুদ্ধব্রহ্মই জীবগণের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ঈশ্বর বলিয়া পরিচিত, সেইহেতু পারমার্থিকরূপের সহিত ব্যবহারিকরূপের বিরোধ না থাকায় (অর্থাৎ ব্যবহারিক কেবলমাত্র আরোপ হওয়ায়) সত্যসঙ্কল্পাদি গুণের ভাবাভাব উভয়ই যুক্তিযুক্ত। এইরূপে ব্যাসবাক্যে ভাবাভাবের বিরোধ নাই। অবশ্য এক অধিকরণে দুই সমসত্তাক পদার্থের ভাবাভাব হইলে বিরোধ হইত। যদ্যপি জীবগণও পরমার্থরূপে অদ্বৈত স্বরূপ, নির্গুণ ও শুদ্ধ, তথাপি অজ্ঞানকালে তাহাদের অবিদ্যাকৃত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ সংসার প্রতীত হইয়া থাকে, ঈশ্বরের তাদৃশ প্রতীতি নাই, যেহেতু শুদ্ধব্রহ্মই সত্যসঙ্কল্পাদি গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরবলিয়া জীবদ্বারা কল্পিত। সুতরাং বাস্তবিককল্পে ঈশ্বর সদা অসঙ্গ নির্গুণ ও শুদ্ধ হওয়ায় ঈশ্বরের সহিত যে অভেদ হয় তাহা তত্ত্বতঃ শুদ্ধব্রহ্মের সহিতই হয়। পক্ষান্তরে, ঈশ্বরের সহিত অভেদকে শুদ্ধব্রহ্মরূপ স্বীকার না করিলে ব্রহ্মের সহিত ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধ হওয়ায়, ঈশ্বরের শুদ্ধব্রহ্মের প্রাপ্তি কখনই সম্ভব হইবে না। কারণ, ঈশ্বরের সদাপ্রাপ্ত যে রূপ তাহা যখন শুদ্ধ নহে তখন ঈশ্বরে সদা মোক্ষাভাবের আপত্তি হওয়ায় জীব হইতেও ঈশ্বর অধিক বদ্ধ, ইহা সিদ্ধ হইবে। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই—ঈশ্বরে আবরণ নাই এবং আবরণ না থাকায় ভ্রান্তিও নাই; উপদেশ জন্য জ্ঞানেরও অপেক্ষা নাই, অতএব নিত্যমুক্ত; আর মায়া ও মায়ার কার্য্য স্ব আত্মাতে প্রতীত হয়না বলিয়া সদা অসঙ্গ, অতএব শুদ্ধ। এইরূপে ঈশ্বর সহিত অভেদ শুদ্ধ চেতন-রূপই হয়। এই অর্থের পোষক প্রমাণে দৃষ্টান্তও আছে, যথা মঠের অন্তর্গত ঘটের নাশ হইলে যেরূপ ঘটাকাশ মঠাকাশে লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিদ্বানের শরীর ঈশ্বরকৃত ব্রহ্মাণ্ডে বিলীন হয় আর যেহেতু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর-শরীর মায়ার অন্তর্ভূত, সেই হেতু বিদেহমোক্ষে বিদ্বানের আত্মা ব্রহ্মাণ্ডের

বাহ্যদেশে গমন করেনা, কিন্তু উল্লিখিত প্রকারে ঈশ্বর সহিতই অভেদ হয়। পরন্তু মঠাকাশ সহিত ঘটাকাশের অভেদ হইলে যেরূপ মঠাকাশ মহাকাশ হইতে ভিন্ন না হওয়ায় মঠাকাশ সহিত অভেদকে মহাকাশ রূপই বলা যায় তদ্রূপ বিদ্বানের আত্মা ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইলে, এই অভেদ ঈশ্বর শুদ্ধের সহিত অভিন্ন হওয়ায় বাস্তবিকপক্ষে শুদ্ধের সহিতই একীভূতরূপ হয়। প্রদর্শিতরূপে ব্যবহার দৃষ্টিতে ঈশ্বরের প্রাপ্তি তথা পরমার্থ দৃষ্টিতে শুদ্ধের প্রাপ্তি বিদেহমোক্ষে বিদ্বানের হইয়া থাকে, ইহা বেদান্ত শাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক মত।

পক্ষান্তরে, মুক্তির স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা—দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইয়া জড়রূপে আত্মার যে অবস্থান তাহা ন্যায় বৈশেষিকাভিমত মুক্তির লক্ষণ। সাংখ্যমতে যোগ নিরপেক্ষ, মাত্র পুরুষ-প্রকৃতির বিবেকদ্বারা. পুরুষের অসঙ্গ জ্ঞান হইয়া স্ব স্ব স্বরূপে যে স্থিতি তাহাকে মোক্ষ বলে। পাতঞ্জল মতে জড়বর্গের ধর্ম্ম সমাধি-দ্বারা পুরুষের স্বরূপে প্রতিফলিত না হইলে পুরুষের স্ব স্বরূপে যে স্থিতি তাহাই মুক্তি নামে উক্ত। পূর্ব্ব মীমাংসা মতে মোক্ষরূপ নিত্য আত্মস্বরূপ সুখের অঙ্গীকার নাই, কিন্তু কর্ম্ম জন্য বিষয়-সুখই পুরুষার্থ। সালোক্য, সাযুজ্য, সামীপ্য, সারূপ্যাদি মুক্তিবিশেষ পৌরাণিকদিগের অভিমত। প্রপঞ্চ সহিত আত্মার শূন্যে বিলয় হওয়াকে মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা মুক্তি বলে। অপর বৌদ্ধেরা ধারাবাহী-নির্ব্বিকল্পক (অহং অহং ইত্যাকার) জ্ঞানে সবিকল্পক (আমিত্বাদি অভিমানবিশিষ্ট) জ্ঞানের বিলয়-অবস্থাকে মোক্ষ বলে। চার্ব্বাক মতে বিদ্যমান শরীরের ধ্বংসই মুক্তি। জৈনমতে কর্ম্মাষ্টক হইতে বিমুক্ত হইয়া উর্দ্ধগামিত্বরূপ স্বভাবের প্রাপ্তি মোক্ষ শব্দে অভিহিত। এইরূপ আধুনিক মতেও মুক্তির স্বরূপে অনেক বিপ্রতিপত্তি আছে। কেহ বলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মুক্তি হয়, মুক্ত পুরুষের আর জন্ম হয় না, এইরূপে যদি সকল জীবই মুক্ত হয়, তাহা হইলে সংসার থাকে না, সংসারের উচ্ছেদ হয়। কারণ, নূতন জীব জন্মে না, কালের অবধি নাই, সুতরাং সংসারের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। আমদানী না থাকিয়া ক্রমশঃ রপ্তানী থাকিলে ভাণ্ডার আর কতদিন থাকে। শাস্ত্রকারগণ এস্থলে জীব অনন্ত বলিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু অনন্ত হইলেও যখন নূতন জন্মিবে না অথচ আত্মজ্ঞান দ্বারা একটী

করিয়া কমিয়া যাইবে তখন কেনই বা সংসারের উচ্ছেদ না হইবে। ফল কথা-নির্ব্বাণমুক্তি অতীব দুর্লভ, "শুকোমুক্তঃ প্রহ্লাদোবা," উহা কাহারও ঘটিয়াছে কিনা সংশয় স্থল। সাযুজ্য সালোক্যাদি আপেক্ষিক মুক্তি অসম্ভব নহে, তাহাতে পুনরাবৃত্তি আছে। "নস পুনরাবর্ত্ততে" এই অপুনরাবৃত্তি মুক্তি কোনও কালে কাহারও হইবে, সে ভাবে একটী করিয়া কমিয়া অনন্ত জীব শেষ হইয়া সংসারের সমূল বিনাশ মহাপ্রলয় হইবে, ইহা কেবল মনোরথ মাত্র।

কেহ কেহ বলেন সকলই মুক্ত হইলে মুক্তি দশাতে মুক্ত পুরুষগণের জটলা হইবে আর মুক্ত হইয়া পুনরাবৃত্ত না হইলে সংসারের উচ্ছেদের আপত্তি হইবে, অতএব অপুনরাবৃত্তিরূপ মুক্তি অসম্ভব।

কোন সম্প্রদায়ের জনৈক আচার্য্য বলেন, মুক্তি-যোগ্য ও মুক্তি-অযোগ্য ভেদে জীব সকল দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণিস্থ জীবগণই মুক্তি-যোগ্য হওয়ায় মোক্ষলাভ করিবে, দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ জনগণ মুক্ত হইবে না, কিন্তু সংসারে বিবিধ প্রকারের সুখই উহাদের প্রাপ্যনীয়। এইরূপ এমতে সংসার উচ্ছেদের হেতু নাই, অনন্ত দণ্ড ভোগের আপত্তি নাই, মুক্তি প্রদেশে জটলার সম্ভাবনা নাই এবং মুক্ত পুরুষগণের পুনবারবৃত্তিরূপ-পুনঃ বন্ধনেরও আশঙ্কা নাই।

কাহারও মতে স্বভাব বলে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া হইয়া বা শুভকর্ম্ম যোগাদি বলে উন্নত অবস্থা ঝটিতি প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির চরম অবস্থায় পরম সুখরূপ মুক্তিবিশেষ লাভ হয়, এই সুখ ভোগের অনন্তর মুক্ত পুরুষগণের পুনরাবৃত্তি হয়। এইরূপে জীবগণের সংসার ও মুক্তির প্রবাহ নিরন্তর হইতে থাকে বলিয়া মুক্তি ও সংসার উভয়ই অনুচ্ছেদ থাকে।

আবার কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান জীবগণের অভিনব সৃষ্টি চিরদিন হইয়া থাকে। এইরূপ উন্নত অবস্থা হইতে অধঃপতন নাই ও সংসার নিঃশেষিত হইবারও আশঙ্কা নাই।

কোনও অপর দল বলেন, অনন্ত স্বর্গ নরক ভোগের চিরদিন ব্যবস্থা থাকায় ও নূতন নূতন জীবগণের অভিনব সৃষ্টির নিয়ম থাকায় সংসারের অন্ত নাই। ইত্যাদি প্রকারে অন্যান্য কল্পনার ন্যায় মুক্তি-সম্বন্ধেও নানাবিধ জল্পনা লোকের আছে।

কথিত প্রকারে মোক্ষ ও সংসার উভয়বিধ পদার্থের সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ পাছে সংসার তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, সেই ভয়ে মুক্তি সম্বন্ধে যে অনেক প্রকার বিপ্রতিপত্তি করেন তাহার কারণ এই যে, সংসার-লোলুপ অথচ স্বমনোমত মোক্ষেরও ভক্ত, এইরূপ লোকের অভিলাষার অনুরূপ উক্ত কল্পনা না হইলে মুক্তি ও সংসার এ দুয়ের মধ্যে একের অভাবে উভয়ই (অবশ্য তাহাদের বিবেচনায়) অসার ও নীরস হওয়ায় উভয়েরই সার্থক্য বিধ্বস্ত হইবে। সে যাহা হউক, বেদবাহ্য সকল মতের অসমীচীনতা ও অযুক্ততা পূর্ব্বে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, এবং পরে আরও হইবে। সুতরাং শ্রুতি বাধিত হওয়ায় এবং মুক্তি অনুভব শূন্য হওয়ায় শ্রদ্ধাযোগ্য নহে। সংসারের শেষ আছে কিনা? ইহার উত্তর ব্যাসদেব পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্য পাদের ৩২ ও ৩৩ সূত্রের ব্যাখ্যানে প্রদান করিয়াছেন। উক্ত দুই সূত্র সূত্রার্থ ও ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ পাঠ সৌকর্য্যার্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রম সমাপ্তির্গুণানাম ॥ সূ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মমেঘসমাধির উদয় হইলে বুদ্ধিরূপে পরিণত সত্ত্ব প্রভৃতি গুণত্রয় কৃতার্থ হয় অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হয়, তখন উহাদের পরিণামক্রমের সমাপ্তি হয়, উহাদের আর কোনও কার্য্য হয় না, উহারা আর অবস্থান করিতে পারে না, বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। সেই ধর্ম্মমেঘ সমাধির উদয় হইলে গুণত্রয় কৃতার্থ অর্থাৎ কৃতকৃত্য হয়, তখন তাহাদের পরিণামক্রম (প্রতিক্ষণে কার্য্যজনন) পরিসমাপ্ত হয়, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ (মুক্তি) জন্মাইলে গুণত্রয়ের ক্রম অর্থাৎ পরিণাম শেষ হয়, তখন আর সেই পুরুষের (যাঁহার ভোগাপবর্গ জন্মাইয়াছে) নিমিত্ত সেই কার্য্য (বুদ্ধি-প্রভৃতি) রূপে গুণত্রয় একক্ষণও অবস্থান করিতে পারে না ॥ ৩২ ॥

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনিগ্রাহ্য ক্রমঃ ॥ সূ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য। ক্রম কাহাকে বলে তাহা নিরূপণ করা যাইতেছে, যাহা

ক্ষণের (অতি সূক্ষ্ম কালভাগের) দ্বারা নিরূপিত হয়, যাহা পরিণামের অবসান দেখিয়া স্থির করা যায় তাহাকে ক্রম বলে ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। ক্ষণ অর্থাৎ যাহার বিভাগ হয় না এরূপ কালের সূক্ষ্ম ভাগের আনন্তর্য্যকে (অব্যবধানকে) ক্রম বলে, উহা বস্তুর পূর্ব্বধর্ম্মের অপায়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণরূপ পরিণামের অবসান (শেষ) দ্বারা গৃহীত হয়, ক্রমিকক্ষণ অনুভব না করিয়া নূতন বস্ত্রের শেষে পুরাণতা লক্ষিত হয় না, অর্থাৎ দীর্ঘকাল পরে নূতন বস্ত্র আপনা হইতেই পুরাতন হয়, সেই পুরাণতা প্রত্যেকক্ষণে সংঘটিত হইয়া অবসানে সংকলন বুদ্ধিতে সম্যক্ অবধারিত হয়। কেবল অনিত্য বস্তুতেই নহে, নিত্য পদার্থেও (গুণত্রয় ও পুরুষে) উক্ত ক্রম দেখা যায়। এই নিত্যতা দুই প্রকার, একটী কূটস্থনিত্যতা, অপরটী পরিণামিনিত্যতা। কূটস্থ-নিত্যতা অর্থাৎ কার্য্যদ্বারাও যাহার অনিত্যতা সম্ভব নাই, উহা পুরুষের ধর্ম্ম, পরিণামিনিত্যতা অর্থাৎ যাহাতে স্বরূপের হানি হয় না, অথচ অন্যথাভাব ঘটে উহা গুণত্রয়ের অর্থাৎ মূল প্রকৃতির স্বভাব. যেটী পরিণত হইলেও তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপ হানি হয় না তাহাকে নিত্য বলে, গুণত্রয় ও পুরুষ উভয়েরই স্বরূপ হানি হয় না বলিয়া নিত্য বলা যায়, তন্মধ্যে গুণত্রয়ের ধর্ম্ম বুদ্ধি প্রভৃতিতে পরিণামের অপরান্ত অর্থাৎ উত্তরাবস্থা দ্বারা যে ক্রম গৃহীত হয় উহা লব্ধপর্য্যবসান অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি ধর্ম্মের বিনাশ হইলে ক্রমের শেষ হইয়া যায়। নিত্যধর্ম্মী গুণত্রয়েরউক্ত ক্রমের পর্য্যবসান হয় না, কারণ, সেখানে ক্রমবিশিষ্ট ধর্ম্মীর বিনাশ নাই। কূটস্থনিত্য অর্থাৎ যাহারা কেবল স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত তাদৃশ মুক্তপুরুষ সকলের স্বরূপের অস্তিতা অনুসারেই ক্রমের অনুভব হয়, এখন থাকিয়া পরেও থাকিবে এই ভাবে ক্রমের জ্ঞান হয়। উক্ত স্থলেও ক্রমের পর্য্যবসান নাই, উক্ত পুরুষ স্থলে শব্দপৃষ্ঠ অর্থাৎ শব্দের পশ্চাদ্বর্ত্তী বিকল্পবৃত্তি অস্তিক্রিয়াকে গ্রহণ করে, অর্থাৎ এই অস্তিতারূপ ধর্ম্মটী পুরুষের অতিরিক্ত না হইলেও বিকল্পবৃত্তি অভেদে ভেদ আরোপ করিয়া উহাকে কল্পিত করে। সম্প্রতি জিজ্ঞাসা হইতেছে, স্থিতি ও গতি অর্থাৎ সৃষ্টি প্রলয় প্রবাহে গুণত্রয়ে বর্ত্তমান এই সংসারের ক্রমসমাপ্তি হয় কি না? সামান্যভাবে এই প্রশ্নের উত্তর হয় না, কেননা, নিশ্চয় করিয়া উত্তর করা যায় এরূপ প্রশ্ন আছে, যেমন জাত সমস্ত অর্থাৎ যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা মরিবে কি না? নিশ্চয়ই মরিবে এরূপ উত্তর করা যায়। সকলেই মরিয়া পুনর্ব্বার জন্মিবে কি না? বিভাগ করিয়া

এ কথার উত্তর করা যায়, যাঁহার বিবেকখ্যাতি জন্মিয়াছে তৃষ্ণা (রাগ) বিহীন এরূপ কুশল তত্ত্বদর্শী যোগী মরিয়া আর জন্মিবে না, অন্য সকলেই জন্মিবে। এইরূপ মনুষ্য-জন্ম শুভ কি অশুভ, এরূপ প্রশ্ন হইলে বিভাগ করিয়াউত্তর দেওয়া যায়, পশুজন্ম অপেক্ষা করিয়া মনুষ্য জন্ম শুভ, দেব ও ঋষিদের অপেক্ষা করিয়া শুভ নহে। এই সংসারের শেষ আছে কি না? এ কথার উত্তর হয় না, তবে এইটুকু বলা যায় তত্ত্বদর্শী কুশল ব্যক্তির পক্ষে সংসারক্রম সমাপ্ত হয়, অপরের নহে, এই ভাবে অন্যতরের নিশ্চয় করিলে দোষ হয় না, অতএব বিভাগ করিয়া উক্ত প্রশ্নের উত্তর করিতে হয়॥ ৩৩॥

উল্লিখিত দুই সূত্রের ভাষ্য পাঠে বিদিত হইবে যে সংসারের ক্রম সমাপ্তি বিষয়ে ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, উক্ত বিষয়ের উত্তর করা যায় না কিন্তু বিভাগ করিয়া বলা যায় যে, তত্ত্বদর্শী পক্ষে সংসারক্রম সমাপ্ত হয়, অপরের পক্ষে নহে। এস্থলে লোকের জিজ্ঞাসা হইতে পারে, প্রদর্শিত ভাবের উত্তর প্রদানে ব্যাসদেবের অভিপ্রায় কি? সত্য সত্যই কি উক্ত প্রশ্নের "হয়, বা হয় না" এরূপ কোন প্রকার নিশ্চয়রূপ উত্তর সম্ভব নহে? অল্প মনঃনিবেশ করিয়া বিচার করিলে প্রতিপন্ন হইবে যে, ব্যাসদেবের মতে এই সংসার মায়ার কার্য্য, ইন্দ্রজাল-নির্ম্মিত পদার্থের ন্যায় দৃষ্ট নষ্ট স্বভাববান্, উহাতে অণুমাত্রও সত্যত্বের লেশ নাই, অবিদ্যাদ্বারা যেকাল পর্য্যন্ত ভান হয় ততকালই বিদ্যমান বলিয়া প্রতীত হয়, পরে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে "কালত্রয়েং নাস্তি" এইরূপে সংসারের অত্যন্তাভাব নিশ্চিত হয়। অতএব অজ্ঞান কার্য্য মিথ্যা পদার্থের আদি অন্ত আছে কি না? বা তাদৃশ মিথ্যা প্রতীতি সম্ভূত সংসারক্রম সমাপ্ত হইবে কি না? এ বিষয়ে কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই বলিয়া উত্তরও সম্ভব নহে। অবশ্য সংসার সত্য হইলে "তিনকালই আছে, কোন কালেই অভাব নাই, কখনই তাহার সমাপ্তি সম্ভব নহে" এইরূপে প্রশ্নের নিশ্চিতভাবে উত্তর হইতে পারিত। অথবা শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অসত্য হইলে "কোন কালেই নাই" এই ভাবে প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারিত। কিন্তু যে হেতু এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সদসদ্বিলক্ষণরূপ, সেই হেতু রজ্জু-সর্পের ন্যায় এই মাত্র নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, উহা মিথ্যা, এতদ্ভিন্ন অনির্ব্বচনীয় পদার্থের বিষয়ে অন্য কোন প্রকার উত্তর সম্ভব নহে। যদ্যপি অনির্ব্বচনীয় বস্তুর কর্ম্মোপযোগিতা, অনুকূলতা,

স্থায়িত্বাদিবুদ্ধিহেতু অমুক উত্তম, অমুক অধম, অমুক উৎকৃষ্ট, অমুক নিকৃষ্ট, অমুক সত্য, অমুক অসত্য, অমুক ইষ্টজনক, অমুক অনিষ্টজনক, ইত্যাদি প্রকারে বিভাগ ক্রমে একের অন্য হইতে বিশেষতা হওয়ায়, শব্দাদি বিষয়ের ব্যবহারসম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর সঙ্গত হয়, তথাপি উহার স্বরূপ বিষয়ে, অস্তি নাস্তি বিষয়ে, তথা আরম্ভ পারসমাপ্তি বিষয়ে, কোন উত্তরই সম্ভব নহে, কারণ, স্বরূপে তথারূপা না হওয়ায় প্রশ্নোত্তর উভয়ই অবকাশাভাবে অর্থাৎ স্থলরহিত হওয়ায় শিথিলমূল অপিচ, বিভাগ ক্রমে বা বিভক্তরূপেও মায়িক পদার্থের একের অন্যের অপেক্ষা উত্তমতাদি ধর্ম্ম যাহা কিছু বলা যায় তাহা অবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়াই বলা যায় এবং যাহা অবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া বলা যায় তাহা স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও ব্যবহারকালে অজ্ঞান দশাতে উহা সত্যের ন্যায় প্রতীত হয় বলিয়া অনুকূলতা উপযোগিতাদি অনুসারে প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর যাহা প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, পরমার্থ দৃষ্টিতে নহে। এরূপ যদ্যপি দেশকালাদিও অনির্ব্বচনীয় আর অনির্ব্বচনীয় হইলেও লোকের অবিচারিত দৃষ্টিতে দেশকালের অন্ত নাই অর্থাৎ অবধি নাই বলিয়া নিশ্চয় আছে, তথাপি দেশকালাদিসহিত সমগ্র প্রপঞ্চ স্বাপ্নিক দেশকালাদি প্রপঞ্চের ন্যায় মায়ার কার্য্য হওয়ায় যেরূপ স্বপ্নে দেশকালাদির অভাব-বিশিষ্টে দেশকালের অনন্ততা প্রতীতিহেতু স্বাপ্নিক প্রপঞ্চও তৎকালে অনন্তাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ ব্যবহারিক দেশকালাদিরও অনন্ততা প্রতীতিহেতু মায়াকৃত সংসারকে তথা সংসারের অন্তর্গত পদার্থ সকলকে অনন্ত (অন্তরহিত) বলা যায়। অথবা মুখ্য সিদ্ধান্তে অধিষ্ঠানের প্রাকৃসিদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যস্ত পদার্থে যে প্রতীত হয় সেই প্রতীতির বিবক্ষায় মায়া ও মায়ার কার্য্য প্রপঞ্চ তথা প্রপঞ্চের অন্তর্গত পদার্থ সকলকে সমষ্টিরূপে অধি-ষ্ঠানগত অনাদি অনন্তাদি স্বভাব বিশিষ্ট ও বিভক্তরূপে উপাধিগত পরিচ্ছিন্ন নশ্বরত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলা যায়। কথিত কারণে জীবেশ্বর ব্রহ্মের ভেদ-বুদ্ধি তথা মায়া ও মায়াজন্য প্রপঞ্চসহিত দেশকালাদির অনন্তত্বাদি বুদ্ধি এবং প্রপঞ্চান্তর্গত পদার্থাদির নশ্বরত্বাদি-বুদ্ধি, ইহা সমস্ত প্রদর্শিত ভ্রান্তিরূপ নিমিত্তবিশিষ্ট হওয়ায় বাক্যের নামময় ও মনের রূপময় ভেদ যে পরমাত্মাতে একীভূত হয় তদ্বিষয়ে তথা তদাশ্রিত জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় মায়ার ও মায়া-কার্য্যের অস্তি নাস্তি

বিষয়ে অনিত্য বাহ্য দৃষ্টিরূপ উপাধির বশে লোক ও তার্কিক উভয়েরই চিত্তে বেদ সম্প্রদায় রহিত হওয়ায় অনেক প্রকারের অসার ও অনর্থক যুক্তি প্রমাণাদি রহিত কল্পনা ও জল্পনা উদিত হইয়া থাকে। বাস্তব কল্পে "ননিরোধোন-চোৎপত্তির্নবদ্ধো নচ সাধকঃ। নমুমুক্ষুর্ন বৈমুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা"। ফলিতার্থ—হ্রস্বদীর্ঘাদিরহিত ব্রহ্ম (আত্মা) ভিন্ন অন্য পদার্থ অনুসন্ধান করিতে গেলে কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতএব মায়া ও মায়া জন্য কার্য্য-বর্গের অস্তিত্বরূপ কোন পরমার্থ সত্তা না থাকায় তাহাদের প্রাথম্য বা সমাপ্তি বিষয়ক প্রশ্নের কোন স্থল নাই এবং স্থল না থাকায় উত্তরেরও অবকাশ নাই। এই কারণেই ব্যাসদেব সংসারের শেষ আছে কিনা? এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত প্রশ্নের উত্তর হয় না। এই সকল হেতুবাদদ্বারা এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, বাদিগণ মুক্তি বিষয়ে তথা সংসারের উচ্ছেদ বিষয়ে যে সকল বিপ্রতিপত্তি করিয়া থাকে তাহা সমস্ত অজ্ঞান বিজৃম্ভিত হওয়ায় বকবাদ মাত্র। ইতি।

চতুর্থ খণ্ড।

তৃতীয় পাদ।

গুরুশিষ্যের লক্ষণ ও গুরুভক্তির ফল নিরূপণ।

শ্রুতিতে আছে,

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম চিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদ.মায়ান্নস্ত্য কৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থ স গুরু মেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং॥ ইতি
(দ্বিতীয় মুণ্ডকগত প্রথম খণ্ড ১২ মন্ত্র)

অর্থ—ব্রাহ্মণ কর্ম্মোপার্জ্জিত লোক পরীক্ষা করিয়া অনিত্য জানিয়া নির্ব্বিন্ন হইবেন, (আসক্তি ত্যাগ করিবেন)। কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশে উপায়ন হস্তে বেদ পরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকটে যাইবেন।

মুখ্যরূপে নিবৃত্তি-প্রধান ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহার হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যাতে তাহাদেরই অধিকার হয়, এই অভিপ্রায়ে এস্থলে শ্রুতিতে "ব্রাহ্মণ" পদ অধিকারী ব্যক্তির বিশেষণরূপে কথিত হইয়াছে। সর্ব্ব শাস্ত্রের জ্ঞাতা পুরুষও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির অভিলাষ না করে, ইহা জ্ঞাপনার্থ "এব" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। "সমিৎপাণি" পদ অগর্ব্বরূপ বিনয়ের উপলক্ষণ। "শ্রোত্রিয়" পদ শমদম দয়া প্রভৃতি গুণ সংযুক্ত ও বেদাধ্যায়ন শ্রবণাদি সম্পন্ন বিশেষণের বোধক। এইরূপ "ব্রহ্মনিষ্ঠ" পদ সর্ব্ব কর্ম্মে কর্ত্তব্যবুদ্ধি রহিতহইয়া অদ্বৈতব্রহ্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তির বিশেষণরূপ। কথিত দুই লক্ষণ সংযুক্ত পুরুষই গুরু নামের বাচ্য। এস্থলে ব্রহ্মনিষ্ঠ শব্দের তপোনিষ্ঠ শব্দের ন্যায় অর্থ জানিবে। কর্ম্ম ও আত্মজ্ঞান উভয়ের বিরোধ বশতঃ কর্ম্মনিষ্ঠের ব্রহ্মনিষ্ঠা সম্ভব নহে বলিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে নিষ্ঠা কথিত হইয়াছে। এস্থলে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগে ক্রিয়া

সহিত সর্ব্ব কর্ম্ম ফলের ত্যাগ বুঝায়। অথবা কর্ম্মত্যাগের অভিপ্রায় ক্রিয়ার ত্যাগে নহে, কিন্তু অমুক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অমুক ফল হয় এবং তাহা না করায় প্রত্যবায়াদি অনর্থের প্রাপ্তি হয় এই বুদ্ধিপূর্ব্বক কায়িক বাচিক মানসিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে কর্ত্তব্য বলে, উক্ত কর্ত্তব্যবুদ্ধির ত্যাগই সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগের অভিপ্রেত। প্রদর্শিত দুই অর্থই অবিরুদ্ধ। উল্লিখিত শ্রুত্যুক্ত মন্ত্রের ভাবএই—অধিকারী পুরুষ স্বর্গনরকাদি লোকের কর্ম্মরচয়িতত্ব ও তৎকারণে অনিত্যত্ব তথা অনেক শ্রমযুক্ত ও অনর্থের সাধনরূপ কর্ম্মের পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তি বিষয়ে উপযোগিতার অভাব প্রত্যক্ষ অনুমান ও শাস্ত্রাদি দ্বারা বিবেচনা করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বন করিবে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ অতি নম্র গর্ব্বরহিত ভাবে গুরু সমীপে গমন করিবে। উক্ত গুরুর লক্ষণ কি? এই আশঙ্কায় বলা যাইতেছে, "শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ" এই দুই গুণসম্পন্ন পুরুষই গুরু সংজ্ঞার অধিকারী হইতে পারে, নচেৎ নহে। কারণ, কেবল শ্রোত্রিয় অর্থাৎ মাত্র অধীত বেদ হইলে এবং ব্রহ্মদর্শী না হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বদর্শী না হইলে তাঁহাকে গুরু বলা যায় না। কেন না, যখন তিনি নিজে অব্রহ্মবিৎ অর্থাৎ তাঁহার নিজেরই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার নাই এবং তৎকারণে মুক্তি যোগ্য নহেন তখন মাত্র অধীত বেদদ্বারা শিষ্যের ব্রহ্মবুদ্ধি জন্মাইতে তিনি কখনই শক্য নহেন। এদিকে, শ্রোত্রিয় নহেন অথচ মাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ যে ব্যক্তি তিনও গুরুপদের যোগ্য নহেন, হেতু এই যে, তাদৃশ পুরুষ নিজে মুক্ত হইলেও জিজ্ঞাসুর শঙ্কাপনোদন করিতে সমর্থ নহেন। যদিও উত্তম সংস্কার সংযুক্ত জিজ্ঞাসুর যাহার মনে কুতর্ক বা বৃথা শঙ্কা উদিত হয় না তাহাব উপদেশ করিবার যোগ্য হযেন, তথাপি সর্ব্ব সাধারণের উপদেশ প্রদানের যোগ্য না হওয়ায় গুরু বা আচার্য্য পদের উপযুক্ত নহেন। কথিত কারণে অধীতবেদ ও ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন এই দুই লক্ষণ সংযুক্ত পুরুষই আচার্য্য বা গুরু পদের যোগ্য এবং উক্ত গুণদ্বয় সম্পন্ন পুরুষই শিষ্যের বুদ্ধিতে যে পঞ্চ প্রকার ভেদ ভ্রান্তি আছে তাহা নানা প্রকার যুক্তি অনুভব ও শাস্ত্রদ্বারা ছেদন করিতে সমর্থ। উক্ত পঞ্চবিধ ভেদ যথা—১-জীব ঈশ্বরের ভেদ, ২-জীবগণের পরস্পর ভেদ, ৩-জীব জড়ের ভেদ, ৪ ঈশ্বর জড়ের ভেদ, ৫-জড় জড়ের ভেদ। ভেদ ভয়ের হেতু, অতএব যে পুরুষ ব্রহ্মদর্শী তথা উক্ত পঞ্চ প্রকার ভেদভ্রম নিরাকরণ করিতে সক্ষম এবং

সর্ব্ব সংসারের মিথ্যাত্ব স্থাপিত করিয়া অদ্বয় অমল অর্থাৎ অবিদ্যাদি মল রহিত ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান জন্মাইতে পারক, সেই অদ্ভুত উপদেশ প্রদানের কর্ত্তাই আচার্য্য ও গুরুপদ শব্দের অভিধেয় এবং আচার্য্য ও গুরু রূপে বরণীয় বন্দনীয় ও পূজনীয় হইবার উপযুক্ত। কেবল আপনি মুণ্ডিত হইয়া শিষ্যের মস্তক মুণ্ডন করিতে বা তাহার শিখা (টিকী) কর্ত্তন করিতে বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের চিহ্ন মাত্রে নিজে অঙ্কিত হইয়া অন্যকে শিষ্য করিতে যে ব্যক্তি পটু সে গুরু নহে। গুরুগীতাতেও গুরুর মাহাত্ম্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা--

"গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ"। ইতি।

আবার কামাখ্যাতন্ত্রে অযোগ্য গুরু বিষয়ে এই উক্তি আছে,

"গুরুবোবহবঃ সান্তু, শিষ্য বিত্তাপহারকঃ।
দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবিঃ শিষ্য হৃত্তাপ হারকঃ।

সে যাহা হউক, উপরে যে শ্রুত্যুক্ত গুরুর লক্ষণ কথিত হইল, তাদৃশ গুরু ব্যতীত গুরুকরণই অনর্থরূপ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানান্বেষণেচ্ছু পক্ষে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুণ সম্পন্ন ভিন্ন অন্য পুরুষ গুরুরূপে স্বীকৃত হইলে তাহার সমস্ত শ্রম বিফলীকৃত হওয়ায় বিপরীত ভাব ধারণ করিতে পারে। অজ্ঞাত তত্ত্বের পথ প্রদর্শক অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের হেতু যে ব্যক্তি তাহাকেই গুরু বলা সঙ্গত হয় এবং এতাদৃশ লক্ষণ সংযুক্ত পুরুষই গুরু সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে, অন্যে নহে। কারণ, শিষ্যের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার না করাইতে পারিলে গুরু লক্ষণটী ব্যাহত হওয়ায় ফল-বিপর্য্যাসের জনক হয়। যদ্যপি শিষ্যের যোগ্যতা অযোগ্যতানুসারে ফলের তারতম্য হয় অর্থাৎ শিষ্য অযোগ্য হইলে ফল-লাভে অনেক বিলম্ব হয় তথাপি শিষ্যের যোগ্যতা স্থলে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু প্রমুখাৎ শ্রবণাদি দ্বারা বিদ্যা শীঘ্রই ফলবতী হইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে পরিণত হয়, অত্যল্পও বিলম্ব হয় না। পূর্ব্ব গ্রন্থে অধিকারী সম্বন্ধে যে লক্ষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাই শিষ্যের লক্ষণ জানিবে, অর্থাৎ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্রহ্ম-জ্ঞানার্থী জিজ্ঞাসুই যোগ্য শিষ্য বলিয়া গণ্য এবং এতাদৃশ শিষ্যের পক্ষেই বেদপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ শীঘ্র কার্য্যকরী হয়, অন্যথা শিষ্য অনধিকৃত

হইলে বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধন সম্পত্তির অভাবে তাহার পক্ষে সম্যক্ ফলের লাভ সুকঠিন হইয়া পড়ে।

গুরুর প্রতি ঈশ্বরহইতেও অধিক ভক্তি হওয়া উচিত, কারণ, সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ পুরুষেরও গুরোপদেশ ব্যতীত জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। গুরু ব্যতিরেকে বেদরূপী সমুদ্র লবণক্ষাররূপ জানিবে তাহাতে অমৃতরূপী ফল লাভ না হইয়া বিষরূপ খেদই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন সমুদ্রের জল নিজে আনিয়া বা অন্যের দ্বারা আনাইয়া পান করিলে জলে কেবল ক্ষারতা অনুভূত হওয়ায় ক্লেশই তাহার ফল হয়, তদ্রূপ স্ববুদ্ধিদ্বারা অথবা বেদার্থে মোহিত অধ্যাপকদ্বারা অর্থাৎ ভেদবাদী শিক্ষকদ্বারা বেদ পঠিত হইলে ভেদরূপী ক্ষারের অনুভবদ্বারা নিরন্তর জন্ম মরণরূপ অনর্থ ই সঙ্ঘটন হইয়া থাকে। এই কারণেই বুদ্ধিমান পুরাতন ও নবীন আচার্য্যগণের মধ্যে অনেকে বেদার্থ বিচার করিয়াও বেদজ্ঞ গুরু সম্প্রদায়ের উপদেশাভাবে বেদের যথার্থ মর্ম্মে মোহিত হইয়া ভেদবাদরূপ ক্ষারই অনুভব করিয়াছিলেন ও করিতেছেন। যদ্যপি ইঁহারা স্ববুদ্ধিদ্বারা বা আপন আপন গুরুদ্বারাই বেদার্থ বিচার করিয়াছেন এবং তদনুরূপ স্ব স্ব গ্রন্থে বেদের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, তথাপি তদীয় গুরুগণ কেবল অধ্যাপক ছিলেন, শ্রুতি সম্মত লক্ষণবিশিষ্ট গুরু ছিলেন না। কারণ, জীব ব্রহ্মের একতার উপদেশ কর্ত্তাই গুরু বলিয়া বেদে প্রসিদ্ধ, ইহা ইতঃপূর্ব্বে গুরুলক্ষণ নিরূপণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব যেরূপ উক্ত আচার্য্যগণ যোগ্যগুরুদ্বারা বেদার্থ বিচার না করায় ভেদে অভিনিবেশ পূর্ব্বক বেদরূপী সমুদ্রে কেবল ক্ষারই আস্বাদন করিয়াছেন, তদ্রূপ যে কেহ পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণবিশিষ্ট গুরুবিনা স্ববুদ্ধিদ্বারা অথবা ভেদবাদী পুরুষদ্বারা বেদার্থ বিচার করে, সে ব্যক্তি ভেদরূপী ক্ষার অনুভব করতঃ অনুক্ষণ জন্মমরণরূপ ক্লেশই প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মবিৎ গুরুদ্বারা বেদ পঠিত বা শ্রুত হইলে, ইহা অমৃতের ন্যায় নিরতিশয় আনন্দ লাভের হেতু হয়। যেমন সমুদ্রের জল ক্ষাররূপ প্রতীত হইলেও মেঘদ্বারা বাষ্পরূপে আকর্ষিত হইয়া বর্ষারূপে পরিণত হইলে সেই জল মধুর রসবিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ সমুদ্রস্থানীবেদের অর্থরূপী জল স্ববুদ্ধিদ্বারা গৃহীত হওয়ায় ক্ষাররূপ প্রতীত হইলেও মেঘস্থানী ব্রহ্মজ্ঞ গুরুদ্বারা প্রাপ্ত হইয়া আস্বাদিত হইলে তাহাই আবার অমৃতরূপে পরিণত হইয়া পরমানন্দের হেতু

হয়। কেননা, অজ্ঞানী পুরুষ মশক বা মৃদ্ঘটের সমান, কাজেই অজ্ঞানী পুরুষদ্বারা বেদরূপী সমুদ্রহইতে অর্থরূপী জলের গ্রহণ হইলে উহা ক্ষাররূপই হইবে, সুতরাং বিলক্ষণ আনন্দের অজনক হইবে। কিন্তু ইহার বিপরীত মেঘস্থানী শ্রোত্রিয় ব্রহ্মবিৎ আচার্য্য বা গুরু দ্বারা গৃহীত হইলে মধুর রসে পরিণত সেই বেদার্থরূপী জল মহৎ সুখের আস্পদ হইবে। আর এদিকে অনধিকারী অর্থাৎ শাস্ত্র ও শম সংস্কাররহিত বিষয়াসক্ত পুরুষদিগকে বেদের উপদেশও, সর্প মুখে দুগ্ধের বিষবৎ পরিণামের ন্যায়, ঘোর অনর্থরূপ হইয়া থাকে। অতএব অজ্ঞানীর নিজ অবিচারিত বুদ্ধি গৃহীত, অথবা ভেদবাদী পুরুষ বা অধ্যাপকদ্বারা উপদিষ্ট, যদ্বা অনধিকারে অর্পিত বেদার্থরূপী অমৃত বিষরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া মহা অনিষ্টের জনক হয়। কথিত কারণে সর্প-স্থানী অকৃত শিষ্য তথা ঘটস্থানী অজ্ঞানী ও ভেদবাদী অধ্যাপক উভয় বেদার্থ বিচারে অসমর্থ। সুতরাং মেঘস্থানী জ্ঞানী গুরুর শরণাগত হইয়া কৃতকর্ম্মা শিষ্যদ্বারা বেদার্থ বিচারিত হইলে শ্রম সার্থক হয়, বিদ্যা ফলবতী হয়, মোহান্ধকার বিদূরিত হয় ও জ্ঞানদ্বারা অচিরাৎ পরমানন্দ পদ লাভ হয়।

এস্থলে এই শঙ্কা হইতে পারে, "ব্রহ্মবেত্তা পুরুষদ্বারা বেদের পাঠ বা বেদ শ্রুত হইলে জ্ঞান হয়" এই বাক্যদ্বারা স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য অস্তগত হয় তথা ভাষা বা অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থও সার্থক্যরহিত হওয়ায় নিষ্ফল হইয়া যায়। যাহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ তাহাদের বেদ পাঠে যোগ্যতা না থাকায় অথবা যাহারা যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কারহীন তাহাদের বেদ পাঠে অধিকার না থাকায় এই সকল জনগণের পক্ষে জ্ঞানের প্রাপ্তি কোন কালেই সম্ভব নহে। কেননা, অধীতবেদ না হইলে জ্ঞানী হওয়া যায় না বলিয়া ঋষি মুন্যাদি প্রণীত স্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্র তথা ভাষাগ্রন্থ সমস্তই নিষ্প্রয়োজন হওয়ায় ব্যর্থ হয়। এই আশঙ্কা যোগ্য নহে, কেননা "ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মরূপ হয়েন" ইহা শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্মবেত্তার বাণী বেদরূপ হওয়ায়, উক্ত বাণী সংস্কৃতরূপ হউক অথবা দেশ ভাষারূপ হউক, সর্ব্বথা ভেদ ভ্রমের নিবর্ত্তক। যদি বল, বেদবচন ভিন্ন জ্ঞান সম্ভব নহে, সত্য, কিন্তু ইহা ঐকান্তিক নহে, কেননা, বেদের সমানার্থ-বাচী গ্রন্থদ্বারাও জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। যেমন আয়ুর্ব্বেদোক্ত রোগনিদান ও ঔষধ ইহা সকলের জ্ঞান যেরূপ অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থাদিদ্বারা অথবা

পারসী ইংরাজী গ্রন্থাদিদ্বারা হইয়া থাকে, তদ্রূপ সর্ব্ব বস্তুর আত্মা যে ব্রহ্ম তাঁহার জ্ঞানও বেদের সমানার্থবাচী ভাষাগ্রন্থ বা অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থাদি দ্বারাও সম্ভব হয়। কথিত কারণে সর্ব্বজ্ঞ ঋষিমুন্যাদি বিরচিত স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণ থাকায় আত্মস্বরূপ প্রতিপাদক বাক্যদ্বারা জ্ঞানের প্রাপ্তি অসম্ভাবিত নহে। অতএব এ বিষয়ে এরূপ কোন নিয়ম বা আগ্রহ নাই যে, উক্ত আত্মপ্রতিপাদক বাক্য সকল সংস্কৃত বাণীরূপই হওয়া উচিত, দেশভাষারূপ নহে, কেননা, বেদের সমানার্থবাচী বাক্য ভাষারূপ হউক অথবা সংস্কৃতরূপ হউক তদ্দ্বারা জ্ঞান অবশ্যই হইবে।

জিজ্ঞাসুবিষয়ে ব্রহ্মবেত্তা আচার্য্যের সেবা অতীব প্রয়োজনীয়, কারণ, সেবাদ্বারা আচার্য্যের প্রসন্নতা প্রভাবে ব্রহ্মবিদ্যার প্রাপ্তি ঝটিতি হয়। অপিচ, আচার্য্যের সেবা ঈশ্বরের সেবা হইতেও অধিক ফলপ্রদ, কারণ, ঈশ্বরের সেবা কেবল অদৃষ্টফলের হেতু, কিন্তু আচার্য্যের সেবা অদৃষ্ট ও দৃষ্ট উভয়বিধ ফলের হেতু। যে বস্তু ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি দ্বারা ফলের সম্পাদক হয় তাহাকে "অদৃষ্টফলের হেতু" বলে। ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তিবিনা সাক্ষাৎ ফলের হেতু হইলে "দৃষ্টফলের হেতু" বলা যায়। ঈশ্বরের যে সেবা তাহা ধর্ম্মের উৎপত্তি দ্বারা পরলোকের ভোগ ও অন্তঃকরণের শুদ্ধিরূপ ফলের জনক হওয়ায় অদৃষ্ট ফলের হেতু। কিন্তু আচার্য্যের সেবা একদিকে ধর্ম্মের উৎপত্তিদ্বারা অদৃষ্টফলের হেতু ও অন্যদিকে ধর্ম্মের অপেক্ষা ব্যতিরেকেও, মাত্র আচার্য্যের প্রসন্নতাজনিত উপদেশদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার লাভ সিদ্ধ হওয়ায় দৃষ্টফলের হেতু। কথিতরূপে আচার্য্যের সেবা দৃষ্টাদৃষ্ট উভয় প্রকার ফলের হেতু হওয়ায় তথা দৃষ্ট অদৃষ্ট হইতে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট হওয়ায় ঈশ্বরের সেবা হইতেও উত্তম। সুতরাং জিজ্ঞাসু পক্ষে আচার্য্যের সেবা সর্ব্ব প্রকারে বিধেয়।

কথিত কারণে-শিষ্য গুরু প্রাপ্ত হইলে অতি নম্রভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক গুরুর পবিত্র চরণ কমলের রজঃ আপন মস্তকে ধারণ করিবে। জিজ্ঞাসা উৎকট হইলে গুরুর সমীপে বাস করতঃ তন মন ধন বাণী অর্পণ পূর্ব্বক নিরন্তর তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত থাকিবে। তনার্পণ পদ গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনের উপলক্ষণ। মনার্পণের প্রকার এই—ঈশ্বরের

ন্যায় বা ঈশ্বর হইতেও অধিক গুরুর প্রতি ভক্তি করা উচিত, স্বপ্নেও গুরুর প্রতি দোষ দৃষ্টি করিবে না. তাঁহাকে হরি হররূপ জানিয়া তাঁহার মূর্ত্তি সর্ব্বদা হৃদয়ে স্থাপিত করিবে ইত্যাদি। পত্নী, পুত্র, ভূমি, পশু, দাস, দাসী, গৃহ, ব্রীহি, প্রভৃতি অর্পণ ধনার্পণ পদের বাচ্য। গৃহস্থ গুরু হইলে উক্ত সমস্তই গুরুকে অর্পণ করা উচিত. অর্থাৎ উক্ত সকল পদার্থে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সমস্ত গুরুরই বলিয়া মান্য করিবে। গুরু বিরক্ত ও ত্যাগী হইলে উক্ত সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া গুরুর শরণাগত হইবে. কারণ গুরু নিজে ত্যাগী হওয়ায় উক্ত দ্রব্যাদিতে তাঁহার প্রয়োজন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রসন্নতা লাভের জন্য সর্ব্ব ধনের ত্যাগই ধনার্পণ শব্দে অভিহিত হয়। উভয় পক্ষে সমস্ত ধন অর্পনের যে কথন তাহা বৈরাগ্যের সূচক। যদি বল, গৃহস্থ ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্য হইতে পারে না, একথা আশঙ্কার যোগ্য নহে, কারণ. শাস্ত্রে আছে, যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালক প্রভৃতি অনেক গৃহস্থ ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্য ছিলেন, সুতরাং গৃহস্থ আচার্য্যও সম্ভব হয়। গুরুর সর্ব্বদা গুণ গান করাকে বাণী অর্পণ বলা যায়। এইরূপ যে পুরুষ আপনার কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা সে কথিত রীত্যনুসারে তনাদি অর্পণ করিয়া গুরুকুলে বা সমীপে বাস করতঃ ভিক্ষাদ্বারা দিনপাত করিবে। অর্থাৎ ভিক্ষাদ্বারা যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহা সর্ব্বাগ্রে গুরুকে নিবেদন ও অর্পণ করিবে, নিজে ভোজনের জন্য প্রার্থনা করিবে না, কিন্তু গুরু যাহা কিছু কৃপা করিয়া প্রদান করিবেন তাহাই ভোজন করিবে। একদিনে দ্বিতীয়বার সেই গ্রামে ভিক্ষা যাচনা করিবে না। যদি গুরু শিষ্যের শ্রদ্ধা পরিক্ষার নিমিত্ত কোন দিন কিছুই না খাইতে দেন তাহাও সন্তোষ পূর্ব্বক সহ্য করিবে. অর্থাৎ শিষ্য সর্ব্বদা গুরু সমীপে সহর্ষচিত্ত ও সহনশীল স্বভাবযুক্ত হইয়া থাকিবে। এইরূপ ব্যবহারের কিয়ৎকাল পরে শিষ্য গুরুর অবকাশ ও প্রসন্ন বদন দেখিয়া অতিনম্রভাবে করজোড় করিয়া গুরুকে এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে "হে ভগবন্ এ দাসের কিছু প্রষ্টব্য আছে" আর যদি গুরু আজ্ঞা দেন তবে প্রশ্ন করিবে। এইরূপ শাস্ত্রানুসারে প্রাপ্ত বা সমীপস্থিত গর্ব্বাদি দোষরহিত শান্তচিত্ত ও বিরক্তচিত্ত শিষ্যকে গুরু যে পরাবিদ্যারূপ বিজ্ঞানদ্বারা অত্যন্ত গম্ভীর বাক্য মনের অগোচর পরব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে সেই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবেন।

কচিৎ জন্মান্তরীয় উত্তম কর্ম্মের প্রভাবে তনার্পণাদি সেবাবিনাও গুরু স্বয়ংই কৃপা করিয়া অধিকারী বিশেষকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন। এরূপেও শুদ্ধ অধিকারীর কল্যাণ হইয়া থাকে, কারণ, গুরু সেবার দুই ফল, একটী গুরুর প্রসন্নতা লাভ ও দ্বিতীয়টী অন্তঃকরণের শুদ্ধি, এ উভয়ই পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য সংস্কারদ্বারা উক্ত অধিকারীর সিদ্ধ। শ্রুতি স্বয়ং আত্মার দুর্ব্বোধ্যতা তথা গুরু শিষ্যের দুর্লভতা নিম্নোক্ত মন্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন। তথাহি

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ, শৃন্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।

আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা, আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ ইতি।

(কঠোপনিষদ প্রথমাধ্যায়গত দ্বিতীয় বল্লী ৭ মন্ত্র।

অর্থ—যিনি শ্রবণেও বহু লোকের লভ্য নহেন অর্থাৎ যাঁহার শ্রবণ নিতান্ত দুষ্কর ও সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, শুনিলেও যাঁহাকে বহু লোকে জানিতে পারে না অর্থাৎ শ্রবণফল আত্মজ্ঞান সকলের পক্ষে সুলভ নহে, এই আত্মার বক্তা (উপদেষ্টা) আশ্চর্য্য এবং তাঁহাকে পায় বা লাভ করে, এরূপ লোকও আশ্চর্য্য (কদাচিৎ কোন ব্যক্তি)। অধিক কি বলিব, তাঁহাকে বুঝায় এমন আচার্য্যও আশ্চর্য্য (দুর্লভ) এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রানুযায়ী অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করে এরূপ শিষ্য বা শ্রোতাও আশ্চর্য্য অর্থাৎ দুর্লভ।

সর্ব্বশেষে এইমাত্র বক্তব্য, উপরে যে গুরুর লক্ষণ প্রদর্শিত হইল তাহা ব্রহ্মজ্ঞান অধিকারে কথিত, সুতরাং উহা ব্রহ্মোপদেষ্টা সদ্‌গুরুর লক্ষণ, মন্ত্র-দাতা গুরুর লক্ষণ নহে। মন্ত্রোপদেষ্টা অর্থাৎ যিনি তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত রীতিতে মন্ত্র প্রদান করেন তিনি তত্ত্বদর্শী বা শাস্ত্রজ্ঞ বা বেদজ্ঞ হউন বা না হউন তাঁহার গুরুত্ব কেবল যে সে কোন এক মন্ত্র প্রদানে অথবা তাঁহার কার্য্য কেবল তন্ত্রশাস্ত্রের প্রণালীতে কুলের বীজমন্ত্র প্রদানে পরিসমাপ্ত, সুতরাং তিনি কুলগুরু, আদিসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, এ প্রকরণের বিষয় নহেন। ইতি॥

চতুর্থ খণ্ড।

চতুর্থ পাদ।

উপসংহার।

উপসংহারে অধিক কিছু বলিবার নাই, বক্তব্য বিষয় সমস্তই পূর্ব্বে সবিস্তারে প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ জীবেশ্বর জগৎ সম্বন্ধে তর্কঘটিত প্রায়সঃ সকল কথাই বলা হইয়াছে এবং সেই অবসরে ইহাও বলা হইয়াছে যে, জগৎ-কারণ ঈশ্বর ও ধর্ম্মাধর্ম্ম এই দুই তত্ত্ব সর্ব্বথা মানববুদ্ধির অবিষয়, সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তই শুষ্কতর্কে বা কল্পনাতে আরোহিত হইবার নহে। কথিত কারণে চিন্তা ও যুক্তির অতীত বস্তু বিষয়ে পক্ষপাতী হওয়া ন্যায্য নহে, পক্ষপাতী হইলে তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হয় না, সৎসিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয় না। অতএব সদ্বিচারদ্বারা বুদ্ধিকে সৎপথগামী করা উচিত এবং তর্ক মাত্র অবলম্বন করিয়া অচিন্তনীয় বস্তুর বিরুদ্ধে উদ্যম সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা বিধেয়। তৎপ্রতি হেতু এই যে, লোক সকল নিজ বুদ্ধির সাহায্যে অতীন্দ্রিয় বস্তু বিষয়ে যে সকল তর্কের কল্পনা করে, উদ্ভাবন করে, সে সকল তর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার নহে, ইহা ব্যাসের "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদি" সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মানববুদ্ধির বিচিত্রতা নিবন্ধন কল্পনার কোন সীমা নাই, অবধি নাই, যে যে পরিমাণে বুঝে সে সেই পরিমাণে কল্পনা করে। এই কারণেই জগৎ, ঈশ্বর, জীব, কর্ম্ম, ও মুক্তি সম্বন্ধে লোকের নানাবিধ বুদ্ধিপরিকল্পিত বিপ্রতিপত্তি, কলহ, বিবাদ, কল্পনা, ও বিতণ্ডা হইয়া থাকে আর এই সকল বিতণ্ডাদিরূপ বাগাড়ম্বরদ্বারা স্ব স্ব মতের পোষকতাজন্য ও পরপক্ষের খণ্ডনজন্য বহুধা অযথা যত্নও হইয়া থাকে। বলা বহুল্য, ইহা সকল হইবারই কথা, কারণ, যখন ইন্দ্রিয়গোচর সামান্য স্থূল ব্যবহারোপযোগী শব্দাদি বিষয়ে কোন স্থলে মনুষ্য সিদ্ধান্তের স্থিরতা বা ঐকমত্য নাই তখন বুদ্ধ্যাদি অগম্য তত্ত্বজ্ঞান-রহস্য সম্বন্ধে তথা

ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে মানববুদ্ধি পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের একরূপতা বা যথার্থ জ্ঞানোৎপাদনের জনকতা স্বপ্নেও কল্পনা করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, এই পবিত্র সুরক্ষিত বিশ্বরাজ্যের এরূপ নিয়মও হইতে পারে না যে, জীবগণ কল্যাণ লাভের উপায়াভাবে অজ্ঞানে সদা আচ্ছন্ন থাকিয়া নিরন্তর সংসারানলে দগ্ধ হইতে থাকে। কথিত কারণে জীবের কল্যাণার্থ অজ্ঞাততত্ত্বের প্রকাশক সদা একরসরূপ কোন একটী মোহ প্রমাদাদি বর্জ্জিত অপৌরুষেয় শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় এবং এই প্রয়োজনের উপপত্তি হইলে ভূমণ্ডলে যতগুলি শাস্ত্র প্রচলিত আছে তন্মধ্যে বিচার দৃষ্টিতে একমাত্র বেদই উক্ত লক্ষণাক্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া মান্য করিতে হইবে, কেননা, শাস্ত্রের সমস্ত লক্ষণ বেদেই পরিলক্ষিত হয়, ইহা পূর্ব্বে যুক্তিবলে স্থিরীকৃত হইয়াছে। বেদভিন্ন অন্য শাস্ত্রের ঐশ্বর-মর্য্যাদা সর্ব্ব প্রমাণ বাধিত, অর্থাৎ বেদ পরিত্যাগ করিয়া কস্মিন্ কালে কেহ অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম নহে, অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞানলাভের জন্য প্রমাণভূত বেদই পরম উপায়। জীবেশ্বর জগৎ সম্বন্ধীয় তত্ত্বানুসন্ধান মানব বুদ্ধির আয়ত্তাধীন নহে বলিয়া তদ্বিষয়ে যত্ন বৃথা এই বলিয়া উপেক্ষা করাও অন্যায্য। কারণ, তদ্দ্বারা কেবলমাত্র মনের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পায় এবং এই দুর্ব্বলতা জ্ঞান সাধনের, সংসোধনের, মার্জ্জনের ও পরিবর্দ্ধনের প্রবল শত্রু হওয়ায় সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। আমি কে? আমার স্বরূপ কি? কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব? সৃষ্টি কেন? জগৎই বা কি? মুক্তি কি? দুঃখের উচ্ছেদ কিরূপে সম্ভব? ইত্যাদি প্রকার বহু বিধ প্রশ্ন চিন্তাশীল মানবগণের চিত্তে সততই উদিত হইয়া থাকে এবং ইহা সকল উদিত হইলে জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্তি জন্মে ও পক্ষপাতাদিরহিত হইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে সর্ব্বদা অনুসন্ধানাত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা বিচারে রত থাকিলে ইহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, উক্ত সকল বিষয় কেবল মাত্র শাস্ত্র গম্য, মনুষ্য বুদ্ধির অবিষয়। এইরূপে সদ্গুরু ও সৎশাস্ত্রাদি সহকৃত বিচারে প্রবৃত্তমান ব্যক্তির উল্লিখিত সকল আশঙ্কা ও তৎসদৃশ অন্যান্য আশঙ্কা সমূলে নিরাকৃত হইয়া সর্ব্বানুসন্ধানের মূলভিত্তি যে আত্মান্বেষণেচ্ছা তদ্বিষয়ে তাহার আসক্তি জন্মে আর এই আসক্তি যথা সময়ে অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে পরিণত হইয়া সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করে। অতএব তত্ত্বাবগাহী জ্ঞানের

প্রাপ্তিজন্য গত্যন্তরের অভাবে শ্রেষ্ঠকামী পুরুষের পক্ষপাত রহিত হইয়া বেদের আশ্রয়, বেদ মূলক শাস্ত্রের আশ্রয় তথা শ্রোত্রিয় ব্রহ্মদর্শী গুরুর আদেশ ও উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। বেদের সমুদয় সিদ্ধান্ত এরূপ তর্ক যুক্ত্যাদিরূপ পরাক্রান্ত দুর্গ দ্বারা সংরক্ষিত যে দাম্ভিক তার্কিকগণেরও উহা দুর্ভেদ্য ও দুরাক্রম্য। এইরূপে যদ্যপি শিষ্টগণের নিকটে একমাত্র বেদই ঐশগুণসম্পন্ন বলিয়া গণ্য, তথাপি বেদবাহ্য অপর সকল শাস্ত্রও সারগ্রাহী দৃষ্টিতে নিরর্থক নহে। কারণ, উক্ত সকল শাস্ত্রেরও পরম ও চরম উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ ঈশ্বর প্রসাদ লাভ অথবা পরম সুখের প্রাপ্তি, এই অর্থ বেদেরও অবিরুদ্ধ, বেদের মূল সিদ্ধান্ত সহিত উক্ত অর্থের কোন প্রভেদ নাই। সত্য বটে, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, বিশ্বাস, রীতি, নীতি, কর্ম্মোপাসনা প্রভৃতি সকল বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে মতের অত্যন্ত বিরোধ বা প্রভেদ আছে, কিন্তু পরম সুখের প্রাপ্তিরূপ যে চরম লক্ষ্য তদ্বিষয়ে কোন শাস্ত্রের বা সম্প্রদায়ের বিরোধ বা প্রভেদ নাই। এইরূপে লক্ষ্য বিষয়ে ঐক্য থাকায় যদ্যপি শাস্ত্র ভেদে ও মত ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া পরম সুখরূপ যে পদার্থ তাহাকে স্ব স্ব নামে অঙ্কিত করতঃ স্বর্গ, হেভন (Heaven), বিহিস্ত, পরমগতি, অনন্ত উন্নতি, মুক্তি, ইত্যাদি শব্দে বিশেষিত করিয়া থাকেন, তথাপি উক্ত সুখের প্রাপ্ত জন্য সকল শাস্ত্রকারেরাই স্বীয় স্বীয় প্রক্রিয়া ও রীত্যনুযায়ী ঈশ্বর প্রণিধান, তত্ত্বজ্ঞান, ধ্যান, ধারণা, উপাসনা, বিবেক, বিচার, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, দয়া, জপ, তপ, পূজা, দান, পরোপকার, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, অসৎ কর্ম্মের ত্যাগ, এইরূপ এইরূপ নানাবিধ সারগর্ভ যে উপদেশ বিধান করিয়াছেন তাহাতে কাহারও বিবাদের স্থল নাই। সুতরাং এই সকল কার্য্যে যদি প্রগল্‌ভতা, ধর্ম্ম-ধ্বজিত্ব, বিড়াল-ব্রতিকত্ব, বকধার্ম্মিকত্বাদিভাব বর্জ্জিত হয় ও সরল নির্ম্মল অকপট চিত্তে দ্বেষ দম্ভাদিবুদ্ধি রহিত পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চই উক্ত সকল কর্ম্মের উল্লিখিত প্রকারের মতভেদ সত্ত্বেও ফল-সাম্য ও অবিশেষতা হয়। কারণ, বিশ্বাস, ভাবনা, কল্পনা, ভেদে সাধন বা অনুষ্ঠানের প্রভেদ হইলেও উক্ত ভেদদ্বারা বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, যে হেতু চিত্তের বিক্ষিপ্ততা দ্বেষ অভিমানাদিই সর্ব্ব বিশেষ ও অনর্থের মূল। ইহা সকল বর্জ্জিত বা পরিত্যক্ত হইলে কর্ম্মোপাসনাদি সমস্ত কর্ম্ম ফলবতী হইয়া সকলের

পক্ষে সমান উন্নতির হেতু হইতে পারে। আর এক কথা এই—নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয়, উপাস্য নহেন, তথা সগুণ ব্রহ্ম উপাস্য, জ্ঞেয় নহেন। সুতরাং জ্ঞান জ্ঞেয়ের অধীন হওয়ায় অপরোক্ষসাক্ষাৎকারের হেতু, কিন্তু উপাসনাদিকর্ম্ম ইচ্ছা, হট, বিশ্বাস, ভাবনা, প্রভৃতির অধীন হওয়ায় পরোক্ষরূপ উপাস্যের স্তাবক ও কল্পক। কথিতকারণে স্বীয় স্বীয় বিশ্বাস বা ভাবনানুরূপ উপাস্য-ঈশ্বরের স্তুতি বা কল্পনাতে পরস্পর সহিত পরস্পরের বিরোধ থাকিলেও সকল কল্পনা কল্পনারূপে সমান হওয়ায় যেরূপ কার্ষাপণের পাদকল্পনাদ্বারা বিভক্ত-রূপে সকল পাদই ব্যবহারোযোগী হইয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞেয় ব্রহ্মের গুণমূর্ত্ত্যাদিরূপ পাদকল্পনাদ্বারা সকল পাদই পরস্পর বিভক্তরূপ হইলেও উপাসনার উপযোগী অবশ্য হইবে। এইরূপে উপাসনাতে গুণ ও মূর্ত্তি উভয়েই কল্পনা কল্পনারূপে সমান হওয়ায় সমুচ্চয়ভাবে অথবা পৃথক্‌ভাবে আরোপিত গুণ মূর্ত্ত্যাদিদ্বারা উপাসনার কোন বিশেষ হয় না আর উপাস্যের পারমার্থিক স্বভাব ও স্বরূপেরও তদ্দ্বারা কোন বৈপরীত্য ঘটে না। অর্থাৎ নির্গুণ জ্ঞেয় ব্রহ্ম উপাসনাদি উপলক্ষে আরোপিত গুণমূর্ত্ত্যাদি দ্বারা ভাবিত হইলে স্বরূপে বিকৃত হন না এবং তাঁহার স্বভাবেও কোন বৈলক্ষণ্য সঙ্ঘটন হয় না। মনবুদ্ধির অতীত জগৎকারণবিষয়ে যে যেমন বুঝে সে ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস ও ভাবনানুরূপ গুণাদিকল্পনা করে ও ঈশ্বর তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। যদ্যপি কল্পনার তারতম্যে ফলেরও তারতম্য হইয়া থাকে, তথাপি প্রকৃতপক্ষে সরল নিশ্মল নিষ্কপটাদিভাবে উপাসনাদি অনুষ্ঠিত হইলে উক্ত ভেদ অতিশয় লাঘব হইয়া অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। সুতরাং রাগ দ্বেষাদিরহিত নির্ম্মল চিত্তই কর্ম্মোপাসনার উত্তমাঙ্গ এবং এই ভাবে সকল কর্ম্ম সাধিত হইলে জপ তপ ধ্যান পূজা প্রভৃতি সমস্ত শুভ কর্ম্মের একই ফল হয় অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিদ্বারা উক্ত লক্ষণসংযুক্তকর্ম্মই পরম সুখপ্রদানের হেতু হয়, স্বর্গাদি সুখের ত কথাই নাই। অমুক সম্প্রদায় মুক্তির অধিকারী অমুক নহে, অমুক সম্প্রদায় বিশেষই ঈশ্বরের কৃপা পাত্র অন্য নহে, ইত্যাদি প্রকার সকল কথা মনোরথমাত্র। সকল সম্প্রদায়েরই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র মনুষ্যচরিত্রের সংশোধক, নাশক নহে। শুভকর্ম্মাদির ফল কখনই সুখ না জন্মাইয়া ব্যর্থ হইবার নহে, এইরূপ অশুভকর্ম্মাদিরও ফল দুঃখ না জন্মাইয়া কদাপি

নাশ হইবে না, কর্ম্মের যে ফল তাহা হইবেই, ইহার অন্যথা হইবে না। অতএব ধর্ম্মধ্বজিত্বাদিভাবরহিত হইয়া শুভকর্ম্মাদি আচরিত হইলে অর্থাৎ শুভকর্ম্ম ও উপাসনা ভেদভাবে অনুষ্ঠিত হউক বা অহংগ্রহ ভাবে অনুষ্ঠিত হউক অথবা যে কোন রীতি বা প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হউক, তাহা নির্ম্মল শুদ্ধ ভক্তি প্রেম শ্রদ্ধাদিপূর্ণ অন্তঃকরণে দৃঢ় সঙ্কল্প সংযুক্ত চিত্তে সাধিত হইলে সকল সম্প্রদায়েরই কর্ম্ম যাহার যেরূপ ভাবনা তদনুরূপ ইষ্টফল প্রদানের হেতু হইবে, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। এইরূপে সকল সম্প্রদায়েরই ধর্ম্মশাস্ত্র সার্থক এবং যদিও প্রধান প্রধান বিষয়ে পরস্পর সহিত পরস্পরের মতের প্রবল বিরোধ আছে, তবুও সারগ্রাহীদৃষ্টিতে সকল শাস্ত্রই সমানভাবে জীবগণের ইষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হওয়ায় সকলই সমান ইষ্টকারী, অনিষ্টকারী নহে। আর যদ্যপি উপনিষদ্ জনিত জ্ঞানই মুক্তিরূপ পরম সুখের একমাত্র উপায়, তথাপি যেরূপ জ্ঞান মুক্তির প্রাপক তদ্রূপ কর্ম্মোপাসনাও জ্ঞানের উপায় হওয়ায় স্ব স্ব সম্প্রদায়োক্ত সকল সাধনের পরম্পরারূপে জ্ঞানের হেতুতা নিবন্ধন তাহাদিগকে পরমানন্দ লাভরূপ লক্ষ্যেরও প্রাপক বলা যায়। প্রদর্শিত কারণে সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম শাস্ত্র মনুষ্যের চরিত্র ও ভাব সংশোধনে প্রবৃত্ত হওয়ায় সকলই পরম সুখরূপ মোক্ষ লাভের সমান উপকারক। হিন্দু শাস্ত্রে ইহার নিদর্শন যথা—

চারি বেদের মধ্যে কতকগুলি বচন জ্ঞেয়ব্রহ্মের বোধক, কতকগুলি ধ্যেয় ব্রহ্মের বোধক ও অবশিষ্ট বচনগুলি কর্ম্মের বোধক। কর্ম্মবোধক ও উপাসনাবোধক বেদ বচনের অন্তঃকরণ-শুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানই প্রয়োজন, প্রবৃত্তিতে কোন বেদবচনের অভিপ্রায় নাই, কিন্তু লোকের স্বাভাবিক নিষিদ্ধ প্রবৃত্তি হইতে প্রত্যাভিমুখ করাই কর্ম্মবোধক বেদবচনের অভিপ্রায়। এই কারণে অভিচারাদি কর্ম্মের প্রতিপাদক যে অথর্ব্ববেদ তাহারও স্বভাবিক দ্বেষাদিদ্বারা প্রাপ্ত যে প্রবৃত্তি সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতেই তাৎপর্য্য। যেমন শত্রু বধে প্রবৃত্ত যে ব্যক্তি সে অস্ত্রাদি বা অগ্নিদাহাদি দ্বারা শত্রুর বধ না করে তজ্জন্য শ্যেনযাগাদিরূপ অভিচার কর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ শত্রুবধের কামী পুরুষ শ্যেনযাগাদি ভিন্ন অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া শত্রুবধে প্রবৃত্ত না হয় তৎকারণে শ্যেনযাগাদি বিধান করায় বেদের অভিপ্রায় প্রবৃত্তিতে, নিবৃত্তিতে নহে। কারণ, প্রবৃত্তি দ্বেষ

দ্বারা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার নিবৃত্তি জন্যই শ্যেনযাগাদি বেদবচনের প্রবৃত্তি, অন্যার্থে নহে। এইরূপে সমস্ত অথর্ব্ববেদের নিবৃত্তিতে তাৎপর্য্য ও অপর তিন বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মোপাসনা বোধক বাক্যের চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানের উপযোগিতাতে তাৎপর্য্য।

চারি উপবেদের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদের বৈরাগ্যে তাৎপর্য্য, কারণ, ঔষধাদি দ্বারা রোগাদির শান্তি হইলেও পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয় বলিয়া লৌকিক উপায় তুচ্ছ, ইহা বিজ্ঞাপিত করায় তথা নিত্য চিরসুখের বুদ্ধি উৎপাদন করায় আয়ুর্ব্বেদের অন্তঃকরণ শুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানেই উপযোগ হয়।

ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালনাদি ব্যবহার, ধর্ম্মরক্ষা, তজ্জন্য ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা, ইত্যাদি ধনুর্ব্বেদের প্রতিপাদ্য যে সকল বিষয় তাহাদেরও চিত্তশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষই অভিপ্রায়।

দেবতার আরাধনা, নির্ব্বিকল্প সমাধির সিদ্ধি, ইত্যাদি সকল বিষয় গান্ধর্ব্ব-বেদের প্রয়োজন, ইহাও অন্তঃকরণের একাগ্রতাদ্বারা মোক্ষেরই উপকারক।

নীতি শিল্প শাস্ত্রাদি সকল অর্থবেদের অন্তর্গত। নিপুণ পুরুষদিগেরও সৌভাগ্য ব্যতিরেকে ধনের প্রাপ্তি হয় না, এইরূপে অর্থবেদেরও তাৎপর্য্য বৈরাগ্যে পরিসমাপ্ত।

চারিবেদের শিক্ষা কল্পাদি ষড়ঙ্গ বেদার্থবোধের ও কালজ্ঞান প্রভৃতির উপযোগী হওয়ায় জ্ঞানেই উক্ত সকল বিদ্যার তাৎপর্য্য।

পুরাণাদি শাস্ত্রের দেবতার আরাধনাদ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধিতে তাৎপর্য্য হওয়ায় জ্ঞানে উহাদিগের উপযোগিতা স্পষ্ট।

উক্ত প্রকারে সাংখ্য শাস্ত্র, যোগ শাস্ত্র, ন্যায় শাস্ত্র, মন্ত্র শাস্ত্র, বৈষ্ণবতন্ত্র, শৈবতন্ত্র, প্রভৃতি শাস্ত্রে মানস ধর্ম্মের নিরূপণ থাকায় সকলই জ্ঞানের উপকারক। সাংখ্য শাস্ত্রের ত্বং পদের লক্ষ্যার্থ বোধনদ্বারা মহাবাক্যের সোধনে উপযোগ হয়। যোগশাস্ত্র জ্ঞান সাধন নিদিধ্যাসনের বিধানদ্বারা বিপর্য্যয় জ্ঞানের বাধক জ্ঞান উৎপাদন করতঃ মোক্ষের উপকারক হয়। আত্মার বিভুত্বাদি ধর্ম্ম বিজ্ঞাপনদ্বারা শ্রবণ মননের সহকারী হওয়ায় ন্যায়শাস্ত্রেরও উপাদেয়তা জ্ঞানে স্পষ্ট। মন্ত্র শাস্ত্র, বৈষ্ণব তন্ত্র, শৈবতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রও দেবতা অরাধনা বোধক হওয়ায় ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত, ইহা সকলেরও অন্তঃকরণের নিশ্চলতা দ্বারা মোক্ষসাধন জ্ঞানই ফল হয়।

অধিক কি, বেদবিরুদ্ধ অঘোরশাস্ত্র তথা বাম-তন্ত্রাদিশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ও রাগাদি স্বভাবপ্রাপ্ত যে মকারাদি সেবনরূপ যথেষ্টাচারকর্ম্ম সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত যথেষ্টাচার পুরুষদিগকে ঈশ্বরাভিমুখীন করায় উক্ত সকল শাস্ত্রাদিরও ধর্ম্মে উপযোগিতা হয়।

যেরূপ সারগ্রাহীদৃষ্টিতে হিন্দুদিগের সমস্ত শাস্ত্র স্থল বিশেষে বেদবিরুদ্ধ হইলেও সকলই সমান শুভফলের হেতু, তদ্রূপ বেদবিরুদ্ধ মতান্তরীয় সমুদায় শাস্ত্রও কর্ম্মোপাসনাদিদ্বারা জ্ঞানের উপযোগী হওয়ায় সার্থক। ইহার নিদর্শন যথা,

অহিংসাদিধর্ম্মের এবং অন্যান্য শুভকর্ম্মের প্রতিপাদক হওয়ায় জৈন শাস্ত্রের উপদেয়তা সহজে প্রতীয়মান হয়।

জগতের নাস্তিত্ব (শূন্যত্ব) মাধ্যমিকশূন্যবাদীমতের তথা জ্ঞানেরই পরিণাম জগৎ, ইহা অপর বৌদ্ধমতের প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়ায় এবং অবিদ্যাদ্বারা জীবগণের বন্ধন এবং সমাধি দ্বারা প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের আলয়বিজ্ঞানধারায়ে বিলয়, এই সকল বিষয়ের বৌদ্ধমতে নিরূপণ থাকায় বৈরাগ্যাদিতে পর্য্যবসান বশতঃ বৌদ্ধমতেরও নিবৃত্তিমার্গে উপযোগিতা হয়।

চার্ব্বাকমতের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকমতের অনুরূপ। যদ্যপি উভয় মতের প্রতিপাদ্য বিষয় বৈদিক মতের প্রতিদ্বন্দ্বী, তথাপি উক্ত দুই মতেও শব্দাদি বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরতা, রূপান্তর বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি, ইত্যাদি সকল সিদ্ধান্ত থাকায় বিবেকীয় দৃষ্টিতে ইহাদেরও বৈরাগ্যে তাৎপর্য্য।

মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, পারসী, থিয়াসাফিষ্ট, আর্য্যসমাজ, ব্রহ্মসমাজ, কবীর পন্থী, দাদু পন্থী, নানক পন্থী, প্রভৃতি সকল আধুনিক মতেও উপাসনা শুভকর্ম্মাদি প্রতিপাদিত হওয়ায় তথা অনেক সারগর্ভ উপদেশ থাকায় উক্ত সকল মতেও ইষ্টসিদ্ধির অভাব নাই।

প্রদর্শিত প্রকারে যেহেতু মতান্তরীয় সকল শাস্ত্রই স্বীয় স্বীয় রীতি ও প্রক্রিয়ানুযায়ী উপদেশাদি বিধানদ্বারা লোকের হিতসাধনে প্রবৃত্ত, সেই হেতু উক্ত সকল শাস্ত্রের সহিত হিন্দুশাস্ত্রের অনেক অনৈক্য থাকিলেও উক্ত অনৈক্য তাহাদের সার্থকতা ভঙ্গ করিতে সক্ষম নহে। কেননা যেরূপ শত্রুর আঘাতদ্বারা রুধির নির্গত হইয়া দৈবযোগে রোগের নিবৃত্তি হইলে আঘাত-

প্রাপ্তপূরুষ শত্রুর আচরণকে সারগ্রাহীদৃষ্টিতে উপকার স্বরূপ বোধ করে তদ্রূপ উল্লিখিত সকল মতের উপদেশাদিদ্বারা কদাচিৎ উপকার প্রাপ্ত হইলে উক্ত সকল মতকেও সারগ্রাহীদৃষ্টিতে সার্থক বলা যাইতে পারে। ইহা উত্তম সংস্কার বিশিষ্ট ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষগণের দৃষ্টি। কথিত কারণে মঙ্গলার্থী পুরুষের ধর্ম্ম-রহিত না হইয়া ধর্ম্মে নিষ্ঠা হওয়া ভাল এবং লোকমাত্রেরই মতান্তরীয় শাস্ত্র সকলের প্রতি তথা উক্ত শাস্ত্রানুগামী জনগণের প্রতি ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ, প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কায়িক বাচিক মানসিক সকল শুভ কর্ম্মে স্বস্ব শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে প্রেম ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণে নিযুক্ত থাকা উচিত, থাকিলে সর্ব্ব শাস্ত্রের যে চরম লক্ষ্য তাহার প্রাপ্তি সকলেরই পক্ষে সুলভ হইয়া পড়ে। এইরূপে যদ্যপি সকলেরই শাস্ত্র স্ব স্ব অধিকারানুসারে মানবের হিত কামনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় সকলই সমান উপাদেয় তথাপি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে তথা জগৎ কারণ ঈশ্বর বিষয়ে প্রমাণজন্য জ্ঞান-যাথার্থ্য লাভের নিমিত্ত বেদ ভিন্ন গত্যন্তর নাই, উক্ত দুই বিষয়ের জ্ঞান কেবল বেদ ও বেদ মূলক শাস্ত্র লভ্য, অন্য উপায়ে উহাদের জ্ঞান সম্ভব নহে। সুতরাং উক্ত দুই তত্ত্বের জ্ঞানজন্য বেদের তথা বেদ মূলক শাস্ত্রের উপদেশ গৃহীতব্য, অন্যথা অবজ্ঞা অনাদর স্থলে অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায়ে অনর্থের প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। গোলাঙ্গুল ন্যায়ের স্বরূপ এই—কোন ধনীলোকের পুত্রকে দস্যু হরণ করিয়া তাহার অলঙ্কার কাড়িয়া ও নেত্র বিদারণ করিয়া তাহাকে একটী গহন কাননে ছাড়িয়া দিল। তথায় কোন নির্দ্দয় বঞ্চক সেই অসহায় রুদনকারী বালককে বলোন্মত্তবলীবর্দ্দকের লাঙ্গুল ধরাইয়া এই বলিয়া উপদেশ করিল "তুমি এই লাঙ্গুল সাবধানে ধরিবে, কখনও ছাড়িবেনা, এই পশু তোমাকে নগর লইয়া যাইবে"। উক্ত দুঃখী বালক সেই প্রবঞ্চকের কথা বিশ্বাস করিয়া যেরূপ বিপুল অনর্থের ভাগী হইয়াছিল সেইরূপ অবিবেকী পুরুষ বিষয়রূপ দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিবেকরূপ নেত্র বিহীনে সংসাররূপ বনে ভ্রমণ করতঃ স্বোৎপ্রেক্ষিত সিদ্ধান্তে বা ভেদবাদী শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপিত করিয়া মনে করে, "ইহাই আমার কল্যাণের পরম উপায়, ইহা আমি ত্যাগ করিব না," এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী বা পক্ষপাতী হইয়া বিবেকহীন পুরুষ পরম সুখরূপ মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জন্ম মরণরূপ মহাদুঃখ সতত অনুভব করিয়া থাকে। অতএব জ্ঞাননিমিত্ত বেদাদি শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয়, কিন্তু

কর্ম্মোপাসনাদি বিষয়ে স্বীয় স্বীয় শাস্ত্রের বা আচার্য্যের উপদেশানুসারে অসূয়াবুদ্ধিরহিত পূর্ব্বক কায়মনোচিত্তে স্বকর্ত্তব্য কার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকিলে কর্ম্মকর্ত্তার ইষ্টসিদ্ধি কালান্তরে জ্ঞানফল লাভানন্তর অত্যন্ত সুলভ হইতে পারে। কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি, সকল ধর্ম্মই স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে মানব জাতির উন্নতি সাধনে তৎপর হওয়ায় উক্ত সমস্ত শাস্ত্রই সফল ও সার্থক, নিরর্থক নহে।

ইদানীং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে অনেকে কল্পনা করেন যে, ক্রমোন্নতি সংসারের ধর্ম্ম ও স্বভাব, অবনতির নিয়ম বিরুদ্ধ, অতএব অসম্ভব। একথা তাঁহারা কেবল মুখেই বলেন না কিন্তু ইহার নিদর্শনও দেখান। যথা—

জগতের ইতিহাস ও সংসারের পূর্ব্বাপরীভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, জগৎ ক্রমশঃ উন্নতির পথে ধাবমান। কার্য্যক্ষেত্রে অসংখ্য নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে, পুরাতন পদার্থের নানাবিধ নবনব সংস্কার হইতেছে, অগণ্য নবীন নবীন যন্ত্রাদির ক্রমশঃ সৃষ্টি হইতেছে, বিদ্যা বুদ্ধির স্রোত প্রতিদিন বৃদ্ধি হইতেছে, এইরূপে সকল বিষয়েই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি চতুর্দ্দিকে পরিলক্ষিত হইতেছে। কিয়ৎ-কাল পূর্ব্বে ইহা সকল স্বপ্নেরও অতীত ছিল, পূর্ব্বে যাহা অসম্ভব বলিয়া লোকের ধারণা ছিল, এক্ষণে তাহা সাধারণের আয়ত্তাধীন, আবার এক্ষণে যাহা ধারণার অতীত, হয় ত তাহা পরক্ষণে লোকের দৈনিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য হইবে। এইরূপে সংসারের স্রোত কেবল উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে এবং পরেও হইতে থাকিবেক, ইহার অন্যথা হইবেক না, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। পুরাকালে সকল জাতিই ঘোর অসভ্য বলিয়া পরিচিত ছিল, পরে শনৈঃ শনৈঃ বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি সহিত ক্রমশঃ উন্নত হইয়া হইয়া এক্ষণে সভ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হিন্দুগণ যেমন অসভ্য পূর্ব্বে ছিলেন তেমনি প্রায় এখনও আছেন, কেননা, তাঁহাদের সামাজিক নিয়মের আঁটা আঁটী এত প্রবল ও অধিক যে তাহা হইতে সচরাচর লোকের নিষ্কৃতি লাভ করা অত্যন্ত সুকঠিন। হিন্দুধর্ম্মে যোগজধর্ম্ম জনিত ঐশ্বর-ক্ষমতা, মুনি ঋষিগণের অলৌকিক জ্ঞান-সম্পত্তি, যাহা হিন্দুদিগের গৌরবের সামগ্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা সমস্ত অন্ধ বিশ্বাস। পুরাতন হিন্দু সমাজের জাতি ধর্ম্ম ও জ্ঞানসম্পত্তি বিষয়ে অল্প চিন্তা করিলে সহজে প্রতীয়মান হইবে যে, পূর্ব্ব পুরুষগণ কেবল

জাতি ও পৌত্তলিক পূজাকে ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা বিবেচনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে সকল বিষয়েই পশুবৎভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিতেন। জাতি নিয়ম সর্ব্ব উন্নতির বাধক ও মনুষ্যত্বগুণের নাশক ইহা সকলেরই বিদিত। এইরূপ পৌত্তলিক পুজাও জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধির বিরোধী ও স্বাধীন চিন্তার প্রতিদ্বন্দ্বী। স্বদেশানুরাগ, ধর্ম্মানুরাগ ও আত্মোন্নতিরাগ, ইহা সকল তাঁহাদের কিছুই ছিল না, সংসারে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই চতুর্ব্বিধ পদার্থই তাঁহাদের আত্মসর্ব্বস্ব ছিল এবং উক্ত পদার্থচতুষ্টয়ের সাধনে তৎপর থাকিয়া উহাদিগকে ভোগ ও মোক্ষের চূড়ান্ত উপায় বিবেচনা করিতেন ও তদ্ভিন্ন অন্য পদার্থ জগতে আছে কিনা? এবিষয়ে তাঁহাদের পশুর ন্যায় কোন জ্ঞান ছিল না। এইরূপ এইরূপ বাক্যপ্রয়োগদ্বারা কোন এক শ্রেণীর লোক তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রতি, উক্ত পূর্ব্বপুরুষগণের বিদ্যা বুদ্ধির প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি ও শাস্ত্রের প্রতি উল্লিখিত প্রকারে আক্ষেপ প্রকাশ করতঃ আপনাদিগের আত্মগরিমা বিস্তার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। আবার আর এক দল বলেন, পূর্ব্ব আর্য্যগণের এই সৌর জগতে বিদ্যা বুদ্ধি জনিত সাংসারিক কীর্ত্তি অতি সামান্য যাহা কিছু ছিল তাহা অন্যকে প্রকাশ না করায়, গুপ্ত রাখায় সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। হাঁ ইহাও একটা কথার মতন কথা বটে। সে যাহা হউক, এই সকল মতের পক্ষপাতী লোকের প্রতি আমাদের বিশেষ কিছুই বলিবার নাই, কারণ উক্ত প্রজ্ঞাভিমানী ব্যাক্তিগণই জগতের বয়স চার পাঁচ সহস্র বৎসরের অধিক বিবেচনা করেন না। কাজেই বর্ত্তমান জগতের অবস্থা পূর্ব্বাপর জ্ঞানের অভাবে তাহাদের অবিচারিত দৃষ্টিতে অধিক উন্নত বলিয়া প্রতীত হয়। যদ্যপি উক্ত নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যেও অনেক প্রসিদ্ধ পুরাতন হিন্দুদিগের গৌরবের সামগ্রী কাল চক্রের মুখে পতিত হইয়া সংসার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে এবং তৎসকলের পরিবর্ত্তে উত্তমাধম অনেক অভিনব বস্তু নূতন ধরণে আত্মলাভ করিয়াছে আর এইরূপ ভবিষ্যতেও কাল স্রোতে পড়িয়া অনেক বর্ত্তমান পদার্থের তিরোভাব ও অনেক নবীন পদার্থের আবির্ভাব সম্ভব, তথাপি প্রবাহরূপে অনাদি অতীত কাল হইতে যে জগৎ অবস্থিত তথা উক্ত জগতের অন্তর্গত পদার্থ সকল চক্রবৎ ভ্রমণশীল কালকৃত জন্ম বিনাশাদিরূপ ষট্‌বিকারগ্রস্ত, এই সকল কথা উক্ত জনগণের মস্তিষ্কে আরোহিত হইবার নহে।

অধিক কি, এই বর্ত্তমান কল্পেরই পরমায়ু মনুষ্যবুদ্ধির ধারণার অতীত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই অসীমকালের অন্তর্ভূত "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে" এই নিয়মের অধীন জগতের স্থিতির উপপত্তি হইলে ইহা অনায়াসে উপপন্ন হইতে পারে যে, রীতি, নীতি, শিক্ষা, বিদ্যা, বল, বীর্য্য, রাজ্যপালনাদি ব্যবহার, নিয়ম, শৃঙ্খলা, পরিপাটী, ইত্যাদি সমস্তই সময় সময় বিভিন্ন ধরণে ও গঠনে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় ও লুপ্ত হয়। এইরূপ বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, কর্ম্মোপাসনার অনুষ্ঠান, শাস্ত্র ও ধর্ম্মে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, ইহা সকলও উল্লিখিত প্রকারে নূতন নূতন ভাবে মধ্যে মধ্যে সমাজে আবির্ভূত হয় আবার তিরোহিত হয়। কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি, অনাত্মপদার্থমাত্রই ষড়্বিকারগ্রস্ত হওয়ায় তথা সংসার কর্ম্মনিমিত্তক হওয়ায়, তথা দেশকাল নিমিত্তাদি ভেদে সকল বিষয়েরই সকল সময়ে চক্রবৎ পরিবর্ত্তনের নিয়ম থাকায়, ইহা বলা যাইতে পারা যায় না যে, জগৎ ক্রমসঃ সততই উন্নতি মার্গে অগ্রসর হইতেছে, এ উক্তি অত্যন্ত দুরুক্তি। এই সামান্য কথাটী অবিবেকী পুরুষগণের বুদ্ধিতে আরূঢ় না হওয়ায় তাহাদের নিকটে পূর্ব্ব আর্য্যগণের সকল কীর্ত্তিই এক্ষণে মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং তৎকারণে পূর্ব্ব পুরুষগণ স্ব স্ব বংশধরগণের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রভব পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি প্রভাবে অসভ্য অথবা পশু বলিয়া পরিচিত। এই কারণেই সেই পুরাকালের তন্ত্র, মন্ত্র, ঔষধি, বাণবিদ্যা প্রভৃতির অদ্ভুত অসাধারণ শক্তি এক্ষণে ভূতের গল্প মধ্যে গণ্য। রথারোহণাদিদ্বারা গগনমার্গে গমনাগমন যাহা তদানীং অতি সামান্য অকিঞ্চিৎকর বিষয় বলিয়া গণ্য হইত, তাহা ইদানীং বিশ্বাসের অযোগ্য হওয়ায় আরব্য উপন্যাসের কথার ন্যায় উপকথা মাত্র। যে যোগাভ্যাসদ্বারা পূর্ব্বআর্য্যগণ ঈশ্বরের ন্যায় প্রভূত ক্ষমতাবিশিষ্ট ও বিভূতিশালী ছিলেন সেই অমূল্য রত্ন সম্প্রতি অলীক বস্তু বলিয়া উপেক্ষিত। দেবগণের সহিত সদালাপ ও অন্যান্য ব্যবহার যাহা তৎকালে ধর্ম্মজ্ঞপুরুষগণের অধিকার ভুক্ত ছিল, তাহা এ সময়ে ধাত্রীর রূপকথা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এমন কি, দেবগণের অস্তিত্বও এক্ষণে অসভ্য-বিশ্বাস বা অন্ধ-বিশ্বাস মধ্যে পরিগণিত। যে জ্ঞান জ্যোতিঃদ্বারা পূর্ব্ব আর্য্যগণ সকল জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন ও তৎকারণে দেবগণেরও

পূজ্য ও আরাধ্য হইয়াছিলেন, মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় অজ্ঞানরূপী মহান্ধকারে আবৃত্ত সেই জ্যোতিঃ অদ্য ঘোর অপসিদ্ধান্ত সাগরের গুহ্যতম গর্ভে লুক্কায়িত। কালের অনন্ত স্রোতে পড়িয়া বিশ্বসংসারান্তর্গত সকল পদার্থেরই এবং কালান্তরে জগতেরও বটে, প্রদর্শিত প্রকারের পরিণাম, অর্থাৎ বৃদ্ধি, হ্রাস ও ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। সত্য বটে, সম্প্রতি পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈজ্ঞানিক-প্রবাহ কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত পথে ধাবিত হইতেছে এবং পরেও উহার অধিকতর উন্নতির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এই উন্নতি দেখিয়া ইহা বলা যায় না যে, উহার স্রোত অনন্তকালাবধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক, কখনই উহার হ্রাস বা নাশ হইবে না। বরং ইহার বিপরীত যাহা কিছু এক্ষণে দৃষ্টি হইতেছে তাহা সমস্তই এক সময়ে কালের ভবিষ্যৎক্রোড়ে নিপতিত হইয়া সিন্ধু-বিন্দুর ন্যায় কোথায় বিলীন হইবে যে তাহার কিঞ্চিৎমাত্র নাম গন্ধও থাকিবেক না। আর সেই ভাবিকালবর্ত্তী জনগণের নিকটে বর্ত্তমান কার্য্যকলাপের অস্তিত্ব স্বপ্নেও স্থান প্রাপ্ত হইবে না, যদি কিম্বদন্তিরূপে উহার গল্প অল্পও থাকিয়া যায় তাহাও তৎকালে ক্ষিপ্তের খেয়াল বলিয়া উপেক্ষিত হইবে। পুনর্ব্বার হয় ত কালের ভবিষ্যৎ গর্ভে উক্ত সকল ক্রিয়া ও জ্ঞানসম্পত্তি জন্ম লাভ করিয়া সহস্রগুণ অধিক উন্নত স্রোতে প্রবাহিত হইবে, এবং ভূমণ্ডলকে জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধির সৌরভে আনন্দিত ও পুলকিত করিয়া তুলিবে, আবার বিপরীত সময় উপস্থিত হইলে স্বয়ংই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ চক্রবৎ পরিবর্ত্তনই সংসারের নিয়ম এবং এই নিয়মেই সংসার চিরন্তন ঘূর্ণায়মান্। যে সকল বিদ্যা এক্ষণে প্রচলিত, সে সকল যতই বা যেরূপেই প্রচার হউক, যে প্রকারে বা যে ভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধারণের অধিকার ভুক্ত হউক, প্রতিকূল সময়ের আগমনে তৎ সকলের হ্রাস, তৎপরে সমূলে বিনাশ, এই দুই পরিনাম অবশ্যই ঘটিবে, ইহার অন্যথা হইবে না। দেখা যায়, পৃথীব্যাদি লোক, রবিচন্দ্রাদি মণ্ডল, তদ্বর্ত্তী দেব, মনুষ্য, পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীগণ, নদ, নদী, গিরি, গহ্বরাদি পদার্থ সকল, সুবিশাল রাজ্যাদি, ইহা সমস্তই উন্নতি অবনতি, অবনতি উন্নতিরূপ কালচক্রে ক্রমান্বয়ে ঘুরিতেছে আর কচিৎ সমূলে ধ্বংস হইয়া তিরোহিত হইতেছে এবং আবার নূতন ধরণে আত্মলাভ করিয়া প্রাদুর্ভূত

হইতেছে। এইরূপে এক ভাবে কাহারও অবস্থিতি নাই এবং কেহই একাদি ক্রমে উন্নতি বা অবনতি পথে ধাবমান নহে। সকল পদার্থই আবির্ভাব তিরোভাব স্বভাববিশিষ্ট হওয়ায় কখন উন্নতি মার্গে অগ্রসর হইতেছে, আবার কখন সময়ের প্রতিকূলতা স্থলে অবনতির স্রোতে পতিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, এই ভাবেই সংসার সদা প্রবর্ত্তিত আছে। ইহাই শাস্ত্রে কালচক্র, সংসারচক্র, মায়াচক্র প্রভৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থূল জ্ঞানটী উল্লিখিতরূপে কুতর্কবাধিত হওয়ায় অবিবেকীর নিকটে সংসার নানা প্রকার কল্পনা জল্পনার হেতু হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, উক্ত চক্র ছিন্ন করিবার, উহার ফাঁস হইতে মুক্ত হইবার নিষ্কাম কর্ম্মোপাসনাদি প্রভব জ্ঞানই এক মাত্র উপায়, এবং উক্ত জ্ঞান সাধনের পরিপক্কাবস্থায় ঈশ্বরের কৃপায়, বেদের কৃপায়, বেদমূলক শাস্ত্রের কৃপায় তথা ব্রহ্মবেত্তা গুরুর কৃপায় লভ্য, উহার প্রাপ্তির জন্য অন্য পথ নাই, প্রকার নাই ও গতি নাই, একথা পূর্ব্বে সবিস্তারে বলা হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে আর একটী কথা বলিয়া প্রস্তাবের সমাপ্তি করা যাইতেছে। প্রস্থানত্রয় অর্থাৎ "উপনিষদ, বেদান্ত দর্শন, ও ভগবদ্গীতা" এই তিন শাস্ত্র হিন্দুদিগের মধ্যে মোক্ষের সোপান বলিয়া পরিগণিত। উক্ত প্রস্থানত্রয়ের স্ব স্ব মতের অনুকূল প্রায়সঃ সকল আধুনিক ও পুরাতন পণ্ডিত ও আচার্য্যগণের, টীকা ও ভাষ্য আছে, কিন্তু তৎসকলের মধ্যে আমাদের মতে শঙ্করভাষ্যই সর্ব্ব প্রধান, কারণ, শঙ্করভাষ্যে শাস্ত্র যুক্তি ও অনুভব এই তিন বল প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, অন্য সকল ভাষ্যে তাহা নাই। অধিক কি, শঙ্করভাষ্য ভিন্ন অন্য সকল ভাষ্যে তিনেরই অভাব আছে বলিলে অথবা তিনের মধ্যে কোনটীরও নাম গন্ধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রস্থানত্রয়ের যতগুলি ভাষ্য টীকা আছে সে সকলের সহিত শঙ্করভাষ্য অনুশীলন করিলে অস্মদ বাক্যের যথার্থত্ব অনায়াসে উপপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ সকল পাঠ একত্র করিয়া এক এক করিয়া সকলের অনুশীলন করিলে এবং অপক্ষপাতে বিচার ও পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অল্প সময়ে বিদিত হইতে পারে যে, উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা কথা মাত্র নহে। কথিত কারণে প্রধানতঃ শঙ্করভাষ্যের যুক্তি অবলম্বন করিয়াই এই গ্রন্থের অবয়ব পূর্ণ করা হইয়াছে। অদ্বৈত মতের বিরুদ্ধে তার্কিকদিগের আক্ষেপের আরও যে সকল কঠোর

সমাধানরূপ যুক্তি আছে তাহা, সমস্ত প্রস্থানত্রয়ের শঙ্করভাষ্যে তথা শ্রীহর্ষাদিকৃত খণ্ডনখাদ্য, ভেদধিকার আদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। উক্ত দুরূহ দুর্বোধ তর্কের প্রতি আগ্রহ হইলে সংস্কৃত গ্রন্থ অবলোকন করা উচিত, হেতু এই যে, প্রথমতঃ ভাষা গ্রন্থে উক্ত সকল শাস্ত্রের তর্কঘটিত তাৎপর্য্য অনুবাদ করা অত্যন্ত সুকঠিন ও দ্বিতীয়তঃ একটী গ্রন্থে সমস্ত বিষয়ের বিশদ বিবরণও সম্ভব নহে। ফল কথা, শাস্ত্র যুক্তি ও অনুভবের আশ্রয়ে যে দিকে যাও, যেরূপে পরীক্ষা কর, যে প্রকারে নির্ণয় কর, যে ভাবে বিচার কর, পক্ষপাত রহিত হইয়া অনুসন্ধান করিলে অত্যল্প পরিশ্রমে অনুভব গোচর হইতে পারে যে, বেদান্ত শাস্ত্র ভিন্ন পরম পুরুষার্থ লাভের অন্য উপায় নাই এবং বেদান্ত শাস্ত্রই সর্ব্ব সিদ্ধান্তের সার, সর্ব্ব সিদ্ধান্তের পরাকাষ্ঠা, সর্ব্ব আকাঙ্খার নিবর্ত্তক তথা সর্ব্ব কল্যাণের হেতু। কিন্তু গুরু সম্প্রদায় ভিন্ন উক্ত শাস্ত্রের গভীর মর্ম্ম বুদ্ধ্যারূঢ় হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বে বারম্বার উক্ত হইয়াছে। ইতি॥

তত্ত্বজ্ঞানামৃত সমাপ্ত।

ব্রহ্মার্পণ মস্তু।

হরিঃ ওঁম।

শুদ্ধি পত্র।

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় পাদ।

পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ
৯	১৪	কথিতোক্ত।	কথিত।
১৪	৫	ষড়াঙ্গ।	'ষড়ঙ্গ'
২৯	২৮	করণ।	কারণ।
৩৫	১০	প্রমার কারণ।	প্রমার করণ।
৫২	২৭	করিলে আর।	আর।
৬৩	২৩	ইন্দ্রিয়বাদীপক্ষে	মন-ইন্দ্রিয়বাদী পক্ষে।
৮১	২৭	শ্রোতা পুরুষের।	শ্রোতৃ পুরুষের।
৮৭	১৮	"বহ্নিমশাব্দামি"	"বহ্নিম শাব্দয়ামি"।
৮৮	২৮	"সাধ্যাভাববদ্বর্ত্তিহেতুঃ।	"সাধ্যাভাববদ্বৃত্তির্হেতুঃ।
৯১	১৭	"পক্ষতাভাবচ্ছেদকভাবকো।	"পক্ষতাভাবচ্ছেদকাভাবকো।
৯৯	১৯	সর্ব্বজগাতেরকর্ত্তারূপে।	সর্ব্ব জগতের কর্ত্তৃরূপে।
১০০	১৭	অপবাদ উক্ত।	অপবাদ হওয়ায় উক্ত।
১০৩	৯	"জাতিমত্ত্বেসতিহপ্রত্যক্ষত্বাৎ"।	"জাতিমত্ত্বেসতিপ্রত্যক্ষত্বাৎ।"
১০৯	২৪	সঙ্গতিরিষ্যতে" প্রসঙ্গ।	সঙ্গতিরিষ্যতে"॥ প্রসঙ্গ।
১১৯	১৫	কার্য্যের কারণ ও গুণ।	কার্য্য-কারণেরও গুণ।
১২৯	৯	সংযোগ।	সংযোগ সম্বন্ধ হয়।
ঐ	১০	যেমন।	অতএব।
১৩৭	২৬	উভয়ইঅল্পজ্ঞ।	উভয়ইঅল্পজ্ঞ বা সর্ব্বজ্ঞ।
১৪৭	৬	উপস্থিত।	উপাহিত।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ
১৩৮	১৬	আধেয়তাবিশিষ্টরূপ।	আধেয়তাবিশিষ্ট রূপ
১৫০	৬	হওয়ায় ইহা।	হয়, অতএব।
১৫৩	৫	উপকার।	উপকারক।
১৫৪	২৬	ধ্বংসশূণ্য শণ্যতারূপ।	ধ্বংস-শূণ্যতারূপ
২১৪	২৭	ভাবে।	ভাবের।
২২৯	২১	ধৰ্ম্মভাব।	ধর্ম্মাভাব।
২৩২	৪	অত্যন্তাবের।	অত্যন্তাভাবের।
২৪৫	৮	পূর্ব্বানুভব জন্য উৎপন্ন যে।	পূর্ব্বানুভব জন্য যে

তৃতীয় পাদ

২৭৮	৫	অপ্রত্যক্ষতা।	প্রত্যক্ষতা।
৩০৭	৩	প্রমাণবিরুদ্ধ।	প্রমাণ-নিশ্চিত।
ঐ	৫	ঘটোঽভূৎ।	ঘটোঽভূত।
৩১৪	১০	দশম পুরুষ উক্ত,।	দশম পুরুষ, উক্ত।
৩২৯	২১	কল্পিতের প্রতীতি।	কল্পিতের নাশ প্রতীতি।
৩৩৬	৮	তমোবৃত।	তমাবৃত।
৩৬১	২১	হওয়ায়।	অতিরিক্ত। ছাপার ভুল
৩৬৬	৪	অঙ্গীকারে।	অনঙ্গীকারে।
৩৬৭	৫	অধ্যস্তগোচর সংস্কারদ্বারা।	সংস্কারদ্বারা অধ্যস্তগোচর
৩৭৮	১৫	স্তান।	স্থান।
৩৭৯	২৩	ন্যায়।	অন্যায্য।
৩৮৩	১৫	"সন্ধ্যেস্থিরাহহি"।	"সন্ধ্যেস্থিরাহহি"।
ঐ	২৯	সমবায় সংযুক্ত নাই।	সংযুক্ত সমবায় নাই।
৩৯৬	৩	সমাবেশ বলিয়া।	সমাবেশ নাই বলিয়া।
৪০৫	১২	প্রমুষ্ট তত্তা।	প্রমুষ্ট তত্তাক।
৪০৭	৩০	পলায়নের হেতু ও পলায়ন।	পলায়নের হেতু, পলায়নও।

পৃষ্ঠা।	পঙ্ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪০৯	৮	নিবৃত্তির।	অতিরিক্ত। ছাপার ভুল।
	৯	রজতের ভেদগ্রহ।	রজতের অভেদগ্রহ।
	১০	প্রতিবন্ধক অনুভবসিদ্ধ।	নিবৃত্তির প্রতিবন্ধক অনুভবসিদ্ধ
৪১৩	১০	বাদীর সিদ্ধান্ত মতে।	বাদী সিদ্ধান্ত মতে।
৪১৮	৯	কারণ।	করণ।

চতুর্থ পাদ।

৫০৩	২৬	সাধারণের।	সাধনের।
৫২৫	২৭	অনন্তর।	আন্তর।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পাদ

৮	১৬	ঐশ্বরিক	ঐশ্বর। এই ভুল অন্য স্থানেও আছে, শুদ্ধ করিয়া লইবেন।
১৩	৩	শাস্ত্রসিদ্ধ স্বরোচক।	শাস্ত্রবোধ্য বা স্বরোচক।
১৪	১১	অস্ত্র।	অগোত্র।
২৪	১৬	দৃষ্টান্ত সঙ্গত দৃষ্টান্ত নহে।	দৃষ্টান্ত এ অংশে দৃষ্টান্ত নহে।
২৫	৯	আবিভাব।	আবিভূত।
২৮	১	সর্ব্বত্র।	সর্ব্বই।
	৪	নিরাকারবাচী।	বিকারবাচী।
৩৭	২১	নিন্দাবোধ্যবোধক।	নিন্দাবোধক।
৫৩	১৭	উপাদান উভয়ই।	নিমিত্তকারণ।
	১৮	নিমিত্তকারণ।	উপাদানকারণ উভয়ই।
৫৮	১৯	লোকের তাহাতে যে অনু-রাগ ভক্তি প্রেম প্রীতি।	লোকের অনুরাগ ভক্তি প্রেম ও প্রীতি।
৭৮	১	কায়াকারত্ব।	বলয়াকারত্ব।
৭৯	৩	কিন্তু ইহা।	কিন্তু আবিষ্কবলা।

পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৯৩	৮,৯,	কারণ এমত—নহে।	ভুল, অতিরিক্ত।
১০১	২৭,২৮	ফলধান্যাদির বর্ত্তমান অবস্থাতে নির্ম্মল সাত্ত্বিকভাব তথা মদ্যমাংসাদির অপবিত্র তামসিক ভাববশতঃ দুগ্ধাদির বর্ত্তমান অবস্থা।	দুগ্ধ ফলধান্যাদির বর্ত্তমান অবস্থা নির্ম্মল সাত্ত্বিক ভাব বশতঃ (তথা হইতে অবস্থা পর্য্যন্ত এই অংশ ভুল, অতিরিক্ত)।
১০২	১	ও মৎস্যাদি মন্ত্রের।	ও মাংস মৎস্যাদির বর্ত্তমান অবস্থা অপবিত্র তামসিক-ভাব বশতঃ মন্ত্রের।
১২৫	১৪	সংযমের।	সংযোগের।
১৪৫	৩, ৬,	শুক্তিকা।	শুক্তিকা।

দ্বিতীয় পাদ।

পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৭৩	১৩	ইত্যাদি।	ইত্যাদি শ্রুতি বাধিত।
১৭৫	২৬	হইতেও।	হইতেও পারে। পরন্তু প্রমাণ বিষয়ীভূত সিদ্ধবস্তু মাত্রেই ঐরূপ নিয়মের অর্থাৎ।
১৭৬	৪	পারে।—অর্থাৎ	এই পঙ্‌ক্তি ভুল।
১৮৩	ফুটনোট (৪৭) পং ২	—কর্ত্তৃক।	কর্ত্তৃত্ব।
১৮৪	৪	মিথ্যানের	মিথ্যাজ্ঞানের।
২৩৭	৬	খণ্ডনাভিপ্রায়।	খণ্ডন প্রদর্শনাভিপ্রায়।

চতুর্থ পাদ।

পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৩৮১	১	অধিকারী।	অবিকারী।
৪০০	৩০	কল্পনা --দেখিয়া।	এই পঙ্‌ক্তি অতিরিক্ত ভুল।
৪৬৫	৪	একখণ্ড।	এক ঘটে।
৪৭১	৭	এই নামের।	এই চারি নামের।
৪৭১	১৮	জব্বুর।	জব্বর।

পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪৭৪	১৭	পক্ষপাতী হইয়াও।	পক্ষপাতী।
৪৮৬	১০	লামনী।	লাজমী।
৪৯৯	১৪	কেবল স্বপ্ন হইবে না এবং তৎকারণে।	কেবল স্বপ্ন হইলে।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পাদ।

পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৩৬	৪	ভিন।	ভিন্ন।
৫৫	১০	হইবে।	অতিরিক্ত। ভুল।
৭৫	২২	পরস্পর পরস্পরের সহিত	পরস্পর সহিত পরস্পরের।
৭৬	৩	অন্যস্বাভিমত।	স্বাভিমত।
৭৮	৪	ভব প্রাপ্তি	ভাব প্রাপ্তি।
৮০	২০	অসম্বদ্ধ	অসম্বদ্ধ হওয়ার।
৯০	৪	তদ্রূপ	অতিরিক্ত। ভুল।
৯৯	১৫	বিকল্পজাত।	বিকারজাত।
১০৫	৬	মৃত্তিকার।	মৃত্তিকার।
১০৬	৯	বুদ্ধি।	যুক্তি।
১১০	১৪	অঙ্গরূপ।	ভঙ্গরূপ।
১১২	১৩	শব্দাদির বিষয়তা বিপত্তি	শব্দাদি-বিষয়তা-রহিত ভাবেও।

দ্বিতীয় পাদ।

পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১১৬	৬	প্রতীত।	পরিপূরিত।
	১৬	প্রতিযোগিতা তহোর।	প্রতিযোগিতা তাহার।
	২৩, ২৪	ঘটাদি বস্তু বিষয়ে বস্তুর।	পটাদি বস্তু বিষয়ে ঘটাদি বস্তুর।
১১৮	১	মলিনগুণ।	মলিনসত্ত্ব গুণ।
১৩২	২৭	সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।	বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্ক্ষেপে,
১৪২	২১	সুখ দুঃখ নাই।	সুখ নাই।

পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৫২	৭	বিষয়।	বিধায়।
১৬৩	১৫	স্বভাববিশিষ্ট হওয়ায়।	স্বভাববিশিষ্টতা বিধায়
১৭০	১	প্রভাবে আমি।	প্রভাবে জীবের আমি
১৯৭	২	বিভিন্ন।	বিভগ্ন।
২১৭	১৮	যথা।	যখন।

তৃতীয় পাদ।

পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২৭৯	১৭	ভাগ।	ভাল।
৩০২	১০	অধিক্ষ্য।	অবিদ্যা।
৩৬০	১০	জাগ্রতাবস্থাবান্‌ও	জাগ্রদবস্থাবিশিষ্টও।
৩৬৩	২২	লয়।	লয়-চিন্তন।
৩৬৮	১৩	সমষ্টি অজ্ঞানোপাধিকৃত।	সমষ্টি ব্যষ্টি অজ্ঞানোপাধিকৃত।
৩৭৭	১৫	এদিকে স্বপ্নে ব্যবহারিক।	এদিকে ব্যবহারিক।
৩৮২	১৫	তাহা হইয়াও।	তাহা না হইয়াও।
৩৮৫	১৬	হইয়া থাকে তেমনই।	হইয়া থাকে, জাগ্রতে তাহাদের অভাব হয়, তেমনই।
৪০২	১৮ ১৯	আজ্ঞানোৎপন্ন জ্ঞান সহিত বৃত্তি।	জ্ঞান সহিত অজ্ঞানোৎপন্ন বৃত্তি।
৪২৭	২৩	জ্ঞানের - হয় সে।	এই পঙ্‌ক্তি অতিরিক্ত, ছাপার ভুল।
৪৫২	২২	কারণরূপে।	করণরূপে।

চতুর্থ পাদ।

পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪৯৭	২	অসঙ্গ।	সঙ্গত।
	১৫	"ত্রৈবেদকর্ত্তারো, ধূর্ত্ত ভণ্ড নিশাচরো"।	"ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তারো, ভণ্ডধূর্ত্ত নিশাচরাঃ"॥

পৃষ্ঠা।	পঙক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ
৫০৫	২৬	সূচনা।	সূচিত।
৫৪৮	১০	নিযুক্ত কর্ম্মে।	কর্ম্মে নিযুক্ত।
৫৬২	১৯	শাস্ত্রে।	অতিরিক্ত. ভুল।
৫৭৪	২৪	বিদুর।	বিধুর।
৬০০	৫	অঙ্গারক।	অঙ্গারক।
৬১৩	২১	বেদান্তে।	এক বেদান্তে।
৬১৫	১৪	অসৎ অর্থ।	অসৎ শব্দের অর্থ।
৬১১	১৪	পক্ষে অনুৎপত্তি উদাহরণ।	অনুৎপত্তিপক্ষেউদাহরণ।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পাদ।

৭৫	৭	এতজ্জগদানুরূপ।	এতজ্জন্মানুরূপ।
১৫৮	১৮	সৃ ন শক্তি।	সৃজন শক্তি।

দ্বিতীয় পাদ।

১৭৯	৩	প্রাবদ্ধ।	প্রারব্ধ।
১৯০	৩	চিত্ত।	বিত্ত।

চতুর্থ পাদ।

২৩১	১৯	প্রবৃত্তিতে, নিবৃত্তিতে নহে।	নিবৃত্তিতে, প্রবৃত্তিতে নহে।
২৩৫	৮	অবনতির নিয়ম।	অবনতি প্রকৃতির নিয়ম।